

আলমগীর

শেখ হবিবর রহ্‌মান

সাহিত্য-রত্ন, এল, টি,

প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ

মূল্য ১৸০ সাত সিকা

প্রকাশক—শেখ ফজলর রহমান
সহকারী সেক্রেটারী,
পুলুম আঞ্জামনে হেমায়তল ইস্‌লাম্‌
পোঃ বুনাগাতি, যশোহর।

সোল এজেণ্ট—
মোহাম্মদ ফাজেল এণ্ড সন্‌স্‌
ইস্‌লামিক পাবলিশিং হাউস
১৩৯, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীশশধর ঘোষ,
তারা প্রেস
৫৬ নং সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমার প্রিয় ছাত্র-বন্ধু

পরমানন্দপুর-নিবাসী

পরমানন্দপ্রদ

মিঞা আবদর রহমানকে

স্নেহের উপহার

"To retrieve the growing effeminacy of the Mughals.........to put a heart into a decaying system and a faith into a listless soul,—such were the problems which confronted the son of Shah Jahan who should succeed to his father's splendid but cankering power. It was a task for a prophet like Muhammad or such a king as Theodoric."

—*Stanley Lane Poole.*

নিবেদন

নিখিল মোস্‌লেম-জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত "ফতোয়ায়ে আলমগীরী" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ যাঁহার তত্ত্বাবধানে সঙ্কলিত, যাঁহার অসাধারণ রাজনীতিজ্ঞতায় ও কার্য্য-দক্ষতায় ধ্বংসোন্মুখ অবস্থাতেও মোগল সাম্রাজ্য কিছুকাল ভারতে সগৌরবে সংরক্ষিত হইয়াছিল, সেই মহাপ্রতাপ মোগল-কুলতিলক রাজর্ষি সম্রাট হাফেজ গাজী মওলানা মহীউদ্দীন মোহম্মদ আওরঙ্গজীব আলমগীর মহোদয়কে সিংহাসনারোহণকালে যে সমস্ত পর্ব্বত প্রমাণ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইয়াছিল, তাহাই অবলম্বনে এই পুস্তকখানি বিরচিত। ইহা ঠিক ইতিহাস না হইলেও ইহার ঘটনাবলী ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত।

এই পুস্তকখানি প্রণয়নে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ সরকার এম-এ, মহোদয়ের ইংরাজী ভাষায় লিখিত আওরঙ্গজীবের ইতিহাস এবং অন্য কয়েকখানি পুস্তক হইতে আমি বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। তজ্জন্য ঐ সমস্ত গ্রন্থকারের নিকট আমি চির-কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম।

কবিবর মৌলভী মোজাম্মল হক্ কাব্যকণ্ঠ মহোদয়ের সুযোগ্য পুত্র এম্ আফজাল্ উল হক্ সাহেব এই পুস্তকখানি বহু যত্ন সহকারে প্রকাশ করিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি এবং আমার অন্যান্য যে সমস্ত বন্ধুবান্ধব নানা উপায়ে ইহা প্রকাশের সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আমার বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

যশোহর
৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯১৯

একান্ত বশংবদ
শেখ হবিবর রহমান

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

আলমগীরের ১ম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় ইহা দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইল। এই সংস্করণে দুই এক স্থলে সামান্য পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করা হইয়াছে। জুলাই, ১৯২৫।

বিনীত

গ্রন্থকার

আলমগীর

প্রথম পরিচ্ছেদ

"লা এলাহা ইল্লাল্লা, আল্লাহো আকবর! আজ আমাকে বাধা দেয় কাহার সাধ্য! আজ আমার হৃদয় স্বর্গীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ; ঐ যে উর্দ্ধে অনন্ত নক্ষত্রখচিত নীল গগন, তাহারো উর্দ্ধে যে খোদা আছেন, তিনি আমার হৃদয়ের ভিতর দেখিতেছেন যে, কোন জাগতিক স্বার্থ আমার লক্ষ্য নহে; কোন বিপদ-আপদের ভ্রূভঙ্গে আমার মন কম্পিত হইবে না। সাগ্রহে ধর্ম্মের জন্য আত্মবলি দিতেই আজ আমি অগ্রসর; বিপুল হিন্দুস্থান হইতে ইসলাম-ধর্ম্ম লয় হইতে বসিয়াছে! যদি পাপিষ্ঠ দারা আজ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারে, তাহা হইলে ভারতবর্ষ হইতে অচিরে ইসলাম-ধর্ম্মের বিলোপ হইবে। তাহা হইতে পারিবে না—আমি তাহা হইতে দিব না; যেরূপে হউক শাহ্জাদা আলমগীর তখ্‌ত্‌নিশীন হইতে পারেন, আমি তাহার জন্য চেষ্টা করিব—প্রাণপণ চেষ্টা করিব।"

উল্লিখিত কথাগুলি বলিতে বলিতে পথিক একবার উপরের দিকে তাকাইলেন। সেই গভীর নিস্তব্ধ অন্ধকারে তারকাগুলি যেন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল। রজনী প্রায় দ্বিপ্রহর; সেই নিবিড় নির্জ্জন পার্ব্বত্য পথে তুষারশীতল নৈশ সমীরণে তাঁহার সমস্ত শরীর যেন

কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল, তথাপি তাঁহার বিরাম নাই; দৃঢ় মুষ্টিতে তরবারি ঘুরাইতে ঘুরাইতে তিনি চলিয়াছেন; থাকিয়া থাকিয়া "আল্লাহো আকবর" রবে হুঙ্কার দিয়া উঠিতেছিলেন; আর সেই গম্ভীর নাদে কাননের সুপ্ত পশু-পক্ষী যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

যে সময়ে আসমুদ্র হিমাচল ভারতের অদ্বিতীয় অধিপতি মোগল কুল-তিলক সম্রাট শাহ্জাহান শেষ জীবনে নিদারুণ রোগ-শয্যায় শায়িত হন, তখন প্রায় সকলেই তাঁহার জীবন-আশায় নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিল। কিছু দিন পর্য্যন্ত তিনি একান্ত অন্তরঙ্গ কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত কাহাকেও দেখা দেন নাই; এই সময়ে দারাই প্রকৃত প্রস্তাবে সম্রাট শাহ্জাহানের নামে সমস্ত রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে থাকেন। তখন সমস্ত ভারতবর্ষের এমন কি দিল্লী নগরীরও জন-সাধারণের মনে এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, সম্রাট শাহ্জাহান আর ইহজগতে নাই। দারা তাঁহার মৃত্যু সংবাদ গোপন করিয়া কৌশলে সমস্ত রাজশক্তি স্বয়ং আয়ত্ত করিয়া লইতেছেন মাত্র। তিনি কঠোর ব্যবস্থা করেন যে রাজধানীর কোন সংবাদ যেন তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতৃগণ না পাইতে পারেন। কারণ তাঁহারা প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারিলে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন। যে সময় দারা প্রকৃত সংবাদ গোপন করিবার জন্য এইরূপ কঠোর সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই সময় আওরঙ্গজীবের দিল্লীস্থ বিশ্বস্ত প্রতিনিধি তাঁহার জনৈক গুপ্তচরের মারফৎ একখানি পত্রে তৎকালীন যাবতীয় রাজনৈতিক অবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়া গোপনে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। এই গ্রন্থের প্রারম্ভে আমরা উক্ত চরের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি।

পথিক চলিয়াছেন—যেন সমস্ত জগতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য চলিয়াছেন। পদতলে বন্ধুর পার্ব্বত্য পথ, সম্মুখে নিবিড় বন, চারিদিকে বিপুল অন্ধকার। সহসা শব্দ হইল—"কে যাও, ক্ষান্ত হও! আর এক পদ অগ্রসর হইলেই তোমার প্রাণ যাইবে! দিল্লীশ্বরের আদেশ! ভূমিতে তরবারি রাখিয়া আত্মসমর্পণ কর!" পথিক সদন্তে হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন,—"কে আমাকে বাধা দিবে! আমি সত্যের পথে অগ্রসর হইয়াছি, কে আমাকে বাধা দিবে! আমি ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইয়াছি, কে আমাকে বাধা দিবে!" নিবিড় নিস্তব্ধ নৈশ কাননে, পর্ব্বতের কন্দরে কন্দরে প্রতিধ্বনি হইল—"কে আমাকে বাধা দিবে?" সুনীল আকাশে কাঁপিয়া কাঁপিয়া সেই ধ্বনি উত্থিত হইল—"কে আমাকে বাধা দিবে।"

দেখিতে দেখিতে দশ জন সশস্ত্র অশ্বারোহী তাঁহার পথ আগুলিয়া ফেলিল। পথিক সদন্তে তরবারি ঘুরাইতে ঘুরাইতে তাহাদের মধ্যে গিয়া পড়িলেন, মুহূর্ত্তে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল। সেই নিবিড় অন্ধকারে কেহ কাহাকেও ভালরূপ দেখিতে পাইল না। পথিকের সুদীর্ঘ দামেশ্‌ক্‌-তরবারির দ্রুত সঞ্চালনে কেহই তাঁহার নিকট আসিতে সাহসী হইল না; যাহারা একটু অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিল, তাহারা এবং তাহাদের অশ্ব দ্বিখণ্ডিত হইয়া ভূপতিত হইল।

নিকটবর্ত্তী ছাউনীতে অবস্থিত মোগল সৈন্যগণকে সঙ্কেতে বিপদ-জ্ঞাপন ও সাহায্য প্রার্থনার জন্য ঘন ঘন বংশীধ্বনি হইতে লাগিল, কানন-প্রান্তর যেন সেই ভীষণ ধ্বনিতে কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। অদূরে অবস্থিত সুপ্ত শাহী সৈন্যের হৃদয়তন্ত্রী সেই ধ্বনির সহিত একই তানে সাড়া দিয়া উঠিল।

পথিক বিপদ বুঝিতে পারিলেন; ঈশ্বরানুগ্রহে তিনি নিকটেই

কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল, তথাপি তাঁহার বিরাম নাই; দৃঢ় মুষ্টিতে তরবারি ঘুরাইতে ঘুরাইতে তিনি চলিয়াছেন; থাকিয়া থাকিয়া "আল্লাহো আকবর" রবে হুঙ্কার দিয়া উঠিতেছিলেন; আর সেই গম্ভীর নাদে কাননের সুপ্ত পশু-পক্ষী যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

যে সময়ে আসমুদ্র হিমাচল ভারতের অদ্বিতীয় অধিপতি মোগল কুল-তিলক সম্রাট শাহ্‌জাহান শেষ জীবনে নিদারুণ রোগ-শয্যায় শায়িত হন, তখন প্রায় সকলেই তাঁহার জীবন-আশায় নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিল। কিছু দিন পর্য্যন্ত তিনি একান্ত অন্তরঙ্গ কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত কাহাকেও দেখা দেন নাই; এই সময়ে দারাই প্রকৃত প্রস্তাবে সম্রাট শাহ্‌জাহানের নামে সমস্ত রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে থাকেন। তখন সমস্ত ভারতবর্ষের এমন কি দিল্লী নগরীরও জন-সাধারণের মনে এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, সম্রাট শাহ্‌জাহান আর ইহজগতে নাই। দারা তাঁহার মৃত্যু সংবাদ গোপন করিয়া কৌশলে সমস্ত রাজশক্তি স্বয়ং আয়ত্ত করিয়া লইতেছেন মাত্র। তিনি কঠোর ব্যবস্থা করেন যে রাজধানীর কোন সংবাদ যেন তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতৃগণ না পাইতে পারেন। কারণ তাঁহারা প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারিলে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন। যে সময় দারা প্রকৃত সংবাদ গোপন করিবার জন্য এইরূপ কঠোর সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই সময় আওরঙ্গজীবের দিল্লীস্থ বিশ্বস্ত প্রতিনিধি তাঁহার জনৈক গুপ্তচরের মারফৎ একখানি পত্রে তৎকালীন যাবতীয় রাজনৈতিক অবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়া গোপনে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। এই গ্রন্থের প্রারম্ভে আমরা উক্ত চরের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি।

পথিক চলিয়াছেন—যেন সমস্ত জগতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য চলিয়াছেন। পদতলে বন্ধুর পার্ব্বত্য পথ, সম্মুখে নিবিড় বন, চারিদিকে বিপুল অন্ধকার। সহসা শব্দ হইল—"কে যাও, ক্ষান্ত হও! আর এক পদ অগ্রসর হইলেই তোমার প্রাণ যাইবে! দিল্লীশ্বরের আদেশ! ভূমিতে তরবারি রাখিয়া আত্মসমর্পণ কর!" পথিক সদম্ভে হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন,—"কে আমাকে বাধা দিবে! আমি সত্যের পথে অগ্রসর হইয়াছি, কে আমাকে বাধা দিবে! আমি ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইয়াছি, কে আমাকে বাধা দিবে!" নিবিড় নিস্তব্ধ নৈশ কাননে, পর্ব্বতের কন্দরে কন্দরে প্রতিধ্বনি হইল—"কে আমাকে বাধা দিবে?" সুনীল আকাশে কাঁপিয়া কাঁপিয়া সেই ধ্বনি উত্থিত হইল—"কে আমাকে বাধা দিবে।"

দেখিতে দেখিতে দশ জন সশস্ত্র অশ্বারোহী তাঁহার পথ আগুলিয়া ফেলিল। পথিক সদম্ভে তরবারি ঘুরাইতে ঘুরাইতে তাহাদের মধ্যে গিয়া পড়িলেন, মুহূর্ত্তে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল। সেই নিবিড় অন্ধকারে কেহ কাহাকেও ভালরূপ দেখিতে পাইল না। পথিকের সুদীর্ঘ দামেশ্‌ক্‌-তরবারির দ্রুত সঞ্চালনে কেহই তাঁহার নিকট আসিতে সাহসী হইল না; যাহারা একটু অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিল, তাহারা এবং তাহাদের অশ্ব দ্বিখণ্ডিত হইয়া ভূপতিত হইল।

নিকটবর্ত্তী ছাউনীতে অবস্থিত মোগল সৈন্যগণকে সঙ্কেতে বিপদ-জ্ঞাপন ও সাহায্য প্রার্থনার জন্য ঘন ঘন বংশীধ্বনি হইতে লাগিল, কানন-প্রান্তর যেন সেই ভীষণ ধ্বনিতে কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। অদূরে অবস্থিত সুপ্ত শাহী সৈন্যের হৃদয়তন্ত্রী সেই ধ্বনির সহিত একই তানে সাড়া দিয়া উঠিল।

পথিক বিপদ বুঝিতে পারিলেন; ঈশ্বরানুগ্রহে তিনি নিকটেই

একটী আরোহীহীন অশ্বের সমাগম বুঝিতে পারিয়া এক লম্ফে তাহার উপর উঠিয়া বসিলেন। অশ্ব সম্মুখে তীর বেগে অগ্রসর হইতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আজ বিজয়পুর রাজ্যের মহা বিপদ; দক্ষিণাপথের মোগল স্থবাদার মহাবীর আওরঙ্গজীব বিজয়পুরের বিরুদ্ধে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছেন। বিজয়পুরের প্রসিদ্ধ দুর্গ বিদর ও কালিন্দরের পতন হইয়াছে।

যে সময়ের কথা বলিতেছিলাম, তখন বিজয়পুর রাজ্য ক্ষমতা প্রভাবে ও সমৃদ্ধি-গৌরবে সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে মোগল সাম্রাজ্যের পরবর্ত্তী বলিয়া বিখ্যাত ছিল। এই রাজ্য দীর্ঘকাল হইতে মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধাচার করিয়া আসিতেছিল। মোগল সাম্রাজ্যের পরম শত্রু মহারাষ্ট্রগণ এখানে আশ্রয় ও সাহায্য পাইত, পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও বিজয়পুর যখন এইরূপ বিরুদ্ধাচারে ক্ষান্ত হইল না, তখন নিরুপায় হইয়া সম্রাট শাহ্‌জাহন আওরঙ্গজীবকে উক্ত রাজ্যটী আক্রমণ করিবার জন্য আদেশ প্রদান করেন। (১)

তখন ইহার প্রধান নগর বিদর সমৃদ্ধি-গৌরবে ও অভেদ্যতায় ভারতে বিখ্যাত ছিল। নগরটী প্রকাণ্ড, লোক সংখ্যাও যথেষ্ট। ইহা এক সময় প্রসিদ্ধ বাহ্‌মনী রাজগণের ও বারীদশাহী রাজগণের রাজধানী রূপে জগতের রাণী স্বরূপ বিরাজ করিত। সেই গৌরবোজ্জ্বল যুগের অসংখ্য স্মৃতি-চিহ্ন এখনো ইহার অঙ্গে অঙ্গে জড়ান রহিয়াছে।

(১) আল এসলাম—১৪৩ পৃষ্ঠা; আষাঢ় সংখ্যা—১৩২৫

কত সুদৃশ্য মিনার-সংযোজিত গগনচুম্বী মসজিদ, কত প্রাসাদ, কত লুপ্ত গৌরবের স্মৃতি-চিহ্ন ভাবুকের মনে কি এক তন্ময়তা ঢালিয়া দিত। বাহ্‌মণী রাজবংশের প্রসিদ্ধ মন্ত্রী মোহাম্মদ গাওয়ানের বিখ্যাত কলেজ তখনো উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান থাকিয়া বাহ্‌মণী রাজগণের জ্ঞান-গরিমা জগতে ঘোষণা করিতেছিল।

বিদর নগর যার পর নাই সুরক্ষিত ; চতুর্দ্দিকে সুদৃঢ় প্রাচীর, প্রাচীর-নিম্নে গভীর গড়খাই। মাঝে মাঝে তোপমঞ্চ ; শত্রুর সাধ্য কি ইহার নিকট অগ্রসর হয়। যে কেহ শত্রুভাবে ইহার নিকট অগ্রসর হইবে, দুর্গরক্ষী কামানসমূহ ভীষণ অনল বর্ষণে তাহাকে মুহূর্ত্তের মধ্যে পতঙ্গের ন্যায় ভস্মে পরিণত করে। সুপ্রসিদ্ধ অভিজ্ঞ আবিসিনিয়ান সেনানায়ক সিদি মরজানের হস্তে দুর্গ রক্ষার ভার ন্যস্ত। তিনি ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত বিবিধ আপদ-বিপদের মধ্যে দৃঢ় হস্তে এই নগরটী রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। কাহার সাধ্য তাঁহার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অগ্রসর হয়। কিন্তু আওরঙ্গজীবের অদম্য অধ্যবসায় ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সম্মুখে বিদর দুর্গের দৃঢ়তা কতক্ষণ টিকিতে পারে? তুমুল সংগ্রামে সহস্র সহস্র সৈন্যের প্রাণবলি দিয়া আওরঙ্গজীবের প্রসিদ্ধ সেনাপতিগণ দুর্গপ্রাকারে আপতিত হইলেন। হাওয়াইএর সাহায্যে শত্রুর বারুদাগারে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিলেন। সিদি মরজান তাঁহার দুই পুত্র ও প্রধান কয়েক জন সমর-সচিবের সহিত অর্দ্ধ দগ্ধ হইয়া মৃতপ্রায় হইলেন। বিদরের অজেয় দুর্গ আওরঙ্গজীবের হস্তগত হইল! দুর্গাধিপতি সিদি মরজান তাঁহার সাত পুত্রের সহিত দুর্গের চাবি আওরঙ্গজীবের চরণে সমর্পণ করিয়া চিরদিনের জন্য নয়ন মুদ্রিত করিলেন। বিজয়পুর দুর্গে মোগলের বিজয়-পতাকা সগর্ব্বে উড্ডীয়মান হইল।

তারপর বিজয়পুর রাজ্যের অন্যতম দুর্গ কালিয়ানী অধিকার করিতে

আওরঙ্গজীবকে কতই কষ্ট পাইতে হইয়াছিল! তাঁহার কত কত সুদক্ষ সৈন্য সেনাপতি সেই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল। চতুর্দ্দিক হইতে শত্রু-সৈন্য অগণ্য পঙ্গপালের ন্যায় তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল, কতবার তাঁহার জীবন সংসয়াপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু তিনি ভীত বা নিরাশ হন নাই। খোদা ভরসা করিয়া সমস্ত বিপদের সহিত সম্মুখ সমরে জয়ী হইয়াছিলেন। কালিয়ানী দুর্গও এখন তাহ'র পদতলে।

বিজয়পুরের রাজশক্তি চূর্ণপ্রায়; গোলকুন্দা রাজ্যও পরাজয় স্বীকার করিয়াছে। আওরঙ্গজীবের দুর্দ্দম পরাক্রমের সম্মুখে সকলেই মাথা নত করিতে বাধ্য হইয়াছে। এখনো কাহারো সহিত কোনরূপ সন্ধি সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই। এখন যে কোনরূপ অনুকূল সর্ত্তে বিজয়পুর ও গোলকুন্দা-রাজগণকে বাধ্য করা যাইবে, আওরঙ্গজীব এই আশায় উৎফুল্ল।

কিন্তু আওরাঙ্গজীবের আশা পূর্ণ হইল না। সহসা দিল্লী হইতে বাদশাহী হুকুম আসিল,—"যুদ্ধে ক্ষান্ত হও; অবিলম্বে আপন স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন কর; বর্ষাকাল সমাগত প্রায়, এ সময় সৈন্যগণের ছাউনীতে অবস্থান করা আবশ্যক।"

আওরঙ্গজীব রোষে ক্ষোভে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। আরও কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া সন্ধি-সর্ত্ত স্থির করিবার অনুমতি চাহিলেন। নহিলে যে তাঁহার সমস্ত চেষ্টা, পরিশ্রম, সৈন্য ও অর্থ-ক্ষয় বিফল হইয়া যায়। কিন্তু আবার উত্তর আসিল,—"আর না, অবিলম্বে প্রত্যাবৃত্ত হও।"

মধ্যরাত্রি অতীত হইয়া গিয়াছে; আওরঙ্গজীব একান্ত চিন্তাক্লিষ্ট মনে তাঁহার শিবিরে উপবিষ্ট। বিচিত্রদর্শন মহান্ রাজশিবিরের

ঊর্দ্ধে গর্ব্বোন্নত অর্দ্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত মোগল-পতাকা দুলিয়া দুলিয়া নাচিতেছিল। প্রহরিগণ দূরে দূরে সশস্ত্র দণ্ডায়মান; চারিদিকে নৈশ গভীরতা যেন ছম ছম করিতেছিল।

দক্ষিণাপথের প্রসিদ্ধ দেওয়ান মুর্শিদ কুলি খান্ আওরঙ্গজীবের সম্মুখে উপবিষ্ট; উভয়েই চিন্তাক্লিষ্ট। মুর্শিদ কুলি খান সসম্ভ্রমে বলিলেন,—"তাহা হইলে এখন জনাবের মতলব কি জানিতে বান্দা একান্ত ইচ্ছুক।"

"মতলব আর কি? বাদশাহের আদেশ অবনত শিরে পালন করা ব্যতীত আর আমার কি উপায় আছে? আজ গর্ব্বোন্নত বিজয়পুর ও গোলকুন্দা রাজ্যদ্বয় বিজিতপ্রায়; আর দুই সপ্তাহ অপেক্ষা করিতে পারিলে তাহাদের সহিত সন্ধি-বন্ধন দৃঢ় করিয়া লইতে পারিতাম; তাহাদিগকে অধিনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া মোগল সাম্রাজ্যের সীমা ও গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারিতাম। কিন্তু আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হিংসুকগণ তাহা করিতে দিল না। আমার প্রতিনিয়ত বিজয়লাভ দর্শনে তাহাদের হৃদয় ঈর্ষানলে দগ্ধ হইতেছে। এখন এই রাজ্যদ্বয় আমার হস্তগত হইলে তাহাদের আরও আশঙ্কার কারণ হইবে। তাই তাহারা নানারূপে সম্রাটকে বুঝাইয়া আমাকে এই শুভ মুহূর্ত্তে যুদ্ধে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে। আজ আমি যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলে বিজয়পুর ও গোলকুন্দা রাজ্য আবার সগর্ব্বে আস্ফালন আরম্ভ করিবে। তাহারা হয় ত মনে করিবে আমরা ভীত হইয়াই পশ্চাৎপদ হইতেছি। এই যে অজস্র রক্তপাত, অজস্র অর্থ-ব্যয়, সমস্তই বিফল হইবে। জানি এ সমস্ত কাহার চক্রান্ত! সমস্তই জানি! সেই পাপিষ্ঠ দারা যত দিন সম্রাটের উপর আপন প্রভাব বিস্তার করিতে থাকিবে, তত দিন এ সাম্রাজ্যের কোন কল্যাণ নাই। ক্ষুদ্রমতি সংকীর্ণ স্বার্থের বশীভূত হইয়া মোগল

সাম্রাজ্যের ক্ষতি করিতেও কুণ্ঠিত হইল না। (১) যদি খোদাতালা কখনও দিন দেন, দেখিব! দেখিব দারা কত শক্তি ধরে! দেখিব তাহার কূট মন্ত্রণার কত প্রভাব!"

উচ্ছ্বসিত মনের আবেগ নিরুদ্ধ করিয়া আওরঙ্গজীব স্তব্ধ হইলেন। মুর্শিদ কুলি খান কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন—"কিছু দিন হইতে সম্রাটের স্বাস্থ্যের কোন বিশেষ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না। 'হায়াত মওত' খোদাতালার হাত। তাঁহার ব্যাধিও সাংঘাতিক! এ ক্ষেত্রে রাজধানী হইতে বহুদূরে অবস্থিতি করা কি জনাবের উচিত?"

"উচিত নহে, তাহা জানি এবং জানি বলিয়াই বিজয়পুর ও গোলকুন্দা-রাজগণের সহিত সত্বর সন্ধি করিয়া দিল্লীতে রওয়ানা হইবার চেষ্টা করিতেছিলাম। কিন্তু তাহা হয় কই? আমার প্রতি-নিবৃত্ত হইবার আদেশের কথা শত্রুপক্ষে রাষ্ট্র হইয়াছে। যদি বাদশাহ্ গোপনে আমাকে ফিরিয়া আসিতে আদেশ দিতেন, তাহা হইলে তত ক্ষতি হইত না। আমাদের ভিতরের সংবাদ বিপক্ষ জানিতে পারিত না। তাহারা পরাজিত, বিধ্বস্ত; সুতরাং এ ক্ষেত্রে দিল্লীর বিশ্ব-বিজয়ী রাজশক্তির প্রতিযোগিতা করিতে তাহারা কখনই সাহসী হইত না। সহজেই সন্ধি হইত; আমারও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত। কিন্তু তাহা হইল কৈ? আমা প্রতি যে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ দেওয়া হইয়াছে,

(১) "A cruel disappointment was in store for Aurangzib; his victorious career was to be suddenly checked. The Bijapur agent had intrigued hard at court; Dara's jealousy was rising in proportion to the success of his younger brother, and he at last persuaded the Emperor to put an end to the war." History of Aurangzib—1, by J. N. Sarkar; page 277—278.

এ কথা শত্রুকেও জানান হইয়াছে; কাজেই তাহারা এখন আর আমাকে ভয় করিতেছে না, শশক হইয়া সিংহের সম্মুখে আস্ফালন করিতে সাহসী হইতেছে! আমাকে সর্ব্বতোভাবে দুর্ব্বল ও অপ্রস্তুত করাই এই আদেশের মূল উদ্দেশ্য। আজ যদি সন্ধি হইত, ইহাদের সাহায্যে আমার শক্তি যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইতে পারিত, আমি নিরুদ্বেগে নিজ রাজ্যের শান্তি রক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া আর্য্যাবর্ত্তে গমন করিতে পারিতাম; কিন্তু আমার সমস্ত লক্ষ্য পণ্ড হইয়া যাইতেছে। দারার কূট চক্রে আজ আমাকে মহা বিশৃঙ্খলায় বিব্রত হইয়া পড়িতে হইতেছে।

সহসা প্রহরী সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অভিবাদন করিয়া বলিল, "জাঁহাপানা, দিল্লী হইতে প্রেরিত কাসেদ (১) হুজুরের অপেক্ষা করিতেছে।"

আওরঙ্গজীব তৎক্ষণাৎ তাহাকে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিতে বলিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

"বোম বোম মহাদেও!" মহারাষ্ট্র সৈন্যের বিপুল হল্লা! আর্ত্তের আকুল ক্রন্দন!

জান্নার অঞ্চলে শিবাজী তাঁহার বিপুল দল-বল ও সৈন্য-সামন্ত লইয়া নিপতিত হইয়াছেন। চারিদিকে অবিশ্রান্ত লুট-তরাজ চলিতেছে। কত কত সমৃদ্ধ জনপদ অনলের লেলিহান জিহ্বায় নিপতিত হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে ভস্মে পরিণত হইতেছে। প্রকৃতি যেন

(১) কাসেদ সংবাদ-বাহক।

ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে। চতুর্দ্দিকে অগ্নিশিখায় আকাশ লোহিত হইয়া উঠিয়াছে; বৃক্ষ সকল দগ্ধ ও অঙ্গারাবশিষ্ট। তাহাতে অগ্নি রাশি ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া জ্বলিতেছে। চারিদিকে মহা শোর-গোল, চীৎকার ক্রন্দন, যেন কেয়ামত (১) নিকটবর্ত্তী। পদতলে ধরিত্রী-পৃষ্ঠায় অবিরল রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতেছে! যে সমস্ত সমৃদ্ধ অধিবাসী দু'দিন পূর্ব্বে বিভব-সম্পদে অদ্বিতীয় ছিলেন, আজ তাঁহারা নিঃস্ব হইয়া পথে দাঁড়াইয়াছেন। অনেকেই হত হইয়াছেন। দরিদ্রের সামান্য বসনখানি পর্য্যন্ত লুণ্ঠিত হইতেছে। গ্রামের উপর গ্রাম দগ্ধ হইয়া ভস্মস্তূপে পরিণত হইতেছে।

মহারাষ্ট্র-সৈন্য মহা স্ফূর্ত্তিতে চতুর্দ্দিকে লুট করিয়া বেড়াইতেছে। অনেকেই দীপক রাগিণীতে সমকণ্ঠে ঝুমরে গান ধরিয়াছে :—

লুট্ লুট্ লুট্ লুট্
শাহী সৈন্য যদি সম্মুখে দেখি
তরাসেই দেই ছুট্!

জ্বালাই পোড়াই, সামনে যা পাই,
ইন্দুরের মত, পাহাড় পর্ব্বত,
কাটি মোরা কুট্ কুট্
লুট্ লুট্ লুট্ লুট্!

আমাদের কাছে, কেহই না বাঁচে,
লুটি গো রাজার অগাধ ভাণ্ডার,
লুটি দরিদ্রের, সর্ব্বস্ব ঘরের,

(১) মহাপ্রলয়।

গরু, ঘোড়া, গাধা, উট—
লুট্ লুট্ লুট্ লুট্ !

মোদের সন্ধি,— কথার ফন্দী—
ঝুট্ ঝুট্ সবি ঝুট্—
লুট্ লুট্ লুট্ লুট্।

এতদিন পর্য্যন্ত ভারতের ইতিহাসে মহারাষ্ট্র-অভ্যুত্থানের কোন কথা শুনা যায় নাই। বিজয়পুর রাজ্যের অধীন এক জন সামান্য জায়গীরদার শাহ্জী; তাঁহার পুত্র শিবাজী বিজয়পুর রাজ্যের দুর্ব্বলতার সুযোগ পাইয়া ধীরে ধীরে একটীর পর একটী করিয়া অনেকগুলি পার্ব্বত্য দুর্গ অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। চতুর্দ্দিকে লুটপাট দ্বারা ক্রমশঃ তাঁহার শক্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই সময় বিজয়পুর-রাজ দিল্লীশ্বরের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন বলিয়া শিবাজীর অপকর্ম্মের যথোচিত শাস্তি দিবার সুযোগ পান নাই। কিন্তু শিবাজী জানিতেন তাঁহার এই ঔদ্ধত্য কদাচ মার্জ্জিত হইবে না। তাই তিনি স্বীয় প্রভু বিজয়পুর-রাজের বিরুদ্ধে আওরঙ্গজীবের সহিত সন্ধি করিবার চেষ্টা করেন। শিবাজীর ন্যায় প্রভুদ্রোহী চতুর-চূড়ামণি মহারাষ্ট্র অধিনায়কের কথার উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে না পারিয়া আওরঙ্গজীব তাঁহার প্রস্তাবে এমন ভাবে সম্মতি দান করেন, যাহাতে শিবাজীর মনে তাঁহার প্রতি সন্দেহ কোনরূপে দূরীভূত না হয়। শিবাজী এখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তিনি জানিতেন তাঁহার সামান্য শক্তি বিজয়পুর রাজ্যের বিপুল রাজশক্তির সম্মুখীন হইবার উপযুক্ত নহে। দিল্লীশ্বরের সহিত তাঁহার যুদ্ধের সুযোগ পাইয়াই শিবাজী এতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন। এখন যদি তিনি দিল্লীশ্বরের সহিত সন্ধি-বন্ধনে

আবদ্ধ হইতে পারিতেন, তাহা হইলে বিজয়পুর রাজ্য হইতে তাঁহার কোনই ভয়ের কারণ থাকিত না। কিন্তু সুবাদার আওরঙ্গজীবের পক্ষ হইতেও তিনি তাদৃশ আশাজনক কোন কথা পাইলেন না। এখন শিবাজী অনন্যোপায় হইয়া দিল্লীশ্বরের রাজ্য লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইলেন।

জান্নার অঞ্চল ভয়ানক ভাবে লুণ্ঠিত হইল; গ্রামসমূহ শ্মশানে পরিণত হইল। মোগল-শাসনের কেন্দ্রভূমি আহ্‌মদ নগরের তোরণদ্বার পর্য্যন্ত তাঁহার অসুর পরাক্রমে কাঁপিয়া উঠিল।

আওরঙ্গজীব তখন বিজয়পুরে যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যাপৃত থাকায় তাঁহার মন বড় অস্থির। সত্বর যুদ্ধ বন্ধ করিবার জন্য বাদশাহী আদেশ আসিয়াছে। সে আদেশ মান্য না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু সহসা যুদ্ধ থামাইলে তাঁহার দীর্ঘকালের সাধনার ফল ব্যর্থ হইয়া পড়ে; এ ক্ষেত্রে কি করা কর্ত্তব্য? ওদিকে রাজধানীর অবস্থা বড়ই আশঙ্কা-জনক। সম্রাট শাহ্‌জাহান জীবিত আছেন, কি ইহলোক হইতে অপসারিত হইয়াছেন, ঠিক বুঝিবার উপায় নাই। দারা সম্রাটের নামে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছেন। তিনি ক্রমশঃ সিংহাসনে দৃঢ় হইয়া বসিবার বন্দোবস্ত করিতেছেন। এ ক্ষেত্রে দাক্ষিণাত্যে আওরংজীবের যত বিলম্ব হইবে, ততই তাঁহার সাম্রাজ্য-লাভের আশা আকাশকুসুমে পরিণত হইবার আশঙ্কা। কিন্তু বিজয়পুর ও গোলকুন্দার সহিত একটা বন্দোবস্ত না করিয়া, স্বীয় রাজ্যে শান্তি রক্ষার একটা উপায় না করিয়া তিনি কিরূপে দিল্লী যাত্রা করিবেন? তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থায় কিছু করাই সহজ নহে। এই সমস্ত নানা চিন্তায় আওরঙ্গজীবের মন বড়ই উদ্‌ভ্রান্ত।

সহসা আহ্‌মদাবাদের দূত আসিয়া আওরঙ্গজীব সমীপে সসম্মানে শিবাজীর অমানুষিক অত্যাচার-কাহিনী বিবৃত করিল।

আওরঙ্গজীব ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। "কি, কাফেরের এত বড় স্পর্দ্ধা! মোগল-রাজ্যে অত্যাচার, লুট-তরাজ!" ক্রোধে আওরঙ্গজীবের চক্ষু যেন ছুটিয়া পড়িতে লাগিল।

তখনই তিনি হুঙ্কার দিয়া প্রহরীকে ডাকিলেন। যেন শিবিরের পর্দ্দাসমূহ থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

মূহূর্ত্ত মধ্যে সেনাপতি তহওয়ার খান, শম্শের খান ও দেলাওয়ার খান সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সসম্মানে ভূমি চুম্বনপূর্ব্বক বিনীতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

আওরঙ্গজীব ক্রোধ-কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন—"সেই শৃগাল-শাবক পাষণ্ড শিবাজী আমার রাজ্যের মধ্যে জান্নার অঞ্চলে ভয়ঙ্কর লুট-তরাজ আরম্ভ করিয়াছে। গ্রাম-নগর জ্বালাইয়া পুড়াইয়া শ্মশান করিয়া দিয়াছে, দরিদ্রের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছে!—কাফেরের কি স্পর্দ্ধা! আমার রাজ্য লুণ্ঠন; আমি আওরঙ্গজীব এখনও জীবিত—আর আমার রাজ্যে এই অত্যাচার! যেরূপে পার, সেই পাষণ্ডের সমুচিত শিক্ষা দান কর। তাহাকে বাঁধিয়া পথে পথে ঘুরাইয়া আমার নিকট লইয়া আইস। থাক্ আজ বিজয়পুরের যুদ্ধ, থাক্ আজ দিল্লীর সিংহাসনের চিন্তা, সেই পাষণ্ডের সমুচিত শাস্তি দিয়া তবে আমার অন্য কাজ।"

সকলেই নিস্তব্ধ; সেই প্রকাণ্ড তাম্বু যেন বিপুল গম্ভীরতায় গম গম করিতে লাগিল। সেনাপতিগণ সুবাদারকে যথাবিধি কুর্ণিশ করিয়া সেই রাত্রেই জান্নার অঞ্চলে সসৈন্যে রওয়ানা হইলেন! সকলেই বুঝিলেন, এইবার শিবাজীর কাল হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আওরঙ্গজীবের প্রতিনিধি—মোহাম্মদ ঈসা বেগ একদিন প্রত্যুষে উঠিয়া দেখিতে পাইলেন, অসংখ্য বাদশাহী সিপাহী তাঁহার বাড়ী ঘেরাও করিয়া আছে। দেখিয়া তাঁহার মনে অত্যন্ত কৌতূহল ও ভয়ের উদ্রেক হইল। তিনি বাটীর বাহিরে আসিবামাত্র শহরের ফৌজদার (১) তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সালাম করিয়া বিনীত ভাবে বলিলেন—"আমি বাদশাহের আদেশে আপনাকে গেরেফ্‌তার করিলাম।"

ঈসা বেগ ইহাতে অত্যন্ত ভীত ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "সম্ভবতঃ আপনার ভুল হইয়াছে। আমি এমন কোন কার্য্য করি নাই, যে জন্য বাদশাহ্‌ আমার উপর বিরক্ত হইতে পারেন।

ফৌজদার দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন,—তা জানি না সাহেব, এই দেখুন আপনার গেরেফ্‌দারী পরওয়ানা।" ঈসা বেগ তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। পরওয়ানায় আরো লেখা ছিল—তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে।

এ কথার অর্থ কি? তিনি এমন কি অন্যায় করিয়াছেন, যে জন্য সম্রাট তাঁহার উপর ক্রোধান্বিত হইতে পারেন। পরওয়ানায় কোন অপরাধের উল্লেখ নাই; ঈসা বেগ নিরুপায় হইয়া ফৌজদারের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। তাঁহাকে অবিলম্বে কারাগারে নিক্ষেপ করা

---

(১) ফৌজদার আধুনিক ম্যাজিষ্ট্রেট পদের সমকক্ষ। ফৌজদারের অধীনে যথেষ্ট সৈন্য-সামন্ত থাকিত।

হইল। তাঁহার গৃহ-সামগ্রী লুণ্ঠিত হইল, সমস্ত সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়া হইল।

এ ব্যাপারের কোন কারণ কেহ অবধারণ করিতে পারিল না; সকলের মন কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় আকুল হইয়া উঠিল।

এখন যেমন প্রত্যেক রাজধানীতে অন্যান্য রাজ্যের এক এক জন প্রতিনিধি অবস্থিতি করেন, এবং স্ব স্ব রাজ্যের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখেন, পূর্ব্বে মুসলমান রাজত্বকালেও দিল্লীর শাহী দরবারে সেইরূপ দিল্লীর অধীন সুবাদারগণের এবং অন্যান্য রাজ্যের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকিতেন। তাঁহারা স্ব স্ব প্রভুর স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিতেন এবং তাঁহাদের সহিত আবশ্যক মত পত্র ব্যবহার করিতেন। ঈসা বেগ আওরঙ্গজীবের প্রতিনিধি। যখন সম্রাট শাহজাহান রোগ-শয্যায় পতিত হন, তখন দারাই তাঁহার নামে রাজ্য-পরিচালনা করিতে থাকেন, এবং যাহাতে তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতৃগণ এ সংবাদ না জানিতে পারেন, সেজন্য যথোচিত সাবধানতা অবলম্বন করেন। রাজধানী হইতে কোন প্রদেশে কোন সংবাদ আদান-প্রদান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে। আওরঙ্গজীবের প্রতিনিধি ঈসা বেগ গোপনে রাজধানীর অবস্থা আওরঙ্গজীবকে অবগত করিয়াছেন, এই সন্দেহে দারা সম্রাটের নামে তাঁহাকে বন্দী করিলেন এবং তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া লইলেন।

ঈষা বেগ কারাগারে। রাজধানীর যেখানে-সেখানে তাঁহাকে লইয়া নানা কল্পনা জল্পনা। যাঁহারা রাজ্যের ভিতরের গুপ্ত সংবাদাদি রাখিতেন, তাঁহারা সকলেই বুঝিলেন, ঈসা বেগ কেন কারাগারে গিয়াছেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন ভারতের রাজনৈতিক গগন নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। চারিদিকে প্রলয়ের

মেঘ গুরু গুরু করিয়া ডাকিতেছিল। ঝটিকার পূর্ব্ব সূচনার ন্যায় নিখিল ভারত স্তব্ধ হইয়া সেই প্রলয় দৃশ্য দেখিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল।

সম্রাটের চারি পুত্র; চারি জন চারিটী বিরাট প্রদেশের শাসনকর্ত্তার পদে অধিষ্ঠিত। প্রত্যেকের হস্তে অপরিমিত ধনবল—অগণিত জনবল; প্রত্যেকেই দিল্লীর ময়ূর-সিংহাসন লাভ করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; বড় বড় সেনাপতি, মন্ত্রণাকুশল মন্ত্রীবর্গ প্রত্যেকের কল্যাণার্থ নিয়োজিত। দারা রাজধানীতে থাকিয়া প্রতিনিধি দ্বারা এলাহাবাদ পঞ্জাব প্রভৃতি দেশ শাসন করিতেছেন; ধরিতে গেলে তিনিই এখন দিল্লীশ্বর। ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূলের ন্যায় অমিততেজা রণবীর মুরাদ বখ্‌শ বাহাদুর গুজরাটের সুবাদার। আওরঙ্গজীব দক্ষিণাপথে বিপুল শৌর্য্য-বীর্য্যে রণ-প্রতাপে রাজত্ব করিতেছেন। সুজা শস্যশ্যামলা বাঙ্গালার অর্থরাশি করতলগত করিয়া যুদ্ধের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান। এই সঙ্কট সময় সহসা রাজধানীর সংবাদ বন্ধ হইয়া গেল। সকলের মন ত্রাসে কাঁপিয়া উঠিল। রাজকুমারগণ ভাবিলেন, শাহ্‌জাহান হয়ত গতাসু হইয়াছেন কিম্বা তিনি দারা কর্ত্তৃক বন্দী বা আয়ত্ত হইয়া পড়িয়াছেন। দারাই প্রকৃত প্রস্তাবে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। তাই তাঁহারা আর কাল বিলম্ব না করিয়া দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইতে প্রস্তুত হইলেন।

এই সময় সহসা ঈসা বেগকে বন্দী করিয়া তাঁহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করায় সকলেরই মন একান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। যাঁহারা মনে মনে আওরঙ্গজীবের হিতৈষী ছিলেন, তাঁহারা বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

বাদশাহ্ শাহ্‌জাহান সবেমাত্র রোগ-শয্যা হইতে উঠিয়াে

তাঁহার দেহ ক্ষীণ, দুর্ব্বল। হাকিম এইমাত্র ঔষধ খাওয়াইয়া গিয়াছেন। তাঁহার শরীর আজ বেশ একটু সুস্থ। বারান্দায় সুসজ্জিত আরাম-কেদারার উপরে দেহ-ভার বিন্যস্ত করিয়া তিনি হস্তস্থিত গোলাপ পুষ্প-স্তবক আঘ্রাণ করিতেছিলেন। আর ভাবে বিভোর হইয়া গুণ-গুণ সুরে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতেছিলেন ;—

"কাদেরা কোদ্‌রত্ তু দারা হর্‌চে খাহি আঁ কুনী
মুর্দ্দা রা জানে তু বখ্‌শী জিন্দা রা বে-জাঁ কুনী
গাহ্ গাদা রা মুল্‌ক্ বখ্‌শী গাহ্ শাহ্ রা চু গাদা
আজ্ বরায়ে নীম নানে দর-বদর হয়রাঁ কুনী ।"

তিনি পড়িতেছিলেন আর ভাবিতেছিলেন,—"বাস্তবিক খোদা-তালা, সব করিতে পারেন। তিনি মৃতকে জীবিত আর জীবিতকে মৃত করেন। আমার মত বাদশাহ্‌কে তিনি এক টুকরা রুটির জন্য দ্বারে দ্বারে ফিরাইতে পারেন ; আবার একান্ত পথের ফকিরকেও রাজ সিংহাসনে বসাইতে পারেন। আমার যে বিষম ব্যাধি হইয়াছিল, যদি খোদার মেহেরবানী না হইত, তাহা হইলে জগতের কোন্ হাকিম কোন্ ডাক্তার কি করিতে পারিত? খোদাতালার মেহেরবানী, তাই আমি আজ জীবিত, নতুবা এ দেহ এতদিন ধূলায় মিশিয়া যাইত—কোন্ অন্ধকারে আমার অস্তিত্ব মিশিয়া যাইত। এই ত রাজত্বের গৌরব—সাম্রাজ্যের পরিণাম! খোদা-তালার ইচ্ছা হইলে এই আমাকেও মুষ্টি ভিক্ষার জন্য তিনি দ্বারে দ্বারে ঘুরাইতে পারেন। এরূপ দৃষ্টান্ত ত ইতিহাসে বিরল নহে। মনুষ্য দুর্ব্বলমতি, মনুষ্য ভ্রান্ত—মোহগ্রস্ত, তাই সে ক্ষমতা-প্রতাপের গর্ব্ব করে।"

সহসা তাঁহার কানে আসিল পার্শ্বের ঘরে একটী অল্পবয়স্ক বালক তাহার 'সবক' পড়িতেছিল;—

কে ফর্দ্দা বদাওয়ার বরদ খস্‌রুয়ে
গদায়ে কে পেশত্ নয়রজদ্ যোয়ে !

তাহা শুনিয়া বাদশাহের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল ! বাস্তবিকই কি আগামী কল্য হাসরের ময়দানে একটী সামান্য ভিক্ষুক,—যাহাকে তুমি একটী জবের মতও মনে কর না,—সেই একজন বাদশাকে খোদাতালার সম্মুখে বিচারার্থ উপস্থিত করিবে।" বাদশাহের জীবন কি বিড়ম্বনাময় ! কোটী কোটী প্রজা তাঁহার অধীনে ; সর্ব্বত্র কি সুবিচার সম্ভবপর ? কখনো কাহারো প্রতি অন্যায় করিয়া বসিত পরকালে তাহার জন্য হিসাবে ঠেকিতে হইবে। খোদা—গফুরোর রহিম, মাফ করুন।

ক্রমে ক্রমে নানা চিন্তায় তাঁহার মন আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল ! মানবের উত্থান পতন ! কত উঠিতেছে, কত পড়িতেছে। আজ তিনি ক্ষমতা-গৌরবে নিখিল ভারতে অদ্বিতীয় ; কিন্তু এ সৌভাগ্য কতদিন স্থায়ী হইতে পারে ? আজ হিন্দুস্থানের পরাক্রান্ত পাঠান রাজগণ কোথায় ? সে হিন্দুরাজগণেরই বা কি শোচনীয় পরিণতি ! মানবের কি প্রভুত্ব পিপাসা ! সুদূর মধ্য এসিয়ার খীবা ও বলখ্ পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিতে আমাকে কতই না উদ্বেগ স্বীকার করিতে হইয়াছে। এই সমস্তের সার্থকতা কি? তাঁহার মনে হইল একদিন বিজয়পুর অধিপতি আদিলশাহ্ দুর্গের বাহিরে হস্তীযুদ্ধের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন এবং 'খানে খানান' উপাধি বিতরণ করিয়াছিলেন এই অপরাধে যদি তিনি রাজ্যের অকল্যাণ আশঙ্কা করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা না করিতেন তাহা হইলে কি ভীষণ যুদ্ধই না সংঘটিত হইত ! হায়, দুর্ব্বল মানবের কি অহঙ্কার ! (১)

(১) উল্লিখিত দুইটি কার্য্য দিল্লীর বাদশাহ্‌গণের বিশেষ রাজকীয় অধিকার (Royal prerogative) বলিয়া পরিগণিত হইত। বিজয়পুর অধিপতি উক্ত কার্য্য

বাদশাহ্ এইরূপ অন্যমনস্ক ভাবে নানা চিন্তায় মশ্গুল। আবার তাঁহার কানে আসিল;—

.........বদাওয়ার বরদ খসরুয়ে
গদায়ে কে পেশত্ নয়রজদ্ যোয়ে।"

সহসা তিনি চমকিত হইলেন ; তিনি কি কাহারো প্রতি অত্যাচার করেন নাই! কেন, এই কয়েক দিন আগেই ত তাঁহার আদেশে ঈসা বেগ বিনা অপরাধে সর্ব্বস্বান্ত ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন।

"কেন, তাঁহার কি কোনই অপরাধ ছিল না? ছিল বই কি ; কেন তিনি আমাদের ইচ্ছার প্রতিকূলে আওরঙ্গজীবের সহিত ষড়যন্ত্র করেন?

"কিন্তু তাঁহার দোষ কি? তিনি ত তাঁহার কর্ত্তব্যই করিয়াছেন। তিনি ত আমার কোন আদেশ অমান্য করেন নাই। তবে কি—তবে কি দারার প্ররোচনাতেই তাঁহার প্রতি এই অত্যাচার হইয়াছে!"

এইরূপ নানা চিন্তা তাঁহার মনে উঠিতে লাগিল—পড়িতে লাগিল। শেষে তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন। বিবেকের দংশন যেন বড়ই তীব্র বোধ হইতে লাগিল। সঙ্কেত-ধ্বনি করিবামাত্র খোজা আসিয়া সম্মুখে হাজির হইল। তিনি তখনি প্রধান মন্ত্রীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

মন্ত্রী সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া করজোড়ে দণ্ডায়মান হইলেন। বাদশাহ্ বলিলেন ;—"যান, হুকুম-নামা লিখিয়া আনুন। আমি এই

ড়ুইটীর অনুষ্ঠান করায় সম্রাট শাহ্জাহানের কোপ-নয়নে পতিত হন। এই ঘটনা লইয়া তুমুল সংগ্রামের আয়োজন হয় ; শেষে শান্তিপ্রিয় বিজয়পুর-অধিপতি ক্ষমা প্রার্থনা করায় সমস্ত গোলযোগের সহজে নিষ্পত্তি হইয়াছিল।

দণ্ডেই ঈসা বেগকে মুক্তি দিব। তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি যেন কল্যই তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করা হয়।”

উজির তৎক্ষণাৎ হুকুম তামিল করিলেন। বাদশাহ হুকুম নামায় সহি করিয়া তাহাতে মোহর করিয়া দিলেন এবং যাহাতে ঈসা বেগ নির্ব্বিঘ্নে তাঁহার প্রভু আওরঙ্গজীবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন সেইরূপ একখানি নিদেশ-পত্রও দেওয়া হইল।*

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সম্মুখে আরব সাগরের বিপুল তরঙ্গ। তাহার তীরে সোমনাথ মন্দিরের সুবিশাল শ্বেত সৌধ একখানি ছবির মত যেন হাসিতেছিল।

এ সেই সোমনাথ, যাহা দিগ্বিজয়ী মহাবীর সুলতান মাহমুদ কর্ত্তৃক নির্দ্দয় ভাবে লুণ্ঠিত হইয়াছিল! এই মন্দিরাধিষ্ঠিত বিগ্রহ-মূর্তিসমূহ তাঁহার কঠোর কুঠারে চূর্ণীকৃত হইয়াছিল। ইহা সেই সোমনাথ যাহা রক্ষা করিতে গিয়া সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ সৈন্য পাঠানের নির্ম্মম অসিতলে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিল।

আজ ইহার সে বিভীষিকা আর নাই। মোগল বাদশাহগণের উদার শাসনে ইহা সর্ব্ববিধ আপদ-বিপদ হইতে সুরক্ষিত হইয়াছে—কাহার সাধ্য যে ইহার প্রতি অত্যাচার করে। এমন কি পূজারি ব্রাহ্মণগণ

---

* At Dara's instigation the Emperor threw into prison Isa Beg, the Court agent of Aurangzib and attached his property. But after a time he felt ashamed of such persecution, released the innocent man, and allowed him to go to his master, whom he joined at Burhanpur early in March.

—Sarkar's History of Aurangzib I.—Page 312.

পর্য্যন্ত যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে পূজা-অর্চ্চনা করিতে পারেন, সেজন্য মুসলমান বাদ্‌শাহ্‌গণ-প্রদত্ত দেবোত্তর ভোগ করিতেছেন।

বৎসর বৎসর কালী পূজার সময় এখানে মহা ধুম-ধামে মেলা হইত। ভারতের নানা স্থান হইতে অসংখ্য নর-নারী তখন তীর্থ দর্শন উপলক্ষে এই স্থানে সমবেত হইত। ভিতরে বিরাট কালীমূর্ত্তি। কোন সাধক তাহার নিকট যথাবিধি ধন্না দিয়া সাধনা করিলে নাকি তাহার কাম্য বিষয় সম্বন্ধে ঐ মূর্ত্তির নিকট হইতে দৈববাণী শুনিতে পাওয়া যাইত!

গুজরাটের সুবাদার মুরাদ বখ্‌শ্‌ বাহাদুর তাঁহার কতিপয় বয়স্য সমভিব্যাহারে তরণী-বিহারে সোমনাথে উপস্থিত হইয়াছেন। সাগরের মৃদুমন্দ হিল্লোলে তাঁহার ময়ূরপঙ্খী তরণীখানি অল্পে অল্পে নাচিতেছে। যেন প্রকৃতি-রাণী তাঁহার অশান্ত শিশুপুত্রকে কোলে তুলিয়া নাচাইয়া নাচাইয়া সান্ত্বনা দিতেছেন! চতুর্দ্দিকে বয়স্যগণের রসিকতাময় মধুর হাস্য; নবীনা নর্ত্তকীকুলের নৃত্য-গীতের অবিরাম লহরী।

সুবাদার মুরাদ বখ্‌শের চরিত্র একেবারেই প্রশংসনীয় ছিল না। যদিও বয়সে তিনি যৌবন-সীমা অতিক্রম করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার বালসুলভ চপলতা একেবারেই তিরোহিত হয় নাই। তাঁহার ইয়ার ও মোসাহেবগণ সর্ব্বদা তাহার কুপ্রবৃত্তিতে আহুতি দান করিত। আমোদপ্রিয় সুবাদার সর্ব্বদা আমোদ ও হাস্য-কৌতুকের মধ্যেই ডুবিয়া থাকিতেন। আত্মসংযম বা চিত্ত-শাসন কাহাকে বলে তিনি তাহা কিছু মাত্র জানিতেন না।

আজ সোমনাথের প্রসিদ্ধ মেলা। নানা দেশ হইতে বহু তীর্থযাত্রী আসিয়া সমবেত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বৃদ্ধ এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক। বহু মাইল ব্যাপিয়া মহা হট্টগোল।

সুবাদারের নিভৃত দরবার-কক্ষ—এ দরবারে কোন রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা হয় না। যত সমস্ত পাপমন্ত্রণা তাহা এই স্থানে হইয়া থাকে।

মুরাদ বথ্‌শের চক্ষু লোহিত বর্ণ। মদের নেশা চড়িয়া উঠিয়াছে। তিনি একটু কুপিত কণ্ঠে বলিলেন,—"তোমরা কোন কাজের লোক নও; একটা স্ত্রীলোককে বশ করিতে পারিলে না।"

প্রিয়তম ইয়ার পিয়ার বথ্‌শ্‌ হাত যোড় করিয়া প্রথমে শাহী কায়দায় কুর্ণিশ করিয়া বলিলেন;—"জনাবে আলা, বান্দা থাক্‌সার আরজমন্দ হুজুরে হাজির। সাধ্য কি সে আমাদের কথায় বশ হইবে না?"

দ্বিতীয় মোসাহেব। জাহাঁপানার জয় হউক। হুজুরকে দেখিয়া না ভুলিবে দুনিয়ায় এমন কে আছে?

তৃতীয় মোসাহেব। যো হুকুম বাদশাহ্‌ নামদার! আসমানের চাঁদ কে না চায়!

চতুর্থ মোসাহেব।—বহুত খুব জাহাঁপানা; আসমানের চাঁদেও কলঙ্ক আছে, কিন্তু হুজুরের তাহাও নাই। হুজুর দুনিয়ায় একেবারে "বে-চুঁ"!

সকলে সমস্বরে।—বহুত খুব, বহুত খুব, বাদশাহ্‌-নামদার আলম্‌পানা! সব আপকে ওয়াস্তে। যো হুকুম জাহাঁপানা!

মুরাদ বথ্‌শ্‌ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"বাস্তবিক পক্ষে তোমরাই আমার একটু একটু কদর বুঝিতে পারিয়াছ। কথায় বলে,—জহুরীই জওহর চিনে! আফ্‌সোসের কথা বাদশাহ্‌ আমাকে তেমন বিশ্বাস করেন না।"

ইয়ার বথ্‌শ্‌।—বাদশাহ্‌ এখন বৃদ্ধ হ'য়েছেন, তাঁর কি বুদ্ধি

ঠিক আছে? হুজুরের মত সর্ব্বগুণে গুণান্বিত কে আছে? হুজুর যুদ্ধে রোস্তম—দানে হাতেম—বাদশাহীতে সোলেমান—জ্ঞানে লোক্‌মান—হেকমতে আরাস্ত—আবার রসিকতায় ত হুজুরের ‘মেসাল’ দুনিয়ায়ই মিলিতে পারে না—একেবারে রসের ভাণ্ডার!

দ্বিতীয় মোসাহেব।—ভাণ্ডার নয় সাগর...কিম্বা মহাসাগর—একেবারে ‘বহরে কুল্‌জুম্‌’।

সকলে সমস্বরে।—হাঁ হুজুর, হাঁ হুজুর, বান্দা পরোয়ার জাহাঁবখ্‌শ্‌ আলমপানা! হুজুরের রসের যে একবার আস্বাদ পাইয়াছে সে আর কিছুই চাহে না; বেহেশ্‌তের বাগিচায় গেলেও সে ইহা ভুলিতে পারিবে না।

তৃতীয় মোসাহেব।—বেহেশ্‌ত্‌ আবার কি? বেহেশ্‌ত্‌ ত আমাদের বাদশাহ্‌-নামদারের আরাম বাগ, তাহার রহম নজর।

সকলে।—হাঁ হুজুর, হাঁ হুজুর, বাদশাহ্‌-নামদার জাহাঁপানা।

মুরাদ বখশ্‌।—দেখ, দারাকে তোমরা কেমন মনে কর?

পিয়ার বখ্‌শ।—বদ্‌বখ্‌ত্‌! বদ্‌বখ্‌ত্‌!! তা'র না আছে বিদ্যা, না আছে বুদ্ধি, বুড়া বাপের আহ্লাদে ননীর পুতুল!

সকলে।—হাঁ হুজুর, হাঁ হুজুর, জাহাঁপানা! সামান্য এক যুদ্ধে তাঁহাকে নিহত করিয়া হুজুরই ভবিষ্যতে দিল্লীর সিংহাসনে বসিবেন এ কথা কে অস্বীকার করিতে পারে?

সকলে।—বহুত খুব, বহুত খুব!

মুরাদ বখ্‌শ্‌।—আচ্ছা, সুজাকে তোমরা কেমন মনে কর?

দ্বিতীয় মোসাহেব।—সে ত ভীরু—কাপুরুষ। তার কোন যোগ্যতা নাই—কোন ক্ষমতা নাই—নাদান্‌—বদ্‌বখ্‌ত—কম্‌জাত্‌! হুজুর ত ইচ্ছা করিলে একেবারে তাহাকে বঙ্গ সাগরে ডুবাইয়া দিতে পারেন।

সকলে।—জী হাঁ জনাব! সব আপ্‌কা মর্জ্জী।

মুরাদ বখ্‌শ্‌ —ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন ;—আচ্ছা বেশ, আওরঙ্গজীব সম্বন্ধে তোমরা কি বলিতে চাও। লোকটার ভাব দেখিয়া কিন্তু আমার তত ভাল বোধ হয় না।

তৃতীয় মোসাহেব।—হাঃ হাঃ! সে ত মুসল্লী—পাক্কা মোল্লা। রাত দিন তসবী—তেলাওত ; মসলা-মসায়েল! সে মোল্লাকি-ই করিতে পারে? রাজনীতির কি বুঝে? হাঃ হাঃ—ফকির! ফকির! ফকিরের আবার কি রাজত্ব সাজে!

মুরাদ বখ্‌শ্‌।—কেন, সে ত অনেক যুদ্ধেই জয়লাভ করিয়াছে।

চতুর্থ মোসাহেব।—গোস্তাখী মাফ্‌ ফর্‌মাইয়ে জনাবে আলা! যুদ্ধে তাহার কীর্ত্তিত্ব কি? মীরজুম্‌লা প্রভৃতি কয়েকজন দক্ষ সেনাপতি তাহার পক্ষে বলিয়াই ত সে কয়েকটী যুদ্ধে জিতিয়াছে! তাতে কি আসে যায়? তার চেয়ে অনেক বড় বড় সেনাপতি হুজুরের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। আর হুজুর স্বয়ং একজন বড় যোদ্ধা ; কে হুজুরের সঙ্গে যুদ্ধে পারিবে? আওরঙ্গজীবের সেনাপতিগণ যখন হুজুরের গুণের পরিচয় পাইবে তখন নিশ্চয়ই হুজুরের সঙ্গে যোগ দিবে।

সকলে সমস্বরে।—আল্‌বৎ হুজুর, আলবৎ! বাদশাহ্‌-নামদার জাহাঁপানা।

মুরাদ বখ্‌শ্‌।—তাহা হইলে তোমরা কি মনে কর যে আমিই একদিন দিল্লীর বাদশাহ্‌ হইব।

সকলে।—জরুর জাহাঁপানা, জরুর! তাহা না হইয়াই পারে না! যেমন দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন ; যেমন শীতের পর গ্রীষ্ম, গ্রীষ্মের পর শীত ; যেমন পূর্ব্বের পশ্চাতে পশ্চিম এবং পশ্চিমের

পশ্চাতে পূর্ব্ব; সেইরূপ একথা নিশ্চয়ই যে, হুজুরই একদিন দিল্লীর শাহী-তখ্‌তে বার দিবেন।

মুরাদ বখ্‌শ্‌।—হাঃ হাঃ হাঃ! (উচ্চ হাস্য)।

সকলে সমস্বরে।—আলবৎ আলবৎ, আপনি ছাড়া আর কেহই দিল্লীর শাহী তখ্‌তে বসিবার 'কাবেল' নাই। (১)

মুরাদ বখ্‌শ।—যে দিন আমি বাদশাহ্‌ হইব সে দিন তোমরা আমার মন্ত্রী ও সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী হইবে।

সকলে সমস্বরে —জয় জাহাঁপানা বাদশাহ্‌-নামদার!

পিয়ার বখ্‌শ্‌।—হুজুর যে শীঘ্রই দিল্লীর বাদশাহ্‌ হইবেন, তাহাতে কোনই 'শক্‌-শোবা' দেখা যাইতেছে না! আমি আজ শেষ রাত্রে স্বপ্নে দেখিতেছি—যেন ভয়ানক ঝড় উঠিয়াছে; এমন ঝড় আমি কখনই দেখি নাই। কত বড় বড় বৃক্ষ উপড়িয়া যাইতেছে। সহসা দেখিলাম ঝড়ের বেগে আকাশের চাঁদ স্ব স্থানচ্যুত হইয়া উড়িয়া আসিতেছে। চাঁদ হুজুরের নিকট আসিবামাত্র এক ঝাপটা বাতাস আসিয়া হুজুরকে ঐ চাঁদের উপর বসাইয়া দিল। তখন কি আশ্চর্য্য! চাহিয়া দেখি ঝড় থামিয়া গিয়াছে; মেঘ কাটিয়া গিয়াছে; আকাশে তারকারাজি হাসিতেছে। হুজুর সেই চন্দ্রলোকে হৃষ্টচিত্তে বসিয়া! জগতের সমস্ত লোক হুজুরের দিকে চাহিয়া দুই হাত তুলিয়া কুর্ণিশ করিতেছে। আমিও সেই সঙ্গে প্রণিপাত করিলাম। হুজুর আমাকে চিনিতে পারিয়া যেন নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন; আমি উঠিবার জন্য যেই লাফ দিয়াছি অমনি ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কি তাজ্জব ব্যাপার!

মুরাদ বখ্‌শ।—বুঝিয়াছি তোমার স্বপ্ন ঠিক। একদিন সমস্ত

(১) কাবেল—যোগ্য

দুনিয়ার লোক আমাকে বাদশাহ্ নামদার বলিয়া প্রণিপাত করিবে, এ তারই আলামত। আমি আজ প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সে দিন তোমাকে ভুলিব না। তোমাকে আমার প্রধান মন্ত্রী করিব। এই লও তাহার প্রমাণ স্বরূপ মুক্তার হারগাছি উপহার দিতেছি।

তখন একজন শায়ের মুরাদ বখ্শের গুণ ব্যাখ্যা করিয়া একটি কবিতা পাঠ করিলেন। তিনিও এক সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

"দেখুন, আপনার ইহাতে আপত্তি করা শোভা পায় না। ফুল ফুটে দেবতার চরণে উৎসর্গ করিবার জন্য; তাহাই ইহার চরম ও পরম গতি। আপনার কন্যা পরমা সুন্দরী, ফুলের মতই উজ্জ্বল ও সৌরভময়ী; জাহাপানা মুরাদ বখ্শ বাহাদুরের চরণে তাহাকে উৎসর্গ করিতে পারিলে সে ত আপনারই পরম গৌরবের বিষয়।" একটী সুসজ্জিত কক্ষে বসিয়া উল্লিখিত কথাগুলি মুরাদ বখ্শের প্রিয়তম ইয়ার পিয়ার বখ্শ্ কমলাবতীর পিতা তিলকচাঁদ ঠাকুরকে বলিলেন।

কমলাবতীকে মুরাদ বখ্শের অনুচর সহচরগণ জোর করিয়া ধরিয়া আনিতে সাহস পায় নাই। কারণ যদি প্রধান মন্ত্রী আলী নকী খাঁ এ বিষয় অবগত হন, তাহা হইলে বিষম বিপদ হইতে পারে। আলী নকী খাঁ মুরাদ বখ্শের মন্ত্রী হইলেও সম্রাটের নিয়োজিত এবং তাঁহার অভিভাবক-স্থানীয়। মুরাদ বখ্শের কার্য্যতৎপরতা এবং চরিত্র-বলের প্রতি সম্রাট শাহ্জাহানের কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না; বল্খে ও কান্দাহারে তাঁহার কার্য্য-শিথিলতা ও চরিত্র-হীনতার

অনেক পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দোষ-গুলির সংশোধন হইবে, সম্রাট শাহ্‌জাহান প্রথম প্রথম এইরূপ মনে করিতেন; কিন্তু পরে যখন দেখা গেল কিছুতেই সারিল না, তখন সম্রাট পুত্রের সংশোধন বিষয়ে নিরাশ হইয়া পড়িলেন। তখন যদিও তাঁহাকে গুজরাটের সুবাদারী পদে নিয়োগ করিয়াছেন, তথাপি আলী নকী খাঁ নামক একজন দৃঢ়চিত্ত কঠোর-কর্ম্মা পুরুষকে সম্রাট তাঁহার অভিভাবক-স্বরূপ রাখিয়াছেন। মুরাদ বখ্‌শ্‌ সর্ব্বদা তাঁহার কুসঙ্গী ও চাটুকারগণে পরিবৃত থাকিতে ভালবাসিতেন এবং বিবিধ তরল আমোদ-প্রমোদে হাসিয়া খেলিয়া ও নানারূপ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠানে সময় কাটাইয়া দিতেন। আলী নকী খাঁ কিন্তু সর্ব্বদা তাঁহার প্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখিতেন এবং যাহাতে রাজকার্যে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিতে না পারে সেইরূপ ব্যবস্থা করিতেন। মুরাদ বখ্‌শ্‌ কোনরূপ অন্যায় অত্যাচার করিবার উপক্রম করিলে আলী নকী সম্রাট দরবারে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইতেন এবং তাঁহার সঙ্গে একান্ত কঠোর ব্যবহার করিতেন। ইহাতে যদিও মুরাদ বখ্‌শ এবং তাহার পাপসঙ্গিগণ হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া গিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার বিরুদ্ধে কেহ কিছুই করিতে সাহসী হইতেন না, কারণ সম্রাট তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন। তাঁহার কার্য্যকুশলতা ও ন্যায়পরায়ণতার প্রতি সম্রাটের অটুট বিশ্বাস ছিল, তাই একান্ত কঠোরভাবে তিনি মুরাদ বখ্‌শ্‌কে শাসনে রাখিতেন। এ শাসন মুরাদ বখ্‌শের অসহ্য হইলেও তাঁহার বিরুদ্ধে কিছুই করিবার উপায় ছিল না।

আলী নকীর ভয়ে মুরাদ বখ্‌শ্‌ কমলাবতীকে হস্তগত করিতে না পারিলেও তাহার আশা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাই তাঁহার

প্রধান পাপসহচর পিয়ার বখ্‌শ্‌কে ভার দেওয়া হইয়াছে যাহাতে সে কৌশলে তাহার পিতার সম্মতি লইয়া কমলাবতীকে হস্তগত করিতে পারে।

পিয়ার বখ্‌শ্‌ তিলকচাঁদ ঠাকুরকে বুঝাইয়া বলিলেন যে সুবাদারকে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারিলে তাহা তাঁহার পরম গৌরবের কারণ হইবে।

তিলকচাঁদ ঠাকুর একটু উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন ;—"দেখুন সাহেব, সকলেরই জাতি-মান আছে ; আমি ব্রাহ্মণ, হিন্দুর পরম আরাধ্য দেবতা। আর আপনার সুবাদার সাহেব হাজার হইলেও বিধর্ম্মী—অস্পৃশ্য। যাঁহাদের ছায়া মাড়াইলে আমরা শাস্ত্রমত অপবিত্র হই, তাঁহাদের হস্তে কন্যাদান করিব এও কি সম্ভবপর !"

পিয়ার বখ্‌শ।—হাঃ হাঃ হাঃ—হিন্দুর আবার একটা জাত কি ? ব্রাহ্মণই হ'ক আর রাজপুতই হ'ক সবই ত হিন্দু! আর আপনি দেবতা হন, আর দানব হন সে হিন্দুর আছেন, তা'তে মুসলমানের কি ? আপনি ত মুসলমানের নিকট হিন্দু ছাড়া আর কিছুই নহেন। হিন্দুর কন্যা মুসলমানকে দিবেন তাতে আবার একটা ভাবা-গণা শনি-মঙ্গলবার কি ?

তিলকচাঁদ।—সাহেব, কায়দায় পাইয়া অনেক কথা বলিয়া লইলেন। এখন হিন্দুর কপাল পুড়িয়াছে তাই তাহারা আপন জাতি-ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া বিজাতির করে কন্যা সম্প্রদান করিতে লজ্জা বোধ করে না। এমন কি এটা বড় বড় লোকদের মধ্যে গৌরবজনক হইয়া উঠিয়াছে। তাই মুসলমান নবাব আমীরগণ সহজেই হিন্দুর পবিত্র ললনার দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে সাহসী হইতেছেন। যে হিন্দু কুলাঙ্গারগণ এ ভাবে বিধর্ম্মীর করে কন্যা সম্প্রদান করে তাহারা

হিন্দু-জাতীয়তার মূলোচ্ছেদ করিতেছে—তাহারাই ভারত-মাতার মুখে আগুন লাগাইয়া দিতেছে। মোগল-পাঠানের তীক্ষ্ণ তরবারির কঠোর আঘাতে হিন্দু-জাতীয়তার বিনাশ হইতে পারিত না, বরং তাহা অধিক পরিমাণে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিত, কিন্তু আকবর বাদশাহ্ এই যে এক মিলন-নীতির গরল ভারত-ক্ষেত্রে ঢালিয়া দিয়া গিয়াছেন, নির্ব্বোধ হিন্দু সমাজ তাহা আকণ্ঠ পান করিয়া শীঘ্রই অচেতন ও নিস্পন্দ হইয়া পড়িবে; তাহার স্বতন্ত্র জাতীয়তা বিলুপ্ত হইবে। আকবর, ধন্য তোমার বুদ্ধি!

পিয়ার বখ্‌শ্।—তা' ত হ'ল ঠাকুর; এখন আমার কথার কি?

ঠাকুর।—তা' হ'বে না মিঞা সাহেব। ভারতের বড় বড় হিন্দু রাজগণ না হয় রাজত্ব বা সম্মান প্রতিপত্তির লোভে স্ব স্ব কন্যা ভগিনী মুসলমানের হস্তে দিতে পারেন, কিন্তু আমি তা' দিব কেন? আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ—ধর্ম্মই আমার সম্বল! আমি কোনরূপে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে পারিব না। জীবন কয় দিনের? এই বলিয়া ব্রাহ্মণ শ্লোক পড়িলেন:—

"নলিনী দলগত জলমতি তরলং
তদ্বজ্জীবনমতিশয় চপলম্!"

পিয়ার বখ্‌শ্।—ভয় নাই ঠাকুর। আমাদের সুবাদার সাহেব শীঘ্রই দিল্লীর বাদশাহ হইবেন; তখন তিনি আপনাকে মন্ত্রী করিবেন।

ব্রাহ্মণ।—আমি আপনাদের মন্ত্রীত্ব চাই না—ধর্ম্মও বিসর্জ্জন দিতে পারিব না। শাস্ত্রে লিখিত আছে:—

"এক এব সুহৃদ ধর্ম্মঃ নিধনেপ্যনুযাতিযঃ
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যত্তুগচ্ছতি!"

মহাশয়, আপনাদের রাজ্যে বাস করি, তাই বলিয়া কি আমাদের

ধর্ম্ম নাশ করিবেন। আমি আর আপনার কোন কথা শুনিতে ইচ্ছা করি না।

মূর্ত্তিমান ব্রহ্ম-তেজের ন্যায় ঠাকুরের চোখে মুখে যেন আগুন ছুটিতে লাগিল। তিনি টিকি ঘুরাইতে ঘুরাইতে তেজদৃপ্ত কণ্ঠে বলিলেন ;—"আমি চলিলাম। আপনাদের এরূপ অসঙ্গত প্রস্তাবে আমি কিছুতেই সম্মত হইতে পারিব না। আপনারা যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন !"

ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলেন। পিয়ার বখ্‌শ্‌ কিছুক্ষণ অপ্রতিভ হইয়া বসিয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে উঠিয়া শাহজাদা মুরাদ বখ্‌শের খাস কামরার মধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

সুবাদার সাহেব তখন সুদীর্ঘ আলবোলা সেবনে নিবিষ্ট ছিলেন, আর কতদিনে কমলাবতীকে হস্তগত করিতে পারিবেন সেই চিন্তা করিতেছিলেন। সহসা পিয়ার বখ্‌শ্‌কে দেখিয়া তিনি সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন ;—"এই যে, তুমি উপস্থিত! তা' কবে দিন ঠিক হ'ল !"

পিয়ার বখ্‌শ্‌।—(ক্ষুণ্ণ স্বরে বলিল) কি বলিব হুজুর—সে ব্রাহ্মণটা বড়ই বে-আড়া ; কিছুতেই বাগ মানিতে চাহে না। সে বলে যে, সে কিছুতেই বিধর্ম্মীকে কন্যা-দান করিবে না।

মুরাদ বখ্‌শ্‌—সে কি ? হিন্দুর আবার একটা ধর্ম্মাধর্ম্ম কি ? হিন্দু ত হিন্দুই ; ধর্ম্মের কথা কি তা'র মুখে শোভা পায় !

পিয়ার বখ্‌শ্‌।—"তা' জনাব, বেটার বড়ই আস্পর্দ্ধা। ফাটনং ফাটনং কি বুলি আওড়াইয়া সে দৃঢ় কণ্ঠে বলিল,—মুসলমানকে কন্যা-দান করিয়া সে কিছুতেই ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে পারিবে না।"

"বটে—এত বড় কথা ! আচ্ছা, এক হফ্‌তার মধ্যেই কাফের বেটার ভিটায় ঘুঘু চরাইব। আমার শানে বে-আদবী ! বুকে পাথর চাপা

দিয়া ত'াকে সবংশে নিপাত করিব। কমলাবতি, দেখিব একদিন তুমি আমার হও কি না !"

তাঁহার ক্রোধ দেখিয়া পিয়ার বথশ্ ব্যস্ত হইয়া বলিল ;—ক্ষতি কি জাহাঁপানা ! যেরূপে হয়, এক সপ্তাহের মধ্যে কমলাবতীকে হস্তগত করিব। কিন্তু—কিন্তু—"

"কিন্তু কি ?"

"কিন্তু ঐ পাজা বেটা নকী খাঁকে বড় ভয় করিয়া চলিতে হয়। সে এ সব কথার সন্ধান পাইলে বড়ই অনর্থ ঘটাইবে। দিল্লীতে আমাদের বিরুদ্ধে এত্তেলা পাঠাইয়া আমাদিগকে বিপদে ফেলিবে।"

মুরাদ বথ্শ্।—(ক্ষুণ্ণ স্বরে বলিলেন)—"বাস্তবিক পক্ষে ঐ নকী খাঁ থাকাতেই আমার সমস্ত কার্য্যে অসুবিধা—সমস্ত বিষয়ে গোলযোগ। আর কত পারা যায় ! আমি একজন প্রবল পরাক্রান্ত সুবাদার ; কিন্ত বাদশাহ্ আমার পিছনে এক ফেউ লাগাইয়া দিয়াছেন ; যেন আমি দশ বৎসরের খোকা ! মুরুব্বী না হইলে আমার আর চলে না। এর উপায় কি ?"

পিয়ার বথ্শ্।—উপায় ত কিছুই দেখি না ; তবে—তবে যদি..."

মুরাদ বথ্শ্।—তবে কি বলিতেছ খুলিয়া বল ; ভয় কি ? আমি ত আর তোমার অবিশ্বাসী নহি !

পিয়ার বথ্শ্।—না জনাব, তা' বলিতেছি না। তবে কথা এই যদি হুকুম করেন।—বান্দা পাপিষ্ঠকে হুজুরের পথ হইতে দূর করিতে পারে।

মুরাদ বথ্শ্।—নিশ্চয় নিশ্চয় ! আমি ত তাই চাই। যেরূপে পার উহাকে আমার পথ হইতে দূর কর। কণ্টক যত সত্বর দূর হয়, ততই ভাল। দেখ, সমস্ত গুজরাট রাজ্যে তাহার হিতৈষী বন্ধু কেহই

নাই। স্বভাব-দোষে সকলেই তাহার শত্রু। সে আর কত দিন এ ভাবে সকলকে জ্বালাতন করিবে।

তখন দুই জনে মিলিয়া অনেক ক্ষণ খুব গোপনে পরামর্শ হইল। পরামর্শে ইহাও ঠিক হইল যে, যতদিন এই পথের কাঁটাকে দূর করা না যায়, ততদিন কমলাবতী সম্বন্ধে আর কিছুই করা হইবে না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

তখনো ভাল করিয়া দিনের আলো ফুটিয়া উঠে নাই। গুজরাটের উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশৃঙ্গমালার আড়াল হইতে প্রভাত-কিরণ একটু একটু উঁকি মারিতেছিল। মহামতি আলি নকী খাঁ এই অতি প্রত্যূষে ফজরের নামাজ শেষ করিয়া নিবিষ্ট চিত্তে কোর-আন শরীফ পাঠ করিতে ছিলেন।

এমন সময় সরকারী নওকর তাঁহার নিকট আসিয়া সালাম করিয়া জলদী তলবের হুকুম জ্ঞাপন করিল। খাঁ সাহেব তৎক্ষণাৎ ভক্তির সহিত কোর-আন শরীফ চুম্বন করিয়া বন্ধ করিলেন এবং পদোচিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সত্বর মুরাদ বখ্শের সমীপে উপস্থিত হইলেন।

সমস্ত রাত্রির আমোদ-প্রমোদে ও মদিরার তীব্র উত্তেজনায় মুরাদ বখ্শ্ তখনো তন্মমবৎ ছিলেন, তাঁহার চক্ষু লোহিত বর্ণ। তদবস্থায় প্রধান মন্ত্রী আলি নকী খান তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিলেন।

মুরাদ বখশ অভিবাদন গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—"খান একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ঠিক বলিবেন ;—যদি কেহ তাহার প্রভুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, তবে তাহার শাস্তি কি ?"

খান সাহেব গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—প্রাণদণ্ড।

তখন মুরাদ বখ্‌শ তাঁহার হস্তে একখানি কাগজ দিয়া বলিলেন,—"দেখ এ ব্যাপার কি? এই কি তোমার কার্য্য!"

খান সাহেব কাগজখানি পড়িয়া এবং তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বুঝিতে পারিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন'—"এ সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। এ আমার লেখা নহে।"

"তোমার লেখা নহে? এ লিখন তোমারই গুপ্তচরের হস্তে ধরা পড়িয়াছে। এই ভাবে তুমি আমার আশ্রয়ে থাকিয়া আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছ? এ পাপের ক্ষমা নাই। জগত দেখুক রাজদ্রোহীর শাস্তি কি!

আলী নকী কি বলিতে যাইতেছিলেন. তাঁহার মুখের কথা মুখে রহিল, মুরাদ অসি-হস্তে ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় তাঁহার উপর নিপতিত হইলেন! এক আঘাতে তাঁহার মস্তক ভূ-লুণ্ঠিত হইল। কক্ষতল রক্তে রঞ্জিত হইয়া উঠিল।

তারপর—তারপর আর কি? পথের কাঁটা দুর হইল। এখন মুরাদ বখ্‌শ্‌ বাহাদুর স্বাধীন। তাঁহার অনুচর ও মোসাহেবগণের এখন সার্ব্বভৌম প্রভুত্ব!

পথের কাঁটা ত দূর হইল; কিন্তু তখনো নিশ্চিন্ত হওয়া গেল না। দিল্লী হইতে সম্রাটের পীড়ার কোন্ই সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না। তবে কি সম্রাট জীবিত নাই! তবে কি দারা স্বাধীন ভাবে সাম্রাজ্য পরিচালনা করিতেছেন? তবে কি মুরাদ বখ্‌শ্‌ বাহাদুরকে বরাবর দারার অধীনস্থ সামান্য সুবাদাররূপে জীবন কাটাইতে হইবে? না—তাহা হইবে না—কিছুতেই হইবে না! যে রূপেই হউক তাঁহার দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করা চাই-ই। না হয় জীবন যাইবে কিন্তু মুরাদ হীনভাবে জীবন যাপন করিতে পারিবেন না।

অনেক চিন্তার পর মুরাদ বখ্‌শ্‌ প্রধান সেনাপতি শাহ্‌বাজ খাঁকে তলব দিলেন। তাঁহার অধীনে ছয় সহস্র সৈন্য দিয়া হুকুম দিলেন ;—"যাও, এখনই যাও! যেরূপে পার সুরাত নগর ও দুর্গ লুণ্ঠন কর। আমার টাকার আবশ্যক—টাকা চাই।"

সুরাত নগর প্রাচীর-বেষ্টিত ও সুরক্ষিত ছিল না। সুতরাং তাহা সহজেই লুণ্ঠিত ও অধিকৃত হইল। সুরাতের সমৃদ্ধিশালী বণিকগণ সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। সুরাত নগর লুণ্ঠন করিয়া শাহ্‌বাজ খান সুরাত দুর্গ অধিকারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু সুরাত দুর্গ লুণ্ঠন তত সহজ নহে ; ইহার তিন দিক সমুদ্র বেষ্টিত, অপরদিক সুদৃঢ় প্রাচীর ও গভীর গড়খাই দ্বারা সুরক্ষিত। প্রাচীরের উপরে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কামানসমূহ শত্রু মথিত করিবার জন্য নিয়ত ভীম বেশে অবস্থিতি করিতেছে! সুরাত দুর্গ দৃঢ়চেতা মোগল সেনাপতি সৈয়দ তৈয়েব খানের অধীনে সুরক্ষিত।

শাহ্‌বাজ খান দেখিলেন, দুর্গ জয় সহজ নহে ; তাই তিনি কৌশলে "মহামন্ত্র" বলে তৈয়েব খানকে বশ করিতে চেষ্টা করিলেন! কিন্তু তাহাতে কোনই ফল হইল না ; দুর্গাধিপতি কোনরূপ প্রলোভনেই বিচলিত হইলেন না। তখন নিরুপায় হইয়া গোলাবর্ষণ করিতে হইল। দুর্গ হইতেও যথাবিধি তাহার প্রত্যুত্তর হইল; শাহ্‌বাজের কামানগুলি দুর্গের কিছুই করিতে পারিল না।

এইভাবে কয়েক দিন চলিয়া গেল, দুর্গ বিজিত হইল না ; শেষে শাহ্‌বাজ খান অসীম সাহসে ও কৌশলে দুর্গ-প্রাকারের তলদেশে পঞ্চাশ মন বিস্ফোরক স্থাপন করিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিলেন। মহা শব্দে দুর্গ-প্রাকার উড়িয়া গেল। সেই সঙ্গে সঙ্গে ছয় শত গোলন্দাজ

ও বহু সংখ্যক সৈন্য সেনাপতিও নিহত হইলেন। সুরাত দুর্গ মুরাদ বখ্শ্ বাহাদুরের করতলগত হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

——"তাই ত এখনো যে সম্রাটের কোন নিশ্চিত খবর পাইলাম না। দারার হস্তে বিপুল রাজ-ক্ষমতা! সম্রাট শাহ্জাহান যদি জীবিত থাকিয়াও থাকেন, তাহা হইলেও তিনি দারার ইঙ্গিতানুসারেই পরিচালিত! আর তাঁহার মৃত্যু হইয়া থাকিলে দারাই ত এখন দিল্লীশ্বর। মোগল রাজধানীর অগাধ ধনভাণ্ডার, বিশাল বাহিনী, সুদক্ষ সেনাপতিবৃন্দ, বিজ্ঞ বিচক্ষণ মন্ত্রণাকুশল মন্ত্রীনিচয় সকলই তাঁহার করতলগত। দারাই এখন দিল্লীর বাদশাহ্। সর্ব্বোপরি "দিল্লীর বাদশাহ্" এই নামটীর এমনি একটা বিভূতি—এমনি একটা মহিমা আছে যে, তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে গেলে অতি সাহসী বিচক্ষণ সেনাপতিরও হৃদয় ত্রাসে কম্পিত হয়!"

আওরঙ্গাবাদ রাজ-প্রাসাদের ত্রিতলের একটী নিভৃত কক্ষে বসিয়া আওরঙ্গজীব এইরূপ নানা বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। রজনী প্রায় তৃতীয় প্রহর। প্রকৃতি নিস্তব্ধ! একটু একটু ঝিল্লীরব সেই নিস্তব্ধতার মধ্যেও যেন কি মধুরতা ছড়াইতেছিল। আওরঙ্গজীব ভাবিতেছিলেন,—"কই বিজয়পুর সম্বন্ধে ত কিছুই করিতে পারিলাম না! হায়! এত চেষ্টা সবই বৃথা হইল। পরেণ্ডা দুর্গ জয় করিবার জন্য কত পরিশ্রম করিলাম, তাহাও ত হইল না। ওদিকে ত অধিক মনোযোগ করিতেও পারিতেছি না, সৈন্যগণ বাদ্শাহের আদেশ অবগত হইয়া যেন নিরুদ্যম হইয়া পড়িয়াছে! কিন্তু কি করিব? তাহাদিগকে শাসন করিবার বা শাস্তি দিবার ক্ষমতা আমার নাই। প্রধান প্রধান

কর্ম্মচারী ও সেনাপতিগণকে দিল্লীতে তলব দেওয়া হইয়াছে; আমার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ সেনাপতি মীরজুমলার প্রতিও দিল্লীতে ফিরিয়া যাইবার আদেশ হইয়াছে। তাহারা কি আমার অনুরোধে বাদশাহের আদেশ অমান্য করিবে? আমাকে দুর্ব্বল করাই এই আদেশের মূল উদ্দেশ্য। আমিও ইহার ঔষধ জানি? কিন্তু—কিন্তু—আমার হস্ত আবদ্ধ! এখনও সম্রাটের স্বাক্ষরিত পত্র পাইতেছি; কিন্তু এ পত্র যে তাঁহার নিজের লেখা সে বিষয়ে বিষম সন্দেহ। এ পত্র যে দারার জাল করা তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। সে একজন প্রসিদ্ধ জালিয়াত। যদি সম্রাট জীবিত থাকেন তবে বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করা বড়ই অন্যায় হইবে! খোদা-তায়ালা যাহাই করুন, সম্রাটের লোকান্তর-গমন সংবাদ নিশ্চয়রূপে না জানা পর্য্যন্ত কখনই বিদ্রোহ-পতাকা উড়াইব না। এই আমার পণ। পুত্র হইয়া কখনও পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে পারিব না।"

"বান্দা।"

মুহূর্ত্ত মধ্যে একজন অল্পবয়স্ক দাস হাজির হইল।

"এক পেয়ালা কাফি দাও?"

আরওঙ্গজীব আবার চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন,—"মুরাদ একান্ত অধীর হইয়া পড়িয়াছে। সে এখনই দিল্লী অভিমুখে অভিযান করিতে চায়; কি চঞ্চলমতি! একটী কাজ করিতে হইলে কতদূর ভাবিতে হয়! যদি পিতা জীবিত থাকেন, তাহা হইলে পিতৃদ্রোহিতা কতদূর অন্যায় হইবে। যদি সন্তান হইয়া পিতার মনে কষ্টই দিলাম, তাহা হইলে মানব জন্মে আর ফল কি? হজরত রসুলে করিম (দঃ) হাদিস শরীফে বলিয়াছেন,—সন্তানের বেহেশ্‌ত মাতাপিতার চরণের নীচে। কোন মুসলমানেরই একথা ভুলিয়া যাওয়া উচিত নহে।"

বান্দা কাফি আনিয়া হাজির করিল।

আওরঙ্গজীব একটু-একটু করিয়া পান করিতে লাগিলেন। আর ভাবিতে লাগিলেন,—"মুরাদ এখনি দিল্লী অভিযান করিতে চায়, সে আমারি আদেশের প্রতীক্ষায় আছে; সে ইতিমধ্যেই সুরাত নগর লুণ্ঠন করিয়াছে। স্পষ্ট বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে। কিন্তু পিতার মৃত্যু-সংবাদ নিশ্চিতরূপে না জানা পর্য্যন্ত আমি তাহাকে কিছুতেই বিদ্রোহী হইতে দিব না। মোহাম্মদ সুজাও নাকি বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন। অনেক দিন তাঁহার গতি-বিধির সন্ধান রাখি না, কোথায় বাঙ্গালার রাজধানী রাজমহল—আর কোথায় গুজরাট! ভারতের এপার ওপার! সমস্ত পথে আমাকে বন্দোবস্তের সহিত সংবাদ আদান-প্রদান করিতে হইতেছে। কিন্তু বাঙ্গালার পথ একান্ত দুর্গম। দারার অধিকৃত রাজ্যের মধ্য দিয়া পথ নিরাপদ নহে; উড়িষ্যার মধ্যে কোন রাস্তা না থাকায় এবং অনেক জঙ্গল ও পাহাড় থাকায় সংবাদ আদান-প্রদানে অনেক অসুবিধা ও বিলম্ব হইতেছে। যাহা হউক, খোদা-তায়ালার একান্ত মেহেরবানী যে, আমরা তিন ভ্রাতাই কাফের মোশরেক দারার বিরুদ্ধে এক হইতে পারিয়াছি। এ সম্বন্ধে আমার চেষ্টা সফল হইয়াছে। রাজত্বে আমার কোন প্রয়োজন ছিল না। আমি ফকির, ফকিরীই আমার জীবনের লক্ষ্য। কিন্তু দেখিতেছি, রাজনীতি-ক্ষেত্রে আমি না নামিলে ভারত হইতে ইসলাম বিলীন হইয়া যাইবে। দারা স্পষ্ট পৌত্তলিক, হিন্দু যোগী-ঋষির পরম ভক্ত; বে-নামাজ বে-রোজা—তন্-পোরস্ত! সে দিল্লীর বাদশাহ হইলে ভারত হইতে ইসলাম বিনষ্ট করিয়া দিবে। ইস্‌লামের খাদেম এ অধম দুনিয়ায় থাকিয়া তাহা দেখিতে পারিবে না। যেরূপে হউক, দারার অত্যাচার হইতে ইসলামকে রক্ষা করিতেই হইবে।

সহসা বাহিরে প্রহরী হাকিল—"কোন হ্যায় !"

আওরঙ্গজীব ইহাতে একটু অন্যমনস্ক হইয়া আবার চিন্তামগ্ন হইলেন,—"এখন কি করি ; আরও কিছুদিন চুপ করিয়া থাকা ব্যতীত আর ত কোন উপায় দেখিতেছিনা, সব দিকের সন্ধান লইয়া খুব সাবধানে অগ্রসর হইতে হইবে। পিছনে কোন বিপদ না ঘটে, তাহাও দেখা আবশ্যক। মুরাদ চঞ্চলমতি—চরিত্রহীন। মোহাম্মদ সুজার মধ্যে অনেক মহৎ গুণ আছে সত্য—কিন্তু সতর বৎসরের বাঙ্গালার জলবায়ু তাঁহাকে মাটী করিয়া ফেলিয়াছে! তিনি প্রায় অকাল বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছেন। শান্তিপ্রিয় বঙ্গভূমিতে তিনি যুদ্ধ-বিগ্রহের কঠোরতা ইত্যাদি কিছুই ভালরূপে আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় তিনিও বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন ; কিন্তু আমি তাহা করিব না। সম্রাটের ঠিক সংবাদ না জানা পর্য্যন্ত আমি বিদ্রোহের পথে এক পদও অগ্রসর হইব না। আমি আপাততঃ মুরাদকে থামাইয়া ঠিক সংবাদ সংগ্রহ করিব। তারপর যদি আবশ্যক হয়, তবে এক যোগে দিল্লী অভিমুখে অভিযান করা যাইবে। ঘটনা যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে পরিণাম যে কি দাঁড়াইবে কিছুই বুঝা যাইতেছে না। অথচ চুপ করিয়া থাকাও সঙ্গত মনে করি না। খোদা-তায়ালা, তুমি এ বিষম সমস্যার মধ্যে আমাকে সুপথ প্রদর্শন কর।"

দারবান সহসা সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রণিপাত করিয়া জানাইল,—দিল্লী হইতে আগত জনৈক আগন্তুক সাক্ষাৎ করিতে চাহে। তৎক্ষণাৎ তিনি ভিতরে আওরঙ্গজীবের সমক্ষে আনীত হইলেন। দীর্ঘ পর্য্যটনে তাঁহার দেহে স্পষ্ট ক্লান্তির রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল; আগন্তুক ভূমি চুম্বন করিয়া সুবাদারকে অভিবাদন করিলেন। আওরঙ্গজীবের জিজ্ঞাসায় তিনি বলিলেন,—আমাকে মহামতি শায়েস্তা খান বাহাদুর

হুজুরের খেদমতে পাঠাইয়াছেন। বান্দার প্রতি হুজুরকে জানাইবার হুকুম আছে—"হুজুরের নায়েব মহামতি ঈসা বেগ সাহেব সম্রাটের আদেশে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়াছে"

"তাঁহার অপরাধ ?"

"অপরাধ কিছুই নহে ; তিনি হুজুরের সহিত গোপনে পত্র ব্যবহার করেন, এই সন্দেহে তাঁহাকে এই শাস্তি দেওয়া হইয়াছে।"

"কে শাস্তি দিয়াছেন ?"

"বাদশাহ-নামদার মহামতি শাহজাহানের অনুমতি-পত্র অনুসারে এই কার্য্য হইয়াছে।"

"বাদশাহ্ কি স্বয়ং রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন ?"

"না, তিনি কখনও সাধারণ্যে সাক্ষাৎ দেন না। দারা শেকো মহোদয় তাঁহার স্থানীয় হইয়া সমস্ত রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন।"

আওরঙ্গজীবের ইঙ্গিতে আগন্তুক স্থানান্তরিত হইলেন।

আওরঙ্গজীব স্তব্ধ হইয়া সমস্ত শুনিলেন। একটী দীর্ঘ নিশ্বাসও ফেলিলেন না, কেবল স্থির কণ্ঠে বলিলেন, "খোদাতায়ালা, আমি তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি, তুমি আমাকে সুপথ প্রদর্শন কর।"

নবম পরিচ্ছেদ।

দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন আসিতে লাগিল, যাইতে লাগিল ; কিন্তু আওরঙ্গজীবের মনের দারুণ উদ্বেগ, দারুণ অশান্তি একটুও প্রশমিত হইল না। সম্রাটের প্রকৃত অবস্থা নিশ্চিতভাবে এখনও জানা গেল না।

এই সঙ্কট সময় পরেণ্ডা দুর্গ অধিকার করিয়া বিজয়পুর রাজ্যের

সহিত অনুকুল সন্ধি সংঘটন করিতে পারিলে তাঁহার বড়ই সুবিধা হইত, তজ্জন্য কত রক্তপাত করিয়াছেন, এই দারুণ দুঃসময়ে কত অর্থ নষ্ট করিয়াছেন, কিন্তু কোনই ফল হইলনা।

ওদিকে দিল্লীর সিংহাসনে দারা ক্রমশঃ দৃঢ় হইয়া বসিতেছেন। তাঁহার অনুগত ব্যক্তিগণ বড় বড় রাজপদ পাইতেছেন; আওরঙ্গজীবের পক্ষীয় ব্যক্তিগণকে রাজপদ হইতে অপসারিত করা হইতেছে, তাঁহার নায়েব ঈসা বেগের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হইয়াছে। অন্যায় অত্যাচার করিয়া শত শত জায়গীর কাড়িয়া লওয়া হইতেছে। আবার দারার অনুগত অযোগ্য ব্যক্তিগণকে সেই সেই স্থানে নিযুক্ত করা হইতেছে; এ সমস্ত সংবাদ আওরঙ্গজীব পাইয়াছেন, কিন্তু তিনি চুপ করিয়া আছেন। যদি তিনি জানিতেন, শাহজাহান জীবিত নাই, তাহা হইলে তিনি একবার দারার শক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন; দেখিতেন, তাহার বাহুতে কত বল। কিন্তু এখনও শাহজাহানের স্বাক্ষরিত পত্র তাহার হস্তগত হইতেছে; তাই তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়! দারা শাহজাহানের নামে, শাহজাহান জীবিত থাকিলেও তাঁহার অনুমোদনে সমস্ত অপকর্ম্ম করিতেছেন; তাই আওরঙ্গজীব এখনও চুপ করিয়া আছেন। এ ক্ষেত্রে ধৈর্য্য ভিন্ন কি উপায় আছে?

আওরঙ্গজীবের প্রধান প্রধান সেনাপতি ও কর্ম্মচারিগণের প্রতি দিল্লীতে ফিরিয়া যাইতে আদেশ হইয়াছে। মহব্বত খানের ন্যায় বড় বড় সেনাপতি সম্রাটের আদেশে দিল্লীতে চলিয়া গিয়াছেন। বিজ্ঞ বিচক্ষণ সেনাপতি নসির খানকে তিনি দাক্ষিণাত্যে আরও অন্ততঃ এক সপ্তাহ থাকিবার জন্য কত না অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে অনুরোধ রক্ষিত হয় নাই। সম্রাটের আদেশে তাঁহাকে দিন দিন দুর্ব্বল ও অপদস্থ

করা হইতেছে। যিনি তাঁহার দক্ষিণ হস্ত, প্রাণের বন্ধু, সর্ব্ব বিষয়ে পরামর্শ-দাতা সেই বহুবিজ্ঞ রণপণ্ডিত, তৎকালীন ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্ মীরজুমলার নামেও রাজধানীতে ফিরিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ-পত্র আসিয়াছে; কিন্তু এই দুঃসময়ে তিনি আওরঙ্গজীবকে পরিত্যাগ করেন নাই। আর কতদিন তিনি তাঁহার পক্ষে থাকিবেন বলা যায় না। যদি আওরঙ্গজীব পিতার মৃত্যু-সংবাদ নিশ্চিতরূপে পাইবার জন্য এখনো চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি যশোলিপ্সু সেনাপতি ও মনীষিবৃন্দের একটি স্বাভাবিক অশ্রদ্ধা, একটী স্বাভাবিক অবিশ্বাস ভাব জাগিয়া উঠিবে, তাহার ভবিষ্যৎ আশা একেবারে মাটি হইয়া যাইবে।

এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়া আওরঙ্গজীব তাঁহার পুত্র মোহম্মদ স্থল তানকে নর্ম্মদা নদীর সমস্ত খেঁয়াবন্ধ করিতে আদেশ দিয়া, যাহাতে দক্ষিণা পথের কোনও সৈন্য-সেনাপতি আর্য্যাবর্ত্তে না যাইতে পারে তাহা করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু মহামতি মীরজুমলার সহিত পরামর্শ করিয়া সে সঙ্কল্প ত্যাগ করেন; খোদার উপর নির্ভর করিয়া তিনি পরেণ্ডা দুর্গের পরিণাম দেখিবার জন্য আরও এক সপ্তাহ অপেক্ষা করিবেন স্থির করিয়াছেন। সেনাপতি মীরজুম্লা পরেণ্ডা অধিকারে নিয়োজিত আছেন। রাজকুমার মোহাম্মদ স্থলতানকে তাঁহার সহকারী করিয়া সম্পূর্ণ তাঁহার অধীন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। দুর্গ অধিকার করিবার জন্য তাঁহারা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। আওরঙ্গজীব স্বয়ং নানা প্রলোভন দেখাইয়াছেন, দুর্গাধিপতির নিকট দৃঢ় প্রতিজ্ঞাপূর্ণ পত্র লিখিয়াছেন—কতরূপ ভয় দেখাইয়াছেন—কিছুতেই কিছু হয় নাই; বিপক্ষ-পক্ষ সম্রাটপক্ষের দুর্ব্বলতা জানিয়াছে; আওরঙ্গজীব এখন দিল্লীর দিকেই অধিক

মনোযোগী, এদিকে মন দিবার তাঁহার অবসর হইবে না; তাই তাঁহারা আওরঙ্গজীবকে একেবারই আমলে আনিতেছেন না। আওরঙ্গজীব আর কি করিবেন। সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক কার্য্য তাঁহার সম্মুখে। এখন তাঁহাকে তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

আওরঙ্গজীব নিস্তব্ধভাবে বসিয়া এই সমস্ত বিষয় ভাবিতেছেন। সম্মুখের ঘড়িতে টিক টিক্ করিয়া ২টা বাজিয়া গেল; ইহাতে তাঁহার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল। তিনি ভাবিলেন—আর কতদিন, আর কত দিন এইরূপ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব? বাঙ্গলা দেশে সুজাউর্দ্দৌলা বিদ্রোহ-পাতাকা উড্ডীন করিয়াছেন; গুজরাটে মুরাদও স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া দিল্লী অভিমুখে অভিযান করিবার জন্য আমার আদেশের প্রতীক্ষায় আছে, আমিই কি চুপ করিয়া থাকিব? আর কি চুপ করিয়া থাকা উচিত?

অন্যমনস্কভাবে তিনি দেরাজের ভিতর হইতে মুরাদের পত্রখানি বাহির করিলেন। তাঁহার ললাটে গভীর চিন্তা-রেখা দেদীপ্যমান। অন্যমনস্কভাবে তিনি পত্রখানি হাতে করিয়া ভাজ করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, মুরাদ ত ঠিক লিখিয়াছে, তবে সে একটা দিক দেখিতেছে না; তাহা না হইলে তাহাকে আর মন্দ বলা যায় কিসে? মুরাদের চিঠিখানি তিনি আবার পড়িবার জন্য খুলিলেন।

চিঠি খানি সাঙ্কেতিক অক্ষরে লিখিত, সে অক্ষর আওরঙ্গজীব ও মুরাদ বখ্‌শ্‌ ব্যতীত অন্য কেহই বুঝিবেন না। যখন মুরাদের সহিত আওরঙ্গজীবের মিলন খুব নিবিড় হইয়া আসিয়াছিল, যখন পরস্পরের ভিতর গভীর রাজনৈতিক পরামর্শ হইতে আরম্ভ হইল, তখন হইতে আওরঙ্গজীব অধিকতর সাবধান হইবার জন্য একরূপ সাঙ্কেতিক অক্ষরে পত্রাদি লিখিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন।

পত্র খানি হাতে করিয়া আওরঙ্গজীব ভাবিতে লাগিলেন, "মুরাদ মিথ্যা কথা লিখে নাই। কিন্তু—কিন্তু যদি বাদশাহ জীবিত থাকেন, তবে ত সেটা বড়ই অন্যায় হইবে। পত্রে লিখিত ছিল;—

জনাবে আলা!

আমি রেকাবে পা দিয়া লাগাম ঠিক করিয়া হুজুরের আদেশের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি। আদেশ প্রাপ্তিমাত্র অভিযান আরম্ভ করিব। হুজুর যে কেন এখনো চুপ করিয়া আছেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। জগতের চারিদিকে যে কি ঝঞ্ঝাবাত বহিয়া যাইতেছে, হুজুর কি তাহা জানেন না? আজ পাপিষ্ঠ ধর্ম্মদ্রোহী দারা সাম্রাজ্যের শাসন-দণ্ড গ্রহণ করিয়া বাদশাহের নামে রাজ্য পরিচালনা করিতেছে। সে সর্ব্বপ্রযত্নে আমাদিগকে দুর্ব্বল করিতে ও আমাদের ক্ষতি সাধন করিতে চেষ্টা করিতেছে। আমাদের মধ্যে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ঘটাইবার জন্ত সে আমাকে হুজুরের অধিকৃত মালবের সুবাদারী দান করিয়াছে। কিন্তু খোদা-তায়ালা রক্ষা করুন—তাহার কুমন্ত্রণায় চালিত হইয়া হুজুরের বিরুদ্ধাচরণ করিবার মত দুর্বুদ্ধি আমার নাই। তাহার সেই আদেশপত্র আমি উপেক্ষার সহিত ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি; খোদা না করুন, আমাদের মধ্যে কোনরূপ বিরুদ্ধ ভাবের সৃষ্টি হয়। শায়েস্তা খান হুজুরের একান্ত অনুগত, তাঁহাকে মালব হইতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে, যাহাতে হুজুরের সঙ্গে তাঁহার কোনরূপ যোগ সংঘটিত হইতে না পারে। হুজুরের নায়েব ঈসা বেগের সর্ব্বস্ব লুন্ঠিত হইয়াছে। তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হইয়াছে। শত শত জায়গীর বিনা কারণে অপহৃত হইতেছে, শত শত সেনাপতি বিনা দোষে পদচ্যুত হইতেছেন। আর কতদিন হুজুর এ ভাবে চুপ করিয়া

থাকিবেন ? জনাব বোধ হয় ভাবিতেছেন—সম্রাট এখনো জীবিত আছেন ; কিন্তু গোস্তাখী মাফ করিবেন—নিশ্চয় বলিতেছি হুজুর ভুল করিতেছেন। দারা বাদশাহের নাম জাল করিয়া পত্রাদি লিখিতেছে ; এমন কি হুজুরের একান্ত বিশ্বাসী ব্যক্তি কর্ত্তৃক লিখিত পত্রাদির প্রতিও আস্থা স্থাপন করিবেন না। দারার আদেশেই তাহারা তাহার মনোমত সংবাদ লিখিতে বাধ্য হইতেছে। হুজুর কি জানেন না যে, দারা আমাদের বিশ্বস্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে কি ভাবে কঠোর নজরবন্দী অবস্থায় রাখিয়াছে। আমি নিশ্চিতরূপে জানিয়াছি রাজধানীর—এমন কি রাজ দরবারেরও জন সাধারণের বিশ্বাস বাদশাহ্ আর জীবিত নাই। সুতরাং আর নয়! আর বিলম্ব করিবেন না—বিশ্ববিজয়ী অসির পরিচালনা করুন। কিঙ্কর সর্ব্বতোভাবে সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত হইয়া বদ্ধ পরিকর হইয়া বসিয়া আছে ; বিলম্বে দারা ক্রমেই আপন ক্ষমতা বদ্ধমূল করিয়া ফেলিবে ; তখন এ বিষবৃক্ষ উপড়ান সহজ হইবে না। ইহার বিষে আমাদের সকলকেই জ্বলিয়া মরিতে হইবে। শাহী সৈন্য এখন সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র বিচ্ছিন্নভাবে আছে, সময় পাইলে দারা সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া আমাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত করিবে। সে বেগ সামলান আমাদের পক্ষে সহজ-সাধ্য হইবে না। দারা কৌশলে ক্রমেই আমাদিগকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতেছে ; এ ক্ষেত্রে সত্য সংবাদ পাইবার জন্য আরো বিলম্ব করায় শত্রুপক্ষকে সমধিক বলবান ও আপনাদিগকে দুর্ব্বলতর করিয়া তোলা হইতেছে। আর কি বলিব! হুজুরের আদেশ ব্যতীত এ দাস এক-পদও অগ্রসর হইবে না। হুজুরের কথা ও কার্য্যের উপর এ বান্দার অগাধ শ্রদ্ধা আছে ; হুজুরের সঙ্গে অধীনের গোপনে যে সন্ধি হইয়াছে, তাহা জীবনে ভঙ্গ হইবে না। আমার যাহা জানাইবার ছিল

জানাইলাম—হুজুর সমস্ত বিবেচনা করিয়া যথাকর্ত্তব্য বিধান করুন। বান্দা খাকসার জওয়াবের জন্য মস্তেজার রহিল।

বান্দা আরজমন্দ—

খাকসার,

মুরাদ বখ্ শ্ আফি আন্হু

আওরঙ্গজীব গভীর মনোযোগের সহিত পত্রখানি দু'তিনবার পাঠ করিলেন। তাঁহার চিন্তাক্লিষ্ট ললাটে কুঞ্চিত রেখা সকল থাকিয়া থাকিয়া ঘনীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল। ভাবিলেন,—তাইত কি করি! মুরাদ ঠিক লিখিয়াছে। এ সঙ্কট সময় আর কিরূপে চুপ কবিয়া থাকা যায়? চারিদিকেই যে পথ বন্ধ হইয়া আসিতেছে। কিন্তু—কিন্তু এখনও যে সম্রাটের কোন সংবাদ........."(১)

আওরঙ্গজীব অবসন্ন হইয়া সুসজ্জিত পালঙ্কে শুইয়া পড়িলেন। নিকটে কেহই নাই। বাহিরে সুসজ্জিত সব্ভ্ (২) বৃক্ষে একটী দোয়েল বসিয়া বসিয়া শিশ দিতেছিল।

আওরঙ্গজীব আবার ভাবিলেন,—তবে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া যা'ক—কিন্তু অতি সাবধানে—অতি কৌশলে সব দিক বজায় রাখিয়া। রাজনীতিক্ষেত্র বড় কঠোর; এখানে একান্ত সরল হইলে তাহার ধ্বংশ অনিবার্য্য। লক্ষ্য সাধু রাখিয়া চলিতে হইবে; গমনকালে যদি কোথাও অসাধুমার্গ অবলম্বন করিতে হয় তাহাও কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করা-উচিত। তাহা না হইলে অনেক সময় অগ্রগতি অসম্ভব

(1) In letter after letter up to the actual starting for Northern India we see Murad all fire and haste while Aurangzib is cold and hasitating.

—Sarkar's History of Aurangzib. I—Page 333

(২) অতি সুন্দর বৃক্ষ বিশেষ।

হইয়া পড়ে। যাঁহারা ফকীর, অলী, সাধু-সন্ন্যাসী, যাঁহারা সংসারের সংস্পর্শে আসেন না, তাঁহারা একান্ত সরল হইতে পারেন; কিন্তু সংসারের এই বঙ্কিম পথে যাহাদিগকে চলিতে হয়, তাহাদিগের বঙ্কিম ভাবে পা না ফেলিয়া উপায় নাই। হজরত রসুল (দঃ) জগতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিলেন, কোনরূপ কপটতা ও অসরলতা না করিয়াও জয়ী হইয়াছিলেন, তিনি আশরাফুল মখলুকাত, (৩) সরোয়ারে কায়েনাত (৪) ছিলেন। তিনি যাহা পারিয়াছিলেন, তাহা আমরা কিরূপে পারিব? এইখানেই তাঁহার বিশেষত্ব। আমরা সামান্য মানব; আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে পাপ জড়াইয়া চলে। তাহা হইতে রক্ষা পাইবার উপায় কি? খোদা-তায়ালা জানেন, রাজত্ব বা সাংসারিক সুখ-ভোগ আমার লক্ষ্য নহে; কিন্তু হিন্দুস্থানে ইসলামকে রক্ষা করিতে হইলেই আমাকে রাজশক্তি আয়ত্ত করিতে হইবে। নতুবা ভারত হইতে ইসলাম বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কা। কিন্তু সেই পথ কত বন্ধুর, কত বিপদসঙ্কুল! কূট রাজনীতি ব্যতীত এ ক্ষেত্রে সফলকাম হইবার আশা নাই। আমি দেখিব, আমার লক্ষ্য যদি মহৎ হয়, পুণ্য-প্রদ হয়, তাহা সাধন করিবার জন্য আবশ্যক মত কুটনীতি না চালাইলে চলিবে না, কোন উদ্দেশ্য সফল হইবে না।

আমার প্রধান প্রধান অনেক সেনাপতি ও কর্ম্মচারী সম্রাটের আদেশে দিল্লী চলিয়া গিয়াছেন; এখন আমি একান্ত দুর্ব্বল, আমার সর্ব্ব প্রধান হিতৈষী পরম বন্ধু—অদ্বিতীয় রণবীর মীরজুমলারও দিল্লীতে তলব হইয়াছে। আমার দিকে চাহিয়া তিনি আজিও যান

(৩) সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।

(৪) উভয় জগতে শ্রেষ্ঠ।

নাই; কিন্তু সম্প্রতি তাঁহার প্রতি বাদশাহের তরফ হইতে যেরূপ কঠোর হুকুমনামা আসিয়াছে, তাহাতে তিনি তাহা আর উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। এখন সরকারী আদেশ অগ্রাহ্য করিলে তাহা স্পষ্ট রাজদ্রোহিতারূপে গণ্য হইবে। মীরজুম্‌লার পরিবারবর্গ দিল্লীতে; সুতরাং তিনি এখন আমার পক্ষ সমর্থন করিলে তাঁহার পরিবারবর্গের উপর অত্যাচার হইবে। এক্ষেত্রে আমাকে সব দিক বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে। মীরজুম্‌লাকে বিপন্ন করা আমার উচিত নহে। তাঁহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিব স্থির করিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় তিনি সর্ব্বতোভাবে সন্তুষ্ট হইবেন। মীরের সহিত আমার বাহ্য ব্যবহার যতদূর সম্ভব কপটতায় আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে হইবে।

মোহাম্মদ সুজার সহিত পত্র-ব্যবহার রাখিবার জন্য এত আয়োজন—এত বন্দোবস্ত করিলাম, কিন্তু তাহাতে কোনই ফল হইল না। তিনি আমার সহিত ঠিক একযোগে কার্য্য করিতে পারিলেন না। শুনিলাম, তাঁহার বিরুদ্ধে শাহী সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে, এই সুযোগে আমাদিগকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। মুরাদের পত্রের কি উত্তর দিব আরো একটু ভাবিয়া দেখি। বাদশাহের ঠিক মৃত্যু-সংবাদ না পাওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই বিদ্রোহভাবে দিল্লী অভিযান করা যাইবে না। পুত্র হইয়া পিতার বিরুদ্ধে কিছুতেই অস্ত্র ধরিব না, তাহাতে অদৃষ্টে যাহা হইবার হউক। তবে সম্রাটের সহিত একবার সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত সন্দেহ ভঞ্জন করিলে দোষ কি? পুত্র হইয়া পিতার এই নিদারুণ সংবাদ পাইয়া তাঁহার খেদমতে একবার উপস্থিত হইব তাহাতে দোষ কি? যদি কেহ তাহাতে বাধা দিতে আইসে, তাহা হইলে জানিব সম্রাট জীবিত নাই। সে বাধা মানিব না; যেরূপে

হউক, সম্রাটের বর্ত্তমান অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিবার জন্য দিল্লী যাত্রা করিতে হইবে। ইহাতে সকল সমস্যার সমাধান হইবে।”

আওরঙ্গজীবের মনে এইরূপ নানা কথা উঠিতেছিল—পড়িতেছিল। আর নিকটে সেই দোয়েল পাখীটি অন্যমনস্কভাবে শিশ দিয়া তাহার প্রাণের স্ফূর্ত্তি প্রকাশ করিতেছিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

মুরাদ বথ্‌শ্‌। তুমি এ কথার কি বল, ইয়ার বথ্‌শ্‌!

ইয়ার বথ্‌শ। হুজুর, সে কথায় আর সন্দেহ কি? হুজুর যখন বলছেন।

মুরাদ। দূর, আমার কি ভুল হয় না? ভুল কার না আছে?

পিয়ার বথ্‌শ্‌। সে কি জাহাঁপানা; হুজুরের কি ভুল হইতে পারে? বরং সূর্য্য তাহার পথ ভুলিয়া যাইতে পারে, চন্দ্র কিরণ দিতে ভুলিতে পারে, অগ্নি দাহিকা-শক্তি ভুলিতে পারে, হুজুরের কি ভুল হইতে পারে? হাঃ হাঃ হাঃ!

সকলে সমস্বরে। হাঃ! হাঃ! হুজুরের কি ভুল হইতে পারে, জাহাঁপানা?”

ইয়ার বথ্‌শ্‌। যে বলে হুজুরের ভুল হইতে পারে, সে বোকা—নিরেট বোকা—পাগল—গাধা—গরু—একেবারে বনগরু!

দিদার বথ্‌শ্‌। সে মুর্খ—মহামূর্খ—গোমূর্খ—হস্তীমূর্খ—মূর্খস্য মূর্খ—তস্য মূর্খ!

সভাকবি। যো ক্যহে হুজুর কা ভুল হ্যায়—
ওস্‌কা নতিজা সুল হ্যায়—
উহ বহুত নামাকুল হ্যায়—
ইয়া মেরে মওলা জাহাঁপানা।

বকর ওস্‌কা তঙ্গ্ হ্যায়
কদম ওস্‌কা লঙ্গ্ হ্যায়
সারা জাহান মে ওস্‌কা নঙ্গ্ হ্যায়
ইয়া শাহে ওয়ালা জাহাঁপানা।

সভা-কবির তখনি এক ছড়া মুক্তা-মালা উপহার মিলিয়া গেল। সকলে 'জয় জাহাপানা' বলিয়া আহ্লাদে করতালি দিয়া উঠিল।

আলেকমন্দ খান। বান্দার গোস্তাখী মাফ্ হউক—এ বান্দার মতে এখনি জাহাঁপানার মোগল সাম্রাজ্যের অধিকারীরূপে সিংহাসনারোহণ করা এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করা ঠিক নহে। কারণ সম্রাটের অবস্থা এখনো নিঃসংশয়িতভাবে জানা যায় নাই। যদি তিনি জীবিত থাকেন, তাহা হইলে পিতৃদ্রোহিতা বিষম অন্যায় হইবে। বিশেষতঃ শাহ্‌জাদা আওরঙ্গজীবের সহিত হুজুর এখন সম্পূর্ণ এক যোগে কার্য্য করিতেছেন। এ ক্ষেত্রে এরূপ গুরুতর কার্য্যে তাঁহার সম্মতি লওয়াও আবশ্যক। সর্ব্বোপরি কথা এই, যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের নিশ্চয়তা নাই—সব খোদা-তা'লার হাতে। অগ্রেই মোগল সাম্রাজ্যের অধিপতিরূপে অধিষ্ঠিত হইলে পাছে – খোদা না করুন—যদি যুদ্ধে ....,

পিয়ার বখ্‌শ্। (বাধা দিয়া) এ স্পষ্ট রাজদ্রোহ—স্পষ্ট রাজদ্রোহ! কি, আমাদের মহাপরাক্রম শাহ্‌জাদা আবার যুদ্ধে পরাস্ত হইবেন।

সকলে সমস্বরে। কখনই নয়—কখনই নয়—এ কথা হইতেই পারে না। এ স্পষ্ট রাজদ্রোহ—রাজার প্রতি অমঙ্গল-বাক্য প্রয়োগ।

ইয়ার বখ্‌শ্। ইহার সমুচিত শাস্তি হওয়া আবশ্যক। কি, এমন বেয়াদবী।

সকলে সমস্বরে। "কি, এমন বেয়াদবী!"

পিয়ার বখ্‌শ্‌। হজরতের শানে এমন বেয়াদবী! তখনি মুরাদ বখ্‌শ্‌ বাহাদুর হুকুম দিলেন, আকেলমন্দ খানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কারাগারে প্রেরণ করা হইল।

মুরাদ বখ্‌শ্‌। বড্ড বেয়াদব! না?

সকলে। বড্ড হুজুর, বড্ড!

ইয়ার বখ্‌শ্‌। বেশ হয়েছে—বেঁটা বেশ জব্দ হয়েছে; আর কখনও এমন কথা বল্‌বে না?

পিয়ার বখ্‌শ্‌। কখন না—কোন কালেও না।

দিদার বখ্‌শ্‌। ওতে ওর কিছুই হয় নাই; ওর জিহ্বা কেটে দেওয়া উচিত ছিল!

ইয়ার বখ্‌শ্‌। জিহ্বা কেটে ওকে শূলে দেওয়া উচিত ছিল!

দিদার বখ্‌শ্‌। বেহুদা, বেলেহাজ, বেলেল্লা, বেতমিজ কাঁহাঁকা; হুজুরের শানে এমন কথা! এখনি ওকে জাহান্নামে পাঠান উচিত।

অভিজ্ঞ পাঠক নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন মুরাদ বখ্‌শ্‌ বাহাদুর এখন স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া মোগল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারীরূপে সিংহাসনে আরোহণ করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার ইয়ার আস্‌হাবগণ সকলেই তাঁহাকে এ বিষয়ে উত্তেজিত করিতেছে। যে কেহ ইহার বিরুদ্ধে কথা বলিতেছে, সেই তাঁহার বিষ-নয়নে পতিত হইতেছে।

অল্প একটু বিলম্ব করিলেও চলিত; কিন্তু সে উপায় নাই জ্যোতির্ব্বিদগণ গ্রহ-নক্ষত্র দেখিয়া সূক্ষ্মরূপে গণিয়া-পড়িয়া সমস্বরে বলিয়াছেন ২০শে নভেম্বর তারিখে সূর্য্যোদয়ের ৪ ঘণ্টা ২৪ মিনিট পরেই এমন সকল কল্যাণপ্রদ গ্রহের সংযোগ হইবে যে, ইহার পর

বহু বৎসর পর্যান্তও এরূপ শুভ মুহূর্ত্ত আর পাওয়া যাইবে না। রাজ্যাভিষেকের পক্ষে ইহা এক মাহেন্দ্র ক্ষণ; এ সময় অভিষিক্ত হইতে পারিলেই সে রাজার আর কোনই অমঙ্গলের কারণ নাই, শান্তি ও উন্নতির সহিত তাঁহার রাজ্য শতাব্দী কাল স্থায়ী হইবে।

অতি দ্রুত অথচ গোপনভাবে অভিষেকের সমস্ত আয়োজন চলিতে লাগিল। নির্দ্দিষ্ট দিবসে নির্দ্দিষ্ট সময়ে একান্ত বিশ্বাসী অনুচরগণের সমক্ষে মুরাদ বখ্‌শ্ বাহাদুর ভারতের রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন।

এখন ৫ই ডিসেম্বরের দরবার। সমগ্র গুজরাট ব্যাপিয়া মহোৎসব চলিতে লাগিল; চারিদিকে আনন্দবাদ্য, মঙ্গল সঙ্গীত) অগ্নি-ক্রিয়া মহা ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হইল। সমস্ত অধিবাসী যেন আমোদে উন্মত্ত।

রাজ্যের যত প্রধান প্রধান ব্যক্তি সকলেই আম দরবারে আসিয়া নবোদিত সূর্য্যস্বরূপ নবীন সম্রাটকে নজরানা দিয়া স্ব স্ব রাজভক্তি প্রকাশ করিলেন; তিনিও প্রতিদানে বিবিধ উপাধি উচ্চ রাজপদ ও বহুল পুরস্কার প্রদান করিয়া সকলকে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। তখন রাজকোষে যথেষ্ট টাকা ছিল না বলিয়া অনেকেরই পুরস্কার শুধু কথায়ই পরিসমাপ্ত হইল; যখন দিল্লী আগরার রাজকোষ তাঁহার হস্তে আসিবে, তখন তিনি ঐ সকল পুরস্কার দিবেন সম্রাট এইরূপ প্রতিশ্রুত হইলেন।

এক্ষণে নূতন সম্রাট মারওয়াজুদ্দীন মোহম্মদ মুরাদ বখ্‌শ্ বাহাদুর প্রকাশ্য দরবারে তাঁহার বাদশাহী ঘোষণা পাঠ করিলেন।

সমাগত ভদ্র মহোদয়গণ ও প্রজাবৃন্দ,

সমস্ত সমুদ্র কালী হইলেও যাঁহার মহিমার একবিন্দুও লিখিয়া শেষ করা যায় না, দোজাহানের যিনি এক মাত্র স্রষ্টা, পালন-কর্ত্তা ও

ধ্বংস-কর্ত্তা সেই পরম করুণাময় খোদা-তালার মেহেরবানীতে আজ আমি মহা গৌরবান্বিত মোগল সাম্রাজ্যের অধিপতিরূপে অধিষ্ঠিত হইলাম। সেই খোদা-তালাকে স্মরণ করিয়া এবং হজরত মোহম্মদের (দঃ) আশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যাহাতে আপনাদের সর্ব্ববিধ কল্যাণ হয়, যাহাতে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন হয়, যাহাতে নূর নবী মোহম্মদের (দঃ) ধর্ম্ম অব্যাহত থাকিতে ও উন্নতি লাভ করিতে পারে আমি প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিব। অকারণে কোন ধর্ম্মের বিপক্ষতাচরণ করিব না। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ভরসা করি, আপনারা রাজভক্ত প্রজা হইয়া সর্ব্বপ্রযত্নে আমাকে রাজকার্য্যে সহায়তা করিবেন।

"পাপমতি নাস্তিক দারা এখন বাদশাহের নামে সাম্রাজ্যের শাসন-কার্য্য করায়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে। সে মুসলমান হইয়া হজরত মোহম্মদের (দঃ) ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে, দীন ইস্‌লাম নষ্ট করিতে বসিয়াছে। তাহাকে সমুচিত শাস্তি দেওয়া আমার একান্ত আবশ্যক। আমি দীন ইস্‌লামের রক্ষক, প্রতিপালক, পৃষ্ঠপোষক। সেই ইস্‌লামকে রক্ষা করিবার জন্যই আমাকে দারার বিরুদ্ধে জেহাদ করিতে হইবে। আমার একান্ত মেহেরবান মোশ্‌ফেক বন্ধু ভ্রাতা মহামতি আওরঙ্গজীব একজন একান্ত পরহেজগার দরবেশ ব্যক্তি। তিনি আমাকে দারার দমনের জন্য সাহায্য করিবেন। ভরসা করি, আপনারা এই দীন ইস্‌লাম রক্ষার জন্য—যে দীন ইস্‌লাম রক্ষাই আমার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার একমাত্র হেতু, সেই দীন ইস্‌লামের জন্য আমার সহায় হইবেন।"

চারিদিকে 'মারহাবা' 'মারহাবা' ধ্বনি উঠিল। সকলেই সম্রাটকে ভক্তিভরে অভিবাদন করিয়া বিদায় হইল, দরদার ভাঙ্গিয়া গেল।

নবীন সম্রাট মারওয়াজুদ্দীন মোহম্মদ মুরাদ বখ্শ বাহাদুরের নামে স্বাধীন ভূপতির নিদর্শন স্বরূপ সিক্কা প্রচলিত হইল; রাজ্যের সর্ব্বত্র তাঁহার নামে খোত্‌বা পঠিত হইতে লাগিল। তিনি স্বাধীন রাজার নিদর্শন স্বরূপ ছত্র-দণ্ড ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

এই নবীন ভূপতির রাজ্যাভিষেক-সংবাদসহ প্রচুর উপহার পারস্যের শাহের নিকট প্রেরিত হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

যে সমস্ত মুসলমান মনস্বীর রণকুশলতায় ও বিচক্ষণতায় ভারতে মোসলেম রাজত্ব স্থাপিত ও সুরক্ষিত হইয়াছিল, মহামতি মীর-জুম্‌লা তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ও মনীষা প্রভাবে একদিন গোলকুণ্ডা রাজ্য ও দিল্লীর সাম্রাজ্য যথেষ্ট গৌরবান্বিত হইাছিল। আমরা এ অধ্যায়ে মীরজুম্‌লার ইতিহাস অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করিব।

পারস্যের ইস্‌পাহান নগরের জনৈক বিখ্যাত সৈয়দ বংশে তাঁহার জন্ম হয়। অন্য বহু সাহসী পারসিকের ন্যায় তিনিও ভারতে ভাগ্যান্বেষণে আগমন করেন এবং গোলমুণ্ডা রাজ্যকে তাঁহার নিজের সম্প্রদায়ভুক্ত শিয়া-মতাবলম্বী দেখিয়া উক্ত রাজ-সরকারেই কার্য্য গ্রহণ করেন। কি শাসন-কার্য্যে, কি শৌর্য্য-বীর্য্যে, কি মন্ত্রণায় সমগ্র বিষয়েই অসাধারণ প্রতিভা শীঘ্রই তাঁহাকে গোলকুণ্ডাধিপতি আবদুল্লা কুতুব শাহের বিশেষ অনুগ্রহভাজন করিয়া তুলিয়াছিল; এমন কি তিনি প্রধান মন্ত্রীর পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। তাঁহার অনুমোদন ব্যতীত কুতুব শাহ্‌ কোন কার্য্যই করিতেন না। অচিরে তিনি গোলকুণ্ডা রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা

হইয়া উঠিলেন। নেতৃত্ব তাঁহার স্বভাবজাত বিশেষ গুণ ছিল, অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি জনসাধারণের নেতা বলিয়া পরিগৃহীত হইলেন।

কর্ণাটে মীরজুম্‌লার স্বতন্ত্র প্রাসাদ ছিল। তিনি হীরকের ব্যবসায়ে প্রচুর ভূসম্পত্তি ও অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অধীনে ইউরোপীয় গোলন্দাজগণের দ্বারা পরিচালিত এক স্বতন্ত্র গোলন্দাজ-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার নিজের সৈন্য-সামন্তও যথেষ্ট ছিল। তাহারা সুশিক্ষিত ও সুপ্রণালীবদ্ধ এবং ইউরোপীয় প্রণালীতে যুদ্ধে অভ্যস্ত। তিনি কতিপয় দুর্ভেদ্য পার্ব্বত্য দুর্গ এবং বিশাল পার্ব্বত্য ভূভাগ অধিকার করিয়া ছোট-খাট একটী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পার্ব্বত্য অঞ্চলের অনেক গুপ্ত সম্পত্তি হস্তগত করিয়া তিনি বিপুল অর্থেরও অধিকারী হইলেন। স্বীয় অসাধারণ জ্ঞান প্রভাবে গোলকুণ্ডার হীরকখনিসমূহ আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া তদ্দ্বারা স্বীয় ধন-ভাণ্ডার আরো বাড়াইয়া তুলিলেন। তাঁহার খ্যাতি সমস্ত ভারতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। কথিত আছে, তিনি কুড়ি মণ হীরকের অধিকারী ছিলেন।

গোলকুণ্ডার সুলতান আবদুল্লা কুতুব শাহ্‌ শীঘ্রই তাঁহাকে ঈর্ষার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিলেন। হিংসা-পরায়ণ অন্যান্য রাজ কর্ম্মচারীও তাঁহার প্রতি সুলতানের এই ঈর্ষা সমধিক বাড়াইয়া তুলিতে লাগিলেন। অবশেষে গোলকুণ্ডাধিপতি মীরজুম্‌লাকে বন্দী করিয়া তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় অন্ধ করিয়া দিবার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন।

মন্ত্রী মীরজুম্‌লা এই ষড়যন্ত্র আভাষে বুঝিতে পারিয়া অবিলম্বে পদ-ত্যাগ করিলেন। কুতুব শাহ্‌ পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে দরবারে তলব দিলেন, কিন্তু বিচক্ষণ মীর আর সভায় উপস্থিত হইলেন না। এখন

নিরুপায় হইয়া কুতুব শাহ্ প্রকাশ্যভাবে এই উদ্ধত ভৃত্যের শাস্তিদানে অগ্রসর হইলেন।

তিনিও পার্শ্বস্থ প্রতিযোগী বিজয়পুরের ভূপতি সুলতান আদিল শাহের শরণাপন্ন হইলেন। শাহ্ আদিলও এই অতি প্রতিভাবান অসাধারণ মনীষীকে হস্তগত করিবার জন্য একান্ত লালায়িত ছিলেন। এ দিকে মীরজুম্লা সুদূর পারস্যের সহিতও গোপনে দৃঢ় সন্ধি-বন্ধন করিয়া ফেলিলেন। আবার দিল্লীতে মোগল সম্রাটের নিকটও আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন, সম্রাট শাহ্জাহানও তাঁহাকে উচ্চ রাজকার্য্যে নিয়োজিত করিবেন বলিয়া আশা দিলেন। আরো কয়েকজন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া মীর দৃঢ় হইয়া বসিলেন। দূরদর্শী আওরঙ্গজীব মীরের মূল্য যথেষ্ট বুঝিতেন। তাই তিনিও তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। কিন্তু এখন মীরজুম্লা কোন দিকেই গড়াইলেন না। ধীরভাবে হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া চারিদিকের ঘটনাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতে লাগিলেন। মোগল-দরবারে উত্তর লিখিলেন, এক বৎসর পরে তিনি সম্রাটের কার্য্যে যোগ দিবেন। এদিকে গোলকুণ্ডাধিপতি মীরের অসাধারণ শক্তি-সামর্থ্যে ও নিজের দুর্ব্বলতায় ভীত হইয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার মন্ত্রীত্ব পদ গ্রহণ করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানাইলেন। প্রত্যুত্তরে মীরজুম্লা তাঁহাকে জানাইলেন, দুই বৎসর পরে হয় আপনার কার্য্য গ্রহণ করিব, নতুবা একেবারে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া যাইব।

মীরজুম্লাকে আয়ত্ত করিবার জন্য সকলেই ব্যস্ত; কিন্তু তিনি কোনদিকেই গড়াইলেন না। আওরঙ্গজীব মীরকে লাভ করিবার জন্য প্রতিনিয়ত চিঠি-পত্র লিখিতে ও দূত প্রেরণ করিতে লাগিলেন, তাহাতে কোন ফলোদয় হইল না। তখন আওরঙ্গজীব মীরজুম্লার

মনের অবস্থা বুঝিয়া বাদশাহের নিকট লিখিলেন। লিখিলেন,—"আমার মনে হয়, মীরজুম্‌লা প্রকৃত পক্ষে মোগল রাজ-সরকারে কার্য্য গ্রহণ করিবেন না। দাক্ষিণাত্যে তাঁহার অগাধ সম্পত্তি, বহুদূর বিস্তৃত রাজত্ব তাঁহার অধিকারে। তিনি এ সমস্ত কিছুতেই পরিত্যাগ করিবেন না। তিনি কেবল দাক্ষিণাত্যের সুলতানগণের ক্রোধ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য চতুরতার খেলা খেলিতেছেন।"

মীরের এই রহস্যপূর্ণ কপট ব্যবহারে বিজয়পুর এবং গোলকুণ্ডার সুলতানদ্বয়ও বড় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা এখন পরস্পরের ভিতরকার শত্রুতা ভুলিয়া সমবেত শক্তিতে মীরকে দমন করিবেন বলিয়া সংকল্প করিলেন। মীর এখন বিষম বিপদে নিপতিত হইলেন। নিরুপায় হইয়া তিনি মোগল-সরকারে আশ্রয় ও সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, আওরঙ্গজীবও যথাযোগ্য ব্যবহার করিতে ছাড়িলেন না। সুদীর্ঘ দুই বৎসর কাল তিনি তাঁহাকে মোগল-সরকারে প্রবেশ করিবার জন্য কতই না অনুনয় করিয়াছেন। কিন্তু মীর তাঁহার সে অনুরোধ কার্য্যে পরিণত করেন নাই। আজ মীরের এই বিষম বিপদের দিনে আওরঙ্গজীবও তাহার একটু প্রতিশোধ লইতে সংকল্প করিলেন। তিনি তাঁহার আবেদনে বিশেষ মন দিলেন না। বলিয়া পাঠাইলেন, যদি সুলতানগণ একান্তই আপনাকে আক্রমণ করেন, তখন প্রবল মোগল-বাহিনী আপনাকে রক্ষা করিবে। মীরজুম্‌লা, তাঁহাকে মোগল-সরকারে নিযুক্ত করিয়া এই আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সম্রাট শাহ্‌জাহানের নিকট আবেদন করিলেন।

ইতিমধ্যে মীরজুম্‌লার পুত্র মোহম্মাদ আমিন গোলকুণ্ডা-রাজের সহিত ঔদ্ধত্যপূর্ণ অপমানজনক ব্যবহার করায় গোলকুণ্ডা-সরকার কর্ত্তৃক সপরিবারে বন্দী হইলেন। তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

হইল। মীরজুম্‌লার ভাগ্য-গগন মেঘাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু ইত্যবসারে দিল্লী দরবারে তাঁহার আবেদন মঞ্জুর হইয়া গেল; সম্রাট তাঁহাকে সম্মানজনক খেলাত ও পাঁচ-হাজারী মন্‌সবদার পদে নিয়োগ-পত্র পাঠাইলেন। তাঁহার পুত্রকেও দু'হাজারী মন্‌সবদার পদ প্রদান করা হইল। গোলকুণ্ডা সুলতানের উপর কঠোর বাদশাহী আদেশ প্রদান করা হইল, যাহাতে তিনি অনতিবিলম্বে মীরজুম্‌লাকে তাঁহার পরিবার ও ধন-সম্পত্তির সহিত দিল্লীতে প্রেরণ করেন।

অতঃপর এই ঘটনা লইয়া গোলকুণ্ডা-রাজের সহিত মোগল-সরকারের দীর্ঘকাল যুদ্ধ-বিগ্রহ চলে। সে সমস্ত বিবরণ কৌতুকাবহ হইলেও এখানে তৎ সমস্তের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। মোট কথা, এখন হইতে মীরজুম্‌লা মোগল সাম্রাজ্যের সর্ব্ব প্রধান স্তম্ভরূপে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে থাকেন। আওরঙ্গজীবের তিনি একান্ত বিশ্বস্ত এবং ঘনিষ্ট বন্ধুস্থানীয় কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার ন্যায় এক জন বিচক্ষণ কার্য্যদক্ষ ব্যক্তি আওরঙ্গজীবের পক্ষে না থাকিলে তাঁহার পরিণাম কিরূপ হইত বলা যায় না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

আওরঙ্গজীব বসিয়া ভাবিতেছিলেন—কত কিই ভাবিতেছিলেন। সম্মুখে ঈসা বেগ বিনম্র ভাবে আসীন। তাঁহার মুখে উদ্বেগের চিহ্ন স্পষ্ট দেদীপ্যমান।

আওরঙ্গজীব কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন,—"তাঁহারা আপনাকে ছাড়িয়া দিলেন কি মনে করিয়া? এতটা অনুগ্রহই বা করিলেন কেন?" ঈসা বেগ বলিলেন,—"জানি না হুজুর; সম্রাটের বোধ হয় আমাকে গেরেফ্‌তার করিবার ইচ্ছা ছিল না, দারা শেকো

মহোদয়ের প্ররোচনায় তিনি আমার উপর এই অত্যাচার করিয়াছেন; পরে সম্ভবতঃ তাঁহার মনে অনুতাপ হইয়াছে, তাই তিনি আমাকে মুক্তি দিয়াছেন। এমন কি তিনি আমাকে অকারণ কষ্ট দিয়াছেন বলিয়া বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।"

আওরঙ্গজীব। তাই নাকি? বাদশা-নামদারের অন্তঃকরণ খুব সরল, খুব মহান্, কিন্তু কতকগুলি কুচক্রী এবং আমার প্রতিদ্বন্দী দারাই তাঁহাকে কুপথে চালাইতেছে। যাক্, শাহী দরবারের অবস্থা এখন কিরূপ?

ঈসা বেগ। তাহা আর কি বলিব। দারাই এখন সর্ব্বে-সর্ব্বা। সম্রাটের নামে তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেছেন। তাঁহাকে বহুকাল পর্য্যন্ত আমরা খাশ দরবারেরও কেহই দেখি নাই! যে ভাবে তিনি পূর্ব্বে সকলকে দেখা দিতেন, সে ভাবেও এখন দেখা দেন না। ইহাতে দিল্লীবাসিগণের অনেকেরই মনে সন্দেহ হইতেছে, তিনি বুঝি ইহ জগতে নাই। আমার মনে হয়, তিনি জীবিত আছেন, কিন্তু দারার প্রভাব দ্বারা চালিত হইতেছেন।

আওরঙ্গজীব। যাক, তা জানি! আচ্ছা দিল্লীস্থ জন-সাধারণের এবং সাম্রাজ্যের স্তম্ভ স্বরূপ আমীর-ওমরাহ্ বা সৈন্য-সেনাপতিগণের আমার উপর মনের ভাব কিরূপ মনে করেন?

ঈসা বেগ। তাঁহারা প্রকাশ্যে কিছু বলিতে না পারিলেও প্রায় সকলেই অন্তরে অন্তরে হুজুরের হিতৈষী; হুজুরের একান্ত বিশ্বস্ত ভূত-পূর্ব্ব মালবের সুবাদার শায়েস্তা খাঁকে হুজুরের নিকট হইতে দূরে রাখিবার জন্য স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। সেনাপতি খলিলুল্লা খানও একান্ত নিরুপায় হইয়া দারার পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। এইরূপ আরও অনেক আছেন, যাঁহারা দিবা রাত্রি হুজুরের জয়-কামনা করিতেছেন।

স্বয়ং দিল্লী ও আগরার ফৌজদার বাহাদুরদ্বয়ও হুজুরের সাহায্যের সুযোগ অন্বেষণ করিতেছেন। আর রাজ্যের প্রধান প্রধান সেনাপতি ও আমীর-ওমরাহ্ অধিকাংশই অন্তরে অন্তরে হুজুরের কুশল প্রার্থী। যাবতীয় মোগল ও পাঠান সৈন্য দারার উপর বিরক্ত। (১)

ঈসা বেগ ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিলেন, "বোধ হয় হুজুরে এত্তেলা হইয়াছে যে, মোহাম্মদ সুজা বাঙ্গালা দেশে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন; তাঁহাকে দমন করিবার জন্য দারা শেকো মহোদয়ের পুত্র সোলেমান শেকো যাবতীয় প্রধান প্রধান বিশ্বস্ত যোদ্ধার সহিত বঙ্গদেশে প্রেরিত হইয়াছেন। এখন রাজধানীতে তেমন বিশ্বস্ত ভাল সেনাপতি আর নাই। বান্দা হুজুরে সমস্ত আরজ করিল; এখন হুজুর যাহা মর্জ্জী হয় করিবেন।"

ঈসা বেগ কক্ষান্তরে নীত হইলেন। আওরঙ্গজীব ক্ষণকাল চিন্তার পর কক্ষের দরজা বন্ধ করিয়া অতি সতর্কতার সহিত ধীরে ধীরে লিখিতে বসিলেন।

আমার একান্ত বিশ্বস্ত প্রিয়তম সেনাপতি

মীরজুম্লা সমীপে।—

জনাব!

বাদ সালাম সোন্নতে খায়রল আনাম আরজ;—আমি জানি আপনি আপনার কথায় ঠিক আছেন। আপনি হিন্দুস্থানে যাইতেছেন,

(১) Isa Beg was the bearer of secret messages from many nobles, professing devotion to Aurangzib and asking him to push on to the capital without fearing the largeness of the Imperial army, as it was at heart hostile to Dara.

—Sarcar's History of Aurangzib. I—Page 375

কিন্তু তথায় যাইয়া যাহাতে আমার কল্যাণ সাধিত হয়, আমার লক্ষ্যপথ পরিষ্কার হয়, আপনি যে সেরূপ চেষ্টা করিবেন, ইহা আমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করি। আমি জানি, আপনি অনেক সময় বলিয়া থাকেন, আমার কল্যাণের জন্য আপনি জীবন এবং যথাসর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে পারেন। আপনার সেই কথা কত দূর ঠিক তাহা দেখাইবার সময় আসিয়াছে। আপনার প্রতি আমি অধিক অনুরক্ত বলিয়া অনেকে ঈর্ষা করে, কিন্তু যতক্ষণ আপনি জীবিত আছেন, ততক্ষণ আমি খোদার ফজলে অন্য কাহারো বিরুদ্ধাচরণে ভয় করি না। আপনি হিন্দুস্থানে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে একবার অবশ্য অবশ্য আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। আপনার সহিত সাম্রাজ্য সম্বন্ধীয় কয়েকটি অতি গুরুতর কথা আছে।

খাকসার আওরঙ্গজীব

আফি আন্‌হু।

কিন্তু মীরজুম্লা সংক্ষেপে এ পত্রের উত্তর দিলেন,—"যেহেতু আমি বাদশাহ্ কর্ত্তৃক দিল্লীতে আহূত হইয়াছি; আমাকে এখনি তথায় যাইতে হইতেছে। বাদশাহের আদেশ প্রতিপালন করা ব্যতীত বান্দার অন্য কর্ত্তব্য নাই। নানা কারণে হুজুরের সহিত সাক্ষাৎ করা আমার পক্ষে আপাততঃ সম্ভবপর নহে। বেয়াদবী মার্জ্জিত হউক।"

আওরঙ্গজীব এই উত্তরে যেন বড়ই ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নিজের পুত্র মোহম্মদ সুলতান দ্বারা একান্ত বন্ধুভাবে আবার সংবাদ পাঠাইলেন,—"বাদশাহের কল্যাণের জন্য আপনাকে কয়েকটী কথা বলিয়া দেওয়া একান্ত আবশ্যক। অনুগ্রহ করিয়া অল্প সময়ের জন্য একবার আসিবেন।"

স্বয়ং মোহম্মদ স্থলতানকে এই সংবাদ লইয়া উপস্থিত হইতে দেখিয়া যেন তাঁহার মন হইতে সমস্ত সন্দেহ দূরীভূত হইল। স্থবাদারের কথা আর লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। একটু ইতস্ততঃ করিয়া তিনি আওরঙ্গজীব সমীপে উপস্থিত হইলেন।

আওরঙ্গজীবের কক্ষে মীরজুম্লা উপস্থিত হইবামাত্র অস্ত্রধারী প্রহরিগণ সহসা তাঁহাকে বন্দী করিয়া ফেলিল। মীরজুম্লা কারাগারে প্রেরিত হইলেন। তারপর তাহার যাবতীয় ধন-সম্পত্তি, সৈন্য-সামন্ত আওরঙ্গজীবের সরকারে বাজেয়াপ্ত হইল। দেশের লোক এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার দেখিয়া অবাক হইয়া গেল।

আওরঙ্গজীব অতঃপর প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিলেন এবং সম্রাটের দরবারে কৈফিয়ৎ দিলেন ; মীরজুম্লা দাক্ষিণাত্যের স্থলতানগণের সহিত যুদ্ধে যথাসাধ্য শক্তি নিয়োগ করেন নাই, তিনি গোপনে উহাদের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন এই অপরাধে তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত ও তাহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আওরঙ্গজীব দিল্লীর অভিযানের উদ্‌যোগ-আয়োজন করিতেছেন, কিন্তু রাজদ্রোহিতা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। মহামাননীয় পিতৃদেবের শোচনীয় পীড়ার সংবাদ বহুদিন পূর্ব্বে তিনি পাইয়াছেন, তারপর তাঁহার মৃত্যু-সংবাদও সমস্ত ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয়া গিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে প্রকৃত পিতৃভক্ত পুত্রের হৃদয় চঞ্চল না হইয়া কখনই থাকিতে পারে না। তিনি ত বহু দূরে বাস করেন, এমন কি দিল্লীস্থ বিশ্বস্ত সংবাদদাতার পত্রে তিনি অবগত হইয়াছেন যে, দিল্লীর জন-সাধারণের বিশ্বাস যে বাদশাহ্ আর ইহ জগতে নাই। অথচ তিনি ক্রমাগত

শাহ্‌জাহানের হস্ত-লিখিত চিঠি-পত্র পাইতেছেন। ইহা যে দারার লেখা নহে তাহা কে বলিবে? সর্ব্বোপরি শাহ্‌জাহান্ যদিও জীবিত থাকেন, তাহা হইলেও তিনি আর স্বাধীনভাবে রাজ-কার্য্য পরিচালনা করিতে পারিতেছেন না, পক্ষান্তরে দারার আয়ত্ব হইয়া পড়িয়াছেন। তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। দারা সমস্ত রাজ-ক্ষমতা স্বয়ং আয়ত্ত করিয়া তাঁহার ভ্রাতৃবর্গের স্বার্থ বিধ্বস্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। আওরঙ্গজাব অনেক দিন চুপ করিয়া আছেন—বিবিধ সন্দেহের মধ্যে একান্ত বিমূঢ়ের ন্যায় চুপ করিয়া আছেন, কিন্তু এখন আর সেরূপ থাকিতে পারেন না! এখন তিনি সঙ্কল্প করিয়াছেন, একবার খোদা ভরসা করিয়া দিল্লী যাত্রা করিবেন? যদি সম্রাট জীবিত থাকেন, স্বয়ং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সকল সন্দেহ ভঞ্জন করিবেন; তাঁহাকে দারার কবল হইতে উদ্ধার করিবেন।

তাঁহার প্রধান প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ এবং হিতৈষী বন্ধু ও কার্য্যকারিগণ তাঁহার আহ্বানে পরামর্শ-গৃহে সমবেত হইয়াছেন। যাত্রা করিবার পূর্ব্বে একবার তাঁহাদের সহিত ব্যাপারটী ভালরূপে আলোচনা করা আবশ্যক। বিশেষতঃ তাঁহার নিজ রাজ্যে যাহাতে ঐ সময়ে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা আসিয়া উপস্থিত না হয়, সে বিষয়েও কঠোর বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

সভা-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে আওরঙ্গজীব নিভৃতে বসিয়া নানা বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন। কাহার মনের ভাব কিরূপ, কে কিরূপভাবে শত্রুতা করিতে পারে, কোন্ শত্রুকে কি ভাবে কায়দায় ফেলিয়া জব্দ করা যায়, এই দিল্লী অভিযানের পরিণাম কি হইতে পারে, ঘটনাচক্র কত প্রকারে গড়াইতে পারে এবং কিরূপ অবস্থায় তাঁহার কি করা- কর্ত্তব্য হইবে, এই সমস্তই তাঁহাকে পূর্ব্বাহ্নে ভাবিতে

হইতেছে। শিবাজী—সে ত শৃগালের ন্যায় কোথায় লুকাইয়া আছে; কখন্ আসিয়া আবার উপদ্রব করিবে, তাহার দিকেও একটু সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। দাক্ষিণাত্যের স্থলতানগণ কি ভাবে চলিবেন, তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিবেন কি না, এ সমস্ত নানা বিষয় তাঁহার মন আন্দোলিত করিতেছে।

গভীর চিন্তায় আওরঙ্গজীব স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছেন; গুরুতর চিন্তা-ক্লান্তিতে তাঁহার ললাট ঘর্ম্মাক্ত। কক্ষের লোহিত বর্ণের কোষেয় পর্দ্দা মৃদু বাতাসে একটু একটু দুলিতেছে। বাহিরে ভয়ঙ্কর রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে।

তিনি ভাবিতেছিলেন—বিজয়পুর ও গোলকুণ্ডার স্থলতানগণ এই স্বর্ণ স্থযোগে কখনই তাঁহাকে ছাড়িবেন না; তিনি তাঁহাদের সহিত যারপর নাই, কঠোর ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন, নানারূপে তাঁহাদিগকে অবনমিত করিয়া আসিয়াছেন; এমন এক দিন গিয়াছে, যেদিন বিজয় পুরের রাজ-মাতা স্বয়ং তাঁহার দরবারে আসিয়া দীনতা-জ্ঞাপন ও ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তবুও তিনি তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া চলেন নাই। আজ এই স্থযোগে কি তাহারা তাঁহাকে ছাড়িবে! তাঁহার মনে হইল, দাক্ষিণাত্যের রাজন্যবর্গ নিজেদের ভিতর আত্মকলহে সময় ক্ষেপণ করিলেও যখন অন্য সাধারণ শত্রু উপস্থিত হয়, তখন সকলে এক হইয়া এক যোগে তাহাকে দমন করিতে জানে। এক শত বৎসর পূর্ব্বে যখন দক্ষিণাত্যের হিন্দুরাজ্য বিজয়নগর শক্তি-গৌরবে মস্তক উন্নত করিয়া উঠিতেছিল, মুসলমান রাজ্যগুলির সহিত শত্রুতাসাধন করিতেছিল, তখন দাক্ষিণাত্যের সমস্ত মুসলমান ভূপতি কি ভাবে সম-বেত বিপুল শক্তির প্রভাবে তাঁহাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। সে কথা মনে করিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। অল্প দিন পূর্ব্বের

কথা, মীরজুম্লার উদ্ধত্য দমন করিবার জন্যও দুইটী শত্রুভাবাপন্ন রাজশক্তি সমবেতভাবে হস্ত উত্তোলন করিয়াছিলেন। তাঁহার কৌশলে যদিও তাহারা মীরজুম্লার কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারে নাই, যদিও মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে তাহারা কখন সমবেতভাবে দাঁড়াইতে পারে নাই, তথাপি এ সঙ্কট সময়,—এ শোচনীয় আত্ম-কলহের সময় তাহারা কি নিজ নিজ সুযোগ ছাড়িয়া দিবে? যেই তিনি দাক্ষিণাত্য ত্যাগ করিবেন তখনই হয় ত উহারা সমবেতভাবে তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিবে। পাপিষ্ঠ "কুক্কুর-শাবক" শিবাজীও হয়ত উহাদের সঙ্গে যোগ দান করিবে। শিবাজীকে আওরঙ্গজীব কণামাত্রও গ্রাহ্য করেন না, কিন্তু হস্তী কর্দ্দমে পড়িলে তাহাকে ভেকেও পদাঘাত করিতে ছাড়ে না।

বিজয়পুরের রাজ-মাতার নিকট আওরঙ্গজীব বহু মূল্যবান উপহার প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার দেয় রাজ-কোযের ৩০ লক্ষ টাকা মার্জ্জনা করিয়াছেন; ভবিষ্যতে বহু পুরস্কার দিবেন বলিয়া আশা দিয়াছেন, এতৎসঙ্গে তিনি বিজয়পুরের সুলতান যাহাতে তাঁহার অনুপস্থিতিতে কোনরূপ বিদ্রোহ উপস্থিত না করেন, তাঁহার রাজ্যের উপর কোনরূপ অত্যাচার না করেন, সে জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

আওরঙ্গজীব বিজয়পুর-সরকার হইতে এখনও তেমন আশাজনক কোন কথা পান নাই; তাঁহার মন নিতান্ত উদ্বেগপূর্ণ; অদ্য আবার বিজয়পুরাধিপতির নিকট পত্র লিখিতে বসিলেন।

মহা মাননীয় বিজয়পুরাধিপতি মহামহিমার্ণবেষু

জনাব,

সবিনয়ে নিবেদন মীরজুম্লার কুপরামর্শেই আমি আপনার এবং গোলকুণ্ডা-রাজ্যের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলাম। আমি এখন

বুঝিতেছি যে, উহা আমার সম্পূর্ণ অন্যায় হইয়াছিল। কত সময় কতরূপ কঠোর ব্যবহার করিয়াছি, তাহা স্মরণ করিয়া লজ্জিত হইতেছি। ভরসা করি, আপনারা তাহা আর মনে রাখিবেন না, আমরা মুসলমান পরস্পর ভাই-ভাই, হাদিস্ শরিফে আছে,—সমস্ত মুসলমান একে অপরের ভ্রাতা। তাই এখন হইতে আমি আপনাকে কনিষ্ঠবৎ দেখিব, এবং ভরসা করি, আপনিও আমাকে জ্যেষ্ঠের ন্যায় দেখিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। আমার অনুপস্থিতিতে আপনার সৈন্য-সামন্ত ও প্রজাবর্গ যাহাতে আমার রাজ্যের উপর কোনরূপ অত্যাচার না করে, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। এই পত্রে দৃঢ়তার সহিত প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, পরেণ্ডা দুর্গের বা তৎকর্ত্তৃক সুরক্ষিত প্রদেশ-সমূহের উপর আমি আর কোনরূপ দাবি-দাওয়া বা আক্রমণ করিব না। উহা আপনার অধিকারভুক্ত বলিয়া আমি স্বীকার করিতেছি। এতদ্ব্যতীত কঙ্কন প্রদেশ, ওয়াঙ্গী মহল এবং আপনার অন্যান্য যে সমস্ত প্রদেশ মোগল-সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল তাহাও আপনাকে প্রত্যর্পণ করিতেছি। অধিকন্তু আপনার এক কোটী টাকা রাজস্বের ত্রিশ লক্ষ টাকা মার্জ্জনা করিতেছি।

এই সমস্ত প্রদেশে যাহাতে শাসন-শৃঙ্খলা বজায় থাকে সে দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন। দস্যু শিবাজীকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিবেন; যদি একান্তই তাহাকে রাজ-কার্য্যে লিপ্ত রাখিতে চাহেন, তবে মোগল-সাম্রাজ্যের সীমান্ত-সীমা হইতে বহু দূরে তাহাকে জায়গীর দিবেন। যেন সে মোগল-সাম্রাজ্যের উপর কোনরূপ অত্যাচার করিতে না পারে। বাকী রাজস্ব সত্বর প্রদান করিয়া আপনার রাজ-ভক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবেন। আমি হিন্দুস্থানে যাইতেছি; সম্ভবতঃ তথায় আমাকে ভয়ঙ্কর যুদ্ধে লিপ্ত থাকিতে হইবে। আপনার রাজভক্তি

এবং বন্ধুত্ব-প্রকাশের এই প্রকৃত অবসর। আহ্‌মদ আদিল শাহ্‌ মরহুম আমাকে আবশ্যকমত সৈন্য-সামন্ত দিয়া সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন; যদি আপনি তাঁহার প্রতিজ্ঞা-রক্ষার জন্য এই সঙ্কট সময় আমাকে দশ সহস্র অশ্বারোহী এবং সহস্র মণ বারুদ দ্বারা সাহায্য করিতে পারেন, তাহা হইলে একান্ত উপকৃত ও বাধিত হইব। পারিবেন কি? আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যতদিন আপনি বিশ্বাসী ও রাজভক্ত থাকিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত খোদার ফজলে কেহই আপনার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। বাদশাহী সৈন্য সর্ব্বপ্রযত্নে আপনাকে বিপদ-আপদ হইতে রক্ষা করিবে।

আপনার চির কল্যাণাকাঙ্ক্ষী আওরঙ্গজীব।"

পত্রখানি আওরঙ্গজীব বিশেষ মনোযোগের সহিত একবার পাঠ করিলেন। তারপর তাঁহার পূর্ব্ব-লিখিত আর একখানি পত্র বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন।

"অনেক দিন তোমার ঐকান্তিক অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছি; আর নয়। হিন্দুস্থানে অভিযান করিবার জন্য প্রস্তুত হও, আমিও প্রস্তুত হইতেছি, ইন্‌শা আল্লাহ্‌ আগামী কল্য যাত্রা করিব। আপাততঃ বোরহানপুর যাইয়া তথায় কয়েকটী বিষয়ের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। বরাবর দিল্লীর রাস্তা বাহিয়া যাইব সঙ্কল্প করিয়াছি। তুমিও নর্ম্মদা নদীতীরে আমার সহিত যোগ দিবে; সাবধান যেন কোনরূপ বিদ্রোহের ভাব দেখাইও না বা প্রজা-সাধারণের প্রতি কোনরূপ অন্যায় অত্যাচার করিও না। আমার মনে হয়, সম্রাট এখনো জীবিত আছেন। দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিতে হইবে। আপাততঃ সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করাই আমাদের লক্ষ্য। তাঁহাকে দারার কবল হইতে মুক্ত

করিতে হইবে। দারা, দারার রাজ্য শাসন করুন, বাদশাহ্ নিজের স্বাধীন ইচ্ছামত সাম্রাজ্য পরিচালন করুন, ইহাই আমরা চাই, আমাদিগকে ইহারই ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এইরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, আমাদিগের বিরুদ্ধে দিল্লী হইতে সৈন্য প্রেরিত হইতেছে। তাহারা আমাদিগকে দিল্লী যাইতে বাধা প্রদান করিবে। আমরা কোন বাধা মানিব না, বাধা দিলে আমাদিগকে রীতিমত যুদ্ধ করিয়া সে বাধা অতিক্রম করিতে হইবে। তোমার যুদ্ধের সরঞ্জাম যেন পূর্ণ থাকে। আমি বারুদ প্রস্তুতের নিমিত্ত আরো দুই হাজার মন সোরা এবং পাঁচ হাজার মন গন্ধক ও আর্সেনিকের ফরমায়েশ দিয়াছি; উহা বোধ হয় দুই এক দিনের মধ্যে বোরহানপুর পৌঁছিবে। তুমি কয়েক সহস্র মন শিশা সুরাত হইতে আমার জন্য সত্বর পাঠাইবে। গোলা-গুলি আমাদিগকে প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করিতে হইবে।

দুষ্ট লোকে নানা কথা বলিয়া তোমার মন খারাপ করিতে পারে— আমার প্রতি অবিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে পারে। কিন্তু জানিও, তৎসমুদয় বিশ্বাস করিলে তাহার ফল বড়ই বিষময় হইবে। আমি খোদা-তালার নামে ও হজরত রছুলে মকবুলের নামে বলিতেছি, রাজ্য-ভোগ আমার লক্ষ্য নহে; পবিত্র ইস্‌লামকে নাস্তিক দারার কঠোর অত্যাচার হইতে রক্ষা করাই আমার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পর আমি নির্জ্জন সাধনায় জীবন যাপন করিব বা সর্ব্বপ্রযত্নে তোমাকে রাজ-কার্য্যে সহায়তা করিব, ইহাই আমার আন্তরিক বাসনা। খোদা-তালা তোমার চির কল্যাণ করুন।

পত্র দুই খানি আওরঙ্গজীব তাঁহার নায়েবে-নাজিমের নিকট দিবার জন্য একপার্শ্বে রাখিয়া দিলেন।

আওরঙ্গজীব যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইতেছিলেন। এক দিকে যেমন তিনি গোলা-বারুদের আয়োজন করিতেছিলেন, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শক্তিশালী কামানসমূহ প্রস্তুত করিতেছিলেন, অন্য দিকে সেইরূপ প্রচুর সৈন্য সংগ্রহ করিতেছিলেন।

আওরঙ্গজীব তাঁহার ধন-বল, জন-বল এবং অস্ত্র-বল অপেক্ষা আর এক বলে সমধিক বলীয়ান ছিলেন। তাঁহার অধীনে এত অধিক সংখ্যক বিজ্ঞ, বিচক্ষণ ও কার্য্যদক্ষ সেনাপতি ও কর্ম্মচারী ছিল যে, অন্য কোন রাজপুত্রের সহিত তাঁহার তুলনা হইত না। তাঁহারা সকলেই হয় আওরঙ্গজীবের প্রতি ব্যক্তিগত ভালবাসা এবং শ্রদ্ধার আকর্ষণে অথবা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতার বন্ধনে এমনই আবদ্ধ ছিলেন যে, প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার জন্য সর্ব্বস্ব—এমন কি জীবন পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত থাকিতেন। আওরঙ্গজীব গুণের আদর জানিতেন, তাই রাজ্যের যাবতীয় মনীষী তাঁহার মহান্ পতাকার নিম্নে আসিয়া সমবেত হইয়াছিলেন; তাই তাঁহার জন্য সহস্র সহস্র অভিজ্ঞ সাহসী রণপণ্ডিত রণক্ষেত্রে হৃদয়ের রক্ত আহুতি দিয়াছিলেন; তাই পরিণামে তাঁহার জয় হইয়াছিল, তিনি বিশাল ভারত-সাম্রাজ্য অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। দারার সৈন্য-সংখ্যা আওরঙ্গজীবের অপেক্ষা অধিক ছিল বটে, কিন্তু তিনি কাহারও হৃদয় জয় করিতে পারেন নাই; তাই তাঁহার সাম্রাজ্য স্থায়ী হইল না, হৃদয়-রাজ্যের উপরই যে বাহ্যিক রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, দুঃখের বিষয়, অনেক গর্ব্বোৎফুল্ল রাজশক্তি একথা স্বীকার করিতে চাহে না।

আওরঙ্গজীব নিভৃতে বসিয়া নানারূপ চিন্তা করিতেছিলেন। কক্ষান্তরে দাক্ষিণাত্যের সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান মুর্শিদ কুলি খান আওরঙ্গজীবের আন্তরিক বন্ধু রণপণ্ডিত শেখ মীর, আওরঙ্গজীবের অন্যতম বন্ধু প্রসিদ্ধ

ঐতিহাসিক অকিল খান রাজী, বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী কাবীল খান্, গোলন্দাজ বিভাগের সুদক্ষ তত্ত্বাবধায়ক খানে জমান, প্রসিদ্ধ সেনাপতি আজরী খান, বিশ্বস্ত নায়েব মখ্‌লেস খান (ঈসা বেগ) অভিজ্ঞ ও নানাজ্ঞান-গরিমায় বিভূষিত শামসদ্দীন মোক্তার খান ইত্যাদি মনীষিবৃন্দ তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। মুলতাফত খান, হুশদার খান, নাজাবাদ খান, নাছরী খান, সফশেকান খান, শমশের খান, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ও বিকানীর-অধিপতি রাজা রাও কারান প্রভৃতি আরও বহু বিজ্ঞ ও বহুদর্শী সভাসদ সেই সভায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। সহসা সুবাদার আওরঙ্গজীবকে সভায় উপস্থিত দেখিয়া সকলেই সসম্মানে দণ্ডায়মান হইয়া কুর্ণিশ করিলেন। আওরঙ্গজীব আসন পরিগ্রহ করিয়া গম্ভীর অথচ মিষ্ট ভাষায় সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন ;—

সমবেত ভদ্রমণ্ডলি,

আজ কয়েকটী গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিবার জন্য আপনাদিগকে আহ্বান করিয়াছি। আপনাদের নিকট আমার কোন বিষয় গোপন নাই। আপনারা জানেন, বর্ত্তমানে বিশ্ববিখ্যাত মোগল-সাম্রাজ্যের কি একটী অশুভ মুহূর্ত্ত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সম্রাট জীবিত কি মৃত তাহার স্থিরতা নাই। বহু চেষ্টা করিয়াও এসম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌছিতে পারিলাম না। দারা সম্রাটের স্থানীয় হইয়া রাজ-কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন ; তিনি নানারূপে আমাকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতেছেন, শুধু আমাকে নয় আমার অন্যান্য ভ্রাতৃগণের বিরুদ্ধেও তিনি ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিয়াছেন। সম্রাটের সহিত একবার সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার প্রকৃত অবস্থা অবগত হওয়া আমার ইচ্ছা। এই উদ্দেশ্যে আমি দিল্লী রওনা হইবার সঙ্কল্প করিয়াছি ; কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুরাদও আমার সঙ্গে যাইবেন। আমাদের একান্তই

ইচ্ছা শান্তির সহিত সম্রাটের চরণ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইব এবং আমাদের যাহা বলিবার আছে, তাহা তাঁহার চরণে নিবেদন করিব; ইহাতে তাঁহার যে আদেশ হয় অবনত মস্তকে মানিয়া লইব। কিন্তু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, আমাদিগের দিল্লী-গমনের পথ বন্ধ করিবার জন্য এক দল প্রবল সৈন্য প্রেরিত হইতেছে। ইহার উদ্দেশ্য কি, বুঝি না। আমরা পুত্র হইয়া পুত্রের কর্ত্তব্য পালন করিবার জন্য পিতার খেদমতে উপস্থিত হইতে চাই, দারার তাহাতে বাধা দিবার কি অধিকার আছে? এই বাধা-দান-ব্যাপার হইতে মনে হইতেছে, দারার উদ্দেশ্য ভাল নয়। তিনি সমস্ত রাজশক্তি নিজের আয়ত্ত করিতে চান। যদি জাহাঁপানা জীবিত থাকেন, তবে আমরা পিতৃভক্ত পুত্ররূপে তাঁহার চরণে উপস্থিত হইব। ইহাতে অন্যের বাধা শুনিব কেন? পুত্র হইয়া আমাদিগের পিতার নিকট উপস্থিত হইবার অধিকার অবশ্যই আছে। এই ত সকলেই দেখিতেছেন, দুই বৎসরের যুদ্ধ-বিগ্রহান্তে ঠিক যে সময় আমি বিজয়পুর ও গোলকুণ্ডার ভূপতিদ্বয়কে অনুকূল সন্ধিতে আবদ্ধ করিব, তখন কতই না চক্রান্ত করিয়া আমার সমস্ত সাধনার ফল ব্যর্থ করিয়াছেন। আপনারা কি জানেন না যে, তাঁহারই অত্যাচারে একদিন আমি সংসারে বিতৃষ্ণ হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলাম। (১) আমি ত সংসারের কল-কোলাহলে আর

(১) In 1643 when only twenty-four, he announced his intention of retiring from the world, and actuallay took up his abode in the wild region of the Western ghats (where Dr. Fryer was shown his retreat) and adopted the rigorous systems of self-mortification which distinguish the Fakir or mendicant friar of Islam.

—S L. Pool's Aurangzib—Page 28.

From one of Aurangzib's letter we gather that he resigned his post as a protest against Dara's persistent hostility and Shahjahan's

ফিরিতে চাহি নাই; আপনারাই আমাকে ফিরাইয়াছেন। সুখ-ভোগের জন্য আমি রাজত্ব করিতে চাহি না; ইস্‌লামের সেবার জন্যই আমার রাজত্ব। খোদার উদ্দেশ্যে খোদার কাজ করিবার জন্য আমার রাজত্ব। দারা ভারতবর্ষ হইতে ইস্‌লামকে—সেই খোদা-তালার মনোনীত একমাত্র ধর্ম্মকে ধ্বংস করিতে বসিয়াছে, পাপিষ্ঠ মুলহেদ হিন্দু যোগী ঋষির চরণে আত্মবিক্রয় করিয়াছে; কোরান হাদিস ত্যাগ করিয়া বেদ ও উপনিষদ পাঠে এবং তৎসমুদয়ের মহিমা-প্রচারে কাল ক্ষেপণ করিতেছে! নামাজ, রোজা ইত্যাদি ইস্‌লামের

partiality to his eldest son which robbed Aurangzib of the Emperor's confidence and suport. The prince's recommendation were over-ridden and he was so often interfered with and trusted with so little power that prestige was lowered in the public eye and he could not govern the Deccan consistently with self-respect or with any chance of doing good service. As he wrote indignantly to his sister Jahanara in 1654, when similar distrust and hostility were shown to him by the Court during his second vice royalty. "If His Majesty wishes that of all his servants I alone should pass my life in dishonour and at last perish in an unbecoming manner, I have no help cut to obey. But as it is hard to live and die thus and I do not enjoy his grace, I cannot for the sake of perishable earthly things live in pain and grief, nor deliver my-self up into the hands of others—it is better that by order of His Majesty I should be released from the shame of such a life, so that harm may not be done to the good of the state and (other) herts may be composed about this matter. Ten years before this I had realised this fact and known my life to be aimed at (by my rivals) and therefore I had resigned my post, so that I might retire to a corner, cause no uneasiness to any body's heart and be saved from such harassment."

—History of Aurangzib I by J. N. Sarker—Page 76-77.

সমুদয় অনুষ্ঠান ছাড়িয়া দিয়াছে, এবং গোপনে লোকদিগকে তাহার সঙ্গে জাহান্নামের পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। এহেন ধর্ম্মদ্রোহী কাফের মর্দ্দুদ যদি বিশ্ববিখ্যাত ইস্‌লাম ধর্ম্মের রক্ষক ও প্রতিপালক মোগলের শাহী তখ্‌তে আরোহণ করে, তবে দেখিবেন অচিরে ভারতবর্ষ হইতে ইস্‌লাম ধর্ম্ম লুপ্ত হইয়া যাইবে।

এই সমস্ত কারণে আমি মোগল-সাম্রাজ্যরূপ পূর্ণচন্দ্রকে দারার অত্যাচার-রূপ রাহু-গ্রাস হইতে মুক্ত করিতে চাহি। আপনারা নিশ্চয়ই বুঝিতেছেন, দারা ইহাতে প্রবল ভাবে বাধা দিবে। যদি সম্রাট জীবিত থাকেন, তাহা হইলে তিনি দারার মন্ত্রে এমনি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন যে, তিনিও যথাসম্ভব দারাকে সহায়তা করিবেন। কিন্তু এই সমস্ত বাধা-বিঘ্নের সহিত আমাদিগকে সংগ্রাম করিতে হইবে। সে বড় সহজ ব্যাপার হইবে না, কিন্তু আপনাদের ন্যায় কার্য্যকুশল মহাশক্তিধর মনীষিবৃন্দের সম্মুখে কোন বাধাই যে টিকিতে পারিবে না, খোদার ফজলে আমি দৃঢ়তার সহিত এরূপ আশা করি। আপনারা আমার একান্ত শ্রদ্ধাভাজন, একান্ত নমস্য; আপনাদের বলেই আমি বলীয়ান, আমার প্রতি আপনাদের নির্ভর ও মমত্ব-বোধের বিষয় আমি বিশেষরূপে অবগত আছি। আমি জানি, আপনারা প্রত্যেকেই আমার জন্য হৃদয়ের রক্ত উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত আছেন। এখন সেই রক্ত উৎসর্গ করিবার সময় আসিয়াছে; আমি আগামী কল্যই সসৈন্যে দিল্লী যাত্রা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। এসম্বন্ধে আপনাদের মতামত স্পষ্টভাবে প্রকাশিত করিয়া বাধিত করুন।

সকলেই সমস্বরে বলিলেন, এখন আর বসিয়া থাকা সঙ্গত নহে; অবিলম্বেই রাজধানী অভিমুখে অভিযান করা আবশ্যক।

অকিল খান দণ্ডায়মান হইয়া সসম্ভ্রমে আওরঙ্গজীবকে কুর্ণিশ

করিয়া বলিলেন,—"জনাব, হুজুরের কার্য্যে হৃদয়ের রক্তপাত করিবার জন্য হুজুরের সমস্ত সৈন্য-সেনাপতি একান্ত আগ্রহান্বিত। হুজুরের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করা আমরা সকলেই একান্ত গৌরবের ও একান্ত সৌভাগ্যের বিষয় মনে করি। হুজুরের নিকট আমরা যে কতরূপে কৃতজ্ঞ তাহার শেষ নাই। সৈন্য-সেনাপতি সকলেই যুদ্ধের জন্য উদ্গ্রীব; আদেশের প্রতীক্ষায় তাহারা অধীর হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন।"

আওরঙ্গজীব তাঁহার স্বাভাবসিদ্ধ গম্ভীরভাবে বলিলেন,—তবে আমি বুঝিলাম, আপনারা সকলেই দিল্লী অভিযানের অনুকূলে; অতএব আমি আগামী কল্যই উক্ত অভিযানে অগ্রসর হইব বলিয়া ঘোষণা করিতেছি। তৎপূর্ব্বে আমাদিগকে অনেকগুলি বিষয়ের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। আমার অনুপস্থিতিতে আমার রাজ্যের শান্তি রক্ষার জন্য, দাক্ষিণাত্যের সুলতানগণের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য আমি রাজকুমার মুয়াজ্জমকে আমার স্থানে রাখিয়া যাইতেছি। দুই জন সুদক্ষ সেনাপতি ও একদল প্রবল সৈন্য তাঁহার সাহায্যের জন্য দাক্ষিণাত্যে অবস্থিতি করিবে।

অতঃপর আওরঙ্গজীব কয়েকটী পুরাতন দুর্গ সংস্কারের এবং কতকগুলি নূতন দূর্গ ও নগররক্ষা-প্রাচীর নির্ম্মাণের জন্য আদেশ দিলেন। তাহার অনুপস্থিতিতে আর কোন্ কোন্ বিষয়ে কিরূপ সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক, সে সম্বন্ধে সমাগত মনীষিবৃন্দের সহিত নানা পরামর্শান্তে দরবার ভঙ্গ হইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

আমরা এ পর্য্যন্ত শাহজাদা সুজার কথা বিশেষ কিছুই উল্লখ করি নাই। শাহজাহানের পীড়ার সংবাদ প্রচারিত হইবার পর সুজা "আবুল ফরেজ নাসিরুদ্দীন মহম্মদ তায়মুরে সোলেম্ সেকেন্দারে সানী শাহ্ সুজা বাহাদুর গাজী" এই জাঁক-জমকপূর্ণ উপাধি গ্রহণ করিয়া বঙ্গদেশে স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। তাঁহার নামে মুদ্রা প্রচারিত ও খোত্‌বা পঠিত হইতে লাগিল।

এক্ষণে তিনি দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য যুদ্ধ-যাত্রা করিলেন।

গঙ্গানদীর তীরে বাহাদুরপুর নামক স্থানে সুলতান সুজা সসৈন্যে শিবির সন্নিবিষ্ট করিয়া আছেন। ৪।৫ ক্রোশ দূরে শাহী সৈন্য তাঁহাকে বাধা দিতে উপস্থিত হইয়াছে। উভয় দলে সৈন্য-সংখ্যা প্রায় সমান; কেহ কাহাকেও অগ্রে আক্রমণ করিতে সাহসী হইতেছেন না। সময় সময় উভয় পক্ষ দূর হইতে দু'চারিটী কামান ছাড়িয়া বিরুদ্ধ পক্ষকে ভীত করিবার চেষ্টা করিতেছে; বিরুদ্ধ পক্ষ হইতেও আবার তাহার প্রত্যুত্তর হইতেছে।

এই ভাবে কয়েক দিন চলিয়া গেল; কেহ কাহাকেও আক্রমণ করিল না। উভয় পক্ষের গুপ্তচরগণ বিপক্ষের গতি-বিধি লক্ষ্য করিতেছে, স্থানে স্থানে দু'একটী দাঙ্গা-হাঙ্গামা মত খণ্ড যুদ্ধও সংঘটিত হইতেছে; কিন্তু নিয়মমত যুদ্ধ আরম্ভ হইল না। দীর্ঘ চারি পাঁচটী দিবা রাত্রি আসিল ও চলিয়া গেল; সৈন্যগণ যুদ্ধের জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কোন পক্ষেরই সৈন্যাধ্যক্ষ এখনো যুদ্ধের অনুমতি দেন নাই।

সুজা বঙ্গদেশে দীর্ঘ সপ্তদশবর্ষ কাল সুখ-শান্তির সহিত রাজত্ব করিয়া তাঁহার সে পূর্ব্বের সতর্কতা, শৌর্য্য-বীর্য্য হারাইয়া ফেলিয়াছেন। সুজলা সুফলা মলয়জ-শীতলা বঙ্গভূমির আর যত গুণই থাকুক, ইহার ঘুমন্ত আব-হাওয়া যে অধিবাসীদিগের কার্য্যতৎপরতা ও সতর্কতা ইত্যাদিকে শিথিল করিয়া দেয় তাহাতে সন্দেহ নাই! বঙ্গদেশে ভাল চিন্তাশীল লেখক বা কবি যথেষ্ট জন্মিতে পারেন, কিন্তু কঠোরকর্ম্মা কষ্টসহিষ্ণু সতর্ক যোদ্ধা বঙ্গের আব-হাওয়ায় নিতান্ত সহজে জন্মে না। যে সকল যুদ্ধপ্রিয় জাতি স্থায়ীভাবে বঙ্গভূমিতে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কিছুদিন পরে তাঁহাদের আর সে পূর্ব্বের তেজ-বীর্য্য থাকে নাই।

সুজা আধুনিক বাঙ্গালীদের মত চল্লিশেই বৃদ্ধ সাজিয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশ শান্তির দেশ। ইহার অধিবাসিগণ শান্তির সহিত দু'বেলা চারিটা মোটা ভাত খাইয়া ও মোটা কাপড় পড়িয়াই সন্তুষ্ট হয়। আর কোন উচ্চ আশা, প্রভুত্বের কামনা ইহাদের মনে বড় আসে না। তাই না বখ্‌তিয়ার খিলিজী মাত্র সপ্তদশ জন অশ্বারোহী লইয়া এই দেশ জয় করিতে পারিয়াছিলেন। এহেন শান্তির দেশে রাজত্ব করিয়া সুজাকে কখনই যুদ্ধ-বিগ্রহের কঠোরতা সহ্য করিতে হয় নাই। সৈন্যগণকে কিরূপে শৃঙ্খলার সহিত রাখিতে হয়, যুদ্ধ-বিগ্রহকালে সব বিষয়ে কতদূর সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক, এ সমস্ত বিষয় তাঁহার প্রায় অজ্ঞাত ছিল।

দারার জ্যেষ্ঠ পুত্র সোলেমান শেকো সুজাকে দমন করিতে আসিয়াছেন। তাঁহার অধীনে সর্ব্ব প্রধান সেনাপতি দিল্লীর খান এবং জয় সিংহ। দারার যাবতীয় বিশ্বস্ত বন্ধু ও সেনাপতি এই যুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছেন। শাহী সৈন্য সুজার সৈন্যর কয়েক মাইল দূরে

শিবির সন্নিবেশ করিয়া আছে। সোলেমান অতি সাবধানে স্নুজার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন; তিনি দেখিলেন এবং বুঝিলেন সুজার শক্তি সামান্য নহে; তাঁহাদের সঙ্গে ভাল ভাল কামান যথেষ্ট; সর্ব্বোপরি তাঁহাদের নৌ-বল অত্যন্ত প্রবল। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? তাহাদের ভিতরে শৃঙ্খলা তাদৃশ দৃঢ় নহে। তাহারা খুব কার্য্যতৎপর বলিয়াও মনে হয় না—কেমন যেন অলস—জীবনী-শক্তিশূন্য।

কয়েক দিন চলিয়া গেল। একদিন অতি প্রত্যুষে সোলেমান তাঁহার সমগ্র সৈন্য চালনা করিয়া সহসা সুজার সৈন্যদলকে চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করিলেন। বাঙ্গালী সৈন্যগণের প্রত্যুষের সুখ-নিদ্রা তখনো ভাঙ্গে নাই। সহসা চারিদিকে রণ-কোলাহল শ্রবণে তাহারা তন্দ্রালস চক্ষু মর্দ্দন করিতে করিতে উঠিয়া দেখিল, তাহারা চারিদিক হইতেই আক্রান্ত হইয়াছে। তাহারা আর অস্ত্র ধারণের সময় পাইল না। যে যে দিকে পারিল পলায়ন করিয়া স্ব স্ব পৈত্রিক প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টা করিল।

সুজার তখনো নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। হট্টোগোলে তিনি জাগরিত হইয়া যখন ব্যাপার বুঝিলেন, তখন একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। সুজার যতই অধঃপাত হইয়া থাকুক, দিগ্বিজয়ী তৈমুরের উত্তপ্ত শোণিত তখনো তাঁহার ধমনীতে ধমনীতে খেলা করিতেছিল। তিনি মূহূর্ত্তে আপনার কর্ত্তব্য ঠিক করিয়া লইলেন। তখনি হস্তীতে আরোহণ করিয়া সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু যুদ্ধ জয়ের আর সময় ছিল না। তখন তাঁহার সৈন্যদল একেবারে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে, শত্রুসৈন্য তাঁহার শিবির লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষগণ তাঁহাদের প্রভুর দিকে একবারও না তাকাইয়া যে যেদিকে পারিলেন পলাইতে লাগিলেন। কিন্তু

স্নুজা ইহাতেও পশ্চাৎপদ হইলেন না। একাকী সম্মুখ সমরে অগ্রসর হইলেন। তিন সহস্র শত্রুসৈন্য সহসা তাঁহার হস্তী বেষ্টন করিয়া ফেলিল। স্নুজা বীরবিক্রমে তৎসমুদয় প্রতিহত করিয়া অনেক সৈন্য নিহত করিলেন। এই সঙ্কট সময়ে তিনি তাঁহার সৈন্য ও সেনাপতিগণকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই অগ্রসর হইলেন না! শত্রুসৈন্য ক্রমেই তাঁহার নিকটে আসিতে লাগিল; এমন কি একজন তাঁহার হস্তীর পদে প্রচণ্ড তরবারির আঘাত করিল। ইহাতে হস্তী ভীত হইয়া নদী অভিমুখে বেগে ধাবিত হইল। শত্রুসৈন্য তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিলেন। স্নুজা নদী-তীরে আসিয়াই হস্তী হইতে দ্রুত অবরোহণ করিয়া নৌকায় উঠিলেন। তখনি নৌকা তীর বেগে ছুটিল, পশ্চাতে তাঁহার অনেক সৈন্য-সেনাপতি পড়িয়া থাকিলে—তাহারা নির্দ্দয়ভাবে হত হইতে লাগিল। স্নুজা এত ক্ষিপ্রতার সহিত পলায়ন করিলেন যে, আর কাহারো দিকে ফিরিয়া চাহিতে তাঁহার অবসর হইল না। নৌকা কয়েক ক্রোশ দূরে নীত হইলে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী মির্জ্জাজান বেগ মাত্র চারি শত অনুচর সহ তাহার সহিত মিলিত হইলেন। এই ভয়ানক বিপদে যে তাঁহার প্রভু আত্মরক্ষা করিয়া ফিরিতে পারিয়াছেন এ জন্য তিনি একান্ত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

নূর মঞ্জেলের একটী নিভৃত কক্ষে মহাত্মা দারা শেকো নীরবে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। তিনি ভাবিতেছিলেন, সোলেমান শেকোর এখনো কোন সংবাদ আসিল না; কি জানি কি হইল, জয়-পরাজয় সব ত ঈশ্বরের হাত। এ দিকে সংবাদ পাইলাম আওরঙ্গজীব দক্ষিণাপথে এবং মুরাদ গুজরাটে রাজধানী অভিমুখে অভিযান করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। তাহারা আগরায় আসিতে পারিলে বিষম সঙ্কট ঘটাইবে—আমার শত্রুতা সাধন করিবে; কিন্তু তাহা কিছুতেই দেওয়া হইবে না—প্রবল দুই দল সৈন্য পাঠাইয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিব। যদি তাহারা যুদ্ধ করিতে সাহসী হয়, তাহা হইলে তাহাদগের দম্ভ সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ করিব। রাজদ্রোহিতা-অপরাধে তাহাদিগকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিব। মুরাদ ভয়ানক যোদ্ধা বটে কিন্তু তাহাকে ভয়ের কোনই কার নাই। কিন্তু দুর্দ্ধর্ষ আওরঙ্গজীবের কথা মনে হইলেই আমার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠে; যেমন কঠোরকর্ম্মা যোদ্ধা তেমনি কূট-নীতিজ্ঞ। আরও ভয়ের কথা, অধিকাংশ শাহী সৈন্য সেনাপতি এবং আমীর-ওমরাহ মনে মনে তাহার প্রতি অনুরক্ত? কেন? তাহারা বলে, আমি নাকি ধর্ম্মদ্রোহী—ইস্‌লামের শত্রু আর সে পাকা ধার্ম্মিক! কি নির্ব্বোধ! ধর্ম্মের উচ্চ অঙ্গ তাহারা কেহই বুঝিতে পারে না! শুধু নামাজ পড়িলে রোজা রাখিলে কোরান মানিয়া চলিলেই কি ধর্ম্ম হয়? আসল ধর্ম্ম মনে! আমি মনে মনে ঈশ্বরকে যেরূপ ভক্তি করি, পরমেশ্বরকে মান্য করি বোধ হয় কোন মোল্লা-মুসল্লী সেরূপ করে না। তবু তারা আমার নিন্দা করে। আমি হজরত মোহম্মদকে যেরূপ ভক্তি করি, ভগবান

বুদ্ধকেও তেমনি ভক্তি করি। আবার ঠিক তেমনি রামচন্দ্রকেও ভক্তি করি। এই ত আমার ধর্ম্ম। মহাত্মা আকবর ভারতে যে ধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়া অসমর্থ হইয়াছিলেন, আমি তাহা আবার প্রতিষ্ঠিত করিব—হিন্দু-মুসলমান সমস্ত ধর্ম্ম ভাঙ্গিয়া এক করিব, ইহাতে যে বাধা দিবে তাহাকে নিপাত করিব। (১)

দারা শেকো নিভৃতে বসিয়া এইরূপ নানা চিন্তা করিতেছিলেন। সম্মুখে রৌপ্য-নির্ম্মিত পাত্রে ধূপ-ধূনা ইত্যাদি সুগন্ধি দ্রব্য অল্প অল্প দগ্ধ হইয়া সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছিল।

সহসা মহাযোগী লালদাস ঠাকুর কক্ষ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার পরিধানে কৌপীন। শরীরে ধূসর রঙ্গের আলখাল্লা। মস্তক জটাজালে পূর্ণ। সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি। মস্তকে, বাহুতে ও শরীরের অন্য নানা স্থানে চন্দন লিপ্ত। চরণে কাষ্ঠ পাদুকা। গঞ্জিকার নেশায় তাঁহার নয়ন-যুগল প্রভাত অরুণের ন্যায় লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়াছিল। মুখে "বোম বোম ভোলানাথ" বলিতে বলিতে সন্ন্যাসীপ্রবর দারা শেকোর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

দারা দেখিয়াই আভূতল অবনত হইয়া সন্ন্যাসীকে প্রণিপাত করিয়া তাঁহার পদধূলি মাথায় লইলেন। সন্ন্যাসী "বৎস, চিরজীবী হও" বলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

---

(১) Though nominally a Muhammadan in outward forms, he (Dara) was realy all things to all men, and prided himself on his breadth of view, accepting philosophical ideas from the Brahmans who lived upon his bounty, and lending sympathetic ear to the religious suggestions of the Reverend Father Buzee of the company of Jesus. He wrote treaties on comparative theology in which he maintianed that infidelity and Islam were almost wtin-sister.—S. L. Pool's Aurangzib. Page 23.

সন্ন্যাসী বলিলেন ;—"আমি যোগবলে জানিতে পারিয়াছি যে, তোমার মন আজ-কাল বড়ই চিন্তাকুল, তাহার কারণও অবশ্য আমার অজ্ঞাত নাই। তুমি আমার একান্ত প্রিয় শিষ্য, তাই তোমাকে কয়েকটী কথা বলিবার জন্য আজ স্বয়ং এখানে আসিয়াছি।"

দারা বিনীতভাবে বলিলেন,—মহাত্মন! আপনার এই অযাচিত অনুগ্রহের জন্য দাস কৃতার্থ; যতদিন আপনি আমার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, ততদিন আমি কাহাকেও গ্রাহ্য করি না। সমস্ত জগৎ আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেও ভয় পাইব না। আপনি আমাকে মহাশক্তির পূজা শিক্ষা দিয়া অন্তরে মহাশক্তি দান করিয়াছেন। সে শক্তির বিরুদ্ধে কে দাঁড়াইতে পারে? সমস্ত জগতকেও এখন আর আমি ভয় করি না। এই শক্তির সাধনা করিয়াই ত আর্য্য ঋষিগণ জগতে শত শত অসম্ভব কার্য্য সম্ভব করিয়াছিলেন; তাঁহাদিগের উদ্দেশ্যে শত শত নমস্কার!"

সন্ন্যাসী বলিলেন ;—হাঁ বাবা, আর্য্য ঋষিগণ যেরূপ মহান আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান ছিলেন, জগতের কোন জাতির মধ্যে তাদৃশ মহাত্মা ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন নাই। যাহারা তাঁহাদের ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝে না, তাহারা তাঁহাদের ধর্ম্মকে অশ্রদ্ধা করিতে পারে বটে, কিন্তু যাহারা তাহার একটু আস্বাদ পাইয়াছে, তাহারা মুক্ত কণ্ঠে সাক্ষ্য দিবে জগতে আর্য্যধর্ম্মের তুলনা নাই। তাঁহাদের প্রণীত শাস্ত্রই জগতে সকলের অপেক্ষা আদিম ও সকলের অপেক্ষা অধিক মূল্যবান কথায় পূর্ণ। তাঁহাদের ধারণা, যাগ, যজ্ঞ, হোম, সাধনা, ধ্যান, প্রাণায়াম, যোগ, সমাধি ইত্যাদির মর্ম্ম কি অন্য কোন জাতির বুঝিবার ক্ষমতা আছে।"

দারা। নিশ্চয়ই না। আমি মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বটে, কিন্তু মনে মনে আমি হিন্দু। সেই যে উপনিষদের শ্লোকগুলির মর্ম্মার্থ যে দিন আপনি আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছেন, সেই দিন হইতেই

আমি সারজ্ঞান পাইয়াছি। আমি আর সব ভুলিয়াছি। যেরূপ উন্নত তত্ত্ব-জ্ঞান হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে বর্ণিত আছে, জগতের আর কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে তদ্রূপ নাই। দেখুন, আজ আমি আপনাকে একটী মনের কথা জানাইতেছি; আমি কোরান পড়িয়াছি, হাদিস্ তফসির পড়িয়াছি। কিন্তু হিন্দুর বেদ পুরাণে, হিন্দুর উপনিষদে যে উন্নত মহান্ শিক্ষা আছে তাহা কোথাও পাই নাই, মুসলমানগণ তৌহিদ তৌহিদ (একেশ্বর-বাদ) বলিয়া খুব জাঁক করেন বটে, কিন্তু আমি বেদে যেরূপ পূর্ণ তৌহিদের পরিচয় পাই, সেরূপ আর কোথাও পাই না। উপনিষদ ত এ বিষয়ে একেবারে অতুলনীয়। (১) মুসলমান মোল্লা-মৌলবীগণের সাধ্য কি যে এ সমস্তের মর্ম্মার্থ বুঝিতে পারে! মুসলমানগণ কালী-পূজার নিন্দা করে; সে যে আদ্যাশক্তির একটী অংশ; শিব—সে ত ভগবানেরই বিকাশ মাত্র! তাহারা ধর্ম্মের রূপক অর্থ কিছুই বুঝে না। মর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। কেবল খোলস লইয়া কামড়া-কামড়ি করে।

সন্ন্যাসী। তা বাবা ভগবানকে ধন্যবাদ দাও যে, তিনি তোমার

(১ The manifesto in which Aurangzib as the champion of Islamic orthodoxy denounces Dara for heresy, ascribes to him no idolatrous practice or denial of Muhammad's prophetic mission. but only the following faults ;—

(i) Consorting with Brahmans, yogis and sanyasis—considering them as perfect spiritual guides and 'knowers of God,—regarding the Veda as a divine book, and spending his days in translating and studying it.

(ii) Wearing rings and jewels inscribed with the word 'Prabhu' Lord in Hindi letters.

(iii) Discarding prayers, the fast during the month of Ramzan and other canonical ceremonies of Islam, as necessary only in the case of the spiritually undeveloped—while he believed himself to be

হৃদয় এরূপ তত্ত্বালোকে আলোকিত করিয়াছেন। তুমি গো-ব্রাহ্মণে শ্রদ্ধা কর ; দেব-দেবীর প্রতি তোমার ভক্তি অচলা। ভগবান তোমার মঙ্গল করিবেন। আমি তোমার কল্যাণের জন্য অষ্টাহ যোগ সম্পন্ন করিব মনস্থ করিয়াছি। সেই যোগে সিদ্ধকাম হইলে স্বয়ং ভগবতী উপস্থিত হইয়া তোমার কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। ভগবানই মানবের আশ্রয়। তোমাকে যে মালা দিয়াছি উহা কাশীর শ্রীশ্রীঅক্ষয় বটের কাষ্ঠ হইতে তৈয়ারী। উহার অসাধারণ মহিমা। প্রত্যহ প্রত্যূষে পূর্ব্ব দিক হইয়া যোগাসনে বসিয়া এই মালা-যোগে দশ সহস্র বার রাম নাম জপ করিবে। তার পর মালাটী ধুইয়া তোমার শত্রুদিগকে ধ্যান করিতে করিতে সেই জল পান করিবে। ইহাতে মা কালীর মহিমায় শীঘ্রই তোমার শত্রু ধ্বংস হইয়া যাইবে। আর তোমাকে যে অঙ্গুরীয়টী দিয়াছি, উহাতে সাঙ্কেতিক অক্ষরে মহাশক্তির নাম ক্ষোদিত আছে। উহা যতক্ষণ তোমার হস্তে থাকিবে ততক্ষণ কেহই তোমাকে পরাস্ত করিতে পারিবে না। (১) খুব সাবধানে শুচি হইয়া থাকিবে। একান্ত বিপদের সময় আমাকে ধ্যান করিবে।

দারা। প্রভু, বর্ত্তমানে আমি কিরূপ বিপদে জড়িত, তাহা আপনার অবিদিত নাই। আপনি ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ। আমার

---

a man possessed of a perfect knowledge of God. He writes he had nowhere found the doctrine of "Tauhid" or Panthesim explicitly taught but in the Vedas and more especially in the Upanishads which contain their essence.

—Sarkar's History of Aurangzib I—Page 298-99.

(১) Dara wore about his person jewels engraved with the names of Hindu deities. Orthodox Muslims considered him an apostate.

—A Vindication of Aurangzib.—Page. 29.

দিকে একটু নজর রাখিবেন। আপনার যোগের উপকরণের ও শিষ্যগণের গঞ্জিকার খরচের জন্য এই সহস্র মুদ্রা গ্রহণ করুন।

সন্ন্যাসী। বাবা, টাকায় আমার দরকার নাই। তোমার টাকা ধর্ম্মার্থেই খরচ হইবে। তুমি কোন রূপ চিন্তা করিও না। ভগবান একলিঙ্গের আশীর্ব্বাদে শীঘ্রই তোমার সমস্ত বিপদ কাটিয়া যাইবে। তুমিই ভবিষ্যতে ভারতেশ্বর হইবে।

দারা আবার সন্ন্যাসীর পদধূলি গ্রহণ করিলেন। সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছদ।

দারা। আলী জনাব! দিন দিন দেখিতেছি ভারতের রাজনৈতিক আকাশে কাল মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছে প্রলয়-ঝঞ্ঝার পূর্ব্ব সূচনা দেখা যাইতেছে। হুজুর অসুস্থ ছিলেন বলিয়া এতদিন জানান সঙ্গত মনে করি নাই—ইতি মধ্যে গুজরাটে মুরাদ মহাত্মা আলী নকী খানকে হত্যা করিয়া বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিয়াছে।

শাজাহান। কি সর্ব্বনাশ! কে তোমাকে এ কথা বলিল? কোথা হইতে তুমি এ সংবাদ পাইলে?

দারা। আলী নকী খাঁর বিশ্বস্ত ভৃত্য রাজধানীতে আসিয়া সমস্ত কথা আমাকে জানাইয়াছে।

শাজাহান। কিরূপে তাঁহাকে হত্যা করিল? আহা এমন কঠোর-কর্ম্মা বিচক্ষণ ব্যক্তি যে আমার কর্ম্মচারিগণের মধ্যে একান্ত বিরল। বুঝিয়াছি, বাস্তবিকই মুরাদের কপাল পুড়িয়াছে। বল বৎস, কে কিরূপে তাঁহাকে হত্যা করিল?

দারা। আলী নকী খাঁ মুরাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে আমার সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছেন এই মর্ম্মে তাহার একখানি স্বাক্ষরিত পত্র তাহারা জাল করে। পরে ঐ কল্পিত অপরাধ উপলক্ষে মুরাদ তাহাকে হত্যা করিয়াছে।

সাজাহান। সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ!! কেন মুরাদের এরূপ দুর্ম্মতি হইল?

দারা। আলী জনাব, শুধু তাহাই নহে। অতঃপর মুরাদ সুরাত বন্দর লুট করিয়াছে। সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া সুরাত দুর্গ অধিকার করিয়াছে। স্পষ্ট রাজদ্রোহিতা ঘোষণা করিয়া স্বাধীনতার ধ্বজা উড্ডীয়মান করিয়াছে।

শাজাহান। বাবা, তাহাকে বুঝাইয়া—খুব ভাল করিয়া বুঝাইয়া একখানি চিঠি লেখ। বড় চপলমতি যুবক সে। আমি তাহার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাকে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত রাখিব। যাও, এখনি মুন্‌শীকে ডাকাইয়া এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখাইয়া আন।

দারা। তাকে আপনার স্বাক্ষরিত পত্রে অনেক বুঝান হইয়াছে। তা সে কিছুতেই শুনিবে না। সে রাজধানীর অভিমুখে অভিযানের বন্দোবস্ত করিতেছে।

শাজাহান। আওরঙ্গজীবও কি রাজদ্রোহিতা ঘোষণা করিয়াছে?

দারা। না জনাব, সে বড় চতুর, বড় বহুদর্শী—এমন হঠকারী নয়। সে স্বাধীনতা ঘোষণা করে নাই, কোনরূপ প্রকাশ্য রাজদ্রোহ

প্রকাশ করে নাই। তবে তাহারও মতি-গতি ভাল বোধ হয় না। সে শিকারী ব্যাঘ্রের ন্যায় অতি সন্তর্পণে এদিকে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু এত সাবধানে, এত বিবেচনা করিয়া যে, তাহার গতি-বিধির মধ্যে দোষ দিবার মত কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য যে ভয়ঙ্কর সহজেই অনুমেয়।

শাজাহান। কি রূপে?

দারা। সে বহুদিন হইতে সুজা ও মুরাদের সহিত আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া আসিতেছে। কাল যাহা করিবে বহু বৎসর পূর্ব্বে সে তাহার বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া রাখে এমনই ধূর্ত্ত সে! সুজার কন্যার সহিত তাহার পুত্র মোহম্মদ সুলতানের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়া আছে, মুরাদকে নানা বাক-চাতুরী দ্বারা ভুলাইয়া তাহার দলে আনিয়াছে। আমার গুপ্তচরগণ সন্ধানে জানিয়াছে, আওরঙ্গাবাদ হইতে গুজরাটের আহ্‌মদ নগর পর্য্যন্ত এবং উড়িষ্যার ভীষণ জঙ্গলাকীর্ণ দুর্গম পথ দিয়া সুদূর বাঙ্গালা দেশের রাজধানী রাজমহল পর্য্যন্ত সে সুন্দর ডাকের বন্দোবস্ত করিয়াছে। প্রত্যেক দশ মাইলে দুই দুই জন অশ্বারোহী পত্রাদি অতি দ্রুত বাহনের জন্য নিযুক্ত হইয়াছে। দেখুন জনাব, কত সাবধানে, কত দক্ষতার সহিত আওরঙ্গজীব সুজা ও মুরাদের সহিত সম্মিলিত হইয়া আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছে।

শাজাহান। বটে, এতদূর হইয়াছে!

দারা। শুধু তাহাই নহে। আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, আমাদের অধিকাংশ সৈন্য, সেনাপতি, আমীর-ওমরাহ্‌ গোপনে আওরঙ্গজীবের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছে। তাহারা উপরে উপরে আমাকে মান্য করিলেও কার্য্যতঃ আওরঙ্গজীবেরই লোক।

শাজাহান শুনিতে শুনিতে যেন অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তাহার বদনমণ্ডল গম্ভীর হইয়া উঠিল; ললাটে ঘর্ম্মবিন্দু পরিষ্কার দেখা দিল।

তিনি ক্ষুণ্ণস্বরে বলিলেন, তবে কি তুমি মনে কর শেষে আওরঙ্গজীবও আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আসিবে? আমি দুনিয়ার উপর থাকিয়া তাহাকে রাজদ্রোহিতা ও পিতৃদ্রোহিতা পাপে লিপ্ত হইতে দেখিব?"

দারা। তাহার ভাব-গতিক দেখিয়া মনে হয়, জাহাঁপানাকে তাহাই দেখিতে হইবে। আমি বরাবর হুজুরকে বলিয়া আসিতেছি, আওরঙ্গজীবের যতই দীনদারী পরহেজগারী দেখেন, সবই ভণ্ডামী; সে যারপর নাই স্বার্থপর, কুটীল, কায়দায় পাইলেই সে আমাকে বা হুজুরকে ছাড়িবে না। এমন ভণ্ড দুনিয়ায় আর দ্বিতীয় নাই।

শাজাহান। কিন্তু সে ত এখনও কোন অন্যায় কাজ করে নাই; তাহার অন্য দুই ভ্রাতার ন্যায় রাজদ্রোহ ঘোষণা করে নাই।

দারা। করে নাই; কিন্তু করিতে কতক্ষণ? সে যে শীঘ্রই রাজদ্রোহ ঘোষণা করিবে না, তাহার প্রমাণ কি? সে ত রাজদ্রোহিতার পথই পরিষ্কার করিতেছে। সে যখন সম্মুখ সমরে নামিবে তখন তাহাকে বাধা দেওয়া সহজ হইবে না।

শাজাহান। তবে এখন কি করা কর্ত্তব্য মনে কর? তোমার প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান সেনাপতি যে সোলেমান শেকোর সহিত বাঙ্গালায় প্রেরিত হইয়াছে। এখন যদি আবার দক্ষিণে গোলযোগ বাধে, তবে তাহা নিবারণ করিবে কে? আওরঙ্গজীবকে বাধা দিতে পারে, এমন সেনাপতি শাহী ফৌজের মধ্যে আর কে আছে? আওরঙ্গজীব কি বাস্তবিকই বিদ্রোহ করিবে বলিয়া তোমার মনে হয়?

দারা। আমার ত মনে হয়, নিশ্চয়ই! তাহা যদি না হইবে তবে মীরজুম্লাকে সহসা সে বন্দী করিল কেন? তাহার সমস্ত যুদ্ধ-শক্তি স্বয়ং আয়ত্ত করিয়া লইল কেন? হুজুর কি মনে করেন, মীর-জুম্লা দাক্ষিণাত্যের ভূপতিগণের সহিত যুদ্ধে শিথিলতা করায় বা তাহাদের সহিত ষড়যন্ত্র করায় আওরঙ্গজীব এই শাস্তি দিয়াছে। কখনই নহে। এ একটী ছলনামাত্র। আমি শুনিয়াছি, সে যুদ্ধো-পকরণ যথেষ্ট বৃদ্ধি করিতেছে। এমন কি হুজুরের সহিত সাক্ষাৎ ছলে রাজধানী অভিমুখে অভিযান করিতেও প্রস্তুত হইতেছে। সম্ভবতঃ এত দিনে সে অভিযান আরম্ভ করিয়াছে।

শাজাহান। তবে ত দেখিতেছি বিষম বিপদ! হাজার হউক, তাহারা আমার পুত্র; তাহাদের কোন অমঙ্গল আমি দেখিতে পারিব না। এক কাজ করা যা'ক, মুরাদ এবং আওরঙ্গজীব উভয়কে বুঝাইয়া দুই খানি বিস্তৃত পত্র প্রেরণ করি, আমি নিজ হস্তে পত্র লিখিব, যেন তাহারা এ সঙ্কট সময় রাজধানীতে না আসে।

দারা। জাহাঁপনার যাহা মর্জ্জী করিতে পারেন। কিন্তু আমার মনে হয়, তাহারা উভয়েই কোন উপদেশ শুনিবে না। তাহাদের ঘাড়ে শয়তান চাপিয়াছে।

শাজাহান মুরাদ ও আওরঙ্গজীবকে অনেক বুঝাইয়া স্ব স্ব স্থানে বিশ্বস্তভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার জন্য পত্র লিখিলেন। তাহাতে কোনই ফল হইল না! উভয় রাজপুত্রই সে লেখা শাজাহানের নিজের কি না, সে বিষয়ে বিষম সন্দেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সন্দেহেরও যথেষ্ট কারণ ছিল। দারা কঠোরভাবে রাজধানীর সংবাদ গোপন করায় সকলেরই মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, বাদশা আর জীবিত নাই। দারা সিংহাসনে দৃঢ় হইয়া বসিবার সুবিধা করিয়া

লইবার জন্য শাজাহানের মৃত্যু-সংবাদ গোপন করিয়াছেন। দারা শাজাহানের হস্তলিপির ঠিক অনুকরণ করিতে পারিতেন! শাজাহানের অসুস্থাবস্থায় শাহী মোহর দারারই করতলগত হইয়াছিল; এক্ষেত্রে শাজাহানের পত্র যে দারারই লিখিত নহে, এ কথা অন্যান্য রাজপুত্রগণ কিছুতেই বিশ্বাস করিলেন না। তাঁহারা রাজধানীতে আসিয়া পিতার অবস্থা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য জেদ করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন চলিয়া গেল। এক দিন দক্ষিণাপথ হইতে সংবাদ আসিল, বাস্তবিকই আওরঙ্গজীব রাজধানী অভিমুখে অভিযান আরম্ভ করিয়াছেন। এ সংবাদে সমগ্র নগরবাসী, আমীর-ওমরা এবং সৈন্য-সামন্তের মধ্যে মহা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। যাঁহারা দীনদার পরহেজগার—আওরঙ্গজীবের শুভানুধ্যায়ী তাঁহারা প্রাণ ভরিয়া খোদা-তালাকে ডাকিতে লাগিলেন যেন আওরঙ্গজীব বিজয়ী বেশে ময়ূর সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং দারার অযথা প্রভুত্ব খর্ব্ব হয়। যাঁহারা মনে মনে উদারনৈতিক দারার পক্ষপাতী, তাঁহারা বড়ই ভীত হইয়া পড়িলেন। নগরের চারিদিকেই নানারূপ আন্দোলন আলোচনার—বিষম উত্তেজনার লক্ষণ স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছিল।

১৬৫৭ খৃঃ অব্দের ১৮ই ডিসেম্বর। বাদসা শাজাহান আজ বহু কাল পরে খাস দরবারে বার দিয়াছেন। এ দরবারে সাধারণের অধিকার নাই। যাঁহারা বিশিষ্ট আমীর-ওমরা, মাত্র তাঁহাদেরই ইহাতে প্রবেশের অনুমতি ছিল।

বাদশা উচ্চ সিংহাসনে সমাসীন; তাঁহার আসনের ঈষৎ নিম্নে দারা শেকোর স্বর্ণাসন; তাহাতে দারা রাজকীয় বেশ-ভূষায় উপবিষ্ট; পার্শ্বে মন্ত্রী ও প্রধান প্রধান পারিষদবর্গ।

বাদশা গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"ভদ্র মহোদয়গণ, আপনারা অবগত আছেন আজ-কাল সাম্রাজ্যের উপর চারিদিক হইতে বিপদের ঝঞ্ঝা প্রবাহিত হইতেছে। নবাব স্থজা বাঙ্গালা দেশে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন, তাঁহাকে দমন করিবার জন্য সোলেমান শেকো ও রাজা জয়সিংহ প্রেরিত হইয়াছেন। সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গেল, গুজরাটে মুরাদ বখ্‌শ্‌ও বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন। তিনি নাকি রাজধানী আক্রমণ করিবার জন্য শীঘ্রই অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিবেন। এরূপও সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, দক্ষিণাপথ হইতে শাহজাদা আওরঙ্গজীবও যুদ্ধের বিপুল আয়োজন করিয়া রাজধানী অভিমুখে সৈন্য চালনা করিতেছেন; উভয়ে সমবেতভাবে অভিযান করিবেন এইরূপই চেষ্টা হইতেছে। অবশ্য তাহাতে ভয়ের কোনই কারণ নাই। কারণ ঈশ্বরানুগ্রহে আমার অধীনে এমন সকল মহান্ সেনাপতি আছেন বলিয়া আমার বিশ্বাস যাঁহারা অনায়াসে এই সমস্ত বিদ্রোহ দমনে সমর্থ হইবেন। আমি এখন জানিতে চাই, কোন্ কোন্ মহাত্মা ইঁহাদের গতিরোধ করিবার জন্য অভিযান করিতে প্রস্তুত?"

সভাস্থ সকলেই নীরব; কেহই নেতৃত্ব-পদ গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইলেন না। দিল্লী সাম্রাজ্যের বিখ্যাত বিখ্যাত সৈন্যাধ্যক্ষগণকে অনুরোধ করা হইল সকলেই যথেষ্ট শিষ্টতার সহিত অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। সকলেই এক বাক্যে বলিলেন, "আমরা জাহাঁপনার সামান্য প্রজা, হুজুরের আশ্রয়ে ও অনুগ্রহে প্রতিপালিত; শাহী রক্তের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার আমাদের সাধ্য নাই। শাহানশাহের বা যুবরাজ দারার অধীনে আমরা যে কোন মুহূর্ত্তে যুদ্ধ করিয়া দেহের শেষ রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে পারি, কিন্তু শাহী

খান্দানের বিরুদ্ধে স্বয়ং সৈন্য চালনা করিব এরূপ বেয়াদবী আমাদের দ্বারা কখনই হইতে পারিবে না।"

কেহই যখন নেতৃত্ব লইতে সম্মত হইলেন না, তখন রাঠোরাধিপতি দিল্লীশ্বরের বিখ্যাত সেনাপতি মহাবীর যশোবন্ত সিংহ সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া সগর্ব্বে বলিলেন,—"আমি শাহান্‌শাহের আদেশ প্রতিপালনে প্রস্তুত আছি। জাহাপানার হুকুম হইলে আমি সেই বিদ্রোহী রাজকুমারদ্বয়কে বন্দী করিয়া হুজুরে উপস্থিত করিব।" (১)

শাজাহান মধুরস্বরে বলিলেন,—"তাহা হইলে দাক্ষিণাত্য অভিযানে আমি আপনাকেই প্রধান সেনাপতি পদে বরণ করিলাম। কিন্তু আপনি বিশেষরূপে চেষ্টা করিবেন যাহাতে যুদ্ধ না হয়। কোন রূপে বুঝাইয়া তাঁহাদিগকে স্ব স্ব রাজধানীতে ফিরাইয়া দিতে চেষ্টা করিবেন। মনে রাখিবেন, তাঁহারা আমার পুত্র; তাহাদের ক্ষতিতে, তাঁহাদের আঘাত-বেদনায় এই বৃদ্ধেরও হৃদয়ে আঘাতের বেদনা বাজিয়া উঠে।"

চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। রাজপুত সৈন্যগণ উল্লাসে হুঙ্কার দিয়া উঠিল।

দুই একদিনের মধ্যেই একদল প্রবল মোগল-বাহিনী আওরঙ্গজীব ও মুরাদকে দমন করিবার জন্য মহা সমারোহে জগত কাঁপাইয়া দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিল।

সমগ্র হিন্দুস্থানে প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত হইল।

(১) The leadership of these two armies had gone abegging Noble after noble had been offered the post, but had declined, saying that they were ready to fight to the last drop of their blood under the Emperor or Dara in person. but could not of themselves presume to resist to the bitter end a prince of the Imperial blood. The rash Rathor chif Jaswant alone had consented to fight Aurangzib and even promised to bring him back a prisoner.

Sarkar's History of Aurangzib I.—Page 310.

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

মহারাজ যশোবন্ত সিংহ সসৈন্যে মহা সমারোহে উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হইলেন। অতঃপর তিনি কি করিবেন কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। সম্মুখে ঘোর অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। আওরঙ্গজাবই তাঁহার সমধিক ভীতির কারণ। কিন্তু আওরঙ্গজীব এমন কঠোরভাবে দক্ষিণাপথের সংবাদ আদান-প্রদান বন্ধ করিলেন যে, তাঁহার গতি-বিধির কোন সংবাদই যশোবন্ত জানিতে পারিলেন না। সুদক্ষ গোয়েন্দাগণও আওরঙ্গজীবের অধিকারভুক্ত কোন প্রদেশের মধ্যে কোনরূপ গোয়েন্দাগিরি ফলাইতে পারিল না। যশোবন্তের শত শত গোয়েন্দা গেরেফ্‌তার হইল। কেহই আওরঙ্গজীবের গতিবিধি সম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদ আনিতে সক্ষম হইল না।

যশোবন্ত সিংহ অতঃপর কিছুদিন উজ্জয়িনীতে অবস্থিতি করিয়া একদিন সংবাদ পাইলেন, মুরাদ বখ্‌শ্‌ আওরঙ্গজীবের সহিত মিলিত হইবার জন্য যাত্রা করিয়াছেন। এ সংবাদে যশোবন্ত তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য গুজরাট অভিমুখে ধাবিত হইলেন। মুরাদের গতিপথ রোধ করিবার জন্য তিনি কচ্‌রড নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। তথা হইতে গুপ্তচর দ্বারা জানিতে পারিলেন, মুরাদ পূর্ব্বে পথ ত্যাগ করিয়া দক্ষিণের জঙ্গল পথে অগ্রসর হইতেছেন। মুরাদ যে যুদ্ধ বর্জ্জন করিয়া আওরঙ্গজীবের সহিত মিলনের জন্যই এই দুর্গম পথে যাত্রা করিয়াছেন তাহা যশোবন্ত বুঝিলেন না।

সহসা একদিন ভয়ঙ্কর সংবাদ আসিল, আওরঙ্গজীব একেবারে নর্ম্মদা নদী পার হইয়া মালবে পৌঁছিয়াছেন; এবং তথা হইতে উজ্জয়িনী অভিমুখে দ্রুত অগ্রসর হইতেছেন।

এ সংবাদে যশোবন্তের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল।

সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে। উজ্জয়িনীর বিশাল মাঠে শাহী সৈন্যের শত শত তাম্বু পড়িয়াছে। বসন্তের সুস্নিগ্ধ সমীরণ চারিদিকে ঝির ঝির বহিয়া যাইতেছে। সৈন্যগণ মুক্ত প্রান্তরে তারকাখচিত উন্মুক্ত গগনতলে বসিয়া বসিয়া নানা দেশের নানা গল্প আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। কেহ বা প্রফুল্ল অন্তরে গান ধরিয়াছে। অদূরে প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ মহারাজা যশোবন্ত সিংহ শিবিরের সম্মুখে একখানি কুরসীতে বসিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন। চারিদিকে বেশ অন্ধকার; দুই পার্শ্বে তাঁহার দুইজন বিশ্বস্ত বন্ধু মুকুন্দ সিংহ ও রাজা রায়সিংহ উপবিষ্ট।

যশোবন্ত সিংহ আজ গভীর চিন্তায় মগ্ন। তাঁহার মন বড়ই বিভ্রান্ত; চারিদিকে নানা দুর্লক্ষণ দেখা দিতেছে। কি অশুভক্ষণেই তিনি এই গুরুতর ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বীর নামে এত দিনে কলঙ্ক-কালিমা লিপ্ত হইবারই পূর্ণ সম্ভাবনা।

তিনি ক্ষুণ্ণ স্বরে বলিলেন,—"বন্ধুগণ, আমি দেখিতেছি এই যুদ্ধে জয়লাভ করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। আওরঙ্গজীব এমনই রণপণ্ডিত, তাঁহার যুদ্ধের বন্দোবস্ত ও সাবধানতা এত সুন্দর, তাঁহার সৈন্যগণ এতই সুশৃঙ্খল ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, যে আমার মনে হয় আমি কিছুতেই তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিব না।"

মুকুন্দ সিংহ। যখন আপনি বাদশাহের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছেন আওরঙ্গজীবকে বন্দী করিয়া আনিবেন, তখন আর পশ্চাৎপদ হইতে পারিতেছেন না। আপনার চিন্তার কোনই কারণ নাই। সহস্র সহস্র রাজপুত সৈন্য আপনার আদেশের প্রতীক্ষায় জীবন দিতে প্রস্তুত আছে। রাজপুতগণ যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্র;

পাঁচজন মুসলমান সৈন্যও একজন রাজপুত সৈন্যের সহিত পারিয়া উঠিবে না ; অতএব চিন্তার কারণ কি ?

রাজা রামসিংহ বলিলেন,—"যেরূপে হয় আমাদিগকে আওরঙ্গজীবের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতেই হইবে। যেরূপে পারি তাঁহাকে নিপাত করিতেই হইবে। তিনি যদি ভবিষ্যতে দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষের হিন্দুজাতির আর রক্ষা নাই। লোকটা যেমন গোঁড়া, তেমনই হিন্দু-বিদ্বেষী। বোধ হয়, মহারাজের স্মরণ আছে, কিছুদিন পূর্ব্বে জনৈক ব্রাহ্মণ মোহম্মদের (দঃ) নিন্দা করেন বলিয়া আওরঙ্গজীব তাঁহার কি কঠোর শাস্তির বিধান করিয়াছিলেন। দারা শেকো মহোদয় ধর্ম্ম বিষয়ে কেমন উদার! এমন কি তাঁহাকে হিন্দু বলিলেও বলা যায়। তিনি যদি সম্রাট হন, তাহা হইলে আমাদের সব বিষয়ে সুবিধা হইবে। তিনি মুসলমান সৈন্য-সেনাপতি বা আমীর-ওমরাদিগকে বিশ্বাস করেন না। তাহারাও অধিকাংশই তাঁহাকে মনে মনে ঘৃণা করে। আমরাই তাঁহার বিশেষ অবলম্বন—আমরাই তাঁহার মন্ত্রী, তাঁহার বিশ্বস্ত বন্ধু ; যদি তিনি সাম্রাজ্য লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে আমরাই তাঁহার সর্ব্বে-সর্ব্বা হইব। মুসলমান আমীর-ওমরাগণ কেহই মনে মনে তাঁহার কল্যাণ কামনা করিবে না। তিনি আমাদেরই হস্তের ক্রীড়ার পুতুল হইয়া পড়িবেন। হয় ত দু'দিন পরে আমারাই সিংহাসন লাভ করিতে পারিব। তখন হিন্দুর হিন্দুস্থান হয় ত আবার হিন্দুরই হইবে।"

যশবন্ত সিংহ আশায় উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন,—"ভগবান করুন, তাই যেন হয়।"

মুকুন্দ রায়। তা নিশ্চয়ই হইবে। মোগল জাতির পতনের আর বিলম্ব নাই। ইহাদের মধ্যে বিলাসিতা বেশ দেখা গিয়াছে। দারাকে

যতই প্রশংসা করুন, রাজ্য-শাসন ও পরিচালনার ক্ষমতা তাঁহার আদৌ নাই। যুদ্ধ-বিগ্রহে তিনি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ; বিলাসিতায় তাঁহার দেহ মন অবসন্ন। তিনি তোষামোদজীবী মোসাহেব দলে নিয়ত পরিবেষ্টিত থাকেন। কোন জ্ঞানী বিচক্ষণ ব্যক্তিই তাঁহার বন্ধু শ্রেণীভুক্ত নহেন। তাঁহার উদ্ধত ব্যবহারে প্রত্যেক আত্মসম্মান-জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিই তাঁহা হইতে দূরে অবস্থান করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি যে কিছুতেই দিল্লীর বিপুল সাম্রাজ্যের পরিচালনা করিতে পারিবেন না, তাহা নিশ্চিত। আমরা যদি কৌশলে তাঁহার স্কন্ধে এই গুরুভার চাপাইয়া দিতে পারি, তাহা হইলে দেখিবেন, এই বিরাট সাম্রাজ্য আপনা-আপনি চূর্ণ হইয়া যাইবে। তখন আমরা অনায়াসে ইহা অধিকার করিতে সমর্থ হইব। (১)

রাজা রায় সিংহ। বাস্তবিক কথা, বড়ই স্বর্ণ সুযোগ। কিন্তু যদি আওরঙ্গজীব সিংহাসন অধিকার করেন, তবেই বিষম বিপদ। তাঁহার মত সুদক্ষ ব্যক্তি বোধ হয় পূর্ব্বে কখনো দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করেন নাই তাঁহার সঙ্গে আমাদের কোনরূপ কপট ব্যবহার খাটিবে

---

(১) He (Dara) never acquired experience in the arts of war and Government. Dara was a loving husband, a doting father, and a devoted son ; but as a ruler of men in troubled times he must have been a failure. * * * The darling of the court was utterly out of his element in the camp. The centre of a circle of flattering nobles and ministers knew not how to make a number of generals obey one masterly will and act in harmony and concert. Military organisation and tactical combination were beyond his power. * * * Men of ability and left-respcet must have kept away from such a vain and injudicious master.

—Sarkar's History of Aurangzib I.—Page 300-301.

না। লোকটা এত ধূর্ত্ত যে কি বলিব। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিলেই আমাদের সর্ব্বনাশ।

মুকুন্দ রায়। অতএব আমাদিগকে নিশ্চয়ই যুদ্ধ করিতে হইবে। যুদ্ধে আওরঙ্গজীবকে হত্যা করিয়া পথের কণ্টক দূর করিতে হইবে! ভারত-মাতার মুক্তির জন্য ইহা করিতেই হইবে।

রাজা রায় সিংহ। আওরঙ্গজীবকে যুদ্ধে বিধ্বস্ত করিবার পর যখন দারা সম্রাট হইবেন, তখন তিনি নিশ্চয় আওরঙ্গজীবের দর্প-চূর্ণকারী মহারাজা যশোবন্ত সিংহ বাহাদুরকে প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিবেন। তিনি দারার দক্ষিণ হস্ত এবং সর্ব্বে-সর্ব্বা হইবেন। তার পর সুবিধা বুঝিয়া তিনি যে কোন সময় দিল্লীর শাহী তখ্‌তে উপবেশন করিতে পারিবেন। তাঁহাকে বাধা দিবার সাধ্য আর কাহারো থাকিবে না।

মুকুন্দ রায়। ঠিক কথা—ঠিক কথা! কে তাঁহাকে আর বাধা দিতে পারিবে। মহারাজা যশোবন্ত সিংহই এক দিন না এক দিন নিশ্চয়ই দিল্লীর সম্রাট হইবেন। আমাদের সৈন্যগণ প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়া আওরঙ্গজীবকে নিপাত করিবে।

রাজা রায় সিংহ। নিশ্চয় নিশ্চয়! এ পবিত্র যজ্ঞে প্রত্যেক রাজপূত সৈন্য হৃদয়ের রক্ত উৎসর্গ করিবে।

যশোবন্ত সিংহ চুপ করিয়া গম্ভীর ভাবে সমস্তই শুনিলেন। তার পর প্রশান্ত বদনে বলিলেন,—আপনারা ঠিক বুঝিয়াছেন। আওরঙ্গজীবই আমাদের পথের এক মাত্র কণ্টক। প্রথমে এ কণ্টককে উৎপাটিত করিতে হইবে। আপনারা একবার সৈন্যগণের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসুন। আওরঙ্গজীবের গতি-বিধি বুঝা বড়ই দুষ্কর। প্রত্যেক মুহূর্ত্তে আমাদিগকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

যে ব্যাঘ্রের পার্শ্বে বাস করে, তাহার এক মুহূর্ত্ত অসাবধান থাকা উচিত নহে।"

সেনাপতিদ্বয় যশোবন্ত সিংহকে কুর্ণিশ করিয়া চলিয়া গেলেন। যশোবন্ত সিংহ কুরসীতে ঠেশ দিয়া চুপ করিয়া নানা চিন্তায় গা ঢালিয়া দিলেন। তাঁহার হৃদয়ের আশার উজ্জ্বল আলোর মত আকাশে তারাগুলি মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছিল। চারিদিকে স্নিগ্ধ প্রকৃতি; বসন্তের উদাস সমীরণ! সেদিকে তখন তাঁহার মন ছিল না। তিনি ভাবিতেছিলেন,—তাই ত আওরঙ্গজীবকে ধ্বংস করিতে না পারিলে আমার আর কল্যাণ নাই। তার পর—তার পর আমি সাম্রাজ্যের সর্ব্বে-সর্ব্বা হইব। যে মহাবীরের বাহুবলে আওরঙ্গজীবের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ রাজকুমারের পতন হইবে, কোন সেনাপতি বা ওমরাহ্ তাঁহার প্রতিযোগিতা করিতে পারিবেন না। বিশেষতঃ দারা আমাকে যেরূপ স্নেহের চক্ষে দেখেন, তাহাতে তিনি নিশ্চয়ই আমাকে তাঁহার সমস্ত রাজকার্য্যের গুপ্ত পরামর্শ-দাতারূপে গ্রহণ করিবেন। তার পর—তার পর আর কি? তার পর কৌশলে দারাকে অপসারিত করিয়া আমিই দিল্লীর শাহী তখ্‌তে বসিব। প্রথম প্রথম আমীর-ওমরাদের খুব মন যোগাইয়া চলিতে হইবে। তাঁহারা সকলে এক সঙ্গে ক্ষেপিয়া উঠিলে ব্যাপার সহজ হইবে না। তাহা ক্ষেপিতে দিব না। খুব কৌশলে চলিব। যাহাদিগকে বুঝিতে পারি যে আমার খুব বিরুদ্ধে, ধীরে ক্রমশঃ তাহাদিগকে দরবার হইতে অপসৃত করিব বা হত্যা করিব। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী কা'কে করা যায়? রাজা রায় সিংহকে করিলে হয় না? না, সে একটু চঞ্চল মত। কিন্তু সে বেশ তেজস্বী। তাহাকে গুজরাটের সুবাদারী দিব। আর রাজা মুকুন্দ রায়কে প্রধান সেনাপতি করিলে বেশ মানাইবে। আচ্ছা মন্ত্রীর কথাটা পরে ভাবিয়া দেখা যাইবে।

দিল্লীর বিশ্ববিশ্রুত ময়ূর-সিংহাসনে যখন আমি বসিয়া বাদশাহী করিব, তখন একটা জাঁক-জমকপূর্ণ উপাধি গ্রহণ না করিলে মানাইবে না। কি উপাধি গ্রহণ করা যায়! আঃ, কিছুই ত ঠিক করিতে পারিতেছি না। সংস্কৃত করি, কি ফারসী করি! ফারসী না হইলে যেন কেমন বেথাপ্পা শুনায়! একটা খুব ভাল দিন—শুভযোগ ঠিক করা দরকার। পঞ্জিকাখানা পাইলে এখনই দেখিয়া রাখিতাম। এ বৎসর........"

"মহারাজের জয় হউক"

মহারাজের চিন্তা-প্রবাহে বাধা পড়িল। সহসা প্রহরী আসিয়া "মহারাজের জয় হউক" বলিয়া প্রণিপাতান্তে সম্মুখে করযোড়ে দণ্ডায়মান হইল।

যশোবন্ত সিংহ। ওহে, একখানি ভাল পঞ্জিকা আন, আর ঠাকুর ফটিক চাঁদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে একবার ডাক ত।

প্রহরী। যো হুকুম মহারাজ। একজন ব্রাহ্মণ দ্বারে আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান; তাঁহার প্রতি হুজুরের কি হুকুম।

যশোবন্ত সিংহের সহসা স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি বুঝিলেন দিল্লী-সিংহাসনে বসিবার এখনো অনেক বিলম্ব আছে; সুতরাং তিনি পঞ্জিকা আনিতে ও ঠাকুর ডাকিতে নিষেধ করিয়া দ্বারে দণ্ডায়মান ব্রাহ্মণকে সত্বর তাঁহার সম্মুখে আনিতে হুকুম দিলেন।

ব্রাহ্মণ আসিয়াই প্রথমে শাহী কায়দায় যশোবন্তকে প্রণিপাত করিয়া তাঁহার কল্যাণ কামনা করিলেন।

যশোবন্ত তাঁহাকে বসিতে আসন দিয়া সসম্ভ্রমে বলিলেন,—"আপনি ব্রাহ্মণ, নমস্য ব্যক্তি;—এখন কোথা হইতে কি উদ্দেশ্যে এ দাসের নিকট আগমন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলুন।"

ব্রাহ্মণ। মহারাজের জয় হউক। এ দাস সর্ব্বত্র কবি রায়

নামে পরিচিত। দাক্ষিণাত্যের প্রবল প্রতাপান্বিত সুবাদার আওরঙ্গজীব মহোদয় আমাকে হুজুরের খেদমতে প্রেরণ করিয়াছেন। বান্দার প্রতি হুজুরকে জানাইবার হুকুম আছে,—"সুবাদার মহোদয় অবগত হইয়াছেন আপনি নাকি তাঁহার আগ্রা-গমনে বাধা দিতে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত আছেন। কোনরূপ বিদ্রোহ আওরঙ্গজীব মহোদয়ের লক্ষ্য নহে। পিতার পীড়ার সংবাদে তাঁহার মন সম্রাটের সহিত একবার সাক্ষাৎ করিবার জন্য একান্ত ব্যাকুল। বিশেষতঃ তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়া পড়ায় সুবাদার মহোদয়ের মন আরো অধীর হইয়া উঠিয়াছে। এই সমস্ত কারণে তিনি রাজধানীতে মহামহিমান্বিত বাদশাহের খেদমতে একবার স্বয়ং যাইতে একান্ত ইচ্ছুক। তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া সম্রাটের আদেশ নতশিরে মানিয়া লওয়াই তাঁহার অভিপ্রায়। সুতরাং আপনার প্রতি অনুরোধ আপনি তাঁহার অগ্রগমনে কোনরূপ বাধা প্রদান করিবেন না।"

যশোবন্ত সিংহ বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিলেন,—"না, তাহা হইবে না। সুবাদারকে বলিও, তিনি যেন এখনি স্বস্থানে প্রত্যাগমন করেন। তাহা না হইলে শাহী সৈন্য তাঁহার গতিরোধ করিবে। আবশ্যক হইলে তুমুল যুদ্ধে তাঁহার ঔদ্ধত্যের প্রতিশোধ লইবে।" (১)

ব্রাহ্মণ। কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য মন্দ নহে। তাঁহার প্রতি অযথা

(১) Aurangzib sent a Brahman orator to the Maharaja Jaswant Sing with a message to this effect,—'I desire to visit my father. I do not wish for war. Either come with me, or keep out of my way that no blood be shed.' The Rajput returned an insulting reply, and both sides made ready for battle.

—S L. Pool's Aurangzib—Page 42.

সন্দেহের আরোপ করা ভাল হইতেছে না। তিনি সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াই প্রত্যাগমন করিতে প্রতিশ্রুত হইতেছেন।

যশোবন্ত সিংহ। কোন কথা আমি শুনিতে পারিব না। আওরঙ্গজীবকে বলিও, তিনি আরো অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিলেই যুদ্ধ অনিবার্য্য।

ব্রাহ্মণ। তাহা হইলে ইহাই শেষ কথা?

যশোবন্ত সিংহ। হাঁ, ইহাই শেষ কথা; নমস্কার!

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

যশোবন্ত সিংহের ঔদ্ধত্যপূর্ণ উত্তরে আওরঙ্গজীব ক্ষুব্ধ হইলেন। তিনি যাহাতে যুদ্ধ না হয়, সে জন্য এত চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুই ফল হইল না। তবে কি তিনি যুদ্ধে ভয় করেন? না, আওরঙ্গজীবের ন্যায় মহাবীর রণপণ্ডিত কখনই যুদ্ধে ভীত বা বিচলিত হইবার লোক নহেন। যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলেই তাঁহাকে বরাবর কাটাইতে হইয়াছে। তবে কিনা সম্রাট-পুত্র ও সুবাদার হইয়া সেই সম্রাটের সৈন্যের সহিতই যুদ্ধ—অহেতু যুদ্ধ—তাহার ফলে ঈশ্বরের কত জীব ধ্বংস হইবে কে জানে! তাই তিনি যুদ্ধে এত অনিচ্ছুক। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল না—যশোবন্ত সিংহের কঠোর উত্তরে তাঁহার সমস্ত আশা বিলীন হইয়া গেল।

আওরঙ্গজীব বসিয়া ভাবিতেছিলেন,—তাহা হইলে যুদ্ধই করিতে হইবে। কিন্তু মুরাদের আগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা আবশ্যক। অবশ্য

যশোবন্তের ন্যায় একজন গোঁয়ার প্রকৃতির রাজপুত সেনাপতিকে ভয় করিবার কোনই কারণ নাই। আমি পথ ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করায় উহার গৌরব ও স্পর্দ্ধা বাড়িয়া গিয়াছে। আচ্ছা, দেখা যাউক, খোদা-তালা কি করেন।

সহসা বহু দূর হইতে মৃদু মৃদু রণবাদ্য তাঁহার কর্ণগোচর হইতে লাগিল। চর আসিয়া করযোড়ে সংবাদ জানাইল,—"মহামাননীয় সুবাদার মুরাদ বখ্‌শ্ বাহাদুর সসৈন্যে শুভাগমন করিতেছেন।"

তখনি সৈন্যাধ্যক্ষগণ সঙ্কেত-সূচক বংশীধ্বনি করিলেন। দেখিতে দেখিতে কয়েক সহস্র সৈন্য রণবেশে প্রান্তরে সুশৃঙ্খলভাবে সমবেত হইল। তিন মাইল পর্য্যন্ত রাস্তার দু'ধারে সিপাহিগণ সারি বাঁধিয়া সুবাদার মুরাদ বখ্‌শ্ বাহাদুরকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইল। বহুদূরস্থিত রণবাদ্য ক্রমশঃ নিকটে——ক্রমশঃ অধিকতর পরিস্ফুট ভাবে শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। অবশেষে মুরাদ বখ্‌শের অগ্রগামী সৈন্যদল দেখা দিল। তাহাদের সম্মুখে উর্দ্ধগগনে শান্তিসূচক শ্বেত পতাকা বায়ুভরে দুলিয়া দুলিয়া নাচিতেছিল। তেজদৃপ্ত অশ্বারোহী সিপাহিগণ পদভরে মেদিনী কম্পিত করিয়া বীর দাপে অগ্রসর হইতে গাগিল।

আওরঙ্গজীবের সৈন্যর অনতিদূরে সুবাদার মুরাদ বখ্‌শ্ বাহাদুরের সৈন্যদল শিবির সন্নিবেশ করিল। মুরাদ মহাসমারোহে অভ্যর্থিত হইয়া আওরঙ্গজীবের বিরাট উন্নত শিবিরে নীত হইলেন।

বহুদিন পরে দুই ভ্রাতার মিলন হইল। নিভৃতে গুপ্ত ব্যক্ত কত কথার আলোচনা হইল।

আওরঙ্গজীব ও মুরাদ উভয়ে সমবেতভাবে দিল্লী অভিযান করিবেন, যদি বাদসা জীবিত না থাকেন, তাহা হইলে দারাকে যুদ্ধে

পরাস্ত করিয়া মোগল সাম্রাজ্য অধিকার করিবেন, এইরূপ বহুদিন পূর্ব্বেই স্থির হইয়াছিল। আওরঙ্গজীব সংসারে একান্ত বিতৃষ্ণ, তথাপি কর্ত্তব্যের অনুরোধে ইস্‌লামকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে অস্ত্র ধারণ করিতে হইতেছে—সাম্রাজ্য অধিকার করিতে হইতেছে। তাঁহার সৎ উপদেশে অধুনা মুরাদ বখশ্‌ অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন – ইস্‌লামের প্রধান সেবক হইয়া উঠিয়াছেন। আওরঙ্গজীব পূর্ব্বেই মুরাদের স্বভাব পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝিয়াছিলেন তিনি সাম্রাজ্য পরিচালনার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। তাই তিনি তাঁহাকে পাঞ্জাব, সিন্ধু, কাশ্মীর, আফগানিস্থান মাত্র এই কয়টী প্রদেশ দান করিবেন বলিয়া লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্র প্রেরণ করেন।

আজ এই সঙ্কট সমরের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে দুই ভ্রাতার মধ্যে সেই কথা আবার উঠিল। খোদার ফজলে যুদ্ধে জয়ী হইতে পারিলে ভবিষ্যতে সাম্রাজ্য বণ্টন লইয়া কিরূপ ব্যবস্থা হইবে, কয়েকজন বিশিষ্ট, অতি বিশ্বস্ত বন্ধুর সমক্ষে সেই বিষয়ের পুনরায় আলোচনা হইল। আওরঙ্গজীব সেই অতি গুপ্ত সন্ধিপত্র সেই গুপ্ত সভায় প্রকাশ্য ভাবে পাঠ করিলেন।

"যে হেতু সিংহাসন অধিকার করা স্থির হইয়াছে, রসুলের পবিত্র উন্নত পতাকা আবার ঊর্দ্ধে উড্ডীন হইয়া ইহার লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছে,—যে হেতু এই মাত্র আমার পবিত্র কামনা যে ইসলাম-রাজত্ব হইতে কাফেরী ও প্রতিমা-পূজার কণ্টক সকল উপাড়িয়া ফেলিব, এবং প্রতিমা-পূজকের পাণ্ডাকে তাহার দলবল সহ উচ্ছিন্ন করিব, যাহাতে বিশৃঙ্খলা ও পাপের কালিমা হিন্দুস্থান হইতে বিদূরিত হইতে পারে; এবং যে হেতু আমার নিজ হৃদয়ের ন্যায় প্রিয়তম ভ্রাতা মুরাদ বখ্‌শ্‌ আমার এই মহৎ ব্রতে

আমার সহযোগিতা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, এবং ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়া আমার সহিত সমবেত হইতেছেন, এবং যে হেতু তিনি স্বীকার করিতেছেন যে, ধর্ম্ম ও রাজ্যের শত্রুর ধ্বংসের পরও তিনি এইরূপ মিত্রতার ও আনুগত্যের বন্ধনে দৃঢ় আবদ্ধ থাকিবেন এবং এইরূপই তিনি সমস্ত সময়, সমস্ত অবস্থায় এবং সমস্ত কার্য্যে আমার সহযোগী ও সাহায্যকারী থাকিবেন, আমার বন্ধুর বন্ধু হইবেন, শত্রুর শত্রু হইবেন এবং তাঁহাকে প্রদত্ত রাজ্যগুলি ব্যতীত অন্য কোন স্থান আমার নিকট প্রার্থনা করিবেন না, এই হেতু আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, যতদিন পর্য্যন্ত এই ভ্রাতা আমার লক্ষ্যের প্রতিকূল কোন কার্য্য না করেন, যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের আন্তরিকতার ও একচিত্ততার হানিজনক কোন কার্য্য তাঁহা দ্বারা না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি আমার স্নেহ ও অনুগ্রহ দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে। আমাদের উভয়ের লাভ ও ক্ষতি আমি সমান মনে করিব—এবং সমস্ত সময় ও সমস্ত অবস্থায় আমি তাঁহাকে সাহয্য করিব। এমন কি বর্ত্তমান সময় অপেক্ষাও আমি তাঁহাকে—ঈশ্বরদ্রোহী প্রতিমাপূজকের পতনের পর এবং আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার পর—সমধিক অনুগ্রহ করিব। আমি আল্লা ও রসুলকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি—আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিব এবং পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে তাঁহাকে পাঞ্জাব, আফগানিস্থান, কাশ্মীর ও সিন্ধু প্রদেশ প্রদান করিব।" (১)

---

(১) Yielding to Murad's request, Aurangzib sent him the following definite and solemn written agreement just before the march into Northern India.

"Whereas the design of acquiring the throne has now been set on foot, the standards of the Prophet have turned their faces to their goal, and all (my) pious aim is to uproot the bramble of

গম্ভীরভাবে আওরঙ্গজীব প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ শেষ করিলেন। উপরোক্ত প্রতিজ্ঞাপত্রের দুই কপি সভায় উপস্থিত করা হইল। প্রত্যেক পত্রে আওরঙ্গজীব মুরাদ এবং অন্য কয়েক জন সাক্ষী স্বাক্ষর করিলেন।

মুরাদের আওরঙ্গজীবের সহিত মিলন-সংবাদ মহারাজা যশোবন্ত সিংহের কর্ণগোচর হইল। তিনি এ সংবাদে ভয়ে কাঁপিয়া উঠিলেন। তাঁহার সমস্ত ধমনী যেন অবশ হইয়া আসিল। ভাবিলেন—হায়, সর্ব্বনাশ হইল! এত চেষ্টা করিয়াও মুরাদকে আওরঙ্গজীব হইতে পৃথক রাখিতে পারিলাম না। এখন উপায়! এই সমবেত শাহজাদাদ্বয়ের বিপুল

---

idolatry and infidelity from the realm of Islam and to overwhelm and crush the idolatrous chief with his followers and strongholds, so that the dust of disturbance may be allayed in Hindustan,—and whereas my brother, dear as my own heart, has joined me in this holy enterprise, has confirmed anew with strong (professions of) faith the terms of co-operation (between us previously) built on promises and oaths, and has agreed that after the extirpation of the enemy of Church and State and the settlement of public affairs he will stay firmly in the station of alliance and help. and in this very manner at all times and places, and in all works, he will be my companion and partner, the friend of my friends, the foe of my foes, and will not ask for any land besides the portion of Imperial dominions that will be left to him at his request,—therefore, I write that so long as this brother does not display any (conduct) opposed to oneness of aim, oneness of heart, and truthfulness, my love and favour to him will daily increase ; I shall consider our losses and gain as alike, and at all times and under all conditions I shall help him ; I shall favour him even more than now after my object has been gained and the God-forsaken Idolator has been overthrown. I shall keep my promise, and, as

ক্ষমতা প্রতিহত করিবার শক্তি তাঁহার কিছুমাত্র ছিল না। কেন তিনি পূর্ব্বে আওরঙ্গজীবের অনুরোধে স্বীকৃত হইলেন না!

যশোবন্ত সিংহ ভয়ে একেবারে দমিয়া গেলেন। তখন নিরুপায় হইয়া পূর্ব্ব বেয়াদবীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া এবং আওরঙ্গজীবের অনুগ্রহ ভিক্ষা করিয়া তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করিলেন।

মুরাদ বখ্শের সহিত সন্ধির শর্ত্ত পাকা-পাকি করিয়া আওরঙ্গজীব একটু নিভৃতে বসিয়া ভবিষ্যৎ-চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় যশোবন্তের দূত আসিয়া সাক্ষাৎ কামনা করায় আওরঙ্গজীব তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিলেন।

দূত নতশিরে অভিবাদন করিয়া বলিলেন—"শাহ্জাদার জয় হউক। মহারাজা যশোবন্ত সিংহ হুজুরে আরজ করিতে বলিয়াছেন যে তিনি—হুজুরের পূর্ব্ব অনুরোধ রক্ষা না করিয়া অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছেন। সেজন্য তিনি বিশেষ অনুতপ্ত ও ক্ষমা প্রার্থী। তিনি এখন হুজুরের অনুগ্রহ-লাভের প্রত্যাশী।"

দূতের কথা শুনিয়া আওরঙ্গজীবের ললাট কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি তীক্ষ্ণ স্বরে বলিবেন,—"তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা যদি সত্য হয়, তবে যেন তিনি অস্ত্র-শস্ত্র ও সৈন্যসামন্ত সমস্ত ত্যাগ করিয়া সেনাপতি

---

previously settled, I shall leave to him the Panjab. Afghanistan Kasmir, and Sindh (Bhakkar and Tatta),—the whole of that region to the Arabian sea; and 1 shall make no objection to it. As soon as the Idolator as been rooted out and the bramble of his tumult has been weeded out of the gar·en of the empire,—in which work your helf and comradeship is necessary,—I shall without the least delay give you leave to go this territory. As to the truth of this desire I take God and the Prophet as witnesses.

—History of Aurangzib. I by J. N. Sarkar—Page. 335-336.

নজাবাত খানের নিকট উপস্থিত হন। তিনি তাঁহাকে আমার পুত্র শাহ্‌জাদা মোহম্মদ সুলতানের নিকট লইয়া যাইবেন। যদি শাহ্‌জাদা তাঁহার জন্য আমার নিকট অনুরোধ করেন, তাহা হইলে তাঁহার অনুরোধ রক্ষিত হইতে পারে। (১)

দূত "যো হুকুম জাহাঁপানা" বলিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বিদায় হইলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

১৬৫৮ খৃঃ অব্দের ১৫ই এপ্রিল। ধর্ম্মতের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে আওরঙ্গ-জীব ও মুরাদের সৈন্যদল যশোবন্তের সৈন্যের সহিত তুমুল বিক্রমে যুদ্ধ করিতেছে। নিদাঘের দারুণ উত্তাপে জগত যেন ঝলসিয়া যাইতেছে; তাহারই মধ্যে কি তাণ্ডব লীলা—চারিদিকে ছিন্ন শির,

(১) Next morning when Aurangzib's army had already begun to march to the encounter, Jaswant in "mortal fear" attempted to parley. He sent a messenger to Aurangxib to beg the Prince's pardon and say, "I do not want to fight, and I have no power to show audacity to your Highness. My wish is to visit and serve you. If you pardon me and give up your project of fight. I shall go and wait on you" But Aurangzib knew his own advantage and was not willing to strengthen the enemy by granting his time. His reply was,—"As I have already started, delay is out of place now. If you realy mean what you say, leave your army and come alone to Najabat Khan, who will guide you to my son Muhammad sultan, and that prince will introduce you to me secure your pardon,"

—History of Aurangzib. II by Sarkar.—Page 3-4.

ছিন্ন হস্ত, ছিন্ন পদ। মৃত সৈন্যগণের নিকট বদনভঙ্গী—আহতের কাতর চীৎকার—বীরগণের হুহুঙ্কার-নাদ।

সূর্য্য এ দৃশ্য সহিতে না পারিয়া যেন ধীরে ধীরে সভয়ে অস্তাচলে আশ্রয় লইতে চলিল, সেই শোণিতাক্ত রণক্ষেত্রের মত দিঙ্মণ্ডল লোহিত হইয়া উঠিল। আকাশের গায়ে সেই রক্তের ঢেউ যেন ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

যশোবন্তের সৈন্যদল বিধ্বস্ত-প্রায়। অনেকেই বেগতিক দেখিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। কিন্তু তিনি যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবার লোক ছিলেন না। প্রবল শত্রুসৈন্য-সমুদ্রের মধ্যে তাঁহার অশ্ব পরিচালিত করিলেন। তিনি রাজপুত বীর হইয়া যুদ্ধে প্রাণভয়ে পশ্চাৎপদ হইতে পারেন না। সহসা সৈন্যাধ্যক্ষ মহেশদাস গৌর, গোবর্দ্ধন এবং অন্যান্য রাজপুত নেতাগণ তাঁহার অশ্ব বল্গা ধারণ করিয়া বলিলেন,—'মহারাজ ক্ষান্ত হউন! মোগল রাজকুমারগণ পারিবারিক কলহ করিয়া একে অন্যের কণ্ঠ ছেদ করিতে পারে, কিন্তু রাঠোর গৌরব-কেতু মহারাজা যশোবন্ত সিংহ কেন তাহার জন্য জীবন দিবেন?" তাঁহাদের প্ররোচনায় যশোবন্ত সিংহ কয়েকজন আহত সেনাপতির সহিত রাজপুতনা অভিমুখে পলায়ন করিলেন। রাজপুতগণ রাজপুতনার দিকে এবং মোগল সৈন্যগণ আগরার দিকে পলায়ন করিল।

যুদ্ধ শেষ হইল। সহস্র সহস্র রাজপুতসৈন্য হৃদয়ের উষ্ণ রক্ত দিয়া সম্রাটের নেমকের মর্য্যাদা রক্ষা করিল। মুকুন্দ সিং, সুরাজ সিং, রতন সিং, অর্জ্জুন সিং, মোহন সিং প্রভৃতি বড় বড় রাজপুত সেনাপতি যুদ্ধে জীবন আহুতি দিলেন। কয়েকজন মুসলমান সেনাপতি ও যুদ্ধে নিহত হইলেন।

শাহ্জাদা আওরঙ্গজীবের বিজয়ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল; দেশে দেশে তাঁহার যশোগান গীত হইতে লাগিল। সকলেই বুঝিলেন ধর্ম্মতের রণ-প্রান্তরে আওরঙ্গজীবের সৌভাগ্যের সূত্রপাত হইল।

ধর্ম্মতের পরাজয়-সংবাদ মোগল-সাম্রাজ্যের মহারাজধানী আগ্রায় আসিয়া পৌছিল। বাদশা শাহ্জাহান এ সংবাদে বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যাহাতে পুত্রগণের মধ্যে যুদ্ধ না বাধে। যাহাতে আত্মকলহে মোগল সাম্রাজ্য উৎসন্নের পথে না যায়। তাঁহার সে আশা স্বপ্নে বিলীন হইবার উপক্রম হইল।

অনেকক্ষণ হইল সূর্য্য অস্তগমন করিয়াছে; চারিদিকে তরল অন্ধকার। আকাশে অগণ্য তারকা—এক প্রান্তে নিশানাথ ঈষৎ হাসিতেছিল। জগতের এত পরিবর্ত্তন, এত শোক, দুঃখ, চিন্তা, উদ্বেগ—এ সমস্তের কিছুরই ধার সে ধারে না। প্রকৃতি ধীরে ধীরে পরম শান্তির সহিত কালপথে অগ্রসর হইতেছে।

সম্রাট শাজাহান একটী ত্রিতল প্রাসাদের ছাদের উপর স্বুবর্ণাসনে উপবিষ্ট—নিকটে দারা শেকো; উভয়ের মন বড়ই চিন্তাকুল। শাজাহান ক্ষীণস্বরে বলিলেন,—"ও দিকে বাঙ্গালার অবস্থা কিরূপ হইল কে জানে? কোন সংবাদ আসিয়াছে কি?"

দারা। জাহাঁপানা, এখনো সে সংবাদ হুজুরকে জানাইবার সুযোগ পাই নাই। খোদার ফজলে সুজার সৈন্য বিধ্বস্ত হইয়াছে। সুলেমান বিজয়ী-বেশে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে। তাঁহাকে আমার সহিত মিলিত হইবার জন্য অদ্যই ত্বরিত ডাকযোগে সংবাদ পাঠাইয়াছি।

সম্রাট। বেশ করিয়াছ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এখন তোমার মতলব কি?

দারা। মতলব? মতলব আর কি! সেই ভণ্ড নরাধম আওরঙ্গজীবকে সমূলে ধ্বংস করিয়া তবে আমার অন্য কার্য্য। ধর্ম্মতে সে যশোবন্তের সৈন্যদলকে বিধ্বস্ত করিয়াছে, এবার আমি স্বয়ং দেখিব, তাহার বাহুতে কত বল। তাহার মস্তিষ্কে কত কুট বুদ্ধি—কত কুমন্ত্রণা! এবার বুঝিয়া লইব, তাহার চতুরতার মাত্রা কত খানি!

সম্রাট। বাবা, ক্ষান্ত হও। এ সমস্ত খেয়াল মন হইতে দূর কর। আওরঙ্গজীবের সহিত যুদ্ধের আশা ত্যাগ কর। আমি তোমাকে কতদিন বলিয়াছি, আওরঙ্গজীবকে আগ্রা আগমনে বাধা দিয়া কাজ নাই। সে আমার সমক্ষে কখনই অবাধ্যতা করিতে পারিবে না। মহামতি নসির খাঁ, লতাফত খাঁ ইত্যাদি যে মত দিয়াছিলেন তাহাই সঙ্গত; শাহ্জাদাগণের সম্মুখে আমি স্বয়ং উপস্থিত হইলে তাহারা কেহই মাথা তুলিতে পারিত না। আমি স্বয়ং উপস্থিত হইলে তাহাদের সৈন্য সেনাপতিগণও কদাচ আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলিতে পারিত না। এমতাবস্থায় শাহ্জাদা-গণকে আমার আদেশের বাধ্য করিয়া অনায়াসে যথা স্থানে প্রেরণ করা যাইত। কিন্তু তোমার জেদে তাহা হইল না। তোমার কোন কথা আমি না রাখিয়া পারি না, তাই না যশোবন্ত সিংহকে আওরঙ্গ-জীবের বিরুদ্ধে পাঠান হইল। তাহার ত এই শোচনীয় পরিণাম। এখনো বলিতেছি যাহা হইবার হইয়াছে, আর আওরঙ্গজীবকে বাধা দিয়া কাজ নাই। আমি স্বয়ং তাহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইলেই সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া যাইবে।

দারা ক্ষুণ্ণস্বরে বলিলেন,—"দেখিতেছি কিছুদিন হইতে এ দাসের প্রতি হুজুরের সেই পূর্ব্ববৎ অবিচলিত স্নেহ আর নাই। সে

আমারই অদৃষ্টের দোষ। হুজুর আমার কার্য্যে অশ্রদ্ধা করেন—অবিশ্বাস করেন! কিন্তু আওরঙ্গজীব একান্ত কুটিল—একান্ত কপট। তাহার বিষদন্ত না ভাঙ্গিতে পারিলে আর সাম্রাজ্যের কল্যাণ নাই। যশোবন্তকে পরাস্ত করিয়া তাহার স্পর্দ্ধা বাড়িয়া গিয়াছে। তাহার বিষ দাঁত যেরূপে হয় ভাঙ্গিতেই হইবে। তুচ্ছ রাজপুত সেনানী যশোবন্তকে সে পরাস্ত ও বিধ্বস্ত করিয়াছে বলিয়া যে দারাও তাহার ভয়ে পশ্চাৎপদ হইবেন তাহা হইতেই পারিবে না। আওরঙ্গজীবের সাধ্য কি যে সে আমার সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হইবে। এই অগণ্য শাহী ফৌজ, সহস্র সহস্র হস্তী-অশ্ব-সমন্বিত সুবিপুল অনীকিনী, রাজকোষের অগাধ ধন-রত্ন—এই সমস্ত সত্ত্বেও যদি আমি আওরঙ্গজীবের দর্প চূর্ণ করিতে সমর্থ না হই, তাহা হইলে আমি দিল্লীশ্বরের পুত্র নামের অযোগ্য।

সম্রাট। বাবা, তোমাকে অবিশ্বাস বা অশ্রদ্ধার কথা নহে; তবে কিনা জ্ঞানিগণ বলিয়াছেন,—"যতক্ষণ শান্তির সহিত কার্য্যোদ্ধার সম্ভবপর থাকে, ততক্ষণ যুদ্ধ করিও না। আওরঙ্গজীবকে যত টুকু দুর্ব্বল মনে করিতেছে, বাস্তবিক পক্ষে সে সেরূপ নহে। তাহার অসাধারণ রণ-প্রতাপের প্রত্যক্ষ পরিচয় কি তুমি পাও নাই? সেই বল্‌খের রণ-প্রাঙ্গণে, সেই কান্দাহারের অবরোধ-ব্যাপারে, দাক্ষিণাত্যের রাজন্যবর্গের সহিত ক্রমাগত সমরাভিনয়ে সর্ব্বত্রই তাহার রণ-পাণ্ডিত্যের নিখুঁত পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সে যাহা বলে তাহা করে; কোন বাধা-বিঘ্ন তাহার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারে না। নিখিল জগতের বিরুদ্ধেও সে একাকী সংগ্রাম করিতে সাহসী। তাঁহার বাল্য-জীবনের সেই প্রসিদ্ধ ঘটনাটী কি তুমি ভুলিয়া গিয়াছে? যখন প্রমত্ত কুঞ্জর সুধাকর তাহার পর্ব্বত প্রমাণ বিরাট দেহ লইয়া তাহাকে

আক্রমণ করিয়াছিল সে তাহাতেও ভয় পায় নাই। সেই হস্তীর সহিতই সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সেই সাহস—সেই শৌর্য্য-বীর্য্য এখন যৌবনে তাহার মধ্যে চতুর্গুণরূপে বিরাজ করিতেছে। তাহার সৈন্য সেনানী ও কর্ম্মচারিবৃন্দ তাহাকে মনঃপ্রাণ দিয়া ভালবাসে। তাহার কার্য্যে তাহারা প্রতিনিয়ত জীবন বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত। তাহার শাসন-শৃঙ্খলা ও কঠোরতা যেন তাহাকে সর্ব্বত্রই অজেয় করিয়া তুলিয়াছে। এদিকে আমাদের পক্ষের বহু প্রধান প্রধান সেনাপতি, আমীর ওমরা ও কর্ম্মচারী ভিতরে ভিতরে তাহার পক্ষপাতী। এমন কি তাহার সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এইরূপ নানা কারণে বর্ত্তমানে তাহার সহিত যুদ্ধ করা আমাদের কিছুতেই উচিত নহে। দেখ সে যাহা যাহা লিখিয়াছে তাহা কি অযৌক্তিক? আমার পীড়া ও মৃত্যু-সংবাদ সমস্ত ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। আমার চিঠি-পত্রেও তাহাদের সন্দেহ দূর হইতেছে না। আমার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিয়া আমার আদেশ নতশিরে পালন করিয়া লওয়াই তাহাদের আগরা আগমনের উদ্দেশ্য। এ আগমনে বাধা দিবার তোমার কি যুক্তি আছে? যখন জাহানারা বেগম অর্দ্ধ-দগ্ধ হইয়া মৃতকল্প হইয়াছিলেন, তখন কি শাহ্‌জাদাগণ তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই ছুটিয়া আসেন নাই? ভগ্নীর প্রতি এইরূপ একটী স্নেহের আকর্ষণ কি একান্ত স্বাভাবিক নহে? ইহাতে দোষ কি? সে সময় ত আমরা কেহই তাহাতে বাধা দিই নাই—এরূপ হঠাৎ আগমনে অসন্তুষ্ট হই নাই। বর্ত্তমানে আমার পীড়া সংবাদে বা মৃত্যু সংবাদে শাহ্‌জাদাগণের মনেও কি বিষম উদ্বেগের সঞ্চার হইতে পারে না? সেই উদ্বেগ নিবন্ধন আমার নিকট তাহাদের ছুটিয়া আসা ত একান্তই স্বাভাবিক। সেটা পুত্রের

কর্ত্তব্য, সেই কর্ত্তব্যে বাধা দিবার তোমার কি অধিকার আছে? আরো দেখ, আমার মৃত্যু-সংবাদ রাষ্ট্র হওয়ায় সুজা বাঙ্গালায় স্বাধীন হইয়া আমাদের বিরুদ্ধে অভিযান করিল, মুরাদ স্বাধীনতা ঘোষণা করিল—সুরাট লুণ্ঠন করিল; কিন্তু আওরঙ্গজীব ত এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিদ্রোহভাব দেখায় না। সে বরাবর একান্ত অনুগত থাকিয়াই পিতৃ-খেদমতে উপস্থিত হইতে—পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার আদেশ নতশিরে মানিয়া লইতে চাহিতেছে; তাহাকে তুমি বাধা দিতে চাও কোন্ যুক্তিতে? ইহাতে বাধা দিলে লোকে কি মনে করিবে? আওরঙ্গজীবই বা কি ভাবিবে? সকলেই বুঝিবে বাস্তবিকই আমার মৃত্যু হইয়াছে? তুমি তাহা গোপন করিয়া সিংহাসনে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ হইবার চেষ্টা করিতেছ। তখন দেখিবে সমগ্র ভারতে প্রলয়-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিবে। খোদা-তালা না করুন, সে বহ্নি প্রশমিত করা তোমার সাধ্য হইবে না। আমি বলি তাহার আবশ্যক কি? আমি স্বয়ং শাহ্জাদাগণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেই নিঃসন্দেহে সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া যাইবে।

দারা ক্ষুণ্ণস্বরে বলিলেন,—"বুঝিয়াছি আমার শত্রুগণ জাহাঁপানাকে অন্যরূপ বুঝাইয়াছে—আমার নসিব ভাঙ্গিয়াছে। জাহাঁপানা কি মনে করেন সেই পাষণ্ড জীবিত থাকিতে আমার শত্রুতাচরণে ক্ষান্ত হইবে? আজ হউক, কা'ল হউক, এ কাল সাপকে ভারতবর্ষের শান্তিময় রাজত্ব হইতে বিদূরিত করিতেই হইবে। তাহার কথায় বিশ্বাস কি? সে যে সুযোগ পাইলেই রাজধানী লুণ্ঠন করিবে, না—হুজুরের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না তাহার প্রমাণ কি? যদি তাহার মনে কোন অসদভিপ্রায় না থাকিবে তবে সসৈন্যে আসিতেছে কেন? যশোবন্তের সহিতই বা যুদ্ধ করিল কেন?

সম্রাট। যতটা বুঝিতেছি, তাহাতে মনে হয়, আমার সম্বন্ধে তাহার সন্দেহ এখনো অপনোদিত হয় নাই। এক্ষেত্রে সে যে রাজধানীতে আসিতে বাধা পাইবে না তাহার নিশ্চয়তা কি? সে বাধা পাইবার—সুতরাং যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিতেছে। আমাদের সহিত যুদ্ধ করা তাহার লক্ষ্য নহে। তাহার লিখিত পত্র-গুলির মর্ম্ম কি তুমি অবগত নহ? তুমি কি জান না ধর্ম্মতের যুদ্ধের প্রারম্ভে সে কবি রায় নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে কি শান্তির প্রস্তাবসহ যশোবন্তের নিকট পাঠাইয়াছিল। যশোবন্ত তাহা অবজ্ঞার সহিত প্রত্যাখ্যান করে। এক্ষেত্রে তাহার দোষ কি! আমি এখনো বলিতেছি, যাহা হইবার হইয়াছে—আর যুদ্ধের কথা মনে আনি না। আওরঙ্গজীবকে রাজধানীতে আসিতে বাধা দিও না। আমি তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেই সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া যাইবে।

দারা। যাহা ভাল মনে করেন, করুন। বুঝিয়াছি আমার কুচক্রী শত্রুগণ হুজুরকে এইরূপ বুঝাইয়াছে। তাই হুজুর আমার বাহু-বলে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন! আমি বলি, সেই নরাধমকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার যাহাতে সে আর কখনো এরূপ বেয়াদবী, এরূপ ঔদ্ধত্য প্রকাশ না করে। আমি স্বীকার করি আমাদের পক্ষের বহু মুসলমান সেনাপতি ও আমীর ওমরা গোপনে তাহার সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত—তাহারা মনে মনে আমার বিদ্বেষী; কিন্তু তাহাতে ভয় কি? যতদিন আমার একান্ত বিশ্বস্ত দুর্দ্ধর্ষ রাজপুত বীরগণ আমার সহায় আছেন ততদিন আমি কাহাকেও ভয় করি না। জাহাঁপানাকে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি—আবার বলিতেছি,—আওরঙ্গজীবের বিষদন্ত না ভাঙিতে পারিলে এ সাম্রাজ্যের আর শান্তি নাই—কল্যাণ নাই। হুজুর তাহাকে ভালরূপে চিনেন না। আমি বলি এই সুযোগে তাহার সহিত যুদ্ধ

র্যাতেই হইবে—তাহার দর্প চূর্ণ করিতেই হইবে— রাজদ্রোহীর কঠোর শাস্তি দিতেই হইবে। যদি হুজুর আমার এ কথায় অসম্মত হন, তাহা হইলে বুঝিব, এতদিনে হুজুর আমার প্রতি যে স্নেহ দেখাইয়া আসিয়াছেন তাহা মৌখিক! আমার মতের মূল্য হুজুরের কাছে কিছুই নাই। আমার আসন্ন সর্ব্বনাশে হুজুর উদাসীন! তাহা হইলে আমি নিশ্চয় বলিতেছি, এ সাম্রাজ্যের সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া আমি মহাযোগী লালদাস স্বামীর শিষ্য হইব। যোগ-সাধনায় এবং দর্শন ও জ্ঞান চর্চ্চায় জীবন কাটাইয়া দিব। ভুলিয়াও আর মোগল সাম্রাজ্যের নাম মুখে আনিব না।

বাদশা দারার এ অভিমানে বড় বিচলিত হইয়া পড়িলেন। কিঞ্চিৎ সান্ত্বনার স্বরে বলিলেন,—"দারা, তুমি কি জাননা, তুমি আমার কত ভালবাসার পাত্র—হৃদয়ের পুত্তলী—নয়নের মণি। তুমিই যদি ক্ষুণ্ণ হইলে—দুঃখিত হইলে, তবে ছার এই সিংহাসন—ছার এই মোগল সাম্রাজ্য। আমি ত কবরের পথেই চলিয়াছি; বার্দ্ধক্যে বুদ্ধি ও ঠিক নাই; বলিতে গেলে তুমিই এখন দিল্লীর সম্রাট। সাম্রাজ্যের শুভাশুভের সহিত এখন তোমারই ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ। তুমি যাহা ভাল বুঝ কর, আমি তাহাতে আর বাধা দিব না। তবে খোদা-তালার নিকট প্রার্থনা,—এমন দিন যেন না আসে যে দিন এই বৃদ্ধের উপদেশ না শুনার জন্য তোমাকে অনুতাপ করিতে হয়। (১)

দারা যুদ্ধের অনুমোদন পাইয়া পরম প্রফুল্লচিত্তে বাদশাহের পদচুম্বন করিয়া বিদায় হইলেন।

---

(১) The Emperor was too weak to resist his son's eager importunity. He let him go with tears. Had he forbidden, it would have been useless, for the troops were under Dara's orders, and knew his violent temper too well to disobey him.

—S. L. Pool's Aurangzib, —Page 44.

বিংশ পরিচ্ছেদ

ভয়াবহ বিস্তীর্ণ প্রান্তর! স্থানে স্থানে নিবিড় বৃক্ষরাজী; বহু ক্রোশ ব্যাপিয়া মানব-বসতির চিহ্ন মাত্র নাই। তাহারি মধ্য দিয়া একজন পথিক অন্যমনস্ক ভাবে ধীরে ধীরে অশ্বারোহণে অগ্রসর হইতেছিলেন। রজনী প্রায় দ্বিপ্রহর; চারিদিক নিস্তব্ধ। মধ্যে মধ্যে দু'একটি শ্বাপদ পশুর গর্জ্জনে সেই নৈশ গগন কম্পিত হইয়া উঠিতেছিল। আকাশের এক প্রান্তে চন্দ্রমা অস্তগত-প্রায়।

সহসা গম্ভীর শব্দ হইল,—"কোন্ হায়? খাড়া রহো"! পথিক সেদিকে লক্ষ্য করিলেন না—অন্যমনস্ক ভাবে চলিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তিন জন সশস্ত্র অশ্বারোহী সৈন্য তাঁহার গতি রোধ করিল। তাহারা গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিল,—"শাহ্জাদা আওরঙ্গজীবের আদেশে আপনাকে বন্দী করিলাম।"

সহসা পথিকের চমক ভাঙ্গিল। আজ তিনি যে উদ্দেশ্যে চলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সমুদয় সাংসারিক জ্ঞানের বিস্মৃতি ঘটিয়াছে। তিনি যেন কি এক মহান লক্ষ্যে মহা তীর্থের পানে অগ্রসর হইতেছিলেন। কত স্বর্গীয় চিন্তায় তাঁহার মন অভিভূত। সহসা বাধা পাইয়া তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া বিরক্তি ও ক্রোধের সহিত তিনি বলিলেন,—"তোমরা কে? কি চাও?"

উত্তর হইল,—"আমরা মহামতি বান্দা-পরোয়ার সুবাদার আওরঙ্গজীবের ভৃত্য। আপনি কে, কোথায় কি জন্য যাইতেছেন, তাহার সন্তোষজনক উত্তর না পাওয়া পর্য্যন্ত আপনি আমাদের বন্দী।

পথিক প্রশান্ত স্বরে বলিলেন,—"কে কাহার ভৃত্য? সকলেই সেই মহান আল্লাহ্-তালার ভৃত্য। তোমরা চাহিয়া দেখ, আমিই সেই গোনাগার আওরঙ্গজীব।"

প্রহরিগণ ভয়কম্পিত কলেবরে তাহাদের প্রভুকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার চরণ-তলে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল!

আওরঙ্গজীব বলিলেন,—"তোমাদের ভয়ের কোনই কারণ নাই; তোমরা তোমাদের কর্ত্তব্যই করিয়াছ। খুব সাবধান থাক; আমরা শত্রুর দেশে আসিয়া পড়িয়াছি। কে কখন কি ভাবে আমাদের অনিষ্ট করে, কি অনর্থ ঘটায় তাহার কোনই স্থিরতা নাই, প্রত্যেক তৃণকেও সন্দেহের চক্ষে দেখিবে।

প্রহরিগণ কুর্ণিশ করিয়া স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রহরীর কার্য্যে দণ্ডায়মান হইল। কার সাধ্য আওরঙ্গজীবের প্রহরীর চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করে!

নিবিড় অরণ্যের এক অংশে এক ক্ষুদ্র কুটীর; তাহাতে এক জন মহাতাপস বাস করেন। তাঁহার তপোপ্রভায় যেন সে অঞ্চল পবিত্রীকৃত হইয়া উঠিয়াছিল। জগতে কাহারো সহিত তাঁহার কোনই সম্বন্ধ ছিল না।

আওরঙ্গজীব দাক্ষিণাত্যে সুবাদারী-কালে যাবতীয় প্রধান প্রধান অলী-আল্লাগণের চরণতলে বসিয়া আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করিতেন। সর্ব্বদা তাঁহাদের আশীষ গ্রহণ করিতেন। (১) কথিত আছে, তিনি নিজেও একজন বিশিষ্ট অলী ছিলেন, জেন্দা অলী তাঁহার খেতাব ছিল। যাঁহাদের হৃদয় জ্যোতির্ম্ময়,—আধ্যাত্মিক শক্তিতে শক্তিমান, তাঁহারা অন্য অলী-আল্লাগণকে চিনিতে পারেন। অদ্য আওরঙ্গজীব আগ্রা-অভিযানের পূর্ব্বে এই সঙ্কট সময়ে একবার এই মহাতপা মহর্ষির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।

রজনী প্রায় তৃতীয় প্রহর—চারিদিক নীরব-নিথর; মহাযোগী তাঁহার কুটীরে মহাধ্যানে নিমগ্ন। আওরঙ্গজীব ধীরে ধীরে কুটীর-দ্বারে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। নিঃশব্দে সসম্মানে তিনি স্থানুর ন্যায় দণ্ডায়-মান থাকিয়া ঐ মহাযোগীর হৃদয়-কমলে যে স্বর্গীয় অমিয়ধারা ক্ষরিত

(১) When he (Aurangzib) was Viceroy of the Deccan, he took care to visit the holy men of Islam in his province, engaging them in talk, and reverently learning wisdom at their feet.

—Sarkar's History of Aurangzib I—Page 8.

হইয়া আসিতেছিল, একান্ত তৃষ্ণার্ত্তের ন্যায় তাহার অংশ গ্রহণ করিয়া যেন কৃতার্থ হইয়া গেলেন।

বহুক্ষণ পরে তাপসশ্রেষ্ঠ 'মোরাকেবা' বন্ধ করিয়া তাঁহার দিকে ফিরিলেন এবং প্রশান্ত স্বরে বলিলেন,—"কে তুমি? আমার নিকটে কি জন্য?"

আওরঙ্গজীব সসম্মানে তাঁহার কদম-বুসী করিয়া বলিলেন,—'বান্দার নাম আওরঙ্গজীব—হুজুরের দোয়া ভিক্ষা করিবার জন্যই সে আজ খেদমতে হাজির।

আওরঙ্গজীব আরো কোন কোন সময় এই ভাবে একাকী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। সুতরাং তিনি বিস্মিত হইলেন না। প্রশান্ত স্বরে বলিলেন,—"খোদা-তালা আপনার মঙ্গল করুন। রাজ্যের সমস্ত কুশল ত?"

আওরঙ্গজীব সংক্ষেপে সমস্ত নিবেদন করিয়া বলিলেন,—সম্মুখে বিষম সমস্যা দেখিতেছি। বাদশা জীবিত কি মৃত তাহা এখনো নিশ্চিত রূপে বুঝিতে পারি নাই। আমি স্বয়ং একবার আগ্রায় গিয়া সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাতের সঙ্কল্প করিয়াছি। যশোবন্ত সিংহের অধীনে প্রেরিত এক দল বাদশাহী সৈন্য আমাকে অগ্র গমনে বাধা দিতে আসিয়াছিল। খোদার ফজলে ও অলী-আল্লাগণের দোয়াতে তাহারা আমার হস্তে পরাস্ত হইয়াছে। এখন ধর্ম্মদ্রোহী দারা স্বয়ং একদল প্রবল বাহিনী-সহ আমার অগ্রগমনে বাধা দিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। সম্রাটকে একবার দেখিবার জন্যই আমি আগরা যাইতে চাই; কিন্তু যেরূপ বিপুল আয়োজনে আমাকে গমনে বাধা দেওয়া হইতেছে, তাহাতে আমার দৃঢ়বিশ্বাস সম্রাট আর ইহ জগতে নাই। এ সব দারারই কীর্ত্তি। সেই সিংহাসনে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইবার অভিপ্রায়ে সম্রাটের লোকান্তর গমন ঘটনা গোপন করিতেছে। এখন দারা সম্মুখ সমরে অগ্রসর। তাহার বিপুল অনীকিনীর সহিত আমার তুমুল সংঘর্ষ অনিবার্য্য।

সাধক। খোদা-তালাকে সর্ব্বদা মনে রাখিবেন। কোনরূপ ভয়ের কারণ নাই। হামেশা বোজর্গানে-দীনগণের ফয়েজান (১) যেন কলবের (২) ভিতর জারী থাকে। বিপুল ঐশী শক্তির সম্মুখে জগতের কোন শক্তিই টিকিতে পারে না। আপনার হৃদয়ের সহিত যদি সেই সর্ব্ব শক্তির একমাত্র নির্ঝর মহান্ খোদা-তালার প্রতিনিয়ত যোগ রাখিয়া তাহারি শক্তিতে শক্তিমান থাকিতে পারেন, তাহা হইলে জগতের কাহারো সাধ্য নাই যে আপনার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে। হৃদয়ের সেই বিপুল শক্তির সম্মুখে সিংহ ব্যাঘ্র পর্য্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িবে—মহা ঝটিকা থামিয়া যাইবে—বিশ্বের বিপুল রাজশক্তিও চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে। ইস্‌লামের ইতিহাস দেখুন,—মুষ্টিমেয় আরব সৈন্যের সম্মুখে মহান্ রোম সাম্রাজ্য এবং পারস্য সাম্রাজ্য চূর্ণ হইয়া গেল, সমগ্র জগত থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল! ইহা কোন্ শক্তিতে? ইহাশুধু শারীরিক শক্তি নহে; সেই মহান্ শক্তিধরের মহাশক্তি যদি তাহাদের উপর অবতীর্ণ না হইত, তবে কিছুই হইতে পারিত না, একথা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিবেন। আপনার উদ্দেশ্য হিন্দুস্থানে ইস্‌লামের অস্তিত্ব রক্ষা,—তাহার গৌরবময় অধিষ্ঠান, খোদা-তালা আপনার উদ্দেশ্য পূর্ণ করুন।

আওরঙ্গজীব। আমার এক একবার মনে হয়, আমি এ সকল ঝঞ্ঝাটের ভিতরে পুনরায় পা দিয়া বড়ই অন্যায় করিয়াছি। এ সমস্ত দুনিয়াদারী ছাড়িয়া দিয়া আপনারই মত নির্জ্জনে বসিয়া যদি সাধনায় জীবন অতিবাহিত করিতে পারিতাম, তাহা হইলে বোধ হয় জীবন সার্থক হইত। বাহিক রাজত্বের মূল্য কি? যাঁহারা সেই আভ্যন্তরীন

(১) ফয়েজ—ইহা—সুফী-সম্প্রদায়ের একটি পারিভাষিক শব্দ; অর্থ—জ্যোতি বা ভাব। বহুবচন—ফয়েজান।

(২) কলব ইহা মানব-শরীরের ছয় লতিফার মধ্যে প্রধান লতিফা। ইহাও একটা পারিভাষিক শব্দ; বাঙ্গালা ভাষায় ইহার ঠিক প্রতিশব্দ নাই। লতিফার বিশেষ বিবরণ "খোদা-প্রাপ্তি-তত্ত্ব" পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

জগতে "বেলায়েত" (১) "হাসেল" করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের অতুলনীয় গৌরব ও মহিমার সমক্ষে যে হজরত সোলেমান আলায়হেস্ সালামের বিপুল সাম্রাজ্যও নগণ্য—তুচ্ছ! সে সাম্রাজ্য অনন্ত শান্তিময়—অনন্তকাল স্থায়ী; কিন্তু সাংসারিক রাজত্ব চির উদ্বেগ-চিন্তাজালে বিজড়িত—বিপদ-আপদ-কণ্টকিত—নশ্বর—নগণ্য।

সাধক। সাম্রাজ্য ভোগের জন্য নহে—শান্তির জন্য নহে—কর্ত্তব্যের জন্য!—দীন ইস্‌লামের জন্য। যদি জগতে দীনদার সম্রাট না থাকেন, তাহা হইলে জগত হইতে দীন ইস্‌লাম বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। পয়গম্বরগণ ইস্‌লাম প্রতিষ্ঠিত করেন, কিন্তু ধর্ম্মনিষ্ঠ সম্রাটগণ তাহা রক্ষা করেন। রাজশক্তির সহায়তা ব্যতীত কখনই ধর্ম্ম টিকিয়া থাকিতে পারে না। কথিত আছে, এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখেন, কতকগুলি দরবেশ দোজখে, কিন্তু কতকগুলি বাদশাহ্ বেহেশ্‌তে। ইহাতে তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ফেরেশ্‌তাগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সাধারণে যেরূপ অনুমান করে এখানে তাহার বিপরীত দেখিতেছি, ইহার কারণ কি? লোকের বিশ্বাস সংসারে যাহারা বড়লোক, তাহারা পরলোকে নরকে এবং সংসারে যাহারা দরিদ্র তাহারা স্বর্গে যাইবে।" ফেরেশ্‌তাগণ উত্তর করিলেন,—"যে সমস্ত বাদশাহের অন্তঃকরণ ফকিরীর দিকে ছিল—শুধু কর্ত্তব্যের অনুরোধে বাদশাহী করিতেন তাঁহারা পরকালে স্বর্গে যাইবেন; কারণ তাঁহারা অন্তরে ফকির; পক্ষান্তরে যাঁহাদের অন্তর বাদশাহীর দিকে, বিলাসিতার দিকে, এমন ফকিরও পরকালে নরকে যাইবেন।" এই কথাটী মনে রাখিবেন। বাহিরের ফকিরী বা বাদশাহীতে বিশেষ কিছুই যায় আসে না; অন্তর লইয়াই বিচার। যদি সকলেই আমার ন্যায় ফকির হয়, সাধক হয়, তাহা হইলে জগতে নূর নবী মোহম্মদ (দঃ)-প্রবর্ত্তিত ইস্‌লাম

(১) সুফি-সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত একটী পারিভাষিক শব্দ।

টিকিতে পারে কি? কখনই নহে। ন্যায় বিচারক বাদ্‌শাহ্‌গণের কর্ত্তব্য জগতে এবং আখেরাতে সকলের অপেক্ষা অধিক; তাঁহারা শহীদের দর্জ্জা পাইবেন। হজরত তাঁহার পবিত্র হাদিসে ফর্ম্মাইয়াছেন;—"বাদ্‌শাহ্‌গণ খোদা-তালার ছায়া।" এ কথার অর্থ কি? বাদ্‌শাহ্ না থাকিলে জগত এক মূহূর্ত্তও টিকিতে পারে না। দীনদার বাদশাহ্ না থাকিলে জগত হইতে ধর্ম্মের গৌরব ও সৌন্দর্য্য একেবারে উঠিয়া যাইবে; ফকির শুধু আপনার ভাবনা ভাবেন; কিন্তু বাদশাহ্‌কে একটী বিরাট দেশের কোটী কোটী লোকের ভাবনা ভাবিতে হয়। তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, নৈতিক ও আর্থিক উন্নতি সমস্তই দেখিতে হয়। সমগ্র দেশের উন্নতি, অবনতি, সৌভাগ্য, দুর্ভাগ্য অনেকাংশে তাঁহারই উপর নির্ভর করে। যে সমস্ত তাপস নিভৃতে ধ্যান-ধারণা এবং মোরাকেবা মোশাহেদায় জীবন ধন্য করিতেছেন তাঁহারা যদি বাদশাহের সুশাসনে সংরক্ষিত না হইতেন, তাহা হইলে কখনই এরূপ নির্ব্বিঘ্নে ফকিরী করিতে পারিতেন না। সুতরাং বাদশাই দরবেশগণের নিশ্চিন্ত ফকিরীর হেতু। এ ক্ষেত্রে বাদশাহের গৌরব কত অধিক তাহা চিন্তা করুন।"

আওরঙ্গজীব। এই সমস্ত চিন্তা করিয়াই ত দরবেশী খেরকা শরীর হইতে নামাইয়া আবার শাহী লেবাস পরিয়াছি। (১) কিন্তু জনাব, দুনিয়া এমনই ফেরেবময় যে, যতই কেন সৎ হইতে চেষ্টা করি, স্থানবিশেষে কপটতা

---

(১) The young Prince (Aurangzib) returned to carry out his notions of asceticism in a sphere where they were more creditable to his self-denial, and more operative upon the great world in which he was born to work. He was not destined to be a

> 'Deedless dreamer, lazying out a life
> of self-suppression';

his ascetic mind was fated to influence the course of an Empire.

—S. L. Pool's Aurangzib—Page 29.

বা চতুরতা ব্যতীত কার্য্যোদ্ধার হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই ধরুন মীরজুম্লার ব্যাপারে। এক্ষেত্রে হয় আমাকে প্রকাশ্য বিদ্রোহিতা করিতে হইত, অথবা আপনাকে দুর্ব্বলতম করিয়া শত্রু-হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে হইত। এইরূপ কোন কোন ক্ষেত্রে কপটতারূপ পাপানুষ্ঠান ব্যতীত কোন উপায় দেখিতেছি না। এই সমস্ত কার্য্য সম্বন্ধে আপনার মত কি?

সাধক। পাপ চিরদিনই পাপ; কপটতা কোন অবস্থাতেই প্রশংসনীয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। যতদূর সম্ভব মিথ্যা ও কপটতার সংশ্রব এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিবেন।

আওরঙ্গজীব। নিশ্চয়ই চেষ্টা করিব। কিন্তু জনাব, আমার বিশ্বাস, দৃঢ় বিশ্বাস, কার্য্যক্ষেত্রে, বিশেষতঃ কুটিল জটীল রাজনীতি-পথে কপটতার সংশ্রব এড়াইয়া চলা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কপটতা বা মিথ্যা নিন্দনীয় হইলেও সকল অবস্থাতেই যে নিন্দনীয় এ কথা আমি কিছুতেই স্বীকার করিতে পারি না। এ জগত বড় কঠিন স্থান; কুটীল ব্যক্তির সহিত স্থান বিশেষে কুটীলতা ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না। এমন অনেক অনেক ক্ষেত্র আছে যে সমস্ত ক্ষেত্রে কপটতা ও মিথ্যা ব্যবহার সঙ্গত বলিয়া শরিয়ত বা ইস্লামী বিধান শাস্ত্র বৈধ রাখিয়াছে। মনে করুন কতকগুলি দস্যু একজন নিরপরাধ পথিককে হত্যা করিবার জন্য তাহার অনুসরণ করিয়াছে। উক্ত পথিক কোথায় লুকাইয়াছে আমি তাহা অবগত আছি। এ অবস্থায় দস্যুগণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে উক্ত পথিকের সত্য সন্ধান বলিয়া দিয়া তাহার প্রাণনাশের পরোক্ষ কারণ হওয়া কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে। আমি কোন সন্ধান বলিতে অস্বীকার করিলে তাহারা হয় ত আমাকেই হত্যা করিবে। এরূপ ক্ষেত্রে আমি মিথ্যা কথা বলিয়া দস্যুদিগকে বিপথে পরিচালিত করিলে তাহাতে আমার পাপ হইবেনা। আমার কোন সত্য কথা প্রকাশের ফলে যদি দুই ব্যক্তি বা দুই সম্প্রদায়ের ভিতর কলহ ফ্যাসাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ বাধিয়া যায় তবে সে সত্য গোপন করিয়া কপটতার

আশ্রয় লওয়া উচিত। এইরূপ বহু ক্ষেত্র আছে ; সেই সেই স্থানে মিথ্যা বলিলে—শরিয়ত বা ইস্‌লামী বিধান শাস্ত্র অনুসারে এবং সাধারণ বিবেক অনুযায়ী কোন পাপ হইবে না। খোদা শাস্ত্রে ও ইস্‌লাম তত্ত্ববিদ্‌গণের গ্রন্থাবলীতে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে। যাঁহারা অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া বীরের ন্যায় জীবন আহুতি দিতে পারেন, তাঁহারা জগতে নমস্য, আদর্শ মহাপুরুষ সন্দেহ নাই, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে সেরূপ দাঁড়াইবারও উপায় থাকে না, অথবা দাঁড়াইলেও তাহার ফলে অণুমাত্রও লাভ না হইয়া অনর্থক সর্ব্বনাশ ঘটে। যে স্থলে কপটতারূপ পাপানুষ্ঠানের বিনিময়ে যথেষ্ট পুণ্য বা ইস্‌লামের কল্যাণ সাধনের আশা করা যায় সেস্থলে কপটতা নিজে দোষাবহ হইলেও অন্য ঘটনার সমবায়ে দোষনীয় বলিয়া গণ্য নহে। কোন সামান্য পাপের অনুষ্ঠানে যদি প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়, তবে সে পাপ পাপ নহে, অথবা পাপ হইলেও অনুষ্ঠেয়। উদাহরণ স্বরূপ দেখুন, বাদ্য অবৈধ হইলেও রণবাদ্য বৈধ ; কারণ সৈন্যগণের স্ফুর্ত্তি-সঞ্চারের ও উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য এবং শৃঙ্খলা রক্ষার্থে উহার আবশ্যক। সৈন্যদের স্ফুর্ত্তি ও শৃঙ্খলা না থাকিলে যুদ্ধ-জয় কষ্টকর ; যুদ্ধ-জয় না হইলে ইস্‌লাম-রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা অসম্ভব ; ইস্‌লাম রাজশক্তির না হইলে ইস্‌লামের বিরুদ্ধাচারের দমন ও তাহার উন্নতি সাধন অসম্ভব। অতএব বাদ্য অবৈধ হইলেও সৈন্যদের জন্য বৈধ। সমস্ত বিধির এইরূপ ব্যতিক্রম আছে। তাহা কোন কেতাবে লেখা না থাকিলেও প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি নির্ম্মল বিবেকের সহায়ে নিজে বুঝিয়া লইতে পারেন। সংক্ষেপে এই নিয়ম মনে রাখিতে হইবে যেখানে দেখা যাইবে যে একটী সামান্য পাপানুষ্ঠানে প্রভূত পরিমাণে পুণ্যজনক কার্য্য সম্পাদনের সম্ভাবনা আছে, অন্য কোন উপায়ে সে পুণ্যলাভ অসম্ভব—সেই সেই স্থানে সেই পাপ পাপ হইলেও পাপ বলিয়া গণ্য হইবে না।

সাধক। আপনি একজন ইস্‌লাম নীতি বিশারদ্‌ বিখ্যাত আলেম।

আপনার ধর্ম্মবিশ্বাস ও যুক্তি তর্কের ভ্রম প্রদর্শন আমার সাধ্য নহে। তবে সংক্ষেপে আমি এই বুঝি, যেখানে মিথ্যা, যেখানে কপটতা, সেই খানেই মানবের নির্ম্মল আত্মার উপর একটি কালিমার ছাপ লাগিয়া যায়; দুর্ব্বলতার ভারে হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়ে, যেন নরকের অন্ধকার মিথ্যা ও কপটাচারের সঙ্গে সঙ্গেই আত্মার মধ্যে ঘনাইয়া আসে। ইহা একটি প্রত্যক্ষ সত্য। শরিয়ত সর্ব্বসাধারণের অনুষ্ঠেয় ব্যবহার-শাস্ত্র ; সুতরাং শরিয়ত যাহাই বলুক, সে দুর্ব্বল মানবের দুর্ব্বলতার দিকে লক্ষ্য করিয়া ; কিন্তু তাই বলিয়া মানব-আত্মার মূলনীতিরকথনই ব্যতিক্রম নাই। মিথ্যা ও কপটতা যে অবস্থাতেই করা হউক, তাহা মানবের আত্মার উপর কালিমা আনিবেই, তাহা না হইলে কোরানের নীতি মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। তবে আপনার যুক্তি আমি অগ্রাহ্য করিতে পারি না। মিথ্যা বা কপটাচার পাপ হইলেও অন্যঘটনার সমবায়ে তাহা অনুষ্ঠেয় হইতে পারে। আমি সংসারত্যাগী ফকির ব্যক্তি ; কঠোর কার্য্যক্ষেত্র হইতে বহু দূরে অবস্থান করিতেছি। সুতরাং কিরূপ ঘটনাচক্রে পড়িয়া ইস্‌লামের উন্নত শরিয়ত স্থান বিশেষে মিথ্যা কপটাচার বৈধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে তাহা আমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করি নাই। যাহা ইস্‌লামের বিধি তাহার উপরে আমি কোন কথাই বলিতে চাই না। আপনি এক জন আদর্শ অলী, আলেম এবং ব্যবহার শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। আপনাকে উপদেশ দিবার যোগ্যতা আমার নাই।

খোদাতালার নিকট প্রার্থনা, তিনি আপনাকে আদর্শ সম্রাট করুন। কিন্তু দেখিবেন সম্রাট হইয়াও যেন এই ফকিরী ত্যাগ না করেন। ধন-সম্পত্তি, রাজ্য-সম্মান, ক্ষমতা-প্রতাপ, সন্তান-সন্ততি কিছুই যেন আপনাকে আপনার কর্ত্তব্য হইতে—খোদার পথ হইতে বিচ্যুত করিতে না পারে।” (১)

(১) হে বিশ্বাসীগণ, তোমাদের ধন-সম্পত্তি, তোমাদের সন্তান-সন্ততি যেন ঈশ্বরের প্রসঙ্গ হইতে তোমাদিগকে শিথিল না করে এবং যাহাদিগকে ইহা করে, পরে ইহারাই তাহারা যে ক্ষতিগ্রস্ত।—১৬২ পৃষ্ঠা কোরান সরিফ—গিরিশ বাবুর অনুবাদ।

সাধক নিস্তব্ধ হইলেন,—উভয়ে কিছুক্ষণ নীরব। আওরঙ্গজীব ধীরে ধীরে বলিলেন,—জনাব একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব,—আলেমগণ আপনাদিগকে যতই ইস্‌লামের কর্ণধার বলিয়া দাবী করুন না কেন প্রকৃত ইস্‌লাম অলি আল্লাগণের হৃদয় মুকুরে প্রতিফলিত। হুজুর একজন আদর্শ অলী, আদর্শ দরবেশ। তাই অতি সঙ্কোচের সহিত আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি,—ভরসা করি খাদেমকে অকপটে উত্তর দিবেন। অনেক সময় অলী-আল্লাগণের হৃদয়-মুকুরে ভূত ভবিষ্যতের অনেক অজ্ঞাত তত্ত্ব প্রতিফলিত হইতে দেখা যায়। সম্মুখে যে মহাসমরের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে, ইহার পরিণাম কিরূপ হইবে বলিয়া আপনার মনে হয়? এ দাস ধ্বংস হউক, তাহাতে কোন দুঃখ নাই, কিন্তু ইস্‌লামের পতন—অবমাননা এ বান্দা জীবিত থাকিতে দেখিতে অক্ষম। ভারতে ইস্‌লামের ভবিষ্যৎ অবস্থা কিরূপ বলিয়া আপনার মনে হয়?

সাধক গভীরভাবে দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার বদনে বিষাদের কালিমা-রেখা ফুটিয়া উঠিল; তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন,—"ভ্রাতঃ, যদিও গুপ্ত তত্ত্ব প্রকাশ করিতে নিষেধ, তথাপি আপনি উপযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া বলিতে আপত্তি নাই যে, আপনি যে ব্রতে অগ্রসর হইয়াছেন তাহাতে সফলকাম হইবেন। কিন্তু সখে, ভারতে সোণার মোগল সাম্রাজ্য আর বেশী দিন টিকিবে না। অচিরেই দিল্লীতে মুসলমানের সমস্ত ক্ষমতা-প্রতাপ ও গুণ-গরিমার মহা সমাধি হইবে। মোস্‌লেমের বিগত গৌরবস্মৃতি মুক্ত সমীরণ হাহাকার রবে দেশে দেশে বহিয়া বেড়াইবে। প্রকৃত মুসলমান কবরে ও প্রকৃত ইস্‌লাম কেতাবে নিবদ্ধ থাকিবে।"

আওরঙ্গজীব ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হইয়া উঠিলেন। আবেগভরে বলিলেন,—"তবে—তবে কি বান্দার সমস্ত সাধনাই ব্যর্থ হইবে! ভারত হইতে ইস্‌লামের সহস্ত মহিমা-গৌরব বিলুপ্ত হইবে। হা খোদা, তোমার বিধান কি এতই কঠোর!"

সাধক। শাহ্‌জাদা, বিচলিত হইবেন না। মঙ্গলময় খোদা-তালার বিধান চির-মঙ্গলময়, এ কথা দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করুন। মৃত হইতে জীবিত এবং জীবিত হইতে মৃত তাঁহারি মহিমায় আত্ম প্রকাশ করিয়া থাকে। তাঁহারই অখণ্ডনীয় মহিমায় কত জাতি উঠিতেছে—পড়িতেছে; বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কত ভাঙ্গিতেছে, কত গড়িতেছে। আমরা ক্ষুদ্রমতি মানব, এই ভাঙ্গা-গড়ার মহিমা—উদ্দেশ্য কি বুঝিব? বহু শতাব্দীর গভীর নিস্তব্ধতার অচেতনতার পর আবার তিনি ইচ্ছা করিলে কোন জাতিকে জাগাইয়া তুলিতে পারেন। গৌরবোজ্জল গ্রীক্ ও মিসরীয়-গণের এখন কি দশা! বেবিলিয়নের সেই প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাট-গণের অস্তিত্ব এখন কোথায় মিশিয়া আছে! নমরুদ্, ফেরাউন, সাদ্দাদ প্রভৃতি সম্রাটগণের সেই ক্ষমতা-প্রতাপ, বিজয়-আস্ফালন কেমন ভাবে সব থামিয়া গিয়াছে; জগত তাহাদের বিষয় যেন কিছুই জানে না। অনন্ত যুগ হইতে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বুকে করিয়া কাল-প্রবাহ তর তর করিয়া ছুটিয়াছে; তাহার বিচিত্র তরঙ্গ-ভঙ্গে অসংখ্য জলবিম্ব ক্ষণে ক্ষণে আত্মপ্রকাশ করিয়া নিমেষের মধ্যেই আবার মিশিয়া যাইতেছে! এ সমস্ত লীলা-খেলা বুঝিতে মানবের সাধ্য কি? যাহার মহিমায়, যাহাকে কেন্দ্র করিয়া এই সমস্ত লীলা-খেলা ভাঙ্গা-গড়া চলিতেছে; যদি ক্ষুদ্র মানব স্বকীয় সংকীর্ণতার গণ্ডি অতিক্রম করিয়া তাহারই পাশে দাঁড়াইয়া এ সমস্ত দেখিতে পারে—এ সমস্তের স্বরূপ অনুভব করিতে পারে, তাহা হইলে সে দেখিবে এই ওঠা-পড়া, ভাঙ্গা-গড়ার মূল্য কিছুই নহে। এই বিচিত্র লীলাভিনয় পূর্ণ কাল-স্রোতের বহু উর্দ্ধে এমন এক রাজ্য আছে, যে স্থানে কোন পরিবর্ত্তন—কোন বিবর্ত্তন প্রবেশ করিতে পারে না। যে স্থানে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান নাই—প্রত্যক্ষ পরোক্ষ নাই—দূর,নিকট, সমীপ, অন্তরাল নাই! যেখানে সবই নিত্য—সবই অপরিবর্ত্তনীয়। যে স্থানে দৃষ্টি স্থান-কালের সহিত সম্বন্ধাবদ্ধ

নহে, সেই পরাৎপর পরমোন্নত স্থানে যদি আমরা উন্নীত হইতে পারি, তাহা হইলে জগতের কোন পরিবর্ত্তন, পরিবর্ত্তন বলিয়া বোধ হইবে না। নিত্যজ্ঞান লাভ করিয়া আমাদের চিত্ত নিয়ত ভূমানন্দে মত্ত থাকিবে।

আওরঙ্গজীব। জনাব, আপনার কথা বিশ্বাস করিলাম। কিন্তু মন যে প্রবোধ মানে না। রসুলের পবিত্র উন্নত ধর্ম্ম যে ধর্ম্ম জগতে মুক্তির একমাত্র অবলম্বন—সেই ধর্ম্ম জগতে অবমানিত, উপেক্ষিত হইবে—অনাদৃত ও লাঞ্ছিত হইবে—খোদা-তালার মনোনীত দীন ইস্‌লাম জগতে হীনপ্রভ হইয়া থাকিবে, এ খোদা-তালার কেমন বিধান হুজুর?

সাধক। খোদা-তালার ধর্ম্ম খোদা-তালাই রক্ষা করিলেন, সে জন্য আপনি ক্ষুব্ধ বা বিচলিত হইবেন না। আপনি যথাসাধ্য আপনার কর্ত্তব্য করুন; ফলাফল খোদা-তালার হস্তে। তিনি কি উদ্দেশ্যে কি করেন, আমরা ক্ষুদ্র মানব তাহা কি বুঝিব। আমরা কি দেখিতেছি না, জগতে চিরকাল কাফেরী ইস্‌লামের উপর প্রবল হইয়া আসিতেছে। এক এক পয়গম্বর জীবনব্যাপী সাধনায় অল্প লোকই "হেদায়েত" করিতে পারিয়াছেন। এক এক নবীর তিরোধানের পর আবার শীঘ্র শীঘ্র জগত কাফেরীর অন্ধকারে নিবিড় হইরা উঠিয়াছে। পয়গম্বরগণ কাফেরদের হস্তে কতই না লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া আসিয়াছেন। কোন পয়গম্বরকে করাত দিয়া কাফেরগণ দ্বিখণ্ডিত করিয়াছে! আহা, আমাদের রসুলে মক্‌বুলের (দঃ) পবিত্র দেহ কাফেরগণ লোষ্ট্রাঘাতে রক্তাক্ত করিয়াছে! তাঁহার দান্দান মবারক (১) শহীদ করিয়াছে! স্বদেশ হইতে বিতাড়িত করিয়াছে। যাহারা খোদা-তালার অধিক প্রিয় পাত্র তাঁহারাই নানা মসিবতে সমধিক নির্য্যাতিত হইয়া আসিয়াছেন। ইহাতে বিচলিত হইলে চলিবে না। মানব-মন অনন্ত শক্তিতে শক্তি-মান; অনন্তের প্রতিবিম্বে তাহা প্রতিবিম্বিত—উজ্জ্বলিত—পবিত্রীকৃত। সাময়িক তরঙ্গের আঘাতে তাহার বিচলিত হওয়া উচিত

(১) পবিত্র দন্ত

নহে! যদি আমরা অনন্ত কালের বিষয় ধারণা করিতে পারি—তাহা হইলে তুই চারি শতাব্দীর উন্নতি-অবনতি, সম্পদ-বিপদ ত হিসাবের মধ্যেই আসে না। কিন্তু তাই বলিয়া আমাদিগকে সমাজের ও ধর্ম্মের উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা পরিত্যাগ করিলে চলিবে না; জগত কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলায় আবদ্ধ! কাজ করিতে হইবে, তবে সুফলের আশা করা যাইবে।"

সাধক নীরব হইলেন; আওরঙ্গজীব কোন কথা বলিলেন না। গুরুতর চিন্তাভারে তাঁহার মন অবসন্ন হইয়া আসিল।

সাধক পুনরায় আরম্ভ করিলেন,—"দেখুন, কয়েকটী কথা আপনাকে বলিব; যদি আমাদিগকে আবার ইস্‌লামকে জাগাইতে হয়, তাহা হইলে যে আদর্শ লইয়া ইস্‌লাম একদিন উঠিয়াছিল, সেই আদর্শেই আমাদিগকে আবার চলিতে হইবে। আমি বহুদিন হইতে দেখিতেছি, ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি-মূল শিথিল হইয়া গিয়াছে। যে শৌর্য্য-প্রতাপ লইয়া মুসলমান এ দেশে আসিয়াছিলেন, তাহা আর নাই! সে ইমানের জোর আর নাই। সম্রাট আক্‌বর বিশ্ব বিশ্রুত দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া কি কীর্ত্তিই না করিলেন। হিন্দুদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তিনি প্রকারান্তরে হিন্দু সাজিলেন—দীন ইস্‌লামের লাঞ্ছনার একশেষ করিলেন। প্রকাশ্যভবে সূর্য্যপূজা ও অগ্নি-পূজা আরম্ভ হইল। পাপিষ্ঠ, ব্রাহ্মণের অনুকরণে পৈতা ধারণ করিতে, কপালে তিলক কাটিতে আরম্ভ করিলেন। মানব হইয়া মানব কর্ত্তৃক "সেজদা" আদায় করিয়া শেরেকীর চূড়ান্ত করিলেন। হায় হায়! রসুলের ধর্ম্ম উপেক্ষা করিয়া "দীনে এলাহী" নামে নূতন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া জাহান্নামের পথ পরিষ্কার করিলেন। হিন্দুদিগকে সন্তুষ্ট ও বাধ্য করিবার জন্য হিন্দু মহিলার পাণি-গ্রহণ-প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া পবিত্র মুসলমান-শোণিত কলঙ্কিত করিলেন। ইহারই ফলে যে জগত-পূজ্য মোগল বংশ ধীরে ধীরে হীনবীর্য্য, বিলাসব্যসনাসক্ত হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে, ইহা

নিশ্চয়। ধর্ম্ম-জ্ঞানহীন আক্‌বর সংসারকে—রাজত্বকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাহার ফলে আপাততঃ উন্নতি বেশ দেখা গিয়াছিল বটে. কিন্তু স্থায়ীভাবে ধ্বংসের বীজ উপ্ত হইল।

ইস্‌লামের সেই মহান আদর্শ কি আজ মোস্‌লেম-জগত ভুলিয়া গিয়াছে? যে দিন করে অসি ও কটিদেশে খর্জ্জুর বাঁধিয়া আরবের শুষ্ক মরুর মধ্য দিয়া আল্লাহো আকবর রবে দিগন্ত কাঁপাইতে কাঁপাইতে মুসলমানগণ দিগ্বিজয়ে দূর দূরান্তরে ছুটিয়া যাইত, সেই গৌরবোজ্জ্বল যুগের মহান আদর্শ কি আজ মুসলমান ভুলিয়া গিয়াছে? যে দিন বিরাট মোস্‌লেম সাম্রাজ্যের মহামান্য খলিফা সামান্য ইষ্টক খণ্ড শিয়রে দিয়া বৃক্ষতলে নিদ্রা যাইতে কুণ্ঠিত হইতেন না, যে দিন তাঁহাদের সেই দীনতার মহিমাদীপ্তিপ্রভাবে নিখিল জগত উজ্জ্বল হইয়া উঠিত—বিষম বিভীষিকায় মহাপ্রাণ অভিজ্ঞ রোমীয় দূতের হৃদয়ও থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিত—সে দিনের সেই গৌরবময় আদর্শ আজ কি মুসলমান ভুলিয়া গিয়াছে? বেশী দিনের কথা নহে—এই মোগল সাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা মহামতি বাবর শাহ্ যে দিন ভারতে আসিয়াছিলেন, তখন ভারতের এমন কোন নদী তাঁহার সম্মুখে পড়ে নাই যাহা তিনি সাঁতরাইয়া পার হন নাই; এমন কোন সাধারণ সৈনিকের কাজ নাই, যাহা তিনি নিজে করিতেন না। তাঁহার দৃষ্টান্তে তাঁহার সমগ্র সৈন্য পরিচালিত হইত। সেই উজ্জ্বল আদর্শ আজ কি গৌরবান্ধ মোগল বাদশাগণ ভুলিয়া গিয়াছেন? হায় আক্ষেপ, আজ সেনাপতিগণ রেশমী ঝালর-মণ্ডিত পাল্কীতে চড়িয়া বহুমূল্য মণি-মাণিক্যখচিত কৌষেয় বাসে সুসজ্জিত হইয়া যুদ্ধ করিতে যান! আজ ইস্‌লাম-শাস্ত্র-বিগর্হিত নৃত্যগীতে মোস্‌লেম রাজপুরী এমন কি যুদ্ধক্ষেত্রও আমোদিত—মুখরিত। আজ হাব-ভাব-বিলাসিতা নবীনা নর্ত্তকীকুলের বিলাসলীলার তরঙ্গাভিঘাতে সোণার মোগল সাম্রাজ্য চূর্ণপ্রায়—অন্তঃসারশূন্য। জ্ঞান-চর্চ্চা, শাস্ত্র-চর্চ্চা, শস্ত্র-চর্চ্চা, জাতীয় উন্নতি লাভের একমাত্র উপায়; তাহা বিলাস-বিষে আজ

অবসন্ন। সম্রাট হইতে আমীর-ওমরা এমন কি সামান্য গৃহস্থ পর্য্যন্ত এই ভাবে বিভোর—এই নেশায় উন্মত্ত। ইহাতে ভবিষ্যত আশা কি আছে শাহাজাদা? (১) ভ্রাতঃ, অন্তশ্চক্ষু প্রসারিত করিয়া ঐ দেখ—তোমার শত্রুগণ—ইস্‌লামের শত্রুগণ ধীরে ধীরে মাথা তুলিতেছে। তাহারা পরিশ্রমী, দক্ষ, কষ্টসহ—বিলাস-বিষ তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে নাই! ঐ দেখ মহারাষ্ট্র সৈন্যগণ,—তাহারা বজ্রের ন্যায় দৃঢ়। তাহাদের যত দোষ থাক, তাহারা কষ্টসহ, ক্ষিপ্র—তাহারা রাত্রিতেও অশ্বের উপর নিদ্রা যায়। ঐ দেখ ইউরোপীয় বণিকগণ ধীরে ধীরে এ দেশে কেমন প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছে! কোথায় তাহাদের গৃহ, আর কোন্ দেশে আসিয়া তাহারা কত কাণ্ড করিতেছে! ব্যবসায় বাণিজ্যে তাহারা জগতের ধন লুণ্ঠন করিতেছে। ধীরে ধীরে তাহারা আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের সঙ্গে রাজনীতি ক্ষেত্রে অধিকার লাভের চেষ্টা করিতেছে। ঐ দেখ আজ রাজপুত জাতি মোগল সাম্রাজ্যের প্রধান স্তম্ভ! তাহারা ধীরে ধীরে মোসলেম সিংহাসনের উপর কি বিরাট প্রভাব বিস্তার করিতেছে। আজ যদি আপনি তাহাদের কোন অন্যায় অত্যাচার দমন করিতে যান, দেখিবেন, আপনাকে কত দূর বিপন্ন হইতে হইবে। কোন অধীন জাতিকে বা অধীন ব্যক্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া খুব সহজ; ইহাতে চারি দিকেই বেশ বাহবা পাওয়া যায়। কিন্তু যখন তাহাকে শাসন করা দরকার হইয়া পড়ে, তখন এই প্রশ্রয়ের বিষময় ফল মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভূত হইয়া থাকে। একবার অনুগ্রহ করিয়া যে অধিকার দেওয়া যায়, পরে সেই অধিকারের অপব্যবহার হইয়া থাকে; পদতলেই যাহার উপযুক্ত স্থান তাহাকে

(১) Babar, the founder of the empire, had swum every river which he met with during thirty years campaigning; the luxurious nobles around the youthful Aurangzib wore skirts made of innumerable folds of the finest white muslim and went to war in palankins. The rough breath of their high-land birth-place was, changed ... sickly essences.—Aurangzib. S L. pool.—page 19.

মাথায় তুলিলে সে তখন মস্তকে পদাঘাত করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। আরব্য উপন্যাসের সেই দৈত্যের মত তাহাকে মাথা হইতে নামান আর সহজ হয় না। বরং তাহার নির্ম্মম পেষণে তখন জীবন বাহির হইবার উপক্রম হয়।

জনাব! নিশ্চয় জানিবেন, জগতে ধর্ম্মবল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বল—ইমানের শক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তি। মুসলমান এই ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া উঠিয়াছে, আবার এই ধর্ম্মকে ছাড়িয়া সে এখন পড়িতেছে। মুসলমানের প্রাথমিক যুগে প্রতি দশজন কাফেরকে দমন করিবার জন্য একজন মুসলমানই যথেষ্ট ছিল। এমন কি সেই এরমুক সমরে ষষ্টি সহস্র কাফের সৈন্যকে ষাট জন মাত্র মুসলমান পরাস্ত ও বিধ্বস্ত করিয়াছিল। সে কোন্ শক্তিতে? তারপর মুসলমান যখন ক্রমে ধর্ম্মে পতিত হইয়া দুর্ব্বল হইল, তখনও প্রতি দুই জন কাফেরের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে এক জন মুসলমানই যথেষ্ট, এইরূপ ব্যবস্থা হইল। (১) আরবের উষর

---

(১) যদি তোমাদের বিশজন সহিষ্ণু লোক থাকে,—তাহারা দুই শত ব্যক্তির উপর জয়ী হইবে এবং যদি তোমাদের জন্য এক শত থাকে,—যাহারা কাফের হইয়াছে তাহাদের সহস্র জনের উপর জয়ী হইবে; যে হেতু তাহারা (এমন) এক দল যে জ্ঞান রাখে না। ৫৬

এক্ষণে ঈশ্বর তোমাদের (ভার) লঘু করিলেন এবং জানিলেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্ব্বলতা আছে, অনন্তর যদি তোমাদের এক শত লোক হয়, দুই শতের উপর জয়ী হইবে এবং যদি তোমাদের সহস্র লোক হয়, দুই সহস্রের উপর ঈশ্বরের আজ্ঞায় জয়ী হইবে এবং ঈশ্বরের সহিষ্ণুদিগের সঙ্গী হন। ৬৬

—কোরাণ শরিফ—সুরা আনফাল—গিরিশ বাবুর অনুবাদ।

পূর্ব্ববর্ত্তী মুসলমানেরা পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন; তাঁহাদের প্রতি আদেশ হইয়াছিল যে আপন অপেক্ষা দশ গুণ অধিক কাফেরের সঙ্গে তাহারা যেন সংগ্রাম করেন। তৎপরবর্ত্তী মুসলমানেরা তদ্বিষয়ে এক পদ খর্ব্ব ছিলেন; তখন এই আদেশ হয় যে, দ্বিগুণের সঙ্গে যেন যুদ্ধ করে; এই আজ্ঞা এখনো বর্ত্তমান। কিন্তু দ্বিগুণ

মরুতে যে স্ফুলিঙ্গ এক দিন জ্বলিয়াছিল, তাহা এখনো একেবারে নিবে নাই; কিন্তু ক্রমেই তাহা নির্ব্বানোন্মুখ হইয়া আসিতেছে। খোদা না করুন, হয় ত অচিরে সব ভস্মে পরিণত হইয়া যাইবে। যাহাদের ইমান দৃঢ়, অটুট—এক খোদা যাহাদের লক্ষ্য, জগতের কোন তরঙ্গে যাহারা বিচলিত নহে, যাহাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রতিনিয়ত ঐশ্বরিক শক্তি বিদ্যুৎ-প্রবাহের ন্যায় সঞ্চারিত হইতেছে, তাহাদের আত্মার অসীম শক্তির সমক্ষে জগতে সকলেই মাথা নত করিতে বাধ্য হয়; দৈত্য-দানব ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে; তাহারা সর্ব্বত্র অজেয়। প্রকৃত মুসলমান হইতে হইলে আমাদিগকে আবার এইরূপই হইতে হইবে। তবেই আমাদের রাজ্য, সম্মান জগতে অক্ষুণ্ণ থাকিবে। (১)

যখন যে জাতির মধ্যে ভাটা পড়ে, সে অধোগতির বেগ কিছুতেই সহজে ফিরান যায় না। তজ্জন্য অনেকগুলি মহাপ্রাণ ব্যক্তিকে আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে। বন্ধুবর বিচলিত হইবেন না, খোদা-তালার দয়ায় নিরাশ হইবেন না, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কর্ম্ম-সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়ুন—খোদা-তালা আপনার কল্যাণ করিবেন।

আওরঙ্গজীব উৎসাহের সহিত বলিলেন,—"এ বান্দার জীবন কোরবান করিয়াও যদি বিন্দুমাত্র ইস্‌লামের সেবা হয়, সমাজের কল্যাণ সাধিত হয়, বান্দা তাহাতে প্রতিনিয়ত প্রস্তুত থাকিবে। আমি

অপেক্ষা অধিক লোককে আক্রমণ করিলে অধিক পুরস্কার। হজরতের সময় এক সহস্র মুসলমান অশীতি সহস্র কাফেরের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারিত।

—কোরান সরিফ—তফসিরে কাদেরী—গিরিশ বাবুর অনুবাদ—পৃষ্ঠা ১২১।

(১) ঈশ্বর অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, তোমাদের মধ্যে যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম্ম সকল করিয়াছে, ভূতলে তিনি তাহাদিগকে অবশ্য রাজ্যাধিপতি করিবেন।

—কোরান শরিফ—পৃঃ ৪৪২, গিরিশ বাবুর অনুবাদ।

খোদা-তালাকে সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, জীবনের সুখ-শান্তি, হৃদয়ের স্নেহ-প্রীতি, আশা-আকাঙ্ক্ষা—আমার সকল—আমার সর্ব্বস্ব—আমার এই ক্ষুদ্র, ঘৃণ্য জীবন—সমস্তই আমি ইস্‌লামের পথে উৎসর্গ করিব। (১) কোনরূপ বিলাস-ভোগ বা আমোদ-প্রমোদের প্রশ্রয় দিব না, মুসলমানের যেরূপ হওয়া দরকার—মুসলমান হইতে গেলে, হজরতের প্রকৃত ওম্মত হইতে গেলে, যাহা কিছু আবশ্যক আমি তাহার কিছুতেই ত্রুটি করিব না। ইস্‌লামের প্রত্যেক বিধান বর্ণে বর্ণে পালন করিব। প্রকাশ্যে এবং গোপনে সর্ব্বতোভাবে খোদা-তালার নির্দ্দিষ্ট পথে চলিব, তজ্জন্য জগতের কাহাকেও ভ্রুক্ষেপ করিব না। যদি খোদা-তালা কখনও আমাকে সুযোগ দেন, আমি ইন্‌শা আল্লা ভারতবর্ষে ইস্‌লামকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া তুলিব। যে বিলাস-স্রোতে মোগল সাম্রাজ্য ভাসিয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছে, আমি তাহা সম্পূর্ণরূপে রহিত করিব।" (২)

(১) "Aurangzib was first and last, a stern Puritan. Nothing in life—neither throne, nor love, nor ease—weighed for an instant in his mind against his fealty to principles of Islam."

S. L. Pool's Aurangzib—Page 64-65.

আওরঙ্গজীব অক্ষরে অক্ষরে এই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তিনি এমামে আজম হজরত আবু হানিফার মজহাব অবলম্বী। জীবনে তিনি ইস্‌লামের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ নাই। তিনি পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ যথানিয়মে জামাতে মসজেদে আদায় করিতেন। তদ্ব্যতীত অনেক সময় গোপনে মোরাকেবা মোশাহেদায় অতিবাহিত করিতেন। প্রত্যহ রাত্রিতে কোরান শরিফ, হাদিস তফসির ও ফেকা শাস্ত্রের আলোচনায় বহু ঘণ্টা অতিবাহিত করিতেন; রমজানের মাস ব্যতীতও তিনি প্রতি বৃহস্পতি শুক্রবারে এবং সপ্তাহের অন্যান্য দিবসে রোজা রাখিতেন। শুক্রবারের রাত্রি, রমজানের শেষ দশ রাত্রি এবং অন্যান্য পবিত্র রাত্রিসমূহ তিনি জাগরণে ও ঈশ্বর আরাধনায় কাটাইয়া দিতেন। কোরান শরিফ লিখিয়া এবং টুপি সেলাই করিয়া তলব্ধ অর্থে তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। সেই অর্থেই তাঁহার কাফন হইয়াছিল। তিনি রাজ্যের

সাধক। জনাব! যে স্রোত দীর্ঘকাল হইতে অব্যাহতভাবে চলিয়া আসিতেছে, তাহার গতি ফিরান আপনার পক্ষে সহজ হইবে না। ইহাতে অধিকাংশ লোকই আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে—ক্ষেপিয়া উঠিবে। (১)

আওরঙ্গজীব। আমি স্বীয় বিবেক অনুসারে কার্য্য করিব—খোদা-তালার দিকে চাহিয়া কার্য্য করিব, তাহাতে জগতের কাহারো অসন্তোষে, কাহারো বিরুদ্ধাচারে, কাহারো ভ্রূভঙ্গে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইব না। এই চেষ্টায় ছার আওরঙ্গজীবের জীবন উৎসর্গিত হউক তাহাতে দুঃখ নাই। জনাব, দোয়া করিবেন যেন খোদা-তালা এ বান্দাকে তাহার পথে পরিচালিত করেন।

রজনী প্রভাত হইয়া আসিল। আওরঙ্গজীব সাধকের সহিত একত্রে ফজরের নামাজ পড়িয়া ও তাঁহার আশীর্ব্বাদ লইয়া বিদায় হইলেন।

একটী পয়সাও নিজের প্রয়োজনে গ্রহণ করিতেন না। ধর্ম্মের বিরুদ্ধ কোন পরিচ্ছদ বা তৈজস-পত্রাদি তিনি জীবনে কখনই ব্যবহার করেন নাই।

—S. L. Pool's Aurangzib—Chapter III.

(১) বাস্তবিক পক্ষে এই কারণেই আওরঙ্গজীব অনেকের অপ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন।

"He (Aurangzib) must have been fully conscious of the dangerous path he was pursuing and well aware that to run a tilt against every Hindu sentiment, to alienate his Persian adherents, the flower of his general staff, by deliberate opposition to their cherished ideas, and to disgust his nobles by suppressing the luxury of a jovial Court, was to invite revolution. Yet he chose this course, and adhered to it."

—S. L. Prool's Aurangzib—Page 70,

একবিংশ পরিচ্ছেদ

মোগল সাম্রাজ্যের মহা রাজধানী আগরা নগরীর চারিদিকে সাজ সাজ রব উঠিয়াছে। ভ্রাতৃযুগলকে দমন করিবার জন্য স্বয়ং শাহ্‌জাদা দারা সুসজ্জিত হইতেছেন।

চারিদিকে যেখানে যত বড় সৈন্য সেনাপতি ছিল সকলের তলব হইল। হস্তী-অশ্ব-বীর-পদভরে যেন মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিল। নির্দ্দিষ্ট দিনে মহা ধুমধামে রণবাদ্যে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত ও নিনাদিত করিয়া দারা সসৈন্যে দাক্ষিণাত্য অভিমুখে অভিযান করিলেন।

দারা সেই বিরাট বাহিনীর মধ্যস্থলে পর্ব্বত প্রমাণ বিরাট হস্তী-পৃষ্ঠে রত্ন-বিভূষিত নানা কারুকার্য্য-খচিত সুবর্ণ হাওদায় সমাসীন; তাঁহার চতুঃষ্পার্শ্বে বিচিত্র রঙ্গের রেশমী ঝালরসমূহ অপূর্ব্ব ঝলকে দিঙ্মণ্ডল যেন উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছিল। তাঁহার চতুঃপার্শ্বে সাম্রাজ্যের স্তম্ভ স্বরূপ আমীর-ওমরাগণ তাঁহাদের অভিনব বেশ-ভূষায় সজ্জিত। যাঁহারা মোগল-সাম্রাজ্যের রীতি-নীতির সংবাদ রাখেন, তাঁহারা রাজ-কর্ম্ম-চারীদিগের পরিহিত খেলাত আমামা ইত্যাদি দেখিয়াই বলিয়া দিতে পারেন, কাহার পদগৌরব কিরূপ। তাঁহাদের অনেকের ক্ষমতা-গৌরব অনেক স্বাধীন ভূপতি অপেক্ষাও অধিক।

সম্মুখে পঞ্চাশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের বিপুল পদভরে যেন ধরণী টলটলায়মান। পশ্চাতে বন্দুকধারী, বর্ষাধারী, তীরন্দাজ, গোলন্দাজ ও বরকন্দাজগণের বিপুল সমারোহ। থাকিয়া থাকিয়া অশনি-মন্দ্রে কামান ধ্বনিত হইয়া মহামতি দারা শেকোর বিপুল সৈন্য-বলের পরিচয় দিতেছিল।

দারা শেকোর সৈন্যদল সঙ্কেত-সূচক বাদ্যধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে

সুশৃঙ্খলভাবে গমন আরম্ভ করিল। সে কি মোহন দৃশ্য! পঞ্চাশ হাজার অশ্ব একই তালে পা ফেলিতেছে, উঠাইতেছে। তাহার উপরিস্থিত আরোহী সৈন্যগণ একই ভাবে চলিতেছে—বিপুল পদাতিক সৈন্যদলের সমগ্র দেহ একই ভাবে আন্দোলিত হইতেছে—যেন ছায়াবাজির পুতুলের ন্যায় তালে তালে নাচিতেছে। সঙ্গীন-চূড়া সচল কণ্টক বনের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে অগ্রসর হইতেছে—যেন অনিল-হিল্লোলে এই বিশাল অনিকিনী সাগর-তরঙ্গের ন্যায় প্রতিনিয়ত আন্দোলিত হইতে হইতে অগ্রসর হইতেছে। পশ্চাতে রণবাদ্য দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত করিয়া মধুর নাদে তালে তালে বাদিত হইতেছে! বাদ্যধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকের হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে উৎসাহের বাজনা বাজিয়া উঠিতেছে। সংগ্রামের সমস্ত বিভীষিকা—সমস্ত আশঙ্কা সেই বাদ্য-ধ্বনির সহিত যেন বিলীন হইয়া যাইতেছে।

পশ্চাতে চেহল ছতুন প্রাসাদে বৃদ্ধ শাহ্‌জাহান কতই না উদ্বেগ ও আশঙ্কার সহিত তাঁহার রোগ-শীর্ণ দেহখানি যষ্টির উপর বিন্যস্ত করিয়া এই অভিযান-দৃশ্য নির্ণিমিষ-নেত্রে দেখিতেছিলেন। হায়, তাঁহার সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত আশা ব্যর্থ হইল। ভাই হইয়া ভাইয়ের রক্ত-পিপাসায় এই সমর অভিযান। তিনি দারাকে এত বুঝাইলেন, তাহার কোনই ফল হইল না। তাঁহার কোন উপদেশ শাহ্‌জাদা কাণে তুলিলেন না। সম্রাট শাহ্‌জাহান তখন দিব্য চক্ষে দেখিতেছিলেন, এই যুদ্ধে দারার সর্ব্বনাশ হইবে। কে যেন তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছিল,—দারার সহিত এই শেষ বিদায়—জগতে তাহার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হইবে না। আবেগ-ভরে বৃদ্ধের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া আসিল। যখন দারার সৈন্যদল আর দেখা গেল না, তখন শাহ্‌জাহান পশ্চিমাভিমুখী হইয়া দুই হাত তুলিয়া সুরা ফাতেহা পড়িয়া

খোদা-তালার দরগায় দারার যাহাতে কোন বিপদ না ঘটে, যাহাতে ভালয় ভালয় এই দারুণ সমরের অবসান হয়, তাহার জন্য প্রার্থনা করিলেন !

দারার সৈন্যদল ২২শে মার্চ্চ তারিখে ঢোলপুরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সম্মুখে চাম্বলা নদী ধীর-প্রবাহে আরব সাগরে প্রবাহিত হইতেছে—আগ্রা হইতে যে শাহী রাস্তা বরাবর দাক্ষিণাপথে গিয়াছে, সেই রাস্তার নিকটবর্ত্তী চাম্বলা নদীর তীর-ভুমি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কামান সমুহ দ্বারা সুরক্ষিত করা হইল, যাহাতে আওরঙ্গজীবের সৈন্য ঐ পথে নদী পার হইবার চেষ্টা করিবামাত্রই পতঙ্গের মত ভস্মীভূত হইতে পারে। ঢোলপুরের উভয় পার্শ্বে চাম্বলার তীর দিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত শাহী সৈন্যের কঠোর পাহারা চলিল। যে যে স্থানে জল কম ছিল, সেই সেই স্থান সৈন্য ও কামান দ্বারা অনতিক্রম্য করিয়া তুলা হইল। চাম্বলা নদীর সমুদয় খেয়া-নৌকা সরকার হইতে আটক করা হইল, যাহাতে কেহই পারাপার না হইতে পারে। এইরূপ কঠোর ব্যবস্থা করিয়া দারা নিশ্চিতভাবে বুঝিতে পারিলেন যে, এখন চাম্বলা নদী অতিক্রম করা আওরঙ্গজীবের পক্ষে অসম্ভব হইবে। এই ভাবে কিছু দিন অপেক্ষা করিলেই সোলেমান সেকো সসৈন্যে বাঙ্গালা হইতে তাঁহার সহিত আসিয়া মিলিত হইবার সুযোগ পাইবে তখন আওরঙ্গজীবকে পরাস্ত ও বিধ্বস্ত করা একান্ত সহজ হইবে।

চতুর আওরঙ্গজীবও দারার এই অভিপ্রায় সহজেই বুঝিতে পারিলেন। কোথাও নদী পার হইবার সুবিধা আছে কি না, এই সন্ধান জানিবার জন্য চতুর্দ্দিকে গুপ্তচরসমুহ প্রেরিত হইল। স্থানীয় জমিদারগণের নিকটেও অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। অবশেষে তিনি জানিতে পারিলেন যে, বহু দূরে মালবের অনতিক্রম্য নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে একটী স্থান আছে, তথায় চাম্বলা নদীর জল একান্ত কম ; এমন

কি সৈন্যগণ হাটিয়া পার হইতে পারে। দারা সে স্থানটীর সন্ধান পান নাই—সুতরাং উহা অরক্ষিত আছে। আওরঙ্গজীবের কঠোর আদেশে তখনই একদল অতি দ্রুত অশ্বারোহী সৈন্য সেই স্থান অধিকার করিবার জন্য যাত্রা করিল।

পর দিন আওরঙ্গজীব তাঁহার সমগ্র সৈন্যদলের সহিত দ্রুত গতিতে সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; আজ তাঁহার আহার-নিদ্রা নাই; দিবা-রাত্রি জ্ঞান নাই। তিনি আকাশে কি পাতালে আছেন সে খেয়াল নাই—তাঁহার এক মাত্র লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়া চাম্বলা অতিক্রম করা। আজ তিনি আর সমস্তই ভুলিয়াছেন,—আজ তাঁহার সঙ্কল্প বজ্র অপেক্ষা কঠোর—তাঁহার গতি কালের গতির ন্যায় অপ্রতিহত।

প্রধান গোলন্দাজ নক্ষত্রবেগে অশ্ব ছুটাইয়া আসিয়া নিবেদন করিলেন,—"হুজুর আর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব! সম্মুখে বিপুল প্রান্তর—কোথাও বারি-বিন্দুর চিহ্নমাত্র নাই; চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়, স্থানে স্থানে বিষম গুহা, তাহার ভিতরে পড়িলে আর উদ্ধারের উপায় নাই! এ স্থানে কখনও কোন মানুষের সমাগম হয় নাই, সুতরাং পথের চিহ্ন মাত্রও নাই! সর্প-ভল্লুক ইত্যাদি প্রতিনিয়ত সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতেছে। স্থানে স্থানে বিষাক্ত লতিকা—শরীরে লাগিলে জীবন সংশয়াপন্ন হইয়া উঠে। নিদারুণ তৃষ্ণায় বহু লোক ছটফট করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে—অনেকে আসন্ন মৃত্যুর অবস্থায়, উপনীত। হস্তী অশ্ব, গর্দ্দভ আর চলিতে অক্ষম; সমস্ত সৈন্যই অবসন্ন। অতএব নিবেদন কিছু ক্ষণ এই স্থানে বিশ্রাম করিয়া জলের অন্বেষণ করুন। নিকটে জল আছে এরূপ সন্ধান পাইয়াছি।

"অসম্ভব! সম্পূর্ণ অসম্ভব!!" আওরঙ্গজীব গম্ভীরভাবে উত্তর

দিলেন,—"আজ এই যে আমরা অগ্রসর হইতেছি, যতক্ষণ না নদী অতিক্রম করিতে পারিব, ততক্ষণ এ গতি আর ফিরিবে না। যাহা হইবার হউক—নদী পার হইয়া কি হইয়াছে তাহা দেখিব—তাহার পূর্ব্বে নহে! তাহার পূর্ব্বে আর কোন দিকেই লক্ষ্য করিলে চলিবে না! এখন অগ্রগমন—কেবল অগ্রগমন! এখন আর কোন কথা নাই—কোন কার্য্য নাই—কোন বিবেচনা করিবার বা অন্য কোন দিকে ক্ষণমাত্র মনোযোগ দিবারও আর অবসর নাই! গুলি যেমন বন্দুক হইতে বাহির হইয়া লক্ষ্য-স্থানে ধাবিত হয়—কোন দিকে চাহে না—কোন বিবেচনা করে না—আমাদিগকেও এখন তেমনি করিতে হইবে। অগ্রগতি,—কেবল অগ্রগতি! সমস্ত বাধা-বিঘ্ন চরণে দলিয়া এখন আমাদিগকে ছুটিতে হইবে।"

গোলন্দাজ সেনাপতি অপ্রতিভ হইয়া কুর্ণিশ করিয়া চলিয়া গেলেন। আওরঙ্গজীব পূর্ব্ববৎ তাঁহার সমগ্র বাহিনীসহ অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

কিছু ক্ষণ পরে সেনাপতি জেহান খান সভয়ে কুর্ণিশ করিয়া বলিলেন—"জনাব, প্রায় চারি সহস্র সৈন্য ইতি মধ্যে দারুণ তৃষ্ণায় ও পথক্লান্তিতে গতাসু হইয়াছে। আহা, তাহাদের মৃত দেহ অসমাহিত অবস্থায় ফেলিয়া আসা হইয়াছে। আর অগ্রগতি অসম্ভব। নিকটেই জল পাইবার সম্ভাবনা আছে—অতএব কিছু সময় বিশ্রাম প্রার্থনা।"

আওরঙ্গজীব সরোষে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—"সেনাপতি, বিশ্রামের কাল এখন নহে। চাম্বলা নদী অতিক্রম করিয়া তবে বিশ্রাম। আমাদের যত ক্ষতি হইবার হউক, এখন কিছুই দেখিবার দরকার নাই। আজ আমাদের জীবন পণ—"কর্ত্তব্য সাধন কিংবা শরীর পতন।" সেনাপতি, নিশ্চয় জানিবেন, এখনকার এক বিন্দু অবসাদ—এক বিন্দু

শিথিলতা ঘোর সর্ব্বনাশের কারণ হইবে। এখন যাহারা মরিতেছে, তাহাদিগকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিলে আমাদিগের সকলকেই মরিতে হইবে। সমস্ত উদ্দেশ্য পণ্ড হইবে। একটু অপেক্ষা করুন, সমস্তই দেখিব। আপাততঃ আর কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ করিবেন না। চাম্বলা পার হইবার পূর্ব্বে আমি কোন কথাই শুনিতে চাহি না।"

সেই জনশূন্য সহস্র বিপদসঙ্কুল স্থানে দ্বিগুণ বেগে গমন করিয়া আওরঙ্গজীব সসৈন্যে চাম্বলা নদী অতিক্রম করিলেন। দারা তখনো চিন্তিত। তিনি কল্পনা করিতে পারেন নাই যে, আওরঙ্গজীব এত শীঘ্র, এত সহজে তাঁহার সমস্ত চেষ্টা—সমস্ত বন্দোবস্ত— সমস্ত সুবিধা পণ্ড করিয়া দিবেন। আওরঙ্গজীব তাঁহার পাঁচ সহস্র অনুচরের জীবন উৎসর্গ করিয়া যে বিজয়—যে সুবিধা লাভ করিলেন, তাহা তাঁহাকে ভবিষ্যতের জন্য অজেয় করিয়া তুলিল। (১)

---

(1) "The path was rough, the soldiers underwent much hardship before arriving at the ford ; and on the way nearly 5000 men died of thirst,"—these last being probably camp-foll. wers. But Aurangzib's un-relenting firmness overcame every obstacle and carried the army through, regardless of loss. The military advantage of the movement compensated for the heavy death list, equal to that of a pitched battle. By one stroke he had turned the enemy's position and rendered Dara's elaborate trenches and batteries useless. The road to Agra now lay open before him.

—History of Aurangzib II—P. 29-30.

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

সোমগড়ের বিস্তীর্ণ প্রান্তর। বহুদূর পর্য্যন্ত বৃক্ষাদির চিহ্ন মাত্র নাই। প্রকৃতি গভীর নিস্তব্ধ, রজনী দ্বিপ্রহর—চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার।

এই বিস্তীর্ণ প্রান্তরের দুইদিকে দুইটি প্রকাণ্ড শাহী শিবিরের উন্নত শীর্ষ গগন ভেদ করিয়া উৰ্দ্ধে উঠিয়াছে। দারা ও আরঙ্গজীব বহুদিন পরে হৃদয়ের প্রদীপ্ত রোষানল লইয়া পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছেন। উভয় শিবিরের চতুষ্পার্শ্বে পঞ্চ সহস্রাধিক ক্ষুদ্র বৃহৎ ছাউনী—যেন দুইটী প্রকাণ্ড নগর আলাউদ্দীনের আশ্চর্য্য প্রদীপ প্রভাবে এ স্থানে সহসা আবির্ভূত হইয়াছে। শিবিরের অভ্যন্তরে সহস্র সহস্র সৈন্য, হস্তী, অশ্ব ইত্যাদি সুপ্তির কোমল ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করিতেছে। হায়, অনেকের এই বিশ্রামই জীবনের শেষ বিশ্রাম। প্রভাতে যখন রণভেরী বাজিয়া উঠিবে—প্রলয়ঙ্কর কামানসমূহ গর্জ্জন করিয়া উঠিবে—তখন কাহার অদৃষ্টে কি ঘটিবে কে জানে? এই সোমগড়ের উন্মুক্ত প্রান্তরে যে কত সহস্র হতভাগ্যের চির সমাধি রচিত হইবে তাহা কে বলিতে পারে?

দারা শেকো তাঁহার রাজকীয় চিহ্নের বিশেষ নিদর্শন-জ্ঞাপক লোহিত শিবিরে নিস্তব্ধভাবে চিন্তায় নিমগ্ন। তিনি ভাবিতেছিলেন,—"ভবিষ্যতে কি ঘটিবে কে জানে! আওরঙ্গজীব যে এমন ভাবে ফাঁকি দিবে, ধূর্ত্ত শৃগালের ন্যায় অলক্ষ্যে চাম্বলা পার হইরা আমার সম্মুখীন হইতে পারিবে তাহা ত স্বপ্নেও ভাবি নাই। হায়, আমার সমস্ত সঙ্কল্প ব্যর্থ হইল। আমি যে সমস্ত প্রকাণ্ড কামান নদী-কূলে শত্রু-পক্ষকে বাধা দিবার জন্য সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলাম

আওরঙ্গজীবের রাজধানী আক্রমণ-আশঙ্কায় ত্রস্ত অভিযানে ব্যস্ততা-নিবন্ধন সে গুলি পর্য্যন্ত সঙ্গে আনিতে পারি নাই। সোলেমান শেকোর ফিরিতে এখনো অনেক বিলম্ব; দুর্দ্ধর্ষ আওরঙ্গজীবের সহিত আমাকে একাকীই যুঝিতে হইবে। আমার অধীন সৈন্যগণ যে বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না তাহারই বা প্রমাণ কি? কেন সোলেমান শেকোর সহিত আমার সমস্ত বিশ্বস্ত সেনানায়ককে পাঠাইলাম। ঘটনাচক্র যে এরূপ ভাবে বিঘূর্ণিত হইবে তাহা কে জানিত?"

দারার ললাট কুঞ্চিত ও বদন বিষাদময় হইয়া উঠিল। তিনি সঙ্কেত-সূচক ঘণ্টায় ঝঙ্কার দিলেন; মুহূর্ত্ত মধ্যে একটী কিশোরী কিঙ্করী উপস্থিত হইয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাকে কুর্ণিশ করিয়া দাঁড়াইল। তিনি তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"সাকি, সিরাজী লাও।"

মুহূর্ত্ত মধ্যে বান্দী বরফ-মিশ্রিত সুবাসিত সিরাজী আনিয়া উপস্থিত করিল। দারা আকণ্ঠ পান করিয়া হৃদয়ে বেশ তৃপ্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। সমস্ত অবসাদ দুর হইল। প্রাণে আনন্দের তরঙ্গ খেলিল। তিনি ভাবিলেন চিন্তা কি? আওরঙ্গজীব ও মুরাদের চল্লিশ হাজার সৈন্য আমার এক লক্ষ কুড়ি হাজার সৈন্যের সমক্ষে কতক্ষণ টিকিতে পারিবে। রাজপুত বীরগণের অসাধারণ বীরত্বের সম্মুখে আওরঙ্গজীবের জম্বুক লীলা কতক্ষণ খাটিবে। ভণ্ড কাপুরুষ! সে অদ্যও আমাকে কত না চাতুরীপূর্ণ ভাষায় তাহার কার্য্যের সমর্থন করিয়া বন্ধুভাবে আগরার পথ ছাড়িয়া দিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছে। সে বলে, সে নাকি সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার আদেশ পালন করিবে! আমার বিশাল সৈন্যদল দর্শনে ভীত হইয়া সে আবার চাতুরী খেলিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহা হইবে না, তাহার কোন কথা শুনিব না—কোন

নিবেদন আবেদন কর্ণপাত করিব না—সম্মুখ সমরে ভণ্ড কাপুরুষের সমস্ত চাতুরী চূর্ণ করিব।

ভাবিতে ভাবিতে দারা চিঠিখানি পকেট হইতে বাহির করিলেন। তাহাতে লিখিত ছিল ঃ—

"আলী জনাব, আমি পুনঃ পুনঃ খেদমতে আরজ করিয়াছি যে সম্রাটের পীড়া-সংবাদে তাঁহাকে একবার দেখিবার জন্য আমার মন বড় ব্যস্ত আছে। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতেছি তাঁহার সহিত সাক্ষাতের পর তাঁহার যে কোন আদেশ আমি নত শিরে পালন করিব। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইতে বাধা দিবেন না। বান্দার বেয়াদবী মার্জ্জিত হউক—যদি আপনার সৈন্য আমাকে অগ্রগমনে বাধা দেয়, তাহা হইলে এ গোনাগার খাকসারের সৈন্যদলও শক্তি-প্রয়োগে সমস্ত বাধা দূর করিতে বাধ্য হইবে। আমি শান্তির প্রার্থী, যদি আমাকে সংগ্রাম করিতে বাধ্য হইতে হয়, তবে উভয় পক্ষে কত লোক হতাহত হইবে, কত অনর্থ সংঘটিত হইবে কে জানে? তাই নিবেদন, আমার অনুরোধ রক্ষা করুন—আমার পথ ছাড়িয়া দিন! আমার কথা বিশ্বাস করুন। আমি খোদা-তালার নামে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি,—সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার আদেশ নত শিরে পালন করিব। কিছুমাত্র অন্যথা করিব না।" (১)

(১) Aurangzib wrote a letter to Dara- asking him to cease hostilities and offered very reasonable conditions for concluding peace. But Dara was inflexible, and notwithstanding the repeated requests of Aurangzib, who pointed out to him the advantages of peace to both parties and the disastrous results of war, Dara could not be persuaded to agree with him.

—A Vindication of Aurangzib—Page 35.

পত্রখানি দারা মনোযোগ দিয়া কয়েকবার পড়িলেন। তারপর উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—কি ভণ্ডামী! আমি আর এ সব কথায় ভুলিতেছি না; প্রভাতেই পাপিষ্ঠের সমস্ত দর্প চূর্ণ করিব।—কিন্তু এই আর এক বিপদে পড়িয়াছি—বাদশা কিছুতেই আমার কথা শুনিবেন না। আমার ক্ষমতার উপর বিশ্বাস করিবেন না। বৃদ্ধ হইলে লোকের এইরূপই অবস্থা হইয়া থাকে। আমাকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়া আবার পত্র লিখিয়াছেন। দিল্লীশ্বরের এত খানি দুর্ব্বলতা কখনই শোভনীয় নহে; তাঁহার এ অন্যায় আব্দার আমি কিছুতেই শুনিব না।” এই রূপ নানা বিষয় চিন্তা করিতে করিতে দারা শোকো দিল্লীশ্বরের নিকট পত্র লিখিতে বসিলেন:—

জনাবে আলা,

বান্দার গোস্তাখী মার্জ্জিত হউক। বান্দা হুজুরের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিবে না বলিয়া দুঃখিত। হুজুর আমা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি তিন দিনের মধ্যেই বেয়াদব আওরঙ্গজীব ও মূরাদকে বন্দী করিয়া হুজুরে উপস্থিত করিব। যদি তাহা না পারি, আর হুজুরকে এ মুখ দেখাইব না। (১)

পত্রখানি তখনি দূতের হস্তে দিয়া দারা উপাধানে মস্তক রাখিয়া নানা চিন্তায় তন্ময় হইয়া পড়িলেন। নিকটে পাঙ্খা-বরদারগণ তাঁহাকে

---

(১) "During the pause, letters came from the Emperor, announcing the near approach of the Bengal army, and urging Dara to wait for this reinforcement. His answer was characteristic Before three days he would bring his brothers, bound hand and foot, to receive their fathers judgment."

—S. L. Pool's Aurangzib—Page 45.

বাতাস করিতেছিল। ধীরে ধীরে কখন যে তাঁহার চক্ষু দুটী মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে তাহা তিনি নিজেই জানেন না।

এ দিকে আওরঙ্গজীব যখন দেখিলেন, দারার নিকট লিখিত তাঁহার পত্রের উত্তর আসিবার সময় অতিবাহিত হইয়া গেল—অথচ কোন উত্তর আসিল না—তখন তিনি তাঁহার শিবির হইতে বাহির হইলেন; খুব সাবধানে গোপনে সৈন্যগণের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি যে কোন স্থানে গমন করিলেন সেই স্থানেরই প্রহরী সালাম দিয়া তাঁহার পরিচয় প্রার্থনা করিল; পরিচয় পাইয়া সকলেই অবনত হইয়া কুর্ণিশ করিল। সংবাদ-সংগ্রাহক কর্ম্মচারিগণ বিনিদ্র নয়নে নিজ নিজ স্থানে উপবিষ্ট—মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে গুপ্তচরগণ বিবিধ সংবাদ আনিয়া তাঁহাদিগকে জ্ঞাপন করিতেছে। এদিকে কোনও কোনও সেনানায়ক সশস্ত্র বেশে শিবিরের অবস্থা ও প্রহরীগণের কার্য্য-প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন।

ধীরে ধীরে রজনী অবসান হইয়া আসিল। পূর্ব্ব গগনে ঈষৎ কনক-রেখা ভাসিয়া উঠিল। আওরঙ্গজীবের শিবিরের দূর ঊর্দ্ধ চূড়ায় উড্ডীয়মান বিশাল অর্দ্ধ-চন্দ্র-লাঞ্ছিত বিজয়-পতাকা প্রভাত সমীরণে কাঁপিয়া কাঁপিয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতে লাগিল।

এমন সময় সহসা দামামা-ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হইয়া উঠিল—সৈন্যগণ সকলে জাগ্রত হইয়া প্রাতকৃত্য সমাপনান্তে আজানের মধুর আহ্বানে ফজরের নামাজের জন্য প্রান্তরে সমবেত হইল। সকলে প্রাণ ভরিয়া মহিমাময় বিজয়-দাতা খোদা-তালাকে ডাকিল—ভূমিতে অবনত হইয়া চির জনমের মত তাঁহার পাদপদ্মে হৃদয়ের সমস্ত প্রার্থনা প্রাণের ভাষায় নিবেদন করিল।

নৈশ অন্ধকার অপসারিত হইতে না হইতে উভয় পক্ষের রণবাদ্য

বাজিয়া উঠিল। প্রভাতের মৃদু সমীরণে সেই গুরু গম্ভীর বাদ্যধ্বনি দিগন্ত কঁপাইতে কাঁপাইতে চারিদিকে ছুটিয়া চলিল—পক্ষিগণ ভয়ে কলরব করিয়া উঠিল। সিংহ, শার্দ্দুল ইত্যাদি হিংস্র প্রাণী সভয়ে বহু দূরে পলায়ন করিল।

যাহারা যুদ্ধ-নীতিতে অনভিজ্ঞ তাহারা, দারার বিশাল সৈন্যদলের বিপুল আড়ম্বর দেখিয়া ভাবিল তাহার বিজয় অবশ্যম্ভাবী। ষাট হাজার অশ্বারোহী ও ষাট হাজার পদাতিক সৈন্যের মধ্যস্থলে দারা উচ্চতম হস্তী পৃষ্ঠে সমারূঢ়। তাঁহার পশ্চাতে বহু হস্তীর উপর রণবাদ্য মহা আড়ম্বরের সহিত বাদিত হইতেছিল। তাঁহার বিশ্বস্ত রণনিপুণ তিন সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য তাঁহার দেহ-রক্ষা-কার্য্যে নিযুক্ত—তাঁহার সমগ্র সৈন্য সুদৃশ্য শিরস্ত্রাণে আবৃত সৌর কিরণে তৎসমুদয় ঝল ঝল করিতেছিল। সেনাপতিগণের মহাড়ম্বরপূর্ণ মণি-মুক্তা-খচিত সুরঞ্জিত পরিচ্ছদে নয়ন ধাঁধিয়া যাইতেছিল।

এই সৈন্যদল দেখিতে যতই ভয়াবহ দেখাক, যুদ্ধের উপযোগিতা হিসাবে ইহাদের মূল্য তাদৃশ অধিক ছিল না। দারা নিজে যুদ্ধ ব্যাপারে অনভিজ্ঞ;—তাঁহার সেনাপতিগণের মধ্যেও অনেকে মনে মনে আওরঙ্গজীবের অনুরক্ত এবং দারার উপর বিরক্ত। দারার নিজ এবং বাদশাহী সৈন্যগণের পরস্পরের মধ্যে মিল ছিল না। এমন কি তাহারা একে অন্যের অমঙ্গল কামনা করিত। দারা এই যুদ্ধে রাজ-পুতগণকে বহু উচ্চে আসন দিয়াছেন। ইহাতে মুসলমান সেনাপতি-গণ অনেকে বিরক্ত হন। এতদ্ব্যতীত রাজপুতগণ কখনই মুসলমান সৈন্য বা বিদেশী সৈন্যগণের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে পারিত না। তাহারা প্রধানতঃ রাজপুত সেনাপতিগণের অধীনে স্বতন্ত্রভাবে যুদ্ধ করিত; কিন্তু এ যুদ্ধে সে নিয়ম রক্ষিত হয় নাই। তাঁহার কামানসমূহ

তাদৃশ কার্য্যক্ষম ছিল না, তাহাও আবার যথা নিয়মে সংস্থাপিত হয় নাই। তাঁহার হস্তী অশ্ব ইত্যাদি বাদশাহী আস্তাবলে প্রচুর খাদ্য খাইয়া দেখিতে বেশ শোভনীয় হইয়াছিল; কিন্তু কঠোর যুদ্ধ-ক্ষেত্রের পক্ষে সেগুলি তাদৃশ উপযুক্ত ছিল না। তার পর, পূর্ব্ব দিন দারা বিনা কারণে তাঁহার সমস্ত সৈন্যকে সেই নিদারুণ রৌদ্রের ভিতর সারা দিন যুদ্ধের শৃঙ্খলায় দাঁড় করাইয়া রাখেন, ইহাতে তাঁহার সমুদয় সৈন্য ও অশ্ব একান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল; এরূপ করিবার যে কি উদ্দেশ্য ছিল, তাহা দারাই জানিতেন।

কিন্তু আওরঙ্গজীবের সমস্ত সৈন্য একই ঈঙ্গিতে পরিচালিত—যেন একটী গোটা সামরিক যন্ত্র। তাঁহার কর্ম্মচারী ও সেনাপতিগণ—কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই আওরঙ্গজীবের একান্ত অনুরক্ত—যে কোন মুহূর্ত্তে তাহারা প্রত্যেকে তাঁহার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত। আওরঙ্গজীবের আত্মাই যেন তাহাদের প্রতি ব্যক্তির ভিতর কার্য্য করিতেছিল! সেখানে কোনরূপ বিশৃঙ্খল নাই,—এক-প্রাণতার অভাব নাই—পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সহানুভূতি ও আপনত্ব বোধ তাহাদের শক্তিকে চতুর্গুণ করিয়া তুলিয়াছিল।

আওরঙ্গজীবের সৈন্যগণের ন্যায় অশ্বাদিও সমধিক কষ্ট-সহিষ্ণুতায় অভ্যস্ত—দাক্ষিণাত্যের প্রতিনিয়ত রণ-বিগ্রহ তাহাদিগকে যুদ্ধে দুর্ম্মদ করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার কামানসমূহ সমধিক শক্তিশালী এবং ব্যবহারের সুবিধাজনক; তৎসমুদয় মীরজুম্লার সুদক্ষ ইউরোপীয় গোলন্দাজগণ দ্বারা চালিত এবং প্রসিদ্ধ গোলন্দাজ সেনাপতিগণ দ্বারা পর্য্যবেক্ষিত।

রজনী প্রভাত হইতে না হইতে উভয় পক্ষে সমর আয়োজন আরম্ভ হইল। সৈন্যদলের পর সৈন্যদল আসিয়া যুদ্ধ-ক্ষেত্র পূর্ণ

১০

করিতে লাগিল। সেনাপতিগণ নানা কৌশলে নানা প্রকারের ব্যূহ রচনা করিলেন। অবশেষে বেলা প্রায় আট ঘটিকার সময় আওরঙ্গজীব তাঁহার সমগ্র সৈন্য সুশৃঙ্খলভাবে সম্মুখে অগ্রসর হইবার জন্য আদেশ দিলেন।

বাদশাহী সৈন্যদল আওরঙ্গজীবের সমুন্নত রণ-পতাকা বায়ু-ভরে দুলিয়া দুলিয়া অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া সমর-উল্লাসে হুঙ্কার দিয়া উঠিল। আওরঙ্গজীবের সৈন্যদল প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। উভয় সৈন্যদল নিস্তব্ধ, নিশ্চল—পরস্পরকে আক্রমণ করিবার নিরুদ্ধ আবেগে সেই বিপুল সৈন্য-ব্যূহ যেন অধীর। প্রকৃতি নীরব গম্ভীর,—মহাঝটিকার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তের ন্যায় কি এক বিরাট গম্ভীরতায় যেন চারিদিক্ ছম ছম করিতেছিল।

প্রথমেই দারার কামানসমূহ দিক্ মণ্ডল কাঁপাইয়া গম্ভীর নাদে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। ধূমপুঞ্জে গগন আচ্ছন্ন হইয়া গেল—তাহারই মধ্যে কামান-মুখ-নিঃসৃত অগ্নি-শিখা প্রলয়-বহ্নির ন্যায় ছুটিতে লাগিল। কামানের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গোলাগুলি ভীষণ অশনির ন্যায় যেন সৃষ্টি ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইল।

কিন্তু আওরঙ্গজীবের সৈন্যদলের ইহাতে বিশেষ কোনই ক্ষতি হইল না; এতদূর হইতে কামান ছোড়া হইতেছিল যে, বিপক্ষ পক্ষে তাহার গোলা পৌঁছিতেছিল না। আওরঙ্গজীবও প্রত্যুত্তর-দান-ছলে মাঝে মাঝে সামান্য পরিমাণে গোলাবর্ষণ করিয়া শত্রুগণের উৎসাহ বর্দ্ধিত করিতেছিলেন মাত্র।

কিন্তু কিছু ক্ষণ পরে আওরঙ্গজীবের কামান নীরব হইয়া গেল। ইহাতে তাঁহার সমস্ত গোলা-বারুদ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া দারা বিজয়-লাভ নিশ্চিত বলিয়া অবধারণ করিলেন এবং জয়-বাদ্য

বাজাইতে আদেশ দিয়া তাঁহার বাম পার্শ্বস্থ সৈন্যদলকে শত্রুর উপর আপতিত হইবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে দশ সহস্র বীর সৈনিক আল্লা আল্লা রবে প্রলয়-হুঙ্কারে জগত কাঁপাইয়া কামান-মুখ-নিঃসৃত ধূপপুঞ্জের নিবিড় জলদজালের মধ্যে উজ্জ্বল তরবারি-ফলকের বিদ্যুৎ-বিভা খেলাইতে খেলাইতে আওরঙ্গজীবের সৈন্যদল আক্রমণ করিল। ইহাদের দলপতি জগতে দ্বিতীয় রোস্তম মহাবীর রোস্তম খানের উৎসাহ-বাক্যে ও সৎ দৃষ্টান্তে তাঁহার সৈন্যগণ ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় আওরঙ্গজীবের গোলন্দাজ সৈন্যাধ্যক্ষ সফশিকান খানকে আক্রমণ করিল। মহাবীর সফশিকান খান—যিনি কত মহাযুদ্ধে অতুলনীয় বীরত্বের পরিচয় দিয়া স্বকীয় গৌরবময় নামের সার্থকতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, তিনি আজ রোস্তম খানের ভীষণ আক্রমণ পূর্ণ বেগে প্রতিহত করিলেন। তুমুল সংগ্রামে যেন সেই রণ-ভূমি মথিত হইতে লাগিল। চারিদিকে মার মার রব পড়িয়া গেল। শত শত বীরসেনা ছিন্নমুণ্ড হইয়া ভূমি-শয্যা গ্রহণ করিল। রক্ত-স্রোতে বসুধা প্লাবিত হইয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইল। সফশিকান খানের ভীষণ অগ্নিবৃষ্টি সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া রোস্তম খান তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া আওরঙ্গজীবের সৈন্যদলের পশ্চাৎ ভাগ আক্রমণ করিতে ধাবমান হইলেন। কিন্তু দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে বাহাদুর খান সবেগে অগ্রসর হইয়া প্রবল প্রতাপে তাঁহাকে বাধা দিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—"পাষণ্ড কাপুরুষ! শৃগালের ন্যায় কোথায় পলাইতেছিস্। আজ আর তোর রক্ষা নাই—কিছুতেই রক্ষা নাই। যদি সাধ্য থাকে, বাহাদুর খানের তরবারির আঘাত সহ্য কর্।"

রোস্তম খান বলিলেন,—"যুদ্ধ-ক্ষেত্রে বক্তৃতার প্রয়োজন নাই;—

পাষণ্ড বিদ্রোহী সেনাপতি! যাঁহার নেমকে প্রতিপালিত, সেই শাহান-শাহের বিরুদ্ধে কোন প্রাণে অস্ত্র ধরিয়াছিস! বর্ব্বর! মূর্খ! নীচাশয়! এখনি তোর পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তোকে জাহান্নামে পাঠাইব! এই তোর পুরস্কার!

রোস্তম খান তরবারির ভীষণ আঘাত করিলেন, বাহাদুর খান কৌশলে সে আঘাত ব্যর্থ করিয়া ক্রোধে হুঙ্কার দিয়া বলিলেন,— "নাস্তিক, মুলহিদ, মালাউন! তুই ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান-বর্জ্জিত, তাই পাপিষ্ঠ পৌত্তলিক দারার সপক্ষে অস্ত্র ধরিয়াছিস,—নরাধম পরকাল বলিয়া কি তোর ভয় নাই। যে পাপিষ্ঠ ভারত-বক্ষ হইতে ইসলাম ধ্বংস করিতে বসিয়াছে, মহম্মদ (দঃ) এর পবিত্র পতাকা ধূলি-ধুসরিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে,—কোন্ প্রাণে কেয়ামতের ভাবনা ছাড়িয়া—দোজখের কথা ভুলিয়া তুই তাহার জন্য অস্ত্র ধরিয়াছিস! আমরা কি জানি না যে, সেই মহান্‌হৃদয় ফেরেশ্‌তা-তুল্য সম্রাট শাহ্‌জাহান আর ইহ জগতে নাই! মিথ্যাবাদী দারা তাঁহার নামে সিংহাসনে দৃঢ়রূপে বসিবার চেষ্টা করিতেছে। নিশ্চয় জানিস, ইসলাম ধর্ম্মের রক্ষক আওরঙ্গজীব মহা-মতি জীবিত থাকিতে তোর পাপমতি প্রভুর পাপ-ইচ্ছা কখনই পূর্ণ হইবে না।

রোস্তমখান। কি বলিস্ নরাধম, ঘৃণিত কুক্কুর! বাদশা জীবিত নাই তোকে কে বলিল? বর্ব্বর মূর্খ! ছোট মুখে বড় কথা! প্রভুর দোষ-গুণ বিচারে তোর অধিকার কি! তুই যাঁর নেমকে প্রতিপালিত, তাঁর কার্য্য প্রাণপণে করিতেও বাধ্য।—সেই তোর ধর্ম্ম! তুই যাঁর চাকর, তিনিই তোর কার্য্যের জন্য দায়ী! ভণ্ড আওরঙ্গজীবের কুমন্ত্রণা এমনি ভাবে তোর শিরায় প্রবেশ করিয়াছে! প্রভুদ্রোহী নরাধম! এই তোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত!

রোস্তম খানের বজ্র-আঘাত বাহাদুর খান ব্যর্থ করিয়া বজ্র কণ্ঠে বলিলেন,—"আজ তোর পাপ-জীবনের অবসান—যুদ্ধ-ক্ষেত্রে আমি তোর নিকট ধৰ্ম্মনীতি শিক্ষা করিতে আসি নাই। ধৰ্ম্ম কি, পরকাল কি, দীন ইসলাম কি—পাপিষ্ঠ দারার শিষ্য তুই তার কি বুঝিবি? যদি পিতাও ধৰ্ম্ম-বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে আদেশ প্রদান করেন, তবুও তাঁর সে আদেশ পালন করা উচিত নহে। জানিস না, ইসলামের প্রবর্ত্তন-যুগে মুসলমানগণ তাঁহাদের পরম আত্মীয় স্বজনগণের বিরুদ্ধেই খোদার ওয়াস্তে অস্ত্র ধরিয়াছিলেন। সেই মহান প্রভু খোদা-তালা তোর প্রভুর প্রভু—তাঁর আদেশ কি সব চেয়ে বড় নহে। কে কার নেমক-দাতা? খোদা-তালাই কি রুজির মালেক নহেন? তবে রে পাপিষ্ঠ! তুই কোন্ যুক্তিতে ধৰ্ম্ম-দ্রোহীর পক্ষ সমর্থন করিয়া অস্ত্র ধরিয়াছিস? কিন্তু যুদ্ধ-ক্ষেত্রে এ তর্কে লাভ নাই; এখনি তরবারি দ্বারা সমস্ত তর্কের মীমাংসা করিব। যা পাপী, জাহান্নামে যা!"

বাহাদুর খান সে আঘাত কৌশলে প্রতিহত করিয়া প্রবল বেগে রোস্তমখানকে আক্রমণ করিলেন। পূর্ণ বেগে উভয়ে যুদ্ধ চলিতে লাগিল! তরবারির উপর তরবারির আঘাতে বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল! সে কি অপূৰ্ব্ব অস্ত্র-কৌশল! কি অদ্ভুত শিক্ষা-নৈপুণ্য!

দেখিতে দেখিতে মহাবীর রোস্তম খানের প্রবল তরবারি আঘাতে বাহাদুর খানের ছিন্ন শির ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল! শাহী সৈন্যদল আহ্লাদে গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

বাহাদুর খানের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম খান ও শেখমীর নামক দুই জন মহাবীর আসিয়া রোস্তম খানকে যুগপত আক্রমণ করিলেন। এতক্ষণের যুদ্ধে রোস্তম খান ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাথাপি তিনি ক্ষান্ত হইলেন না। প্রবল প্রতাপে এই দুই মহাবীরের আক্রমণ

প্রতিহত করিতে লাগিলেন। উভয় দলে অসংখ্য সৈন্য ভূপতিত হইল; কিন্তু রোস্তম খানের বীর বিক্রম কমিল না।

সহসা ইসলাম খানের প্রচণ্ড তরবারির আঘাতে তাঁহার একখানি বাহু ছিন্ন হইয়া পড়িয়া গেল। বীরবর বুঝিলেন, তাঁহার আসন্ন কাল সমীপবর্ত্তী; তিনি সমস্ত আশা ত্যাগ করিয়া জীবনের শেষ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন! দশ বার জন দুর্দ্ধর্ষ অনুচর সহ "দীন দীন" রবে দিঙ্মণ্ডল প্রকম্পিত করিয়া নিষ্কোষিত তরবারি ঘুরাইতে ঘুরাইতে একেবারে শত্রু-ব্যূহের কেন্দ্রস্থানে গিয়া উপনীত হইলেন। শত্রু-সৈন্য পঙ্গপালের ন্যায় তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। অবসন্ন রোস্তম খান দ্বাদশ অনুচর সহ মহাবীরাকাঙ্ক্ষিত শেষ শয্যা গ্রহণ করিলেন।

দেখিতে দেখিতে চারি দিকে যুদ্ধ তুমুল হইয়া উঠিল। এই যুদ্ধে দারার রাজপুত সৈন্যগণ রাঠোর বীর রাজারাম সিংহ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছিল

রাজারাম সিংহ সসৈন্যে দ্রুত অগ্রসর হইয়া মুরাদের সৈন্যদল আক্রমণ করিলেন। ভীম বেশে তাঁহার সৈন্যসমূহকে পর্য্যুদস্ত করিয়া একেবারে তাঁহার হস্তী বেষ্টন করিয়া ফেলিলেন। মুরাদ অন্যত্র যে রূপই হউক, যুদ্ধ-ক্ষেত্রে তাঁহার অসাধারণ শৌর্য্য-বীর্য্যের অভাব ছিল না। তাঁহার বীর প্রতাপে শত্রু-সৈন্য প্রতিবারেই পরাভব স্বীকার করিতে লাগিল। মুরাদের হস্তীর মাহুত নিহত হইল, তাহার হাওদায় বিপক্ষের রাশি রাশি তীর অবিরাম বিদ্ধ হইতেছে, কিন্তু তথাপি তিনি পশ্চাৎপদ হইলেন না। অদ্ভুত কৌশলে সমস্ত আক্রমণ হইতে আত্ম-রক্ষা করিতে লাগিনেন। রাজারাম সিংহ মুরাদের প্রচণ্ড তরবারি-আঘাতে নিহত হইলেন। কিন্তু তাঁহার দুর্ম্মদ অনুচরগণ তথাপি ক্ষান্ত হইল না। একেবারে মরিয়া হইয়া ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় মুরাদকে আক্রমণ করিতে

লাগিল। অবশেষে তিনি আহত হইয়া পশ্চাৎপদ হইলেন। রাজপুতগণ বীর বিক্রমে "জয় দিল্লীশ্বরের জয়" বলিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

আওরঙ্গজীব মুরাদকে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছিলেন। দেখিতে দেখিতে বিজয়ী রাজপুত সৈন্যগণ দ্বিগুণ উৎসাহে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া ফেলিল। আওরঙ্গজীবের দুর্দ্ধর্ষ পাঠান সৈন্যগণের সহিত রাজপুত বীরগণের এই স্থানে যে মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, তৎকালীন ইতিহাসে কুত্রাপি তাহার তুলনা নাই। পাঠান ও রাজপুত উভয়ই ভারতের বীর জাতি, পরস্পরের প্রতি হৃদয়ের পূর্ণ বিদ্বেষ লইয়া উভয় দল মহাসমরে অগ্রসর। বীরপদ-ভরে যেন জগত থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, কেহই জীবনের পরোয়া রাখে না—শত শত ছিন্ন শির দেখিতে দেখিতে রক্ত-কর্দ্দমে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তরবারি-ঝলকে সকলের চক্ষে ধাঁধা লাগিতে লাগিল!—আহতের আর্ত্তনাদে, বীরগণের মার মার হুঙ্কারে—গজযূথের বৃংহিত গর্জ্জনে বাজীরাজির হ্রেষা ধ্বনিতে, অস্ত্রের বিষম ঝঙ্কারে বন্দুক-কামানের বিশ্ব-বিকম্পী গর্জ্জনে, জগতে মহা প্রলয়ের সূচনা করিয়া দিল।

রাজপুত সৈন্যগণের পুরোভাগে দিল্লীশ্বরের বিখ্যাত সেনাপতি বায়ান্ন যুদ্ধ-বিজেতা বান্দী অধিপতি মহাবীর সাত্রাসাল হাদা অমিত বিক্রমে শত্রু-সৈন্য মথিত করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন। মোগল সৈন্যগণের অস্ত্রাঘাতে তাঁহার অনুচরগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতেছিল। থাকিয়া থাকিয়া তিনি গর্জ্জন করিয়া বলিতেছিলেন,—সৈন্যগণ সাবধান! দিল্লীশ্বরের নাম ডুবাইও না—নেমক-হারামী করিও না! যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যে সৈন্য পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, তাহার উপর ঈশ্বরের অভিসম্পাত হউক—আমাদের চরণ এই যুদ্ধ-ক্ষেত্রে নিবদ্ধ; জয় ব্যতীত আমরা কখনই ফিরিব না।" কিন্তু হায়, মুখের কথা মুখে থাকিতেই

সহসা একটী কামানের গোলা আসিয়া তাঁহার মস্তক উড়াইয়া লইয়া গেল —মহাবীরের বিচূর্ণ দেহ ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল।—ক্রমে ক্রমে ভরত সিং, রামসিং রাঠোর, ভীম সিং গৌর, সীতারাম গৌর প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজপুত নেতৃগণ বীর-শয্যা গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু তবুও রাজপুত সৈন্যগণের প্রতাপ কমিল না। হতাবশিষ্ট জীবনের আশা বিসর্জ্জন দিয়া পূর্ণ উদ্যমে যুদ্ধ চালাইতে লাগিল। রাজা রূপসিংহ নামক জনৈক রাঠোর বিপক্ষ সৈন্য নিপাত করিতে করিতে একেবারে আওরঙ্গজীবের হস্তীর সমীপে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি সমস্ত বিপদ উপেক্ষা করিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং আওরঙ্গজীবের হস্তীর হাওদার রজ্জু কাটিয়া তাঁহাকে ভূপতিত করিবার জন্য ধাবিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ আওরঙ্গজীবের শরীর-রক্ষী সৈন্যগণ তাহাকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। আওরঙ্গজীব এই সাহসী বীরের জীবন রক্ষা করিবার জন্য ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার আদেশ উচ্চারিত হইতে না হইতেই রূপ সিংহের জীব-লীলা সাঙ্গ হইল। (১)

এ দিকে দারা তাঁহার বিপুল সৈন্যদলের কেন্দ্র-স্থলে উন্নততম হস্তী-পৃষ্ঠ হইতে সৈন্য চালনা করিতে করিতে যখন দেখিলেন রোস্তম

---

(১) Raja Rup Singh Rathor in reckless audacity jumped down from his horse, with his drawn blade hewed a way to the elephant of Aurangzib, and tried to cut the girths of the hawda in the hope of hurling the Prince down to the ground. He slashed the beast's leg, but was himself cut to pieces by the body-guard, though Aurangzib, in generous admiration, shouted to them to spare such a hero's life.

—Prof. Sarkar's History of Aurangzib. II—Page 552.

খান বীর বিক্রমে শত্রু-সৈন্য আক্রমণ করিবার জন্য ধাবমান হইলেন, তখন তিনি যুদ্ধ-জয় নিশ্চয় মনে করিয়া বিজয়-বাজনা বাজাইতে আদেশ দিয়া স্বয়ং তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিলেন। এই কার্য্য দ্বারা দারা যে ভুল করিলেন, আর কোন রূপেই তাহা সংশোধিত হইতে পারে নাই। তিনি তাঁহার নির্দ্দিষ্ট স্থান ত্যাগ করিয়া তাঁহার নিজ পক্ষের কামানশ্রেণীর সম্মুখ ভাগ দিয়া শত্রুর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কামানের বিপুল ধূম্রপটলে তাঁহাকে অবিলম্বে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সুতরাং তিনি তাঁহার সৈন্যদলের দৃষ্টির অন্তরালে :পড়িয়া গেলেন। যুদ্ধস্থলে প্রধান নেতা স্থান ত্যাগ করিলে অধীন সেতাপতিগণ সাধারণতঃ যেরূপ ভগ্নোৎসাহ ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে, এখানেও তাহাই হইল। চারি দিকে গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া উঠিল।

দারা তাঁহার নিজের কামানশ্রেণীর সম্মুখ ভাগ দিয়া অগ্রসর হইতে-ছিলেন। সুতরাং তাঁহার স্বপক্ষের কামানসমূহ বাধ্য হইয়া বন্ধ হইয়া গেল; কিন্তু বিপক্ষের কামানের গোলায় তাঁহার নিদারুণ ক্ষতি হইতে লাগিল। সে ক্ষতি নিবারণের আর কোন উপায় রহিল না।

চারি দিকে গোলযোগ—মহা বিশৃঙ্খলা। দারার গোলন্দাজ সৈন্য-গণ অনন্যকর্ম্মা হইয়া প্রভুর শিবির লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল। দারার বে-বন্দোবস্তের জন্য এইরূপ অপকর্ম্ম নিবারণার্থ কোন সৈন্যদল সংস্থাপিত ছিল না। সুতরাং অবাধে লুণ্ঠন চলিতে লাগিল।

দারা আজীবন বিলাসের ক্রোড়ে লালিত পালিত; যুদ্ধ-ক্ষেত্রের কঠোরতায় ও কার্য্য-ব্যবস্থায় একান্ত অনভ্যস্ত। তিনি কান্দাহারের অবরোধ-কালে পদে পদে যেরূপ অর্ব্বাচীনতা, অদূরদর্শিতা

এবং অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা দিল্লীশ্বরের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীর একান্তই অনুপযুক্ত। তাহা সত্ত্বেও সম্রাট শাহ্‌জাহান অতিরিক্ত বাৎসল্যের বশীভূত হইয়া তাঁহাকে উপযুক্ত করিয়া তুলিবার সেরূপ চেষ্টা করেন নাই। পিতৃ-স্নেহের সুস্নিগ্ধ মলয়-মারুত-হিল্লোলে তিনি দিব্য আরামে নিখিল ভারতের তোষামোদামৃত ও রাজ-সম্মান উপভোগ করিতেন। দীর্ঘ বিলাস-ভোগে তাঁহার চরিত্র-বল শিথিল, বিবেক-বুদ্ধি অবসন্ন এবং শক্তি ও সাহস জড়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল। যিনি চির জীবন তোষামোদ-জীবী 'হা-হুজুর'গণের দ্বারা প্রশংসিত হইয়া আসিয়াছেন, কঠোর কর্ম্মক্ষেত্রে কখনো নীত হন নাই, তাঁহার পক্ষে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে জীবন-মরণের ভীষণ সন্ধিস্থলে সমস্ত সৈন্য ও সেনাপতিকে একই আদেশের বাধ্য রাখিয়া সুশৃঙ্খলার সহিত যুদ্ধের গতি নিয়ন্ত্রিত করা একেবারেই অসম্ভব।

দারা বিজয়-ভেরী বাজাইতে আদেশ দিয়া তাঁহার সৈন্যদলের বাম পার্শ্ব দিয়া নিবিড় ধূম্রপটল ভেদ করিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন। এতক্ষণ আওরঙ্গজীবের কামানসমূহ নীরবে দারাকে অভ্যর্থনা করিতেছিল। যখনই দারার সৈন্যদল খুব নিকটবর্ত্তী হইল, অমনি তাঁহার সমুদয় কামান, বন্দুক ইত্যাদি প্রলয়-হুঙ্কারে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে দারার সৈন্যদল ভূপতিত ও চারিদিকে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। দারা আর টিকিতে না পারিয়া দক্ষিণাভিমুখে তাঁহার সৈন্যদল পরিচালিত করিলেন। আওরঙ্গজীবের সৈন্যের সম্মুখ-ভাগ তাঁহার প্রবল আক্রমণে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। আওরঙ্গজীব ক্রমাগত সৈন্য প্রেরণ করিয়া ঐ অংশ পূর্ণ করিতে লাগিলেন। এমন কি কিছু সময় তিনি একেবারেই অরক্ষিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার সমগ্র দেহরক্ষী সৈন্য পর্য্যন্ত সম্মুখে প্রেরিত হইয়াছিল।

বোধ হয়, দারা আর একটু চেষ্টা করিলেই আওরঙ্গজীবকে বন্দী বা নিহত করিতে পারিতেন। কিন্তু আজন্ম যিনি শাহী দরবারের বিলাস-সম্ভোগে লালিত পালিত, তাঁহার পক্ষে যুদ্ধ-ক্ষেত্রের এ দারুণ কষ্ট ও কঠোরতা একেবারেই অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার দেহ অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল! তিনি অগ্রসর হইতে পারিলেন না। যে বিপুল ক্রমবর্দ্ধনশীল তেজ ও উৎসাহে তাঁহার সৈন্যদল অগ্রসর হইতেছিল, তাঁহার এই অবসাদে ও বিশ্রামে সে বেগ বাধা প্রাপ্ত হইল; উত্তেজনার মুহূর্ত্তে লোকে অনেক বড় বড় কাজ করিয়া ফেলিতে পারে,—কিন্তু সে উত্তেজনা চলিয়া গেলে আর তাহা হয় না। দারার এই অসাময়িক অবসাদে তাঁহার সৈন্যদল নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল; এদিকে অল্প সময়ের মধ্যেই আওরঙ্গজীব নিজেকে দৃঢ়রূপে সুরক্ষিত করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে দারার একটী সুবর্ণ সুযোগ চিরতরে অন্তর্হিত হইল।

বিষম প্রলয়-ঝঞ্ঝার ন্যায় যুদ্ধ তুমুল বেগে চলিতে লাগিল; তাহাতে যেন বিশ্ব মথিত হইয়া যাইতেছিল। কিন্তু আওরঙ্গজীব কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না, যে যে স্থানে বিপদ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, আওরঙ্গজীব সেই সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া সৈন্যগণকে উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান করিতেছিলেন। থাকিয়া থাকিয়া তিনি মেঘ-মন্দ্রে হুঙ্কার দিয়া সৈন্যগণকে বলিতেছিলেন,—"সৈন্যগণ, সাবধান! কেহ যেন এক পদও বিচলিত না হও—খোদা-তালার নামে অগ্রসর হও—তিনি নিশ্চয় আমাদিগকে বিজয়ী করিবেন। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে যে কেহ পলায়ন করিবে, কিম্বা এক বিন্দু পরিমাণ নিজের স্থান ত্যাগ করিবে, আমি স্বহস্তে তাহার শিরশ্ছেদ করিব! অদ্যকার এই যুদ্ধে হয় আমাদের সকলের মৃত্যু-নতুবা বিজয়-লাভ! অগ্রসর হও—অগ্রসর হও! আল্লার নামে—

দীন ইসলামের নামে অগ্রসর হও। খোদা আমাদের সঙ্গী—খোদাই আমাদের সহায়।” (১)

আল্লা আল্লা রবে হুঙ্কার দিয়া আওরঙ্গজীবের সৈন্যদল দারাকে আক্রমণ করিল। দারা সে প্রবল প্রতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া আরও দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল মহাবীর সাত্রাসাল হাদার সৈন্যসহ একযোগে আক্রমণ করিবেন, কিন্তু সেই নিদারুণ নিদাঘ-মধ্যাহ্নে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় উত্তপ্ত শিথিল বালুকা-রাশির মধ্যে তাঁহার সৈন্যদল একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সৈন্যগণের বর্ম্ম তপ্ত কটাহের ন্যায় উষ্ণ হইয়া অঙ্গ ঝলসিয়া দিতে-ছিল। উন্মত্ত ঝঞ্ঝা পিশাচের ন্যায় নির্দ্দয়ভাবে উত্তপ্ত বালুকারাশি তাহাদের নাসিকা ও মুখে নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের নিশ্বাস বন্ধ করিয়া ফেলিতেছিল।

এই সময় আওরঙ্গজীবের সৈন্যদল সমস্ত দিক হইতে প্রবল বেগে দ্বিগুণ উৎসাহে আক্রমণ করিতে লাগিল। আওরঙ্গজীবের গোলন্দাজ সৈন্যগণের অব্যর্থ সন্ধানে প্রতি মুহূর্ত্তে দারার সৈন্যদল হ্রাস হইতে লাগিল। দারাকে লক্ষ্য করিয়া ক্রমাগত অসংখ্য গোলা-গুলি অশনি-নিনাদে ছুটিয়া আসিতেছিল; দারার প্রধান প্রধান পার্শ্বচরগণ নিহত হইলেন। দারা আহত সিংহের ন্যায় রোষে ক্ষোভে গর্জ্জন করিয়া জীবনের আশা সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিয়া সসৈন্যে ক্রমশঃ সম্মুখে অগ্রসর

(১) Aurangzib alone remained unshaken : he presented his elephant wherever there was the greatest danger and called allowed to his troops that "God was with them, and that they had no other refuge or retreat" (Bernier has preserved his words in the original Hindustani.)

—Elphinstone's History of India.—Page 597.

হইতে লাগিলেন। সে কি ভয়ানক দৃশ্য! আট দশ সের ওজনের এক একটী গোলা উপর্য্যুপরি অশনি-নিনাদে ছুটিয়া আসিতেছে, দেখিতে দেখিতে কত সৈন্য সেনাপতি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গতাসু হইতেছে, তাহারই মধ্য দিয়া দারা আহত সিংহের ন্যায় অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু হায়, সহসা তাঁহার প্রধান পার্শ্বচর উজির খানের মস্তক একটী গোলার আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। আর অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হইল না; তাঁহার বন্ধু-বান্ধব ও অনুচরগণ তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ অগ্রসর হইতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। তিনিই তখন শত্রুগণের প্রধান লক্ষ্য-স্থান, অতএব তাঁহাকে হস্তী-পৃষ্ঠ হইতে নামাইবার জন্য তাঁহারা জেদ করিতে লাগিলেন। দারা অনন্যোপায় হইয়া হস্তী-পৃষ্ঠ হইতে দ্রুত অবরোহণ করিলেন। ব্যস্ততা-নিবন্ধন তাঁহার অস্ত্র শস্ত্র এমন কি জুতা পর্য্যন্ত হাওদা হইতে নামাইবার সুযোগ হইল না।

সমগ্র বাদশাহী সৈন্য এতক্ষণের রণ-শ্রান্তিতে নিদারুণ উত্তাপে মরণাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের অনেকে জলাভাবে ছট্ ফট্ করিতে করিতে জীবন বিসর্জ্জন দিল। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহারা যুদ্ধ ক্ষেত্র ত্যাগ করে নাই। এখন দারার হস্তী-পৃষ্ঠ শূন্য দেখিয়া যে যেদিকে পারিল, ছত্র-ভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। আর কি! দারার সব শেষ হইল।

আওরঙ্গজীব অবিলম্বে বিজয়-বাদ্য বাজাইতে আদেশ দিলেন। নিদাঘ-জনিত দারুণ কষ্টে তাঁহার পক্ষেও অনেকে গতাসু হইয়াছিল। গোলন্দাজ বিভাগের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক এই নিদারুণ গ্রীষ্মে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। কিন্তু আওরঙ্গজীবের সৈন্যদলে কোন বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় নাই।

আওরঙ্গজীবের নিয়ম ছিল, কোন যুদ্ধে জয়লাভ করিলে যুদ্ধ-ক্ষেত্রেই

যুদ্ধান্তে তিনি ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া বিজয়-দাতা খোদা-তালার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য 'শোকৃরানা নামাজ' পড়িতেন। আজ এই মহা বিজয়ের দিনে তিনি ইহা বিস্মৃত হইলেন না।

শত্রু-মিত্র নির্ব্বিশেষে সমস্ত নিহত সৈন্যগণের সমাধির বন্দোবস্ত হইল। হিন্দু সৈন্যগণের সৎকারে নিমিত্ত সহস্র চিতা প্রজ্জ্বলিত হইয়া নৈশ আকাশ লোহিত ও ভয়াবহ করিয়া তুলিল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

অনেক ক্ষণ হইল সন্ধ্যা হইয়াছে; প্রকৃতির প্রশান্ত বিশাল বক্ষে বিষাদের অন্ধকার ঘনীভুত হইয়া উঠিয়াছে। সমীরের মর্ম্মভেদী দারুণ দীর্ঘশ্বাসে তরু-লতা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, আকাশে তারকারাজি কাঁপিয়া কাঁপিয়া জ্বলিতেতেছে। তরুরাজি সর সর করিয়া দারার হৃদয়ের দারুণ দুঃখ-কাহিনী জগতকে শুনাইতেছে।

সোমগড়ের মহাপ্রান্তর আজ মহাশ্মশান! সহস্র সহস্র বীর-হৃদয়ের তপ্ত রুধিরে তাহার উষর বালুকারাশি সুরঞ্জিত—বিশাল প্রান্তর ব্যাপিয়া শবদেহ—কেবলি শবদেহ! যাহাদের প্রতাপে এক সময় জগত কম্পিত হইত, যাহাদের সগর্ব্ব পাদ-বিক্ষেপে একদিন পথিকের হৃদয় সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিত, আজ তাহারা ভূমি-শয্যায় অচেতন—শৃগাল কুক্কুরের আহার্য্য। হায়, কাহারো মস্তক চুর্ণ—হৃদয় দীর্ণ, কাহারো বাহু ছিন্ন, কাহারো শরীরের অর্দ্ধাংশ ভীষণ কামানের গোলায় উড়িয়া গিয়াছে। কাহারো নয়ন-অভ্যন্তরে অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত তীর-শলাকা প্রবিষ্ট হইয়াছে; কত হতভাগ্যের দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া এখনো প্রাণ-পাখী

বাহির হয় নাই। দারুণ তৃষ্ণায় সমস্ত শরীরের শোণিত শুকাইয়া আসিয়াছে—প্রাণ ওষ্ঠাগত, কণ্ঠ অবরুদ্ধ। অস্ফুটভাবে জল জল শব্দ কণ্ঠ হইতে নির্গত হইবার পূর্ব্বেই শূন্যে মিলাইয়া যাইতেছে। আজ এ মহা প্রান্তরে ছোট-বড়, উচ্চ-নীচু, হিন্দু-মুসলমান, আমীর-ফকির সকল পার্থক্য উঠিয়া গিয়াছে। সকলেরই এক দশা! কত আমীর-ওমরা, সৈন্য-সেনাপতি সামান্যতম সৈনিকগণের সহিত অঙ্গে অঙ্গে মিলাইয়া আজ এ মহা নিদ্রায় বিভোর। আজ সমস্ত উচ্চাশা, সমস্ত যশোলিপ্সা, আকাঙ্ক্ষার উদ্দাম তাড়না সমস্তই নিবিয়া গিয়াছে।

প্রত্যহ যেরূপ উঠে আজও সেইরূপ আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে—তারা ফুটিয়াছে—চন্দ্রের সেই স্নিগ্ধ শুভ্র রশ্মি আজ এ মহাশ্মশানের মধ্যে যেন পিশাচের ন্যায় হা-হা করিতেছে। মানবের সমগ্র উচ্চাশার উপরে যেন কি এক তীব্র উপহাসের বিদ্রূপ-কটাক্ষ তীরের ন্যায় বিদ্ধ করিতেছে! ভাইয়ে ভাইয়ে এই শোচনীয় আত্ম-কলহ—মানব হইয়া মানবের প্রতি এই নিষ্ঠুরতা—হৃদয়ের শোণিত পান! জগতে দ্বারে দ্বারে একথা ঘোষণা করিবার জন্য উধাও সমীরণ যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া ছুটিয়াছে!

সোমগড় হইতে আগরা মহানগরী সাত মাইলের অধিক হইবে না। বরাবর শাহী রাস্তা। তাহার দু'ধারে ছায়াবহুল তরুরাজি। তখনও রাত্রি নয়টা বাজে নাই। এমন সময় বার-জন অশ্বারোহী দ্রুতবেগে এই পথ দিয়া আগ্রা অভিমুখে যাইতেছিল। তাঁহাদের দেহ রত্ন-খচিত বিচিত্র রণ-বেশে সজ্জিত—বসনের বহু স্থান রক্তাক্ত। সকলেই সুদৃশ্য আরবীয় অশ্বের উপর উপবিষ্ট; দেহে সুদৃঢ় কবচ আবদ্ধ, মস্তকে শিরস্ত্রাণ, তাহাদের বদন বিষাদে আচ্ছন্ন, হৃদয় নিরাশায় অবসন্ন।

একটী প্রকাণ্ড শাল বৃক্ষের নিম্নে আসিয়া তাহারা ধীরে ধীরে অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। তথায় একটী মহামূল গালিচা মাটিতে বিছাইয়া তাঁহাদের এক জন অবসন্নভাবে ভূমিতে বসিয়া পড়িলেন। কেহ তাঁহাকে ব্যাজন করিতে লাগিলেন, কেহ ব্যস্ততার সহিত তাহার অঙ্গ হইতে বর্ম্ম ও শিরস্ত্রাণ খুলিয়া ফেলিল।

শায়িত ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গ মণি-মাণিক্য ঝল্ মল্ করিতেছিল। তাঁহার অঙ্গের কৌষেয় বসন রক্তাক্ত। তিনি ধীরে ধীরে নিরাশা-নিপীড়িত স্বরে বলিলেন,—"আর কেন,—দাউদ আর কেন! আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহাই হইল। তোমারা ভাল কর নাই, তোমরা আমাকে বাধা দিয়া ভাল কর নাই। যদি যুদ্ধে জয়লাভ করিতেই না পারিলাম, তবে আর এ ঘৃণিত জীবন-ভার বহনে ফল কি! কোন্ লজ্জায় আর আমি জগতে মুখ দেখাইব। পূজ্যপাদ পিতামহ তৈমুর-লঙ্গের নাম ডুবাইয়া আজ আমি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতেছি। দায়ুদ আমার এ দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। আমার হৃদয় যে অনুতাপে দগ্ধ হইতেছে!—কেন আমি পাঠান সম্রাট্ এব্রাহিম লোদীর ন্যায় সম্মুখ সমরে জীবন আহুতি দিলাম না? জন্মিলে এক দিন মৃত্যু নিশ্চিত; তবে কেন তোমরা আমাকে ফিরাইলে? আমার এ লজ্জাবনত বদন যে জগতে কাহাকেও দেখাইবার উপায় নাই!

দায়ুদ খান কৃতাঞ্জলিপুটে কুর্ণিশ করিয়া বলিলেন,—"জনাব, বান্দার গোস্তাকী মার্জ্জিত হউক। বীর-কার্য্যে জীবন-দান প্রার্থনীয় বটে, কিন্তু অহেতু জীবন দানে কোন লাভ নাই। মানুষ যখন সমস্ত আশা হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়, চারি দিক অন্ধকার দেখে, বাধা-বিঘ্ন যখন অভেদ্য প্রাচীরের ন্যায় চারি দিক হইতে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলে, তখন

মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়াও সে তাহাতে ঝম্প দিয়া পড়িতে কুণ্ঠিত হয় না। সেরূপ অবস্থায় তাহাই কর্ত্তব্য বটে; কিন্তু হুজুরের অবস্থা সেরূপ নহে। দৈব দুর্ব্বিপাকে হুজুরের সৈন্যদল পর্য্যুদস্ত হইয়াছে; ইহাতে স্থায়ী জয়-পরাজয় কিছুই সূচিত হয় নাই। সোলেমান শেকো মহোদয়ের সহিত বাঙ্গালায় প্রেরিত সৈন্যদল বিজয়ী-বেশে প্রত্যাগমন করিতেছে। স্বয়ং সম্রাট সর্ব্বতোভাবে হুজুরের সহায়তা করিবেন; এরূপ অবস্থায় নিরাশার কোনই কারণ নাই। সুতরাং সেই যুদ্ধ-ক্ষেত্রে গোলা-বৃষ্টির মধ্যে হুজুরের মহামূল্য জীবন বিসর্জ্জন দেওয়া কখনই সঙ্গত নহে। হুজুর যে মৃত্যুকে ভয় করেন না, তাহা আমরা জানি; কিন্তু সেই মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইবারও একটা সময় আছে। সুশৃঙ্খলভাবে চেষ্টা করাই বীরত্বের কার্য্য; অব্যবস্থিত চিত্তে জীবন বিসর্জ্জন দেওয়াকে লোকে হঠকারিতা বলে; তাহা কখন প্রশংসা পাইবার যোগ্য নহে। যাহা হউক হুজুর, এভাবে এখানে বিলম্ব করা ঠিক নহে। ঐ শুনুন, শত্রু-সৈন্যের কি রণ-কোলাহল শুনা যাইতেছে। তাহারা নিশ্চয়ই আমাদিগের অনুসরণ করিবে। অতএব কাল-বিলম্ব না করিয়া অবিলম্বে এ স্থান হইতে গমন করাই উচিত।

দারা শেকো বিষাদক্ষুন্ন স্বরে বলিলেন,—"সেনাপতি, যাহা বলিলে সত্য, কিন্তু আমার এ জীবন-ধারণের আর বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নাই! সত্য কথা বলিতে কি, সমস্ত রাজত্ব-চিন্তা আজ আমার হৃদয় হইতে অপসারিত হইয়াছে! হায় হায়, যুদ্ধ কি ভয়ানক জিনিস! আজ আমার সহস্র সহস্র সৈনিক, কর্ম্মচারী আমার চক্ষের সমক্ষে দারুণ উত্তাপে, বিষম তৃষ্ণায় "জল জল" বলিতে বলিতে প্রাণ হারাইয়াছে! আমার প্রাণ-প্রিয় বন্ধু-বান্ধব, সেনাপতি ও কর্ম্মচারিগণ কামানের গোলার ভীষণ আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া জীবন

বিসর্জ্জন দিয়াছে। আর আমি দারা স্থির অবিচলিত হৃদয়ে তাহা দেখিয়াছি! কোথায় সেই মহাবীর রোস্তম খান!—যাঁহার বীর প্রতাপে এক দিন সুদৃঢ় পারশ্ত-সাম্রাজ্যের ভিত্তি-মূল টলটলায়মান হইয়া উঠিয়াছিল—আজ আমি তাঁহাকে হারাইয়াছি! কোথায় সেই রাজপুত-বীরসিংহ বায়ান্নযুদ্ধ-বিজেতা মহাবীর সাত্রাসাল হাদা? কোথায় সেই বন্ধুবর রাজকার্য্যে অদ্বিতীয় দেওয়ান মোহম্মদ সালেহ্! হায় হায়, আজ আমি আমার প্রধান বন্ধু-বান্ধব, বিশ্বস্ত সেনানায়ক সকলকেই জন্মের মত হারাইয়াছি! বল দায়ুদ, বল, কোন্ প্রাণে আমি শান্তি লাভ করিব? যাহারা আমার জন্য জীবন দিয়াছে, হৃদয়ের শেষ রক্ত-বিন্দু উৎসর্গ করিয়াছে, তাহাদিগকে পিছনে ফেলিয়া—হায়, চির তরে বিসর্জ্জন দিয়া আমি কোন্ প্রাণে ফিরিয়া যাইব! দায়ুদ, ঐ দেখ—চাহিয়া দেখ—আজ সোমগড় হইতে আগ্রা পর্য্যন্ত সমস্ত রাজ-পথের পার্শ্ব হইতে আহত পলায়নপর অবসন্ন সৈনিকগণের মুমুর্ষু কণ্ঠ হইতে মৃত্যুবেদনার অভি-ব্যক্তি স্বরূপ কি কাতর আর্ত্তনাদ উত্থিত হইয়া মহাশূন্যে বিলীন হইয়া যাইতেছে! তাহাদের দিকে চাহিবার, তাহাদিগকে সেবার বা সান্ত্বনা দিবার কেহই নাই। তাহারা কি দুঃসহ বেদনা, কি মর্ম্মান্তিক মনো-কষ্ট সহ্য করিয়া তিলে তিলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছে! যাহারা আমার জন্য এ ভাবে জীবন বিসর্জ্জন দিতেছে, আমি তাহাদিগের মুখের দিকে একবারও চাহিতে পারিতেছি না—তাহাদের সেবা-শুশ্রূষার কোনই বন্দোবস্ত করিতে পারিতেছি না—দায়ুদ, এ দুঃখ রাখিবার স্থান কোথায়? হায় হায়, হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র ইত্যাদি পশুর মৃতদেহে সমস্ত স্থান ছাইয়া পড়িয়াছে! দায়ুদ, আমি আর আমাতে নাই! দারুণ অবসাদে, বিষম বিষাদে আমার মন দমিয়া গিয়াছে! আর আমাকে উপদেশ দিও না! আমি আত্মরক্ষা করিতে চাইনা; তোমরা চলিয়া যাও; আমি

একাকী এখানে পড়িয়া থাকি। শত্রু-সৈন্য আমাকে হত্যা করুক—আমার সকল জ্বালার, সকল বেদনার, অবসান করুক; আমি তাই চাই। আমি আগ্রায় আর ফিরিব না। আমার এ মসি-মলিন বদন জগতে আর কাহাকেও দেখাইব না”

দারার এবম্বিধ উক্তিতে সকলেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। কাহারও কোন কথা বলিতে আর সাহস হইল না। তখন তাঁহার চতুর্দ্দশবর্ষীয় পুত্র সিফিব শেকো সজল নয়নে তাঁহার চরণযুগল ধরিয়া বলিলেন,—“বাপজান, বিপদে আত্মহারা হইবেন না। যে খোদা বিপদে ফেলিয়াছেন, তিনিই মুক্তি দিবেন। খোদা গফুরোর-রহিম, তাঁহার দয়ায় নিরাশ হইবেন না!”

খোদার নামে দারার মনে যেন মহাবলের সঞ্চার হইল। তাঁহার অবসাদ কাটিয়া গেল; পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া দারা কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিলেন।

অশ্বগুলি এতক্ষণ পার্শ্বেই বৃক্ষ-শাখায় বাঁধা ছিল! ধীরে ধীরে সকলে আবার অশ্বে আরোহণ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এখন দারার সঙ্গে একটী মশাল পর্য্যন্ত নাই; তাঁহার আঁধার হৃদয়ের ন্যায় বহিঃ-প্রকৃতিও তখন তাঁহার নিকট নিতান্তই অন্ধকার মনে হইতেছিল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

নিয়তির আকর্ষণে মানব যেরূপ ছুটিয়া চলে, কোন বাধা মানিতে চাহে না, দারাও সেইরূপ সম্রাটের সহস্র নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া যুদ্ধসাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাকে বিদায় দিয়া সম্রাট একান্ত উদ্বেগ ও চিন্তার সহিত দিন কাটাইতেছিলেন। তাহার একান্ত ইচ্ছা—প্রাণের

কামনা—তাঁহার প্রিয় পুত্রগণের মধ্যে কোনরূপ যুদ্ধ-বিগ্রহ না হয়। দারার অহমিকতায় তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই ; পুত্রগণ পরস্পরের মধ্যে মহা-সমরে লিপ্ত হইয়াছেন।

বহুকালের উদ্যোগ-আয়োজনের পর যখন সোমগড়ের মহা প্রান্তরে ২৯শে মে তারিখে বাস্তবিক পক্ষে ভাই ভাইএর রক্ত পানের জন্য সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হইলেন, সেদিন বৃদ্ধ শাজাহানের সমগ্র হৃদয় অবসাদে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। রাজধানীর অধিবাসিবৃন্দ সমস্ত দিন সোমগড় সমর-ভূমির কামান গর্জ্জন সচকিত হৃদয়ে শুনিতেছিল ; আর এই মহা সমরের পরিণাম কি হইবে, ভাবিয়া দিশাহারা হইয়া পড়িতেছিল। কামানের প্রতি গর্জ্জনে নিরাশা-নিপীড়িত সম্রাটের জীর্ণ হৃদয়-পঞ্জর যেন বিষাদভরে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল।

বেলা দুইটা বাজিতে না বাজিতেই যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দু'একজন করিয়া সৈন্য রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিতে লাগিল। তাহাদের কথায় কাহারো তেমন শ্রদ্ধা হয় নাই। কিন্তু রাত্রিতে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত অশ্বারোহণে কয়েক জন মাত্র অনুচর সমভিব্যাহারে যখন দারা প্রত্যাগত হইলেন, তখন নাগরিকগণের হৃদয় নিরাশায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। যুদ্ধের অব্যবহিত পরিণাম লুণ্ঠনের আশঙ্কায় সকলেই ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

নিয়তির কি কঠোর গতি! বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী প্রবল পরাক্রান্ত দারা শেকো আজ ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে সার্ব্বস্বান্ত। তাঁহার অনুচর-সহচর, সৈন্য-সামন্ত প্রায় সকলেই সোমগড়ের কালসমরে বিধ্বস্ত! আজ তাঁহার একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুগণও একে একে সরিয়া পড়িতেছে। তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করিয়া বিপক্ষে যোগ দিতেছে। তাঁহার অতুলনীয় সম্মান প্রতিপত্তি আজ সমস্তই

বিলীন। শত্রু মিত্র কাহারো সম্মুখে আর তাঁহার মুখ দেখাইবার উপায় নাই।

রাত্রি প্রায় বারোটা; নূর মঞ্জেলের একটী ক্ষুদ্র কক্ষের অভ্যন্তরে এক খানি আরাম-কেদারার উপর শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন দেহখানি বিন্যস্ত করিয়া দিয়া, বিষণ্ণ বদনে দারা শেকো তাঁহার অন্ধকারময় ভবিষ্যতের বিষয় ভাবিতেছিলেন। হায়, এরূপ হইবে, তাহা কে জানিত? তাঁহার গগনস্পর্শী আশা-তরু আজ এক নিমেষে নিয়তির বজ্রাঘাতে দগ্ধ এবং ভস্মীভূত হইয়া গেল! কেন তিনি স্নেহভাজন বহুদর্শী পিতার কথা শুনেন নাই? এখন কি আর তাঁহাকে মুখ দেখাইবার উপায় আছে? বাদশা নিজে সশরীরে আওরঙ্গজীবের সম্মুখে উপস্থিত হইলে কখনই এই মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইতে পারিত না। কখনই তাঁহার এরূপ শোচনীয় পরিণাম হইত না। তিনি পিতার ইচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে আওরঙ্গজীবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেন নাই। জেদ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে যুদ্ধের অনুমোদন লইয়াছিলেন। এ জেদের পরিণাম কি শোচনীয় হইল! আত্মম্ভরিতা! তুমি মানবকে এই ভাবেই ধ্বংস কর।

দারা অন্যমনস্কভাবে এই সমস্ত ভাবিতেছিলেন; কক্ষ ঈষৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন; চারিদিকে বিলাপ রোদনের করুণ ধ্বনি। আসন্ন বিপদের করাল ছায়ায় এই বিশাল পুরী নূর মঞ্জেল আজ যেন অন্ধকার!

দারা এইরূপ অন্যমনস্কভাবে কত কিই ভাবিতেছিলেন, এমন সময় বাদশাহের জনৈক বিশ্বস্ত দূত আসিয়া দারা শেকোকে কুর্ণিশ করিয়া তাঁহার হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিল। পত্রে লিখিত ছিল,—

প্রিয় পুত্র,

ভাগ্য-বিবর্ত্তনেই তোমার আজ এই শোচনীয় দুর্গতি। ভাগ্য

কাহারো অধীন নহে; তোমার পক্ষে এখন কেল্লায় আসিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা একান্ত কর্ত্তব্য। তোমাকে আমার কতকগুলি কথা বলিবার আছে; তাহা শুনিয়া, তোমার নিয়তি তোমাকে যে দিকে পরিচালিত করে, যাইও। আমি বারণ করিব না, বাধা দিব না। নিয়তির গতি কে রোধ করিতে পারে? তোমার অদৃষ্টে যাহা লিখিত আছে, তুমি যেখানেই যাও, অবশ্যই তাহা ঘটিবে।

পত্রখানি পড়িয়া দারা শেকো উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। পিতার স্নেহ-শীতল পত্রখানি যেন বজ্রের ন্যায় তাঁহার হৃদয়ের উপর আপতিত হইল। যদি সে পত্রে তিরস্কার থাকিত, হয় ত দারা তাহা সহজে সহ্য করিতে পারিতেন; কিন্তু স্নেহের কশাঘাত যে তিরস্কারের তীব্রবেদনা অপেক্ষা বহু গুণে কঠোর—মর্ম্মস্পর্শী—বহু গুণে অসহ্য, তাহা কয় জনে জানে? বাদশাহের পত্র খানি পড়িয়া দারা একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলেন; নয়ন-জলে পত্রখানি অভিষিক্ত হইতে লাগিল। তিনি বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া দারা মহা-ভক্তিভাজন পিতাকে লিখিলেন:—

আলি জনাব,

খাক্‌সার গোনাগারের সাধ্য নাই যে, সে জাহাঁপানাকে তাহার মসি-মলিন বদন আর দেখাইতে পারে। বান্দা এখানে আর অধিক বিলম্ব করিতেও পারিতেছে না; কারণ তাহা হইলে কৃতান্তের অনুচরগণ তাহাকে হত্যা করিবে। আমার বর্ত্তমান দুঃখ-দুর্দ্দশার মধ্যে হুজুরের খেদমতে লজ্জায় উপস্থিত হইতে পারিলাম না। আমার লজ্জানত বদন দেখিবার আশা ত্যাগ করুন; এবং সন্তুষ্ট চিত্তে আমাকে বিদায় দিন। বোধ হয়, এই বিদায়ই আমার শেষ বিদায়। অনুগ্রহপূর্ব্বক এই অর্দ্ধমৃত অনুতাপদগ্ধ হতভাগ্যের কল্যাণের জন্য

দয়াময় খোদা-তালার নিকট দোয়া করিতে থাকুন। বান্দা হুজুরের কদমে একান্ত অপরাধী, তজ্জন্য সে সজল নয়নে ক্ষমাপ্রার্থী।

হতভাগ্য দারা।

পত্রখানি পড়িয়া শাজাহানের শোকানল দ্বিগুণবেগে জ্বলিয়া উঠিল। প্রিয়তম পুত্রের এই শোচনীয় উত্তরে যেন তাঁহার "দেহ হইতে প্রাণ বহির্গত হইয়া যাইতে লাগিল।" কিন্তু কঠোর কর্ত্তব্য তাঁহাকে একটু স্থির হইয়া বিলাপ করিবারও অবসর দিল না। দারা সেই রাত্রেই পলায়ন করিবেন, তিনি তাঁহার পলায়নের সুবন্দোবস্তের দিকে মন দিলেন।

মহানগরী আগ্রা আজ জাগ্রত। অধিবাসিগণ আজ আর নিদ্রার ক্রোড়ে অভিভূত হইয়া পড়ে নাই। ঘরে ঘরে নানা আন্দোলন-আলোচনা—ভবিষ্যৎ-বিপদ-আশঙ্কায় সকলেরই হৃদয় আচ্ছন্ন। যেখানে সেখানে নানা গুপ্ত সভার অধিবেশন নিভৃতে সম্পন্ন হইতেছে। যাহাদের আত্মীয়-স্বজনেরা এখনো যুদ্ধ-ক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসে নাই, তাহারা আজ বিষম উদ্বেগ লইয়া জাগিয়া রজনী কাটাইতেছে। নিহত সৈন্যগণের ঘরে ঘরে ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে। আহতদিগকে শুশ্রূষার জন্য নানাবিধ চেষ্টা-যত্ন চলিতেছে।

আজ সহরের পুলিশ-প্রহরী সকলেই ভয়াকুল। কখন যে আওরঙ্গজীবের দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যদল রাজধানী আক্রমণ করিবে, এই আশঙ্কায় তাহারা অস্থির। কেহ কেহ পূর্ব্বাহ্নেই ভয়ে পলাইয়াছে। অনেকে প্রভুর কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া সাবধানে অবস্থিতি করিতেছে।

দারা শেকোর প্রিয় নিকেতন নূর মঞ্জেল তাঁহারই হৃদয়ের ন্যায় যেন আজ অন্ধকারে আচ্ছন্ন! চারিদিকে আকুল ক্রন্দনের কোলাহল।

রাত্রি তিনটা বাজিয়া গেল। সেই নিশীথ রাত্রির অন্ধকারে একান্ত পথের ভিখারীর ন্যায় ভারতের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী, সম্রাট সাজাহানের নয়নের মণি দারা শেকো মাত্র দশ বারো জন অনুচর ও প্রহরী সমভিব্যাহারে প্রাণপ্রিয় সাধের নূর মঞ্জেল পিছনে ফেলিয়া একান্ত দীন-হীনের ন্যায় বাহির হইয়া পড়িলেন। কোথায়? তাহা কে জানে? ভাগ্য তাঁহাকে কীড়া-কন্দুকের ন্যায় উচ্চ সিংহাসন হইতে পদাঘাতে দূরে ছুড়িয়া ফেলিল—এই গতির কোথায় গিয়া সমাপ্তি হইবে তাহা তখন কে জানিতে?

———

দ্বিতীয় ভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

"মহারাজ, যতদূর সংবাদ প্রাপ্ত হইলাম, তাহাতে সুজাকে অনুসরণ করা আর সহজ হইবে বলিয়া মনে হইতেছে না। পর্ব্বত হইতে নদী পর্য্যন্ত দীর্ঘ দুই মাইল স্থান ব্যাপিয়া বিপক্ষ এমনই সুদৃঢ়, সুরক্ষিত প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া মুঙ্গের নগরকে অভেদ্য ও অজেয় করিয়া তুলিয়াছে যে, তাহা অতিক্রম করা আমাদের পক্ষে সহজসাধ্য হইবে না।" সোলেমান শেকো তাঁহার উন্নত বিরাট শিবিরের একটী কক্ষে বসিয়া এই কথাগুলি মহারাজ জয়সিংহকে কহিলেন।

মহারাজা জয়সিংহ প্রত্যুত্তরে দৃঢ়তাব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন,—"কি বলিলেন শাহ্জাদা? বাঙ্গালী সৈন্যগণের সাধ্য কি যে, দিল্লীশ্বরের বজ্রবর্ষী কামানের সম্মুখে তাহাদের সামান্য ব্যূহ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে? যদি লৌহনির্ম্মিত প্রাচীরও তাহারা নির্ম্মাণ করে, তথাপি তাহা ভগ্ন ও বিধ্বস্ত করিতে আমাদের কত সময় লাগিবে? যাহা শক্তিতে না হইবে, কৌশলে তাহা করিতে হইবে।"

সোলেমান শেকো। দৃঢ় প্রস্তরসমূহ অদ্ভুত রাসায়নিক কৌশলে ইস্পাতের ন্যায় দৃঢ় করিয়া প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। তাহার বহিঃপার্শ্বে বিস্তীর্ণ, গভীর, কৌশলময়, অনতিক্রম্য পরিখা; ঊর্দ্ধে ভীষণ কামান-সমূহ সুসংন্যস্ত। শত্রু-সৈন্য নিকটে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিলে তখনই তাহাকে দগ্ধ—ভষ্মীভূত করিয়া ফেলা যাইতে পারে। শমন-সদৃশ প্রহরিগণ প্রতিনিয়ত ভীমবেশে সতর্ক-দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে শত্রুকে আর অনুসরণ করা সহজ হইবে না।

জয়সিংহ। জনাব, উদ্বেগের কোনই কারণ নাই। শত্রু যেরূপ

দুর্ভেদ্য প্রাকারেই আত্মরক্ষা করুক, মোগল-সৈন্যের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ তাহারা কিছুতেই প্রতিহত করিতে পারিবে না। চতুর্দ্দিকে গুপ্তচর প্রেরণ করিয়া শত্রু-সৈন্যের বিশেষ অবস্থা বুঝিবার চেষ্টা করুন। ধীরভাবে কিছুদিন এই স্থানে অপেক্ষা করা যাউক। খুব বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে, কি কৌশল অবলম্বন করিলে আমাদের উদ্দেশ্য সহজে সফল হইত পারে। আমাদের বিজয়ী সৈন্যগণ কিছুদিন আমোদ-আহ্লাদে সময় অতিবাহিত করুক। কিছুদিন ধীরভাবে চিন্তা করা যাউক, কি কৌশলে, কি উপায় অবলম্বন করিলে আমরা সহজে সফল-কাম হইতে পারি।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, এমন সময় দিল্লী হইতে দূত আসিয়া যুবরাজের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিল। দারা শেকো এই দূতের মারফত এক খানি পত্রে লিখিয়াছেন,—

প্রিয়তম পুত্র,

বড় বিষম সংবাদ! আওরঙ্গজীবকে দমন করিবার জন্য যে সৈন্যদল যশোবন্ত সিংহের অধীনে পাঠান হইয়াছিল, তাহারা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছে। যশোবন্ত সিংহ রাজপুতনায় পলায়ন করিয়াছে। বিজয়ী আওরঙ্গজীব ও মুরাদ সমবেতভাবে দ্বিগুণ শক্তিতে রাজধানি অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। আমি স্বয়ং তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি। তুমি সুজার সহিত সন্ধি করিয়া অবিলম্বে আমার সাহায্যের জন্য প্রত্যাগত হও। মহারাজা জয় সিংহকে এই পত্রের মর্ম্ম জানাইয়া তাঁহার পরামর্শ মত সমস্ত কার্য্য করিবে।

পত্রখানি পড়িয়া উভয়ের বদন বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। এই অপ্রত্যাশিত-পূর্ব্ব দুর্ঘটনায় উভয়ের হৃদয় যেন ক্ষণেকের জন্য কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িল। অবিলম্বে সুজার সহিত এইরূপ শর্ত্তে সন্ধি সুস্থির

হইয়া গেল যে, বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা সুজার অধিকার-ভুক্ত প্রদেশ বলিয়া স্বীকৃত হইবে; কিন্তু তাঁহার রাজধানী মুঙ্গের হইতে রাজমহলে স্থানান্তরিত করিতে হইবে।

বিজয়দৃপ্ত মোগল-বাহিনী মহারাজধানী আগ্রা অভিমুখে প্রত্যাগমন-করিতেছে। অগণিত হয়, হস্তী, উষ্ট্র ইত্যাদি পশু রাশি রাশি সমর-সম্ভার, রসদ-পত্র বহন করিয়া সুশৃঙ্খলভাবে চলিতেছে। অসংখ্য বীর-পদ-ভরে যেন ধরিত্রী কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। ক্ষুদ্র-বৃহৎ অসংখ্য জয়-পতাকা দূর উর্দ্ধে পত্ পত্ করিয়া আহ্লাদে নাচিতেছে। তালে তালে নিনাদিত দুন্দুভি ধ্বনিতে নিখিল জগত মোগল-বাহিনীর অতুল বিজয়-গৌরবে মুখরিত হইয়া উঠিতেছে।

নিদাঘের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড অবসন্ন দেহে ধীরে ধীরে পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িতেছে; সুমন্দ সমীরণ মৃদু মৃদু প্রবাহিত হইয়া প্রকৃতির উষ্ণ বক্ষ একটু একটু শীতল করিবার চেষ্টা করিতেছে। শাহী রাস্তার দু'ধারে বহুদূর পর্য্যন্ত জনতা-ব্যূহ দণ্ডায়মান থাকিয়া নয়ন ভরিয়া সেই বাদশাহী শোভা-যাত্রা দেখিতেছে।

সোলেমান শেকো তাঁহার মহাকায়, সুসজ্জিত মাতঙ্গপৃষ্ঠে সমাসীন; উজ্জ্বল মণি-মাণিক্য-ঝলকে সেই সুরঞ্জিত হাওদা সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার পার্শ্বে মহারাজা জয়সিংহ উপবিষ্ট; তাঁহার গম্ভীর বদনে জ্বলন্ত প্রতিভা যেন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। সোলেমান শেকোর হস্তীর দু'ধারে প্রধান প্রধান আমীর-ওমরা ও সৈন্যাধ্যক্ষ-গণের হস্তিযূথ। পশ্চাতে শাহী হেরেম।

সহসা বহুদূর হইতে এক জন অশ্বারোহী তীর বেগে অগ্রসর হইতেছে, দেখা গেল। তাহার সঙ্গে দৌত্যের নিদর্শন স্বরূপ শ্বেত পতাকা; পার্শ্ব দেশে তরবারি দুলিতেছে। মস্তকে উজ্জ্বল শিরস্ত্রাণ

—তাহাতে বিজলি-বিভা খেলিতেছে। তাহার তেজস্বী অশ্বের প্রতি পাদবিক্ষেপে অপূর্ব্ব মধুর ধ্বনি তালে তালে উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক মধুর করিয়া তুলিতেছে।

আগন্তুকের আগমনে সকলেই সচকিত দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিলেন। তিনি কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া গম্ভীরভাবে তীরবেগে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বাদশাহী-লিপি-বাহকের বিশেষ চিহ্ন তাঁহার পরিচ্ছদ হইতে স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছিল। সাধারণ সৈনিক হইতে প্রধান সেনাপতি পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে ব্যস্তভাবে পথ ছাড়িয়া দিল। না জানি, শাহী দরবার হইতে কি নূতন সংবাদ আসিয়াছে, তাহা জানিবার জন্য সকলেরই কৌতূহল বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পরস্পরের মধ্যে নানারূপ কল্পনা, জল্পনা ও আলোচনা চলিতে লাগিল। আগন্তুক শাহ্‌জাদা সোলেমান শেকোর নিকট যাইয়া তাঁহাকে কুর্ণিশ করিয়া দাঁড়াইলেন।

সোলেমানের ঈঙ্গিতে দূতকে তাঁহার হস্তীতে উঠাইয়া লওয়া হইল। সেই বিরাট সৈন্যব্যূহ পূর্ব্ববৎ অগ্রসর হইতে লাগিল।

সোলেমান ব্যস্তভাবে বলিলেন,—"বল দূত, বল, খবর কি? রাজধানীর সমস্ত মঙ্গল ত?"

দূতের বদন বিষাদে আচ্ছন্ন। তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়াই সকলের প্রাণ ভয়ে কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। তিনি ধীরে ধীরে একখানি পত্র সোলেমানের হাতে দিয়া বলিলেন,—"হুজুর, বান্দার কোন কথা বলিবার সাধ্য নাই—এই পত্রে সমস্ত অবগত হইতে পারিবেন।

একখানি আতর-সিক্ত রেসমী রুমালের মধ্যে একটী সুদৃশ্য মণি-মুক্তা-খচিত সুবর্ণ-কৌটা। কৌটাটী এমনই কৌশলে আবদ্ধ যে, তাহা খুলিবার সঙ্কেত না জানিলে কেহই তাহা খুলিতে পারে না।

সেই কৌটার মধ্যে কস্তুরী-বাসিত, সুবর্ণ-খচিত পত্রখানি শাহী মোহর বক্ষে ধরিয়া উজ্জ্বল ভাবে হাসিতেছিল। আজ এই পত্রের মধ্যে যে নিদারুণ কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা কিন্তু তখনও কেহই অনুমান করিতে পারে নাই।

ত্রস্তভাবে পত্রখানি বাহির করিয়া সোলেমান শেকো পড়িতে লাগিলেন। চারিদিক সুবাসে ভর-পূর হইয়া উঠিল! কিন্তু হায়, পত্র পাঠের সঙ্গে সঙ্গে সোলেমানের বদন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। তিনি একেবারে হতাশ ও অবসন্ন হইয়া ঢলিয়া পড়িলেন।

জয়সিংহ ব্যস্তভাবে বলিলেন,—"জনাব, পত্রের মর্ম্ম জানাইয়া কৌতুহল দূর করুন। পত্রে যাহাই লেখা থাকুক, তাহা বলিতে কেন কুণ্ঠিত হইতেছেন? সম্পদ, বিপদ জগতে প্রতিনিয়ত পাশা-পাশি অবস্থিতি করে, বিপদে আত্মহারা হইলে চলিবে কেন? বীরের ন্যায় বিপদের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে।"

সোলেমান অবসন্নভাবে বলিলেন,—"মহারাজ, অদ্যকার জন্য আমাদের গমন স্থগিত করুন। এই স্থানেই শিবির সন্নিবেশিত করা হউক। আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে! আর কি শুনিবেন, আমার পিতা সোমগড়-মহাসমরে পরাজিত—তাঁহার সৈন্যদল বিধ্বস্ত! আমাদিগকে অবিলম্বে দিল্লীতে তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য আদেশ দেওয়া হইয়াছে।"

অবিলম্বে সঙ্কেতসূচক দামামা-ধ্বনিতে সেই বিপুল সৈন্যদলের গতি স্থগিত হইল। কোরার বিশাল প্রান্তরে অসংখ্য শিবির সংস্থাপিত হইল—যেন দেখিতে দেখিতে দিগন্ত ব্যপিয়া একটী বিশাল নগরীর সৃষ্টি হইল।

সন্ধ্যা ঘোর হইয়া উঠিয়াছে,—চারি দিকে সৈন্যগণের মহা

কোলাহল! কেহ হাসিতেছে, কেহ গাহিতেছে। কোথাও বা দশ পাঁচ জনে মিলিত হইয়া নানা-দেশের গল্প আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। সহস্র সহস্র তুরঙ্গের হ্রেষারবে, মাতঙ্গের বৃংহিত গর্জ্জনে কর্ণ বধির হইয়া আসিতেছে!

সমস্ত শিবিরের মধ্যস্থলে সোলেমান শেকোর বিচিত্র বর্ণের উন্নত শিবির। তাহারই একটী সুসজ্জিত কক্ষে পরামর্শ-সভা বসিয়াছে। প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী ও সৈন্যাধ্যক্ষগণ এই সভায় আসিয়া সমবেত হইয়াছেন; শিবির-দ্বারে উন্মুক্ত-তরবারী হস্তে দুই জন ভীষণমূর্ত্তি দৌবারিক প্রহরায় নিযুক্ত।

বাহিরে সোলেমানের সৈন্যব্যূহের মধ্যে দারার পরাজয়-সংবাদ ইতিমধ্যে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের মধ্যে বিষম চাঞ্চল্য—বিষম উত্তেজনা প্রকাশ পাইতেছে। যেখানে-সেখানে দশ পাঁচ জন মিলিয়া নানা পরামর্শ, নানা জটলা চলিতেছে। কেহ বলিতেছে,—"আর কেন? চল, নিজের পথ দেখা যা'ক; এখনি সময় থাকিতে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করি।" কেহ বা গোপনে আওরঙ্গজীবের সঙ্গে যোগ দিবার ষড়যন্ত্র করিতেছে। অপর অনেকে এই রাষ্ট্রবিপ্লবে বেশ লুটপাট করিয়া এক 'দাঁও' মারিয়া লইবে ভাবিয়া উৎফুল্ল হইতেছে।

পরামর্শ-সভায় নানা বিষয়ের আলোচনা হইল। সোলেমান ব্যাকুল-ভাবে তাঁহার সেনপতি ও প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"বন্ধুগণ' আজ বিপদ নির্ম্মম রাক্ষসের ন্যায় বিকট বেশে আমাকে গ্রাস করিতে আসিয়াছে। আমি একেবারে কিং-কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি; আমি আশা করিতেছি, আপনারা এই দারুণ দুঃসময়ে নিশ্চয়ই প্রাণপণে স্ব স্ব কর্ত্তব্য সাধন করিবেন। মোগল সাম্রাজ্যের উন্নতি ও স্থায়িত্ব আপনাদের কর্ম্মকুশলতা ও

বিচক্ষণতার উপরই নির্ভর করে। আপনাদের অটল প্রভু-ভক্তির উপর আমার দৃঢ়বিশ্বাস আছে। কি প্রণালীতে এখন আমাদের অগ্রসর হওয়া উচিত, সে বিষয়ে আপনাদের মত জিজ্ঞাসা করি।

মহারাজা জয়সিংহ দণ্ডায়মান হইয়া সসম্ভ্রমে বলিলেন,—"শাহ্‌জাদা, বিপদে আত্মহারা হইবেন না; ধীরভাবে কর্ত্তব্য পালন করুন। আমার মতে এলাহাবাদে হুজুরের কিছু দিন অপেক্ষা করা শ্রেয়। সুলতান সুজার সহিত সন্ধি হইয়াছে। তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করুন; তার পর সমবেতভাবে অগ্রসর হউন। যদি তাহা ভাল মনে না করেন, তাহা হইলে দ্রুত গতিতে দিল্লী যাইয়া পিতার সহিত মিলিত হউন। কিন্তু শাহ্‌জাদা, আমি সরল চিত্তে সরলভাবে বলিতেছি,— আর হুজুরের সহযোগিতা আমার পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। আমি কল্যই সসৈন্যে আওরঙ্গজীব মহোদয়ের সহিত যোগ দিবার জন্য যাত্রা করিব। (১)

মহারাজের উক্তিতে সভাস্থ সকলেই যার পর নাই বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। সোলেমান অধীর হইয়া বলিলেন,—"কি বলিলেন মহারাজ! আজ এই বিপদে আপনি সসৈন্যে আমাকে ত্যাগ করিয়া শত্রু-পক্ষে যোগ দিলেন! আপনিই না দিল্লীশ্বরের সর্ব্ব প্রধান বিশ্বস্ত প্রভুভক্ত সেনাপতি! যাঁহার নেমকে আপনি আজন্ম প্রতিপালিত— যাঁহার প্রসাদে আজ আপনি পদ-গৌরবে ও ক্ষমতা-প্রতাপে সাম্রাজ্যে

(১) The youthful prince (Sulaiman Shakoh) bewildered by the calamity, took counsel with Jai Sing. Jai Sing openly refused to follow the losing side any longer, he would go away with his troops and join the new Emperor.

—Sarkar's History of Aurangzib II.—Page 222.

অদ্বিতীয়, আজ মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহারই শত্রু-পক্ষে যোগ দিবেন! এই দুঃসময়ে তাঁহারি বিপক্ষে আপনার অসি পরিচালিত করিবেন! আপনি কি বলিতেছেন, একটু চিন্তা করিয়া বলুন।"

জয়সিংহ দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন,—'যাহা বলিবার, তাহা বলিয়াছি— বেশ ধীরভাবে চিন্তা করিয়াই বলিয়াছি। আমি কল্যই সসৈন্যে শাহ্‌জাদা আওরঙ্গজীবের সহিত যোগ দান করিতে যাত্রা করিব।"

সেনাপতি দিলীর খান দণ্ডায়মান হইয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন,— "তাহা কিছুতেই হইতে পারে না! আমরা কিছুতেই তাহা হইতে দিব না! এই বিষম বিপদের সময় কেহই শাহ্‌জাদাকে ত্যাগ করিতে পারিবে না! শাহ্‌জাদাকে অনুরোধ করি, তিনি বিদ্রোহী সেনাপতিকে বন্দী করিবার আদেশ দিন।

সোলেমান। না, তাহা আমি দিব না। যিনি আমাকে ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি সহজেই যাইতে পারেন; বল প্রয়োগ করিয়া আমি কাহাকেও অনুগত করিতে ইচ্ছা করি না। ভক্তি, শ্রদ্ধা, আনুগত্য আন্তরিক জিনিস, বাহু-বলে তাহা আদায় করা যায় না। মহারাজ, আপনি যেখানে ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে গমন করিতে পারেন।

দিলীর খান। মহারাজ, আজ কি করিতে যাইতেছেন—কেমন মহান্ উদারহৃদয় প্রভুর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতেছেন, তাহা বেশ করিয়া চিন্তা করুন। আপনার এই মহাপাপের ফলে কি বিধাতার অভিশাপ জলন্ত অশনির ন্যায় আপনার শিরে নিপতিত হইবে না? মহারাজ, আবার বলিতেছি, কি করিতে যাইতেছেন, ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া করুন।

মহারাজা। আমি বেশ চিন্তা করিয়াছি। আপনি কিন্তু এখনও সব দিকে চিন্তা করিতে অবসর পান নাই, খান সাহেব!

দিলীর খান। যাক, সে চিন্তা আপনার করিতে হইবে না। আজ বুঝিলাম, হিন্দুর প্রভু-ভক্তি কতটুকু, রাজপুতের বীরত্ব ও মহত্ব কতটুকু সে কার্য্যে দেখাইতে পারে! সে স্বার্থের গোলাম ; হৃদয় বলিয়া কোন জিনিস তাহার নাই। যাক সে কথা ; শাহ্‌জাদা, এ বান্দা হুজুরের চির অনুগত ; হুজুরের জন্য হৃদয়ের শেষ রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে সে এখনও প্রস্তুত! নিরাশ হইবেন না—মহারাজা যাইবেন, যাউন ; তাঁহার ন্যায় বহু অভিজ্ঞ সেনানী হুজুরের দুর্লভ হইবে না। ভরসা করি, আমাদের সহিত এমন বিশ্বাসঘাতক প্রভুদ্রোহী সেনাপতি অন্য কেহই নাই, যিনি এই অপ্রত্যাশিত দুঃসময়ে শাহ্‌জাদাকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন।

সকলে সমস্বরে বলিলেন,—"নিশ্চয়ই নাই। আমরা সকলেই শাহ্‌জাদার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত। সোলেমান একটু সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"তাহা হইলে এখন আমাদের কি ভাবে অগ্রসর হওয়া সঙ্গত!"

দিলীর খান। বান্দার আরজ,—আমরা অবিলম্বে এলাহাবাদের নিকট গঙ্গানদী অতিক্রম করিয়া শাহ্‌জাহানপুরে উপস্থিত হইব। সেই স্থান হইতে বহু সংখ্যক আফ্‌গান সৈন্য সংগ্রহ করা যাইবে। তাহারা আমার বন্ধু—স্বজাতি ; তাহারা জগতে অদ্বিতীয় বীর ; তাহাদের সহায়তায় কার্য্যোদ্ধার সহজ হইবে বলিয়া মনে হয়।

সোলেমান। খান সাহেব, আজ এ বিষম সঙ্কটে পড়িয়া আমি বিচলিত হইয়া পড়িয়াছি, আপনার পরামর্শ শিরোধার্য্য। কল্য প্রত্যুষেই শাহ্‌জাহানপুরে যাত্রা করা যাইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গভীর নিশীথে চুপি চুপি কথা হইতেছিল। দিলীর খান্ বলিলেন,—"তাই নাকি—সে কথা আমাকে পূর্ব্বে বলেন নাই কেন?" বাহিরে জগত নিস্তব্ধ; ঝিল্লিগণ ঝিঁ ঝিঁ রবে জগত মাতাইয়া তুলিয়াছে।

"সুযোগ হয় নাই বলিয়া বলি নাই—পূর্ব্বে এ সমস্ত কথা প্রকাশ করা সঙ্গত বুঝি নাই বলিয়া বলি নাই।" মহারাজা জয়সিংহ চুপে চুপে উত্তর দিলেন।

দিলীর খান। "তবে এখন উপায়?"

জয়সিংহ। উপায় আর কি? সরিয়া পড়ুন; প্রভুর কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে হয় বটে, কিন্তু ন্যায়-অন্যায়, স্থান-অস্থান দেখিয়া ত করা কর্ত্তব্য? প্রকাশ্য দরবারে আপনি আমার কার্য্যের নিন্দা করিয়া আমাকে কতই না ধিক্কার দিলেন। আপনি এখনও যুবক, সব কথা ভাল বুঝেন না—সব খবর রাখেন না; তাই আর আমি তাহার কোন উত্তর দিই নাই। সব নিন্দাবাদ নীরবে সহ্য করিয়াছি।

দিলর খান। সেজন্য আমি বিশেষ দুঃখিত ও লজ্জিত; ভরসা করি, আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। এ সমস্ত কথা পূর্ব্বে মোটেই চিন্তা করি নাই। বাস্তবিক পক্ষে শাহ্‌জাদাগণের মধ্যে অওরঙ্গজীবই যে একমাত্র সম্রাট হইবার উপযুক্ত, একথা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করি; স্বয়ং সম্রাট শাহ্‌জাহানকেও আমি একথা বলিতে শুনিয়াছি।

জয়সিংহ। শুধু সম্রাট কেন, সাম্রাজ্যের যাবতীয় বিচক্ষণ মনীষীই একবাক্যে এ কথা স্বীকার করিয়া থাকেন। (১) দারা ত সম্রাট পদের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। বিলাস-বিষে তাঁহার দেহ জর্জ্জরিত; সমর-নীতিতে

(১) Some anecdotes have come down to us which prove that Aurangzib was regarded by the ministers and even by Shahjahan

ও রাজ্যশাসনে তিনি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ; তদীয় ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতা নিবন্ধন কোন প্রতিভাবান বিচক্ষণ ব্যক্তিই তাঁহার সংস্পর্শে যান না। শূন্যগর্ভ তোষামোদে তিনি নিয়ত বিভোর। তাঁহার মধ্যে অনেক গুণ আছে সত্য; তিনি একজন বড় বিদ্বান, বড় দার্শনিক, কিন্তু সম্রাট হইবার তাঁহার কিছু মাত্র যোগ্যতা নাই। বিশাল ইন্দুস্থানের সাম্রাজ্য পরিচালনা কি একটা খেলা বলিয়া মনে করেন? ওরূপ হস্তে পড়িলে তাহা আপনা-আপনি চূর্ণ হইয়া যাইবে। (১)

---

himself, as the ablest of the princes. I find it impossible to reject them entirely as prophecies made after the event. Of all the four sons of Shahjahan, he had the best reputation for capacity and experience. The known record of his actual performances was most varied and distinguished. Evidently all self-seeking nobles and officers recognised him as the coming man, and hastened to secure their future by doing him friendly turns or at last by sending him secret assurances of their support.

—Sarkar's History of Aurangzib I,—page 369-370.

(১) Dara Shakoh was not wanting in good qualities, and could be both gracious and generous, but he was inordinately conceited and self-satisfied, very proud of his inellectual gifts, and extremely intolerant of advice and contradiction, which easily roused his imperious and violent Mughol temper. He was a nervous sensitive, impulsive creature, full of fine feelings and vivid emotions never master of himself or of other, and liable to lose his self-control just when cool judgment was most necessary. He might have been a poet or a transendental philosopher ; he could never have become a Ruler of India.

—L. Pool's Aurangzib.—PP. 22-23.

Dara never learnt to judge men by the crucial test of danger and difficulty, and he lost touch with active army. Hence he

দিল্লীর খান। নিশ্চয়—নিশ্চয়! একথা একশতবার বলিতে পারেন। পক্ষান্তরে আওরঙ্গজীবের কথা মনে করুন; তাঁহার সহিত ইঁহার তুলনাই হইতে পারে না। যুদ্ধ-বিষয়ে তাঁহার ন্যায় অদ্বিতীয় ব্যক্তি ভারতে আর নাই। সেই দিন—সেই বুখারার মহা সংগ্রাম-ক্ষেত্রে যখন চারি দিক হইতে অজস্র গোলা-গুলি মৃত্যু-বৃষ্টির ন্যায় ছুটিয়া আসিতেছিল—তাহারই মধ্যে আওরঙ্গজীব কি অসীম ঈশ্বর-নির্ভরতা ও কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার পরিচয় দিয়া প্রশান্ত সমাহিত চিত্তে নামাজে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। (১) সেই দিনই সকলে বুঝিয়াছে যে,

---

was rendered unfit in that war of succession which among the Mughals served as a practical test for the survival of the fittest. Basking in the sunshine of his father's favour and flattered by an entire Empire, Dara had acquired some vices unworthy of a philosopher and fatal to an aspirant to the throne. Men of ability and self-respect must have kept away from such a vain and injudicious master while the mercenary self seekers of the army and Court must have recognised that in following him against the astute and experienced Aurangzib they would be only backing the losing side.

—History of Aurangzib by Sarkar—Page 301.

(১) One day the hour of evening prayer arrived when the battle was of its hottest, Aurangzib spread his carpet on the field. knelt down and calmly said his prayers, regardless of the strife and din around him. He was then as during the rest of the campaign, without armour and shield. The Bukhara army gazed on the scene with wonder, and Abdul Aziz, in generous admiration, stopped the fight, crying, to fight with such a man in to court one's own ruin.

—History of Aurangzib. I—Page 107

ভারতের গৌরবময় সাম্রাজ্যের অধিকারী হইবার উপযুক্ত কে। যে মহাবীর বাল্য-জীবনে প্রমত্ত কুঞ্জরের সহিত একাকী যুদ্ধ করিতে ভীত বা পশ্চাৎপদ হন নাই, (১) লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি যাঁহার জন্য প্রতিনিয়ত জীবন বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত—যাঁহার শারীরিক অসীম কষ্ট-সহিষ্ণুতা শৌর্য্য-বীর্য্য ও শ্রমশীলতায় সৈন্যগণেরও মনে ধাঁধাঁ লাগিয়া যায়, (২) সর্ব্বোপরি যাঁহার ঈশ্বর-নির্ভরতা হিমাদ্রির ন্যায় অচল, কর্ম্মক্ষেত্রে যাঁহার হৃদয় হজরতের ন্যায় অটল, যিনি চরিত্রে ঋষির ন্যায় পবিত্র ও গগনের ন্যায় উদার, যাঁহার মহান আদর্শে তাঁহার সৈন্যদল গঠিত ও

(১) আওরঙ্গজীব তাঁহার চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে এক দিন হস্তী-ক্রীড়া দেখিতেছিলেন। সহসা 'সুধাকর' নামক পর্ব্বতপ্রমাণ একটী হস্তী ক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে। জনসঙ্ঘ চারিদিকে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু আওরঙ্গজীব ইহাতে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া তাঁহার অশ্ব-বল্গা সংযত করতঃ দৃঢ়তার সহিত তাহাকে বাধা দিতে দণ্ডায়মান হইলেন। হস্তী তাহার প্রকাণ্ড শুণ্ড দ্বারা আওরঙ্গজীবের অশ্বকে ভূপাতিত করিয়া ফেলিল। তখনও আওরঙ্গজীব কিছুমাত্র ভীত না হইয়া বর্শা হস্তে দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান হইলেন। চারি-দিকে হুলস্থুল পড়িয়া গেল—বড় বড় বীরগণ তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন; সৌভাগ্যক্রমে সহসা হস্তী ভীত হইয়া তাহার সহযোগী "সুরাত চন্দ্র"কে আক্রমণ করিতে ধাবিত হইল।

এই ঘটনায় আওরঙ্গজীবের অতুলনীয় সাহস ও বীরত্বের খ্যাতি সমস্ত দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। সম্রাট শাহ্‌জাহান তাঁহাকে স্নেহালিঙ্গনের সহিত প্রচুর উপহার ও "বাহাদুর" এই উপাধি দান করেন। তিন দিন পরে আওরঙ্গজীবের জন্মোৎসব উপলক্ষে তাঁহার সম-ওজনের স্বর্ণমোহর (৫০০) ও "সুধাকর" হাতীটী তাঁহাকে দান করা হয়। এই সময় হইতে তাঁহার দৈনিক ব্যায়ের জন্য ৫০০ পাঁচশত টাকা মঞ্জুর হয়। উপরোক্ত ঘটনা অবলম্বনে কবিতা লিখিয়া সভা-কবি সেদি জিলানী (Saidai Gilons) পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হন; এবং পাঁচ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা দরিদ্রদিগকে দান করা হয়।

—History of Aurangzib—Page 1012

(২) His endurance of hardship awed his followers.

—Aurangzib by S. L. Pool.

পরিচালিত—তাঁহার সহিত প্রতিযোগিতায় জয়ী হইবে জগতে এমন কে আছে? তিনি যে ধর্ম্মতের সমরে যশোবন্ত সিংহকে এবং সোমগড়ের মহাসমরে স্বয়ং দারার বিশাল বাহিনী বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছেন, ইহা দৈবফলে নহে, তাঁহার যোগ্যতার জন্যই খোদা তাঁহাকে এই সৌভাগ্য দান করিয়াছেন। (১) দেখিবেন, সমুদয় বাধা-বিঘ্ন অচিরে আওরঙ্গজীবের সম্মুখ হইতে প্রভাত-কিরণ-সংস্পর্শে তুহিন-কণার ন্যায় কোথায় বিলীন হইয়া যাইবে। বাস্তবিক যেটা কর্ত্তব্য, সেইটাই আমাদের করিতে হইবে, এখানে স্বার্থের কোন কথা নাই।

জয়সিংহ। আর একটী বিষয় চিন্তা করুন,—এই যে আজ দারা শোকো বিষম বিপদজালে জড়িত, ইহা কাহার দোষে? আওরঙ্গজীব ত যুদ্ধ করিতে আসেন নাই; যুদ্ধ করিতে চাহেন নাই, প্রতি পাদবিক্ষেপে তিনি যুদ্ধ বর্জ্জন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সম্রাট শাহ্জাহানেরও ইচ্ছা ছিল, আওরঙ্গজীবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত গোলযোগ আপোষে মিটাইয়া ফেলিবেন; কিন্তু তাহা হইল না—একমাত্র দারার দোষেই হইল না! দাম্ভিক শাহজাদা পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া যুদ্ধ-সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। তাহাতে উভয় পক্ষের কত লোক ক্ষয় হইল, কত অনর্থের সূত্রপাত হইল। তাই বলি, দারা এ বিপদ

---

(১) The difficulties grieat and complex, which he overcame, raise to the highest pitch our admiration his coolness, sagacity, power of managing men, and deplomatic skill. If it be urged that these do not completely account for his success and that he was also beholden to Fortune, then the impartial historian of the period must admit that Aurangzib had done every thing to deserve Fortune's help.

—History of Aurangzib I —by J. N, Sarkar—Page 340-341.

নিজে ডাকিয়া আনিয়াছেন। দারুণ দাম্ভিকতা ও অহমিকার ফলস্বরূপ বিধাতার অভিশাপ তাঁহাকে অনুসরণ করিয়াছে ; কাহার সাধ্য তাঁহাকে রক্ষা করে ? স্বীয় কর্ম্মফল হইতে কে তাঁহাকে বাঁচাইতে পারে ? খান সাহেব, আমার কথাগুলি বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখুন।

দিলীর খান। মহারাজ, আপনার কথায় আমার চৈতন্য হইয়াছে। আমিও আপনার সহিত আগামী কল্যই আওরঙ্গজীব মহোদয়ের সঙ্গে যোগ দিবার জন্য যাত্রা করিব। যাহাতে আমাদের বন্ধু-বান্ধবগণও আমাদের সহযোগী হন, সে জন্যও আমাদের চেষ্টা করিতে হইবে।

জয়সিংহ। নিশ্চয়! নিশ্চয়! এরূপ ক্ষেত্রে কোন জ্ঞানী ব্যক্তিই সোলেমানের—সুতরাং দারার পক্ষ সমর্থন করিবেন না!

উভয়ে কিছুক্ষণ নীরব। দিলীর খান একটু ইতস্ততঃ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—"মহারাজ, একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব ; অকপটে উত্তর দিবেন কি ?

জয়সিংহ। অবশ্য। যাহা হয় আপনি জিজ্ঞাসা করুন ; অকপটে উত্তর দিতেছি। যখন বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছি, তখন আর কোনরূপ দূরত্ব রাখা শোভা পায় না।

দিলীর খান। আপনি হিন্দু—নিষ্ঠাবান্ হিন্দু—রাজপুত-গৌরব ; আর আওরঙ্গজীব গোঁড়া মুসলমান ; লোকে বলে, তিনি হিন্দুবিদ্বেষী ; এক্ষেত্রে আপনি আন্তরিকভাবে তাঁহার সহায়তা করিবেন, এরূপ বিশ্বাস করিবার হেতু কি ?

জয়সিংহ। দেখুন, খান সাহেব, যাহারা সংকীর্ণচেতা, তাহারা ধর্ম্ম লইয়া কলহ ও কোন্দল পাকায়। আমি গোঁড়া হিন্দু বলিয়া যে গোঁড়া মুসলমানকে ঘৃণা করিব, অথবা আপনি গোঁড়া মুসলমান হইয়া যে গোঁড়া হিন্দুকে ঘৃণা করিবেন, তাহার কি সঙ্গত কারণ থাকিতে

পারে ? সমস্ত ধর্ম্মের একই লক্ষ্য ঈশ্বর—বিভিন্ন গতিপথ,—এই যা বিভিন্নতা। ইসলাম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাত্মা মোহাম্মদকে কি আমরা ভক্তি করি না ? নিশ্চয় করি—মন প্রাণ দিয়া করি। জানিবেন, হিন্দুর বড় উদার ধর্ম্ম ; অন্যের গুণের আদর করিতে ইহা কথনই কুণ্ঠিত নহে। তাই আমরা বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাত্মা বুদ্ধদেবকে অবতার বলি। মুসলমান আকবরকে জগদীশ্বর বলিয়া পূজা করি। যদি মুসলমানের সহিত দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত আমাদের জেতৃ-বিজেতৃ সম্বন্ধ না থাকিত, তাহা হইলে হয় ত মহাত্মা মোহম্মদকেও হিন্দু অবতার বলিয়া পূজা করিত। যে, যে ধর্ম্মে আছে, সে সেই ধর্ম্মের কাজ করুক, ইহাতে নিন্দা বা বিদ্বেষের কারণ কি হইতে পারে ?

দিলীর খান। ঠিক বলিয়াছেন, মহারাজ আমাদের পয়গম্বর সাহেবও বিধর্ম্মীর প্রতি বিদ্বেষ করেন নাই, বা বিদ্বেষ করিতে উপদেশ দেন দেন নাই। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণের সহিত তিনি সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। ইসলাম শান্তির ধর্ম্ম ; ইসলাম শব্দের অর্থই শান্তি। ইসলাম জগতে শান্তি বিলাইয়াছে ; জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সমগ্র মানবের উপর ইহা শান্তি-ধারা বর্ষণ করিয়াছে।

জয়সিংহ। এই যে জগতের উঁচু-নীচু পার্থক্য, বহু ঊর্দ্ধ হইতে দৃষ্টি করিলে ইহা মিলিয়া যায়। যাহারা ধর্ম্ম-জগতেও নিম্নে আছে, তাহারা সর্ব্বত্রই নানা পার্থক্য, নানা অসামঞ্জস্য দেখিতে পায় ; এই হেতু ধর্ম্ম-বিদ্বেষের প্রশ্রয় দিয়া থাকে। তাহাতেই এত গোলযোগের সূত্রপাত হয়। একে অন্যের ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করিলে, অত্যাচার করিলে, ঘাত-প্রতিঘাতে ধর্ম্মবিদ্বেষ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে ; তাহাতে উভয় পক্ষেরই অকল্যাণ হয়। যেখানে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণের একত্রে বাস। করিতে হয়, তাহাদের সকলকেই বিশেষ সংযত হইয়া বাস করা উচিত

আমি জানি, অনেক হিন্দু মুসলমানের ধর্ম্ম নিন্দা করা, এবং অনেক মুসলমান হিন্দুর ধর্ম্মনিন্দা করা—পরস্পরের অকল্যাণ করা পুণ্যজনক কাজ বলিয়া মনে করেন। ইহা ভ্রম। আমি এইরূপ কার্য্যের কখনই প্রশ্রয় দিই না। ঈশ্বরেচ্ছায় ন্যায়পরায়ণ মোগল রাজত্বে কোনরূপ বিচার-ব্যাভিচার হয় না। আওরঙ্গজীব মহোদয়কে লোকে যতই যাহা বলুক, বিচার-বিষয়ে তিনি নিরপেক্ষ; তাঁহার শত্রুগণও স্বীকার করিতে বাধ্য যে, তিনি নিরপেক্ষ; তাঁহার শত্রুগণও স্বীকার করিতে বাধ্য যে, তিনি ন্যায়-পরায়ণতার মহা-সমুদ্র। (১)

দিলীর খান। "কিন্তু কোন কোন স্থলে তিনি হিন্দুর প্রতি অত্যাচার করিয়াছেন, এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়।"

জয়সিংহ। তাহা মানিলাম, কিন্তু এমন কোন ঘটনা আপনি বোধ হয় দেখাইতে পারিবেন না যে, তিনি অত্যাচারিত না হইয়া কাহারো প্রতি অত্যাচার করিয়াছেন। যেখানে হিন্দু ইসলামের বা মুসলমানের উপর আঘাত দিয়াছে, সেই খানেই তিনি তাহাদিগকে দমন করিয়াছেন। ইহা বিদ্বেষ-প্রসূত নহে; বিবেচনা-প্রসুত।

দিলীর খান। "আচ্ছা, তিনি ত ক্ষমা করিতেও পারিতেন; প্রতিশোধ অপেক্ষা ক্ষমা মহৎ গুণ নয় কি?

জয়সিংহ! ব্যক্তিগত বিষয় হইলে ইচ্ছামত ক্ষমা করিতে পারেন, কিন্তু জাতি বা ধর্ম্মগত বিষয়ে তাঁহার ক্ষমা করার অধিকার কি? মুসল-মানের প্রতিনিধিরূপে তিনি মুসলমানের স্বার্থ সংরক্ষণ করিতে বাধ্য, আবার হিন্দুর প্রতিনিধিরূপে তিনি হিন্দুরও স্বার্থ সংরক্ষণ করিতে বাধ্য।

---

(১) Ovington says that the great Mughal (Aurangzib) is the main ocean of justice.

S. L. Pool's Aurangzib.—Page 80.

তিনি যে কোন কোন দেবালয় ধ্বংস করিয়াছেন, তাহার কারণ হিন্দুগণ সেই সেই স্থানে বাদশাহের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র করিয়াছিল; তাই রাজকীয় : কর্ত্তব্যের অনুরোধে তিনি সেই সমস্ত চূর্ণ করিয়াছেন। ধর্ম্ম-বিদ্বেষের বশীভূত হইয়া নহে। (১) সব দিক বিবেচনা করিলে আওরঙ্গজীবকে নিন্দা করার কারণ অধিক পাওয়া যায় না।

"দিলীর খান। তাহা হইলে কি আপনি বাস্তবিকই আওরঙ্গজীবের ভক্ত?

জয়সিংহ। "নিশ্চয়ই! আমি প্রাণ মন দিয়া তাঁহাকে ভক্তি করি। তাঁহার সদ্ব্যবহারে, তেজস্বিতায়, ন্যায়পরায়ণতায় ও কর্ম্মকুশলতায় আমি মুগ্ধ। খান সাহেব, জানিবেন বাহুবল প্রকৃত বল নহে; হৃদয়ের শক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তি। সেই শক্তি দ্বারাই মানুষ বাধ্য করা যায়—হৃদয় জয় করা যায়।

আওরঙ্গজীবের অসাধারণ উদারতা ও মহত্ত্বের নিকট আমি বিক্রীত। আওরঙ্গজীব হৃদয়ের বলে বলীয়ান। সেই বলে তিনি আত্মজয়ী। তাই নিখিল জগত তাঁহাকে জয়-মাল্যে বিভূষিত করিবার নিমিত্ত উদ্‌গ্রীব। নিশ্চয় জানিবেন, যিনি চিত্ত জয় করিতে পারেন, জগত জয় করা তাঁহার পক্ষে অতীব সহজ। যদি কেহ ভবিষ্যতে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিবার যোগ্য ব্যক্তি থাকেন, তবে আওরঙ্গজীবই সেই ব্যক্তি! আমি চাই যিনি উপযুক্ত, তিনিই দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দৃঢ়হস্তে সাম্রাজ্য শাসন করুন। দেশ সুশৃঙ্খলা ও শান্তির সহিত শাসিত হউক—সাম্রাজ্য গৌরবময় হউক; ইহাই আমার ইচ্ছা। হৃদয়ের শেষ রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়া আমি তাঁহার প্রতি আমার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিব।

(১) আল ইসলাম—১৩২৪।

যে মনিব উপযুক্ত, তাঁহার অধীনে কাজ করিয়া সুখ আছে! তাহার সেবায় আত্মোৎসর্গ করাতেও সান্ত্বনা আছে।

জয়সিংহ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া আবার বলিলেন,—"দেখুন, রাজনীতিক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান কোনরূপ পার্থক্য আমার মনে আসে না। আমি চাই, ভারতবাসী ভারত শাসন করুক, আমরা দুই জাতি হিন্দু-মুসলমান—ভারত মাতার যুগল-সন্তান। আমাদের একের অন্যের প্রতি সহোদরের ন্যায় ব্যবহার করা একান্ত কর্ত্তব্য। মুসলমান আজ পাঁচ শত বৎসর ভারতে রাজত্ব করিতেছে, তাই বলিয়া কি আমরা অসুখী—অসন্তুষ্ট আছি? কখনই নহে! কোন কোন রাজা হয় ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন, সেইরূপ কি হিন্দু হইলেও করিতে পারিতেন না? তোমরা রাজা হইলেও রাজত্ব পরিচালনা ত আমরাই করিতেছি। আমরাই দিল্লীশ্বরের মন্ত্রী, সেনাপতি; বিভিন্ন প্রদেশের শসানকর্তৃত্বও আমাদের হাতে। যিনি উপযুক্ত, তিনিই উচ্চ পদে উন্নীত হইতেছেন। মহারাজা মানসিংহ বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার ছিলেন। বিজাতীয় শাসনকর্ত্তার নিকট ইহার অধিক আর কি আশা করা যাইতে পারে? এস্থলে হিন্দু-মুসলমানের কোনই পার্থক্য নাই। আমরা এই অধীনতার মধ্যেও পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করিতেছি। স্বাধীনতার অর্থ যদি উচ্ছৃঙ্খলতা না হয় তবে আমরা কোন্ বিষয়ে স্বাধীনতা ভোগ করিতেছি না? মুসলমান বাদশার জাতি; তিনি বাদশাহই থাকুন; আমরা তাহার জন্য লালায়িত নহি। আমরা ত শাসন-যন্ত্রের সর্ব্বত্রই আছি। তবে আর রাজনীতি-ক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবে আসিতে পারে কিরূপে? আমাদের সব সময় মনে রাখা উচিত, যদি আমরা ক্ষমতা-প্রতিপত্তি লইয়া কলহে প্রবৃত্ত হই—একে অন্যের ক্ষতি করি, পরস্পরকে আপন ভাবে না দেখি, তাহা হইলে এই

উভয় জাতিই দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। ভারতমাতা নির্য্যাতিত, দুর্গতিগ্রস্ত হইয়া বিদেশীর চরণে আত্ম-সমর্পণ করিতে বাধ্য হইবে। তখন আমাদের নামে জগত উপেক্ষার হাসি হাসিবে।

দিলীর খান। নিশ্চয়! নিশ্চয়! হিন্দু-মুসলমানে সদ্ভাব-সম্প্রীতি না থাকিলে ভারতের কল্যাণ নাই।—কোন জাতিরই কল্যাণ নাই। রাজনীতি-ক্ষেত্রে আমরা এক—আমরা অভিন্ন।

পরদিন প্রত্যুষে জয় সিংহ, দিলীর খান এবং অন্য বহু সৈন্য, সেনাপতি সোলেমান শেকোকে পরিত্যাগ করিয়া আওরঙ্গজীবের সহিত যোগ দিবার জন্য যাত্রা করিলেন। এখন সোলেমানের ২০০০০ সৈন্যে মধ্যে মাত্র ৬০০০ অবশিষ্ট থাকিল। (১)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মহানগরী আগ্রার বাহিরে দারা শোকের বিস্তীর্ণ শাহী প্রাসাদে সোমগড়-বিজেতা মহাবীর আওরঙ্গজীব নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় মহা গৌরবে অবস্থিতি করিতেছেন। দিন দিন বাদশাহের আমীর-ওমরা ও উচ্চ কর্ম্মচারীবৃন্দ তাঁহার পক্ষে গিয়া যোগদান করিতেছেন।

খোদা-তালা অনুকূল হইলে সকলেই তাঁহার হিতৈষী হইয়া উঠে;

(১) Jai Sing had convinced Dilir Khan of the folly of such unselfish devotion, these two generals with their contingents parted company with the Prince at Korah, and so also did all the other Imperial officers and many newly enlisted troops. Only 6000 man less than a third of Sulaiman's army, accompanied him in the retreat to Allahbad.

—History of Aurangzib. II—by Prof. Sarkar—Page 222-223.

শায়েস্তা খান, মোহম্মদ আমিন খান (মীরজুম্‌লার পুত্র), মন্ত্রী জাফর খান প্রভৃতি সকলেই ক্রমে ক্রমে আসিয়া আওরঙ্গজীবকে অভিনন্দন করিতে লাগিলেন।

একটী সুসজ্জিত কক্ষে আওরঙ্গজীব হীরক-মুক্ত-খচিত স্বর্ণাসনে সমাসীন। তাঁহার বদন বিষাদে গম্ভীর; সম্মুখে টেবিলের উপর স্বর্ণ-মণ্ডিত কয়েকখানি 'ফেকার' কেতাব শোভা পাইতেছে। তাঁহার অনুমোদন ক্রমে বহুদর্শী প্রাচীন ওমরা ফজিল খান এবং প্রধান বিচারপতি সৈয়দ হেদায়েত-উল্লা সম্মুখে উপস্থিত হইয়া যথাবিধি কুর্ণিশ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। আওরঙ্গজীব তাঁহাদিগকে উপবেশন করিতে অনুমতি দিয়া সম্রাটের কুশল প্রার্থনা করিলেন।

কাজী সাহেব আওরঙ্গজীবের কথায় যথাযথ উত্তর দিয়া তাঁহার হস্তে বাদশাহের মোহরাঙ্কিত পত্রখানি প্রদান করিলেন। আওরঙ্গজীব পরম ভক্তির সহিত তাহা চুম্বন করিয়া ধীরে ধীরে পড়িতে লাগিলেন। তাহাতে বাদশাহের স্বহস্তে লিখিত ছিল;—

"আমার প্রিয়তম বিজয়ী পুত্র যখন আমার এত নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তখন তাঁহার চিরহিতৈষী বৃদ্ধ পিতার ঐকান্তিক অনুরোধ, তিনি যেন একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন; তাঁহাকে দেখিবার জন্য তাঁহার স্নেহপ্রবণ হৃদয় বহুদিন হইতে বড়ই ব্যাকুল আছে।"

পত্রখানি পড়িয়া আওরঙ্গজীবের স্বভাবগম্ভীরবদন আরো গম্ভীর হইয়া উঠিল; ললাটে চিন্তার কুঞ্চিত রেখাসকল সুস্পষ্ট দেখা দিল। তিনি বলিলেন,—"বাদশাহ্ আপনাদের বাচনিক আরো কিছু বলিয়া দিয়াছেন কি?"

কাজী সাহেব বলিলেন,—"তিনি এই পারিবারিক মহাসমরে

আন্তরিক দুঃখিত। তিনি অনেক সময় এই জন্য আক্ষেপ করেন যে আপনি তাঁহার স্নেহের উপর পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভর করেন না।”

আওরঙ্গজীব গভীর বেদনাময় স্বরে বলিলেন,—“কাজী সাহেব, জানি না এ জগতে আমার কথা—আমার মনের আক্ষেপ বুঝিবার কেহ আছে কিনা। এই যে ভীষণ আত্মকলহ—পারিবারিক মহাসমর—এজন্য দোষ কার? আমি পুত্র হইয়া পিতার খেদমতে আসিব, এটুকু অধিকার কি আমার নাই? বাদশাহের মৃত্যু-সংবাদ যখন সমগ্র ভারতে প্রচারিত হইয়াছিল, এমন কি এই মহারাজধানী আগ্রার অধিবাসিগণও যখন এই সংবাদ বিশ্বাস করিয়াছিল, তখন বলুন ত কোন্ পিতৃভক্ত পুত্র বিচলিত না হইয়া থাকিতে পারে? বাদশাহ্ জীবিত আছেন, বা “এন্তেকাল” করিয়াছেন এই সংবাদ পাইবার জন্য যখন আমরা চাতকের ন্যায় ব্যস্ত, তখন কেন রাজধানীর সমস্ত সংবাদ বন্ধ করিয়া আমার সন্দেহের মাত্রা বাড়াইয়া দেওয়া হইল? আমার প্রতিনিধিকে অনর্থক লাঞ্ছিত ও সর্ব্বস্বান্ত করা হইল? আমার পরম হিতৈষী শায়েস্তা খানের মালবের সুবাদারী কেন কাড়িয়া লওয়া হইল? আমি ত কত দিন ধীরভাবে অপেক্ষা করিয়াছিলাম—কিন্তু পিতার কোন নিশ্চিত সংবাদ পাইলাম না। বরং দিন দিন আমার কর্ম্মচারী ও সেনাপতিবৃন্দকে রাজধানীতে তলব দিয়া আমাকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলা হইতে লাগিল; তখনও আমি বাদশাহের কোন অবাধ্যতা করি নাই। তার পর আমার মনের সন্দেহ ও আশঙ্কা ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল; আমি স্বয়ং একবার হুজুরে উপস্থিত হইতে সঙ্কল্প করিলাম। এরূপ অবস্থায় কোন্ পিতৃ-ভক্ত পুত্র স্থির থাকিতে পারে? কিন্তু আমাকে কেন, কোন্ যুক্তিতে বাধা দেওয়া হইল? আমি দারাকে এবং যশোবন্ত সিংহকে বিশেষরূপে জানাইয়াছিলাম,

বাদশাহের সহিত একবার সাক্ষাৎ করাই আমার উদ্দেশ্য। তাঁহার সঙ্গে স্বয়ং সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার আদেশ নতশিরে মানিয়া লইবার জন্য আমি পুনঃ পুনঃ প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম। মহাসমরের অব্যবহিত পূর্ব্বে আমি দারাকে, প্রধান মন্ত্রী জাফর খান মহোদয়কে, মাননীয়া ভগিনী জাহানারা বেগমকে এই মর্ম্মে কতই না মিনতি করিয়া পত্র লিখিয়াছিলাম, যেন আমাকে বাধা না দেওয়া হয়। আমি যুদ্ধ করিতে আসি নাই, যুদ্ধ করিব না ; একবার হুজুরে হাজির হইয়া পিতার প্রতি পুত্রের কর্ত্তব্য পালন করিব মাত্র। তবুও আমার অনুরোধ রক্ষা করা হইল না ; একান্ত অবজ্ঞার সহিত আমার নিবেদন প্রত্যাখ্যান করা হইল। এ অবস্থায় যাঁহারা বাদশাহের ইচ্ছার প্রতিকূলে অন্যায় করিয়া আমাকে বাধা দিতে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাদের বিরুদ্ধে নিজের ন্যায্য দাবী বজায় রাখিতে যদি আমি অস্ত্র ধারণ করিয়া থাকি, তাহাতে আমার কি অপরাধ হইয়াছে, আপনারা বিচার করুন। আমি বাদশাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি নাই—যাঁহারা বাদশাহের ইচ্ছার প্রতিকূলে অন্যায় করিয়া আমাকে বাধা দিতে আসিয়াছিল, আমি তাহাদিগের সহিতই যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছি। আমার এ কার্য্য রাজদ্রোহ বলিয়া আমি কখনই মনে করি না।”

ফাজেল খান বলিলেন,—“আপনার কোন কথাই অস্বীকার করিতে পারি না ; সম্রাট কোন দিনই আপনার বিরুদ্ধে সৈন্য-চালনা করিতে হুকুম দেন নাই। দারাই এই সমস্ত যুদ্ধ-বিগ্রহের মূল নিয়ন্তা। সম্রাট স্বয়ং আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সমস্ত বিবাদ বৈষম্য নিষ্পত্তি করিতে একান্ত ইচ্ছুক ছিলেন ; কিন্তু দারার ঔদ্ধত্যে তাহা হয় নাই।”

আওরঙ্গজীব। তাহা হইলে আপনারা আমার প্রতি দোষারোপ

করিতে পারেন না। আমি জানি, কিছুদিন হইতে বাদশাহ্ স্বাধীনভাবে কোন রাজকার্য্য পরিচালনা করেন না। দারাই সম্রাটের প্রতিনিধি স্বরূপ। দারা এই রাজ-ক্ষমতা অন্যায়ভাবে পরিচালিত করিতেছিলেন। ভারতবর্ষ হইতে ইস্‌লাম সমূলে উৎপাটিত করিতে বসিয়াছিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ, খোদা-পোরস্ত ব্যক্তিগণকে বিদূরিত করিয়া তাঁহার সমস্বভাবাপন্ন ধর্ম্মদ্রোহী উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতি ব্যক্তিগণকে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করিতেছিলেন। আমার বিরুদ্ধে তিনি প্রতিনিয়ত বাদশাহের নিকট এমন নিন্দাবাদ করিয়া আসিয়াছেন, যাহার ফলে আমার প্রতি বাদশাহ্ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। তিনি এখন কোন বিষয়ে আমার বা আমার অন্য ভ্রাতৃগণের স্বার্থ-সুবিধার দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। তিনি এখন সম্পূর্ণরূপে দারার আয়ত্ত। বিগত মহাযুদ্ধ বাদশাহের অনভিপ্রেত ছিল সত্য, কিন্তু তথাপি ইহা দারার কারণে সংঘটিত হইল? ইহাতে যে সহস্র সহস্র ব্যক্তি নিহত হইল, সহস্র সহস্র ব্যক্তি অনাথ বা বন্ধু-বান্ধবহীন হইল, সে মহাপাপের জন্য দায়ী কে? প্রতিকার্য্যে বাদশা দারার প্ররোচনায় আমার স্বার্থের ব্যাঘাত করিয়া আসিতেছেন। দেখুন, সেই কান্দাহারের মহাসমরে বিনা কারণে আমাকে তিরস্কার সহ্য করিতে হইয়াছে, দাক্ষিণাত্যের সুলতানগণের সহিত আমি দীর্ঘকাল প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়া যখনই তাহাদিগকে অনুকূল সন্ধিতে বাধ্য করিব, তখনই দারা আমাব কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন; আমাকে যুদ্ধ বন্ধ করিতে বাধ্য করিলেন—সুলতানগণের স্পর্দ্ধা বাড়াইয়া তুলিলেন। বিনা কারণে আমার নিকট হইতে বিরার প্রদেশটী কাড়িয়া লইলেন। শত্রুপূর্ণ দাক্ষিণাত্যে আমার প্রধান প্রধান সেনাপতি ও কর্ম্মচারীবৃন্দকে রাজধানীতে তলব দিয়া আমাকে

দুর্ব্বল ও বিপন্ন করিয়া তুলিলেন। জনাব, একবার পুরাতন কথা স্মরণ করুন;—সম্রাট আমার শত্রুগণের কুমন্ত্রণায় ভুলিয়া কত সময় কত প্রকারে আমাকে নিগৃহীত করিয়াছেন। আমি এবং আমার পুত্রগণ ক্রমাগত বাদশাহের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইয়া আসিয়াছি। আমার অনুরোধ, আবেদন, নিবেদন নির্দ্দয়ভাবে একান্ত উপেক্ষার সহিত পদদলিত করা হইয়াছে! বিনা কারণে আমাকে যখন তখন তিরস্কার সহ্য করিতে হইয়াছে। প্রকাশ্য দরবারে আমার বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করা হইয়াছে; এমন কি আমাকে সুবাদারী হইতে অপসারিত করিবারও কল্পনা করা হইয়াছে। প্রকাশ্যভাবে আমার প্রত্যেক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া এবং নানারূপ বিরুদ্ধাচার দ্বারা সাধারণের চক্ষে আমাকে নিতান্ত হেয় করিয়া তুলা হইয়াছে। (১) এ সমস্তেরই এক মাত্র কারণ দারা; দারাই ক্রমাগত সম্রাটের নিকট আমার মিথ্যা নিন্দা করিয়া আমাকে তাঁহার বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা হইতে একেবারে বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছে। আনি বেশ উপলব্ধি করিতে পারি, আমার লিখিত কোন পত্রের মর্ম্ম তিনি গ্রহণ করেন নাই।

(১) Aurangzib was misunderstood, suspected and unjustly reprimanded from the very begining of his term of office. And the bitterness of feeling thus roused was one of the reasons why the war of succession was conducted so heartlessly and unscrupulously. At one time Aurangzib was so disgusted with being constantly misunderstood, censured and hampered by the Emperor, that he refused to take a most necessary step on his own initiative. Indeed in one of his letters to his sister Jahanara he complains that though he had served his father faithfully for twenty years he was favoured with much less power and confidence than his Nephew Sulaiman Shakoh."

—Sarkar's History of Aurangzib—I.
(For details see from Page 199 to 205.)

সম্রাটের নিকট অনেক আবেদন-নিবেদন করিয়াছি, কিন্তু কোনই ফল হয় নাই! দারার প্ররোচনায় তিনি এমনিভাবে পরিচালিত যে, আমার কোন কথাই তিনি কখনই কাণে তুলিলেন না। বিবেচনা করিয়া দেখুন, এখনও আমি চুপ করিয়া থাকিলে আপন সর্ব্বনাশ আপনি বরণ করিয়া লওয়া হইবে। এই সমস্ত চিন্তা করিয়া আমি স্বয়ং হুজুরে সমস্ত কথা নিবেদন করিতে দৃঢ়সংকল্প হইয়া রাজধানীতে আসিয়াছি; কিন্তু তাহাতেও আমাকে যুদ্ধ করিতে বাধ্য করা হইল। আমি নিশ্চয় জানি, এ সমস্ত ব্যাপারে বাদশাহের কোনই দোষ নাই। তিনি দারা কর্ত্তৃক পরিচালিত।

কাজী সাহেব বিনীত স্বরে বলিলেন,—"আমরা সমস্তই হৃদয়ঙ্গম করিতে পরিয়াছি; হুজুরের কার্য্যে কোনই ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হয় না। পরন্তু আত্মরক্ষা করা ফরজ। সেই ফরজই জনাব প্রতিপালন করিতেছেন। বিশেষতঃ দীন ইসলামের দিকে লক্ষ্য করিয়া ভারতে ইসলাম-চন্দ্রিমাকে রাহু-গ্রাস হইতে মুক্ত করিবার জন্যই শাহ্জাদা এই মহাব্রতে ব্রতী হইয়াছেন। প্রার্থনা করি, আল্লাহ্-তা'লা এই মহাসঙ্কটে শাহ্জাদাকে বিজয়-মাল্যে সুসজ্জিত করিয়া ইসলামের মহত্ত্ব ও গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখুন! এখন ভৃত্যগণের প্রতি কি হুকুম, জানাইলে একান্ত 'সরফরাজ' হই।

আওরঙ্গজীব আবেগভরে বলিলেন,—"দেখুন, একবার বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্যই আমার দাক্ষিণাত্য হইতে এই অভিযান— এই মহা সমর—এত রক্ত পাত! তবে এস্থলে কয়েকটী কথা ভাবিবার আছে। জানেন কি, কিছু দিন হইতে জগতের ভাব-গতিক দেখিয়া আমার মন যেন বড়ই সন্দিগ্ধ হইয়া পড়িতেছে। আচ্ছা, আমি খোদা ভরসা করিয়া স্বীকার করিতেছি, আগামী কল্য হুজুরে হাজির হইব।"

কাজী সাহেব একটী সুসজ্জিত থাক হইতে একখানি মণি-মুক্তা-খচিত মহামূল্য তরবারি বাহির করিলেন। তাহার উপরে সুন্দর অক্ষরে আলমগীর (জগজ্জয়ী) শব্দটী লিখিত। কাজী সাহেব আওরঙ্গজীবকে যথেষ্ট শিষ্টতাপূর্ণ অভিবাদন করিতে করিতে তরবারিখানি তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন,—"সম্রাট-প্রদত্ত উপহার গ্রহণ করুন।" আওরঙ্গজীব ভক্তিভরে তরবারিখানি গ্রহণ করিয়া চুম্বন করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। চারিদিকে বিমল জ্যোৎস্না! মধুর সান্ধ্য সমীরণ ঝিরি ঝিরি বহিয়া সকলের অঙ্গে অমিয়-ধারা ঢালিয়া দিতেছিল।

এই মধুর সন্ধ্যাকালেও আওরঙ্গজীবের মনের দারুণ উদ্বেগ একটুও কমে নাই। তাঁহার ললাটে চিন্তা-রেখা স্পষ্ট দেদীপ্যমান। চারিদিকে ভূমণ্ডলে একান্ত দুষ্প্রাপ্য কুসুমগুলি মন্দ সমীরণে হেলিয়া দুলিয়া নাচিতেছিল; সম্মুখে যমুনার কৃষ্ণ সলিল কুল কুল ধ্বনিতে প্রাণের কি এক অব্যক্ত বেদনার কাহিনী গাহিয়া যাইতেছিল।

তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন; সহসা সম্মুখে প্রিয়তম বন্ধু শায়েস্তাখানকে দেখিয়া তিনি আহ্লাদে আবেগভরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার সহিত "মোসাবা" করিয়া আদরে তাঁহাকে স্বীয় পার্শ্বে বসাইয়া তাঁহার কুশল সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন।

শায়েস্তা খান সবিনয়ে বলিলেন,—"হুজুরের সঙ্কট সময় এ দাস হুজুরের কোন কার্য্যে না লাগায় যে কতদূর মনঃকষ্টের সহিত কাল

কাটাইতেছিলাম, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। আমি আমার নিজ প্রদেশ মালবে থাকিতে পারিলে যেরূপেই হউক হুজুরের পক্ষে যোগ দিতে পারিতাম, কিন্তু দারা আমাকে জানিতেন; তাই তিনি আমাকে পূর্ব্বাহ্নেই সেই স্থান হইতে সরাইয়া অন্যত্র পাঠাইলেন। কি করিব, তখন তাঁহার কথা অমান্য করা কোন প্রকারেই সঙ্গত বা সম্ভবপর মনে করি নাই; তাই অনন্যোপায় হইয়া হুজুরের কোন কার্য্যেই আত্ম-নিয়োগ করিতে পারি নাই; সে জন্য 'গোনাগার' একান্ত লজ্জিত।

আওরঙ্গজীব বলিলেন,—"আপনি খুব ভালই করিয়াছিলেন; ইহাতে আমি বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ হই নাই। বাস্তবিক সত্য কথা বলিতে কি, দারার সহিত আমার যে সম্মুখ সমরে নামিতে হইবে, তাহা আমি পূর্ব্বে মনে করি নাই। তবে কি জানি, কার মনে কি আছে; তাই সাবধান হইয়া সসৈন্যে আসিয়াছিলাম। দারার ভাব-গতিক দেখিয়া আমি পূর্ব্বেই সন্দেহ করিয়াছিলাম, সে আমাকে রাজধানী গমনে বাধা দিবে। যাহা হউক, হিতৈষী ভাবিয়া আপনাকে এখন একটী বিষয়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেছি। আমি বর্ত্তমান অবস্থায় বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিব কি না। বাদশাহ্ ফাজেল খান ও সৈয়দ হেদায়েতউল্লাকে এক খানি পত্র সহ তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে বিশেষ অনুরোধ করিয়া আমার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। আমিও সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইয়াছিলাম। তাহার পর দিবস তাঁহাদিগকে পুনরায় আমার নিকট প্রেরণ করেন। দেখিতেছি, সম্রাটের একান্ত আগ্রহ যাহাতে আমি সত্বরই তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। এ সম্বন্ধে আপনার মত কি জানাইয়া বাধিত করুন।"

শায়েস্তা খান। "বান্দার বেয়াদবী মার্জ্জিত হউক; পুত্র হইয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, তাহাতে আর কি কথা থাকিতে পারে?

কিন্তু এ স্থলে কতকগুলি বিষয় বিবেচনার আছে। বাদশাহের কার্য্যপ্রণালী দর্শনে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হইতেছে, তিনি দারার প্রতি অত্যধিক অনুরক্ত; তাঁহার ইঙ্গিতে চালিত, তাঁহার সন্তোষের জন্য যাহা হয়, করিতে পারেন। এই যে সোমগড়ের মহাসমর, ইহা দারার ইচ্ছায় সম্পাদিত হইল; বাদশাহ্ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ইহার প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না। আমি গোপন অনুসন্ধানে যত দূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে স্পষ্টতঃ বুঝিতেছি, এখনো বাদশা দারার উপর পূর্ব্ববৎ অনুরাগ পোষণ করেন। এখনো গোপনে গোপনে তাঁহাকে সর্ব্ববিধ সহায়তা করিতেছেন। দারা দিল্লীতে পলায়ন করিয়াছেন; দিল্লীর ফৌজদারের উপর বাদশা দৃঢ় আদেশ দিয়াছেন, যাহাতে দারার জন্য রাজকোষ উন্মুক্ত হয়; দিল্লীস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের উপরও দারাকে সাহায্য করিবার জন্য সরকারী পরওয়ানা গিয়াছে। এ ক্ষেত্রে, বাদশা যে দারার পক্ষ অবলম্বন করিয়া আপনাকে বন্দী করিবেন না, তাহার বিশ্বাস কি?

আওরঙ্গজীব। বিশ্বাস যে বড় অধিক আছে, তাহা মনে হয় না। আমি ত বরাবর দেখিতেছি, দারার ইঙ্গিতে, দারার স্বার্থের জন্য বাদশা আমার বিরুদ্ধাচার করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হন না; সে ক্ষেত্রে তাঁহার সূক্ষ্ম দর্শন ও ন্যায়ান্যায় জ্ঞান ঠিক থাকে না। সেই ঈসা বেগের কথা স্মরণ করিয়া দেখুন,—দারার ঈঙ্গিতেই বিনা কারণে বাদশা তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত, লাঞ্ছিত ও বন্দী করিয়াছিলেন। বিনা দোষে আপনাকে মালব হইতে স্থানান্তরিত করিয়াছেন; এখন বিবিধ ঘটনা হইতে আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি, দারার স্বার্থের বেলায় বাদশা আমার প্রতি কর্ত্তব্য-জ্ঞান কিছুই ঠিক রাখিতে পারেন না।

শায়েস্তা খান। বাস্তবিক কথা। এক্ষণে দারার এই সঙ্কট সময়ে

বাদশা যে প্রাণপণে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিবেন, তাহা তাঁহার অতীত জীবনের ঘটনাবলী ও বর্ত্তমান কার্য্য-প্রণালী হইতে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হইতেছে। সুতরাং তাঁহার নিকটে আপাততঃ গমন আমি নিরাপদ মনে করি না।

আওরঙ্গজীব। না বন্ধু, আমি সাধ করিয়া এ বিপদ মাথায় লইতে যাইব না। আওরঙ্গজীব এমন অপরিণামদর্শী নির্ব্বোধ নহে।

তাঁহাদের কথা হইতেছে, এমন সময়ে একজন প্রহরী আসিয়া সংবাদ দিল, সম্রাটের নিকট হইতে দুইজন লোক সাক্ষাতের প্রত্যাশী।

আওরঙ্গজীব তাঁহাদিগকে দরবার-গৃহে লইয়া যাইতে অনুমতি দিয়া ধীরে ধীরে সেই দিকে যাইতে লাগিলেন। শায়েস্তা খান কক্ষান্তরে গমন করিলেন।

ফাজেল খান, খলিলুল্লা খানের সহিত এই তৃতীয়বার বাদশাহের তরফ হইতে আওরঙ্গজীব সমীপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা বিশেষ রূপে আওরঙ্গজীবকে বুঝাইলেন যে, বাদশা একবার তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে একান্ত উৎসুক আছেন। তাঁহার পিতৃস্নেহ একেবারে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি একবার তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেই বুঝিতে পারিবেন, বাদশা তাঁহার কতদূর হিতৈষী—তাঁহার প্রতি কতদূর স্নেহপ্রবণ। কিন্তু আওরঙ্গজীব কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তখন খলিলুল্লা খান গোপনে আওরঙ্গজীবকে বিশেষরূপে বুঝাইবার জন্য আওরঙ্গজীব সহ স্বতন্ত্র কক্ষে গমন করিলেন। উভয়ে খুব গোপনে অনেক পরামর্শ হইল। আওরঙ্গজীব খলিলুল্লা খানের নিকট বাদশাহের মনের প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারিলেন। খলিলুল্লা খান আর বাহিরে আসিলেন না। আওরঙ্গজীবের অনুচরগণ ফাজেল খানকে জানাইল, খলিলুল্লা খান আওরঙ্গজীব কর্ত্তৃক বন্দী হইয়াছেন।

ফাজেল খান এত ক্ষণ তাঁহার জন্য বাহিরে বিষম উদ্বেগের সহিত অপেক্ষা করিতেছিলেন, এখন তিনি বুঝিলেন, খলিলুল্লা খান এই কৌশলে আওরঙ্গজীবের পক্ষ অবলম্বন করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তিন জনে নিভৃত কক্ষে বসিয়া পরামর্শ হইতেছিল। আওরঙ্গজীব বিস্ময়-চকিত স্বরে বলিলেন,—"সে কি! এ কথা বিশ্বাস করিতেও প্রবৃত্তি হয় না।

শায়েস্তা খান। আমিও প্রথমে ইহা কল্পনা করিতে পারি নাই; কিন্তু যাহা দিনের ন্যায় স্পষ্ট, সত্যের ন্যায় উজ্জ্বল, তাহা আর কিরূপে অবিশ্বাস করিব?

আওরঙ্গজীব। সে পত্রখানি কি আপনার নিকট আছে? তাহা কিরূপে আপনার হস্তগত হইল?

"হাঁ, তাহা আমার নিকটে রহিয়াছে, এই দেখুন।" বলিয়া শায়েস্তা খান এক খানি পত্র আওরঙ্গজীবের হস্তে দিলেন।

শায়েস্তা খান ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—"অদ্য প্রত্যূষে একটী ভিখারী-সদৃশ লোক আমার বাটীর সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল। তাহার সচকিত গতি দেখিয়া আমার গুপ্তচরের মনে একটু সন্দেহ হয়, এবং তখনি কোন ছলে তাহাকে গেরেফ্‌তার করিয়া ফেলে। তাহার পর তাহার দেহ অনুসন্ধান করিয়া এই পত্র খানি হস্তগত করা হয়। আওরঙ্গজীব ব্যস্তভাবে পত্র খানি পড়িতে লাগিলেন।

পত্র খানি পড়িয়া আওরঙ্গজীব বিষাদিত হইয়া বলিলেন,—"কি আশ্চর্য্য! মুরাদ বখ্‌শ্‌কে আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা হইয়াছে! আমাকে হত্যা করিতে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে! পিতা হইয়া কেহ পুত্রের বিরুদ্ধে এরূপ ষড়যন্ত্র করিতে পারেন, একথা পূর্ব্বে বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। কি আশ্চর্য্য! এদিকে কিন্তু বাদশা আমার প্রতি কতই না স্নেহ, কতই না শুভাভিলাষ দেখাইতেছেন। (১)

খলিলুল্লা খান। ও সমস্তে ভুলিবেন না, হুজুর। আপনাকে বন্দী করা, জনাবের সর্ব্বনাশ করাই এখন তাঁহার একমাত্র পণ। তজ্জন্য বিবিধ ষড়যন্ত্র বিস্তার করা হইয়াছে।

আওরঙ্গজীব। কিরূপে? একটু খুলিয়া বলুন না।

খলিলুল্লা খান। জনাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য বাদশা নিতান্ত অধীরতা প্রকাশ করিতেছেন; এ সাক্ষাতের উদ্দেশ্য সাক্ষাৎ নহে হুজুরকে বন্দী করা। হেরেমের তাতার প্রহরিণীগণের অসাধারণ শৌর্য্য-বীর্য্য, পরাক্রমের কথা সর্ব্বজনবিদিত। জনাব যখনই সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন, অমনি দুই শত তাতার প্রহরিণী হুজুরকে গেরেফ্‌তার করিয়া ফেলিবে; এইরূপ ষড়যন্ত্র ঠিক হইয়াছে।

আওরঙ্গজীব। হেরেমের সংবাদ আপনি কিরূপে জানিলেন? আমি একথা বিশ্বাস করিতে পারি এরূপ কি প্রমাণ আপনি দিতে পারেন?

(১) Masum (79b-82 a) says that Shah Jahan wrote a secret letter to Murad to murder Aurangzib.

—History of Aurangzib. II—Page 85.

খলিলুল্লা খান। আমার কথা বিশ্বাস করুন হুজুর; সামান্য ভৃত্য হইয়া প্রভুকে প্রতারণা করিব এরূপ দুঃসাহস—এরূপ দুর্ম্মতি এ বান্দার নাই।

আওরঙ্গজীব। আপনাকে আমি অবিশ্বাস করি না; তবুও আপনি ভৃত্য হইয়া পুত্রের মনে পিতার প্রতি যে অবিশ্বাস—যে সন্দেহ জাগাইয়া দিতেছেন, তাহার সত্যতার প্রমাণ না দিলে আপনাকে আমি ছাড়িব না। বলুন, কোন্ সূত্র হইতে আপনি একথা জানিলেন?

খলিলুল্লা খান। অন্য প্রমাণ যাক, স্বয়ং শাহ্জাদী রওশন আরা বেগম একথা আমাকে জানাইয়াছেন; আপনি হয় ত জানেন না, আপনার কত হিতৈষী বন্ধু এই শাহী দুর্গে এই শাহী হেরেমে রহিয়াছে—যাহারা দিবারাত্রি হুজুরের কল্যাণ কামনা করে। এ দাসও তাহাদের একজন। খোদা জানেন, সোমগড় মহাসমরে জনাবের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে এ বাহু কিরূপ অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল! বলিতে কি, আমি বা আমার সৈন্যদল প্রকৃত যুদ্ধ করে নাই। আমরা হুজুরের হিতৈষী ভৃত্যগণ প্রতিনিয়ত হুজুরের মঙ্গল-চিন্তা ও চেষ্টা করিয়া থাকি। বিপক্ষের গতি-বিধি জানিবার জন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া নানা ভাবে চারিদিকে গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছি। হেরেমের অভ্যন্তরে যাহা কিছু ঘটে, তাহার উপর দৃষ্টি রাখিবার ভার স্বয়ং শাহ্জাদী রওশন আরা বেগমের উপর। তিনি এ গোলামকে জানেন, এবং আবশ্যক মত অতি গোপনে এ গোলামকে সংবাদ জানাইয়া থাকেন। এই দেখুন তাঁহার পত্র। এই পত্রে আমার কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে।

আওরঙ্গজীব পত্র খানি পড়িয়া গভীরভাবে চিন্তামগ্ন হইলেন। তাঁহার নিকট সংসার যেন শূন্য বোধ হইতে লাগিল। মানবের

ব্যবহার এত কপটতাময়! সম্রাট কেবল মুরাদকে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছেন, তাহা নহে; তাঁহার প্রিয় পুত্র মোহম্মদ সুলতানকেও তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছেন! (১) হায়, এ জগত কি এতই ভয়ানক স্থান!

আওরঙ্গজীব কথঞ্চিৎ আত্মসংবরণ করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"সব বুঝিলাম, কিন্তু এখন কর্ত্তব্য কি?"

শায়েস্তা খান একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন,—"কর্ত্তব্য!—আমি একটী মাত্র কর্ত্তব্য দেখিতেছি; তাহা ছাড়া অন্য কোন পথ নাই। যদি হুজুর অভয় দেন, তবে বলিতে পারি।

আওরঙ্গজীব। বন্ধু, এরূপ বলিয়া কেন আমাকে লজ্জিত কর? যাহা বলিবার নির্ভয়ে আমাকে বল।

শায়েস্তা খান। আমি যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে মনে হইতেছে বর্ত্তমানে স্বয়ং সম্রাটই হুজুরের সর্ব্বাপেক্ষা বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন। তিনি হুজুরকে বন্দী বা হত্যা করিতে চেষ্টা করিতেছেন; প্রতিনিয়ত দারাকে সাহায্য করিতেছেন। মুরাদকে জনাবের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছেন। বাদশাহের ক্ষমতা যতক্ষণ অব্যাহত আছে, ততক্ষণ হুজুরের কোন চেষ্টাই সফল হইবে না।

আওরঙ্গজীব। তবে কি বাদশাকে বন্দী করা সঙ্গত মনে করেন?

শায়েস্তা খান। তাহা ব্যতীত আর কোনই উপায় নাই।

আওরঙ্গজীব। অসম্ভব! অসম্ভব!!

(১) Shah Jahan had the baseness to try to corrupt Prince Muhammad and induce him to raise his standard against his father.

—S. L. Pool's History of Aurangzib—Page 53.

শায়েস্তা খান। তাহা ব্যতীত অন্য কোনই উপায় নাই।

আওরঙ্গজীব। পুত্র হইয়া পিতার প্রতি কিরূপে এরূপ ব্যবহার করিব? বিবেক যে সম্মত হয় না।

শায়েস্তা খান। জনাব, যে সম্মত হইতেছে না, সে হুজুরের বিবেক নহে, দুর্ব্বলতা! যে উদ্দেশ্য লইয়া নামিয়াছেন—এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা সম্পন্ন করিতেই হইবে। ভারতবর্ষে ইস্‌লামের প্রতিষ্ঠা, এই বিশাল মোগল সাম্রাজ্যকে ভবিষ্যৎ উচ্ছৃঙ্খলতা ও ধ্বংস-মুখ হইতে রক্ষা করা হুজুরালীর ব্রত। কিন্তু বাদশাহ্ শাহ্‌জাদার পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছেন। এক দিকে খোদা-তালার আদেশ, রসুলের অনুজ্ঞা, মাতৃ-ভূমি ভারতের প্রতি স্বীয় কর্ত্তব্য,—অন্যদিকে পিতার সন্তোষ-বিধান। এর কোন্‌টী আপনি শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করিবেন? হুজুরের ন্যায় আলেম ব্যক্তি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, খোদার আদেশ ও স্বীয় কর্ত্তব্য জ্ঞান সকলের উপরে, খোদার আদেশ প্রতিপালন করার জন্য জনাবের কাহারো কথা গ্রাহ্য করা উচিত নহে। এব্রাহিম (আঃ) এর পিতা কাফের ছিলেন বলিয়া তিনি ত কাফের হন নাই। খোদা-তালার উপর নির্ভর করিয়া দৃঢ়-হস্তে নিজের কর্ত্তব্য করুন। ভারতবর্ষে ইস্‌লামকে ও ভারত-সন্তানকে সম্মুখ বিপদ হইতে রক্ষা করুন।

খলিলুল্লা খান। যখন পিতা দারার মঙ্গলের জন্য হুজুরকে হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত নহেন, তখন পিতাকে বন্দী করা ব্যতীত হুজুরের আর কি উপায় আছে? আত্মরক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা বড় ধর্ম্ম। আত্মরক্ষা, ইস্‌লামকে ও ভারত-সন্তানকে রক্ষা এখন হুজুরের প্রধান কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অবিলম্বে সম্রাটকে হুজুরের আয়ত্তের মধ্যে না আনিতে পারিলে সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত উদ্যম বিফল হইবে—

হুজুরের জীবন বিপন্ন হইবে। বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খলা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া যাইয়া যাইবে।

আওরঙ্গজীব গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

তিন দিন হইল আওরঙ্গজীব আগ্রার দুর্গ আক্রমণ করিয়াছেন; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কিছু মাত্র সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই! তৎকালে আগ্রা দুর্গ জগতের মধ্যে দৃঢ়তায় ও অভেদ্যতায় বিখ্যাত ছিল। এ সেরূপ দুর্গ নহে যে, কামানের গোলায় ভগ্ন হইবে, বা ইহার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে। দুর্গ-প্রাচীরের উপরে যমদূত সদৃশ শাহী গোলন্দাজ সৈন্যগণ দিবারাত্র কঠোরভাবে পাহারা দিতেছিল। যে সকল সৈন্য দুর্গ আক্রমণের চেষ্টা করিল, তাহারা বজ্রবর্ষী কামানের গোলায় কোথায় উড়িয়া গেল তাহার আর সন্ধান রহিল না।

আওরঙ্গজীবের বীর হৃদয় এইবার দমিয়া পড়িল! তিনি বুঝিলেন, তাঁহার অতুলনীয় সৈন্যবল সত্বেও আগ্রা দুর্গ অধিকার করা সহজ হইবে না। অবরোধ দ্বারা দুর্গবাসিগণকে আত্মসমর্পণ করাইতেও দীর্ঘ কাল লাগিবে; তত দিন দারা দিল্লীতে প্রচণ্ড শক্তিশালী হইয়া উঠিবেন। সোলেমান শেকো এবং তৎসহ প্রেরিত কর্ম্মকুশল সেনাপতিবৃন্দ আসিয়া দারার সহিত মিলিত হইবেন; সুতরাং তখন দারাকে পরাজিত করা সহজ হইবে না। এদিকে বাদশাহ্‌কে আয়ত্তে না আনিতে পারিলে তিনি যদি দারার পক্ষ সমর্থন করিতে থাকেন, তাহা হইলেও সে বিপক্ষতা সহজে নিবারিত হইতে পারিবে না।

এরূপ সঙ্কট সময় কি করা কর্ত্তব্য! আওরঙ্গজীবের মস্তক আলোড়িত হইতে লাগিল। তাঁহার কার্য্য-কুশল মন্ত্রী ও সেনাপতিবৃন্দও ভাবিয়া কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না; সকলেরই হৃদয় যেন বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

খোদা-তালার মেহেরবানী থাকিলে গহন বনে পথ মিলিয়া যায়, নিবিড় অন্ধকারে বৈদ্যুতিক আলো হাসিয়া উঠে,—আমরা যে স্থানে কোনই উপায় না দেখিয়া নিরাশ হইয়া পড়ি, খোদা-তালা সে স্থানেও সুন্দর উপায় দেখাইয়া দিয়া থাকেন।

খোদা-ভক্ত আওরঙ্গজীবের জন্যও পথ মুক্ত হইল। তাঁহার বিচক্ষণ সেনাপতিগণ পরামর্শ দিলেন, দূর্গের জল সরবরাহের একটী মাত্র পথ আছে। তাহা বন্ধ করিয়া দিতে পারিলে দূর্গবাসিগণ বাধ্য হইয়া আত্মসমর্পণ করিবে।

কার্য্যতঃ তাহাই হইল—প্রাণপণ চেষ্টায় দূর্গের ভিতরে জল আগমনের একটী মাত্র পথ খিজিরী নহর বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। অচিরে দূর্গ মধ্যে জলের দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। দূর্গের মধ্যে যে দুই চারিটী কূপ ছিল, তাহার জল পানের অযোগ্য। সুতরাং দূর্গস্থ সকলেই আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল।

মোগল সাম্রাজ্যের মহা রাজধানী আগ্রার বাদশাহী মহলে কারবালার শোচনীয় অভিনয় আরম্ভ হইবার উপক্রম হইল। এই বিষম বিপদকালে অনেকে গোপনে বা কৌশলে দূর্গ ত্যাগ করিয়া আওরঙ্গজীবের পক্ষ অবলম্বন করিল।

জল—জল—জল! চারিদিকে জলের বিষম দুর্ভিক্ষ! শিশুগণ আকুল হইয়া জলের জন্য কাঁদিতেছে, সুন্দরী ললনাকুলের কুসুম-কলিকার ন্যায় কমনীয় বদন-কমল বিশুষ্ক ও মলিন হইয়া গিয়াছে, যে

সম্রাট ও তাঁহার পার্শ্বচরগণের তুষার-সিক্ত, সুবাসিত যমুনা-বারি পানীয় ছিল, আজ তাঁহারা এক বিন্দু জলের অভাবে অস্থির হইয়া উঠিলেন। কূপের সামান্য অবিশুদ্ধ কর্দ্দমাক্ত পানিতে সে দারুণ দুর্ভিক্ষের কিছু মাত্র প্রশমন হইল না।

কয়েক দিন এই অবস্থায় চলিয়াছে। আজ আগ্রা দূর্গ আওরঙ্গ-জীবের করতলে। দারুণ তৃষ্ণায় অনন্যোপায় হইয়া সম্রাট্ শাহ্‌জাহান পুত্র-হস্তে দূর্গ সমর্পণ করিয়াছেন। এখন দূর্গের অধ্যক্ষগণ সকলেই আওরঙ্গজীবের লোক। দূর্গের চাবি আওরঙ্গজীবের জ্যেষ্ঠ পুত্র মোহম্মদ সুলতানের হস্তে। আওরঙ্গজীবের বিনা আদেশে কাহারও সাধ্য নাই, দূর্গ মধ্যে গমনাগমন করে। সম্রাট শাহ্‌জাহান তাঁহার নিজ প্রাসাদে বন্দী সদৃশ অবস্থিতি করিতেছেন। মোহম্মদ সুলতান তাঁহার "খেদমতে" নিযুক্ত আছেন। দূর্গের ভিতরে বাহিরে যম-কিঙ্কর সদৃশ প্রহরিগণ সতর্ক-দৃষ্টিতে পাহারা দিতেছে।

আওরঙ্গজীব এখনো রাজধানীতে প্রবেশ করেন নাই, তিনি স্বয়ং আগ্রা নগরীর বাহিরে নূর মঞ্জেলে অবস্থিতি করিতেছিলেন। আগ্রা সহর ইতিপূর্ব্বেই আওরঙ্গজীবের করতলে আসিয়াছিল; এখন আগ্রা দূর্গ তাঁহার অধীনে আসায় প্রকৃত প্রস্তাবে সমস্ত রাজ-ক্ষমতা তাঁহারই আয়ত্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু এখনো তিনি আপনাকে বাদ্‌শা বলিয়া ঘোষণা করিতে ব্যস্ত হইলেন না। অতঃপর কি করা যায়, ধীরভাবে তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন।

আওরঙ্গজীবের এখন মতলব কি, তাহা কেহই ঠিক বুঝিতে পারিলেন না। যেখানে সেখানে এ বিষয়ে আন্দোলন-আলোচনা, কল্পনা-জল্পনা চলিতে লাগিল। শাহ্‌জাদী জাহানারা বেগম আওরঙ্গজীবের সহোদরা জ্যেষ্ঠ ভগিনী। তিনি কিন্তু বরাবর দারার পক্ষপাতিনী। তিনি

অনেকবার আওরঙ্গজীবকে নানা রূপ বুঝাইয়া রাজধানীতে আসিতে নিষেধ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। আওরঙ্গজীব নানা যুক্তি দেখাইয়া তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিয়া উত্তর দিয়াছিলেন। সাম্রাজ্যের এই সঙ্কট সময়ে যাহাতে গোলমালটী সহজে মিটিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে তিনি এবার স্বয়ং আওরঙ্গজীবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সঙ্কল্প করিলেন।

ভ্রাতা-ভগিনীতে নিভৃতে অনেক কথা হইল। জাহানারা বেগম নানারূপে বুঝাইতে চেষ্টা পাইলেন যে, বাদশাহ্ তাঁহাকে যার পর নাই স্নেহ করেন। এই অনাবিল পিতৃস্নেহে তাঁহার সন্দেহ করা একান্ত অন্যায়। অতঃপর তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, চারি ভ্রাতার মধ্যে সাম্রাজ্য বিভক্ত করিয়া লওয়া হউক। দারা পাঞ্জাব ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশসমূহের, মুরাদ গুজরাটের ও সুজা বাঙ্গালার এবং আওরঙ্গজীবের পুত্র সুলতান মোহাম্মদ দাক্ষিণাত্যের অধিকারী হউন। অবশিষ্ট প্রদেশসমূহের উপর আওরঙ্গজীব আধিপত্য করিবেন। আওরঙ্গজীবই সম্রাটের উত্তরাধিকারী বলিয়া গণ্য হইবেন। "শাহী বলন্দ-এক-বাল" উপাধি দারার নিকট হইতে প্রত্যাহার করিয়া আওরঙ্গজীবকে দেওয়া হইবে।

আওরঙ্গজীব বলিলেন,—"দেখুন, আমি শান্তির পক্ষপাতী; কিন্তু একথা নিশ্চয় যে, আমার উদ্দেশ্য পণ্ড করিয়া কখনও শান্তি কামনা করিতে পারিব না। ইস্লাম-দ্রোহী, নাস্তিক-চূড়ামণি দারাকে সমুচিত শাস্তি দেওয়াই আমার সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। সে ভ্রান্ত মতসমূহ প্রচার করিয়া জগতকে পথ-ভ্রষ্ট করিতেছে,—ইস্লামের বিমল সৌন্দর্য্যে কালিমা মণ্ডিত করিতেছে। আজ তাহারই জন্য সমগ্র দেশে এই অশান্তির দাব-দাহন,—এই ভীষণ রাষ্ট্র-বিপ্লব! সহস্র সহস্র নর-হত্যা!

জাহানারা বেগম। তুমি দারাকে যেরূপ ধর্ম্মদ্রোহী নাস্তিক বলিয়া উল্লেখ কর, বাস্তবিক পক্ষে সে সেরূপ নহে। তাহার মত অতি উচ্চ; সাধারণে বুঝিতে অক্ষম। বিশেষ সাধনার দ্বারা তাহার আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারা যায়। দারা হিন্দু-দর্শনের পক্ষপাতী হইলেও মুসলমান ধর্ম্মের বিরোধী নহে। মুসলমান ধর্ম্মের সার যে সুফী ধর্ম্ম, তাহার প্রতি সে অত্যন্ত শ্রদ্ধাসম্পন্ন। তুমি কি জান না যে, সে কাদরিয়া খান্দানে মুরিদ? বিখ্যাত পীর মীর ময়ীন সাহেব তাহার মুর্শিদ। সে মুসলমান অলি-আল্লাহ্‌গণকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে; এমন কি তাঁহাদের জীবনী সম্বন্ধে সে একখানি সুন্দর পুস্তক লিখিয়াছে।

আওরঙ্গজীব। এ সমস্ত কথাই জানি। কিন্তু ইস্‌লাম বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা তাহার মধ্যে নাই; বরং প্রতি পদে তাহার ভয়ানক বিরুদ্ধাচার আছে, ইস্‌লাম ধর্ম্মের ভিত্তি কোরাণ ও হাদিসের উপর; সুফীগণের উক্তির উপর নহে। সেই কোরাণ-হাদিসে যাহা শিক্ষা দেয়, যে ব্যক্তি সে মতে না চলে, আমি তাহাকে কখনই ধার্ম্মিক মুসলমান বলিতে পারি না। দেখুন, ইস্‌লাম ধর্ম্ম অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় হাওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে; কোরাণ-হাদিসরূপ হিমাচল সদৃশ দৃঢ় ভিত্তির উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত। শরিয়তের দৃঢ় দুর্গ নিখিল মোস্‌লেমের আশ্রয়-কেন্দ্র; যে ব্যক্তি এই দুর্গ হইতে দূরে থাকে, তাহার জীবন শয়তানের আক্রমণে নিয়ত বিপন্ন। আর যাহারা এই দুর্গের উচ্ছেদ করিতে চেষ্টা করে, তাহারা দীন ইসলামের শত্রু—মানব জাতির শত্রু। দারা নিজে ইস্‌লামের একান্ত অনুষ্ঠেয় নামাজ-রোজা পর্য্যন্ত করেন না, বরং ইস্‌লাম-বিধ্বংসী বহু মত প্রচার করিয়া থাকেন ও বহু কার্য্য করিয়া থাকেন, এরূপ ব্যক্তি ধর্ম্মদ্রোহী কাফের নহেন ত কি? ইস্‌লাম-রাজশক্তির পক্ষে এইরূপ ব্যক্তিকে হত্যা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

জাহানারা। তবে কি তুমি বলিতে চাও, যাবতীয় হিন্দুকে হত্যা করা উচিত?

আওরঙ্গজীব। না, তাহা আমি কখনই বলি না। যে হিন্দু, তাহাকে হিন্দু বলিয়া সকলেই জানে; সুতরাং তাহার ধর্ম্ম-বিধানানুযায়ী সে যে-কাজ করে, সে জন্য তাহাকে কেহই দোষ দিতে পারে না। সে কোন ইস্‌লাম-বিরুদ্ধ-মত প্রচার করিলে তাহাতে মুসলমান সমাজের কোনই ক্ষতি হয় না; কারণ, সকলেই জানে সে ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী নহে। সুতরাং তাহার ইস্‌লাম-ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ মত একান্ত স্বাভাবিক। যে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ তাহাকে নিন্দা করিবার কোনই কারণ নাই। কিন্তু যদি কোন হিন্দু গোঁড়ামীর বশবর্ত্তী হইয়া ইসলাম ধর্ম্মের উপর অহেতু আঘাত করে, ইস্‌লাম নাশের চেষ্টা করে, অথবা মুসলমানগণের প্রতি অত্যাচার করে, সেরূপ ক্ষেত্রে অবশ্যই তাহার উপযুক্ত শাস্তি হওয়া আবশ্যক। ইস্‌লাম-ধর্ম্ম অহেতু অন্য ধর্ম্মকে আক্রমণ করিতে যায় না, কিন্তু যদি কেহ প্রথমে আক্রমণ করে, তখন অবশ্যই আত্ম-রক্ষা করিতে এবং শত্রুর শত্রুতা চূর্ণ করিতে চেষ্টা পায়।

জাহানারা বেগম। বুঝিলাম, কিন্তু তুমি কি সুফী-ধর্ম্মকে তাচ্ছিল্য করিতে চাও? যে সুফীগণ জগতে সর্ব্বত্র মুসলমান সমাজের মাথার মণি বলিয়া পূজিত হইয়া আসিতেছেন, তুমি কি তাহাদের মতগুলি একেবারে উড়াইয়া দিতে পার?

আওরঙ্গজীব। দেখুন,—একটু গভীরভাবে বিবেচনা করুন,—আমি সুফী-ধর্ম্মকে উড়াইয়া দিতে চাহি না। কিন্তু তাহাকে শরিয়তের উপরেও স্থান দিতে প্রস্তুত নহি। শরিয়ত দেহ সদৃশ; তাসাওফ বা সুফী-ধর্ম্ম তাহার প্রাণ, এ কথাও স্বীকার করি। কিন্তু শরীর ব্যতীত প্রাণ জগতে টিকিতে পারে না; শরীর-হীন প্রাণ মানব নহে। ইস্‌লাম-

রূপ জীবন্ত শরীরের জীবন হইতেছে তাসাওফ, তাহা বাদ দিলে শুধুই শরীর থাকিবে, তাহাতে চৈতন্য বা শক্তির কোনই লক্ষণ থাকিবে না। সুতরাং বুঝিতেছ তাসাওফ ব্যতীত শরিয়ত বৃথা। আবার শরিয়ত ব্যতীত তাসাওফ টিকিতে পারে না। হজরত মহম্মদ (দঃ) শরিয়ত ও তাসাওফের এক মাত্র মূল প্রস্রবণ। তিনি ত শরিয়ত তাচ্ছিল্য করেন নাই; তাঁহার কোন তাবেয়িন, তাবে-তাবেয়িন, কোন অলি-আল্লাহ্ শরিয়ত ত্যাগ করেন নাই। শরিয়তের একান্ত অনুষ্ঠেয় বিধান-গুলি ত্যাগ করেন নাই। যদি কেহ সজ্ঞানে করিয়া থাকেন, (খোদা রক্ষা করুন) তিনি মর্দ্দুদ হইয়া গিয়াছেন। শরিয়ত উপেক্ষা করিয়া কেহই মারেফত (তাসাওফ) পাইতে পারেন না। বাহিরে শরিয়তের উন্মুক্ত তরবারি খাড়া আছে—তাই ভিতরে মারেফত স্বীয় শান্তি ও সৌন্দর্য্যময় অস্তিত্ব সগৌরবে বজায় রাখিতে পারিতেছে। আরও ভাবিয়া দেখুন, জগতে সাড়ে পনের আনা ব্যক্তিই মারেফতের গভীর তত্ত্বে প্রবেশ করিতে অক্ষম। তাহাদের জন্যও শরিয়ত সর্ব্বদা জীবন্ত ও জাগ্রত রাখা আবশ্যক। শরিয়তকে তাচ্ছিল্য করিয়া মারেফতের প্রশ্রয় দিলে ধর্ম্মদ্রোহিতায় দেশ পূর্ণ হইয়া যাইবে; ফকিরী ও কাফেরী অতি নিকট সম্বন্ধে আবদ্ধ, এ কথা সর্ব্বদা মনে রাখা আবশ্যক। দারা যখন সেই শরিয়ত উপেক্ষা করিতেছে, শরিয়তবিরুদ্ধ বহু মত প্রচার করিয়া জগতে জাহান্নামের সোজা পথ প্রস্তুত করিতেছে, তখন তাহার মধ্যে যতই কেন মারেফত থাক না, তাহাকে কিছুতেই ক্ষমা করা যায় না; তাহাকে প্রশ্রয় দিলে ভারতবর্ষে ইস্লাম ধ্বংস করা হইবে।

জাহানারা। যে হতভাগ্য মুসলমান হইয়া শরিয়তের একান্ত অনুষ্ঠেয় নামাজ, রোজা ইত্যাদি না করে—করা অনাবশ্যক মনে করে,

তাহাকে ধিক! শত ধিক!! আমি বুঝিতেছি, তাহার সমুদয় জ্ঞান-গর্ব্ব, সিদ্ধি-সাধনা বৃথা! দারাকে আমি এ কথা অনেক বুঝাইয়াছি, কিন্তু সে তাহা বড় একটা গ্রাহ্য করে না। সে বলে, এগুলি না হইলে বড় ক্ষতি নাই। উন্নত চরিত্র, জ্ঞান-চর্চ্চা, এইগুলিই মানব-জীবনের একান্ত কর্ত্তব্য।

আওরঙ্গজীব। দেখুন, কি কাফেরী উক্তি! যে বলে নামাজ, রোজা ইত্যাদি ফরজ-কার্য্য না হইলেও চলে, সে ইস্লামের বিধান অনুসারে স্পষ্ট কাফের। শরিয়তের বিধান অনুসারে তাহার প্রাণদণ্ড অনুষ্ঠেয়। কোন ব্যক্তি মহা মহা পাপকার্য্য করিলেও তাহাকে কাফের বলা যায় না—কিন্তু এক একটী সামান্য বাক্য বা কার্য্য দ্বারা লোক সহজেই কাফের হইয়া যায়। কারণ ঐ সমস্ত ইস্লামের মূল ভিত্তি শিথিল করিয়া দেয়। যোগী-সন্ন্যাসীর মধ্যে অনেক অলৌকিকতা থাকিতে পারে, যাদুকরগণও অনেক আলৌকিকতা দেখাইয়া থাকে, কিন্তু তাই বলিয়া যে তাহাদের উপদেশ মত চলিতে হইবে তাহার অর্থ কি? জানিবেন, মানব-জীবন বড়ই দায়িত্ব-পূর্ণ। খোদা-তালার গুরুতর আমানতের বোঝা উহার উপরে চাপান। (১) খোশ-খেয়ালে ইহা কাটাইলে চলিবে না। সেরাতল মোস্তাকিম (২) যে ছাড়িয়াছে, সে জাহান্নামের পথে গিয়াছে। দর্শনের বৃথা বাক-বিতণ্ডায় মগ্ন হইয়া জীবনের কার্য্য ভুলিয়া যাওয়া উচিত নহে। দর্শনের মূল্য ত এই,—

(১) আমি যথার্থই আকাশ, পৃথিবী ও পর্ব্বতের সম্মুখে এক মহা আমানত (গচ্ছিত দ্রব্য) উপস্থিত করিয়াছিলাম। তাহার সকলে তাহা বহন করিতে অস্বীকৃত হইল এবং তাহা হইতে ভীত হইল। কিন্তু মানব তাহা বহন করিল।

—কোরান শরিফ

(২) সোজা পথ।

ঈশ্বর আছেন কি না, আমি আছি কি না, তাহাও দার্শনিকগণ ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন না। যুগ-যুগ কাল এই সমস্ত চিন্তায়, আলোচনায় তাঁহারা কাটাইয়া দেন। পরকাল কি, খোদা-তালা কি, পয়গম্বরের শক্তি কত দূর,—বেহেশ্‌ত্‌, দোজখ, ফেরেশ্‌তা, মকামাত এ গুলিই বা কি, তাহা দার্শনিকগণ কিরূপে বুঝিবে? মানব-জ্ঞানের এ সমস্ত বিষয়ে কোনই অধিকার নাই; জ্ঞান-গর্ব্ব অনেক সময় মানবকে বিপথে চালিত করে। ইব্লিসের এলেম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল, তাহা সত্বেও সে শয়তান হইয়াছে। অনেক বড় বড় বিদ্বান ব্যক্তিও নাস্তিক হইয়া গিয়াছেন। ও সব অসার আলোচনায় গা ঢালিয়া দিলে প্রকৃত কার্য্য কিছুই করিতে পারিবে না। একবার কেহ ইসলামের আভ্যন্তরীণ অতুল সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের সন্ধান পাইলে সে অন্য কোন দিকেই ধাবিত হইতে পারিবে না। ইসলাম জগতে টিকিয়া আছে ইহার আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্যের ও মাধুর্য্যের প্রভাবে, বাহ্য শক্তিতে নহে। বেদান্ত, স্মৃতি, উপনিষদ ইত্যাদির চর্চ্চাতেই দারা সতত নিমগ্ন থাকে; কিন্তু কিমিয়াএ সায়াদত, আহ্‌ইয়া-উল-অলুম, এহিয়া মনীর ইত্যাদি ইসলামী দার্শনিক কেতাব সমূহ সে কখনই পড়ে না। আর এক কথা—প্রকৃত-জ্ঞান কেতাবে নাই—তাহা সেই বিশ্ব-নিয়ন্তার নিকট হইতে হজরতের অসিলায় প্রাণের ভিতর অবতীর্ণ হইয়া থাকে। যোগী-সন্ন্যাসীর-পূজক দারা তাহার কি বুঝিবে? কেহ খোদা-রসুলের আদেশ ত্যাগ করিয়া যতই জ্ঞান-চর্চ্চা করুক, সে কখনই প্রকৃত পথ পাইবে না।

খেলাফে পয়ম্বর কসে রাহ্‌ গজিদ্।
কে হরগেজ বমন্‌জেল না খাহদ রসিদ॥ (১)

(১) কেহ পয়গম্বরগণের নির্দ্দিষ্ট পথের বিপরীত দিকে চলিলে কখনই লক্ষ্যস্থানে উপস্থিত হইতে পারিবে না। সাদী

জাহানারা। বহু দিন হইতে আমার মনে একটা ধাঁদা আছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে চাই। যাহারা দেবতা-পূজা করে, তাহারাও বলে, তাহারা ঈশ্বর-পূজক। এক এক দেবতা ঈশ্বরের এক এক শক্তির নিদর্শন মাত্র। সান্ত মানব-হৃদয় অনন্ত ঈশ্বরের কল্পনা কখনই করিতে পারে না; তাই এরূপ মূর্ত্তি গড়িয়া দেবতা পূজা করার আবশ্যকতা আছে। যাহারা একেবারেই নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা করিতে চাহে, তাহারা শূন্যের উপাসনা করে। কারণ, মহান অনন্ত নিরাকার ঈশ্বর মানবের ধারণাতীত। এ কথা ত অস্বীকার করা যায় না।

আওরঙ্গজীব। একটু মন দিয়া শুনুন, বলিতেছি; ঈশ্বর যে আমাদের ধারণার অতীত, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া যাহারা ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি গড়িয়া ঈশ্বর-পূজা করে, তাহারাই কি তাঁহাকে ঠিক ধারণা করিতে পারে? ইহাতে প্রথমতঃ ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা বহু ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়, ভিন্ন ভিন্ন ভাগের উপর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের আরোপ করা হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কালী ইত্যাদি প্রত্যেক নামের সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্বের ধারণা আমাদের মনে জাগ্রত হয়। যাঁহারা একে তিন, তিনে এক বলেন—কিংবা যাঁহারা দেব-দেবীগণকে ঈশ্বরেরই শক্তি বা অংশ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহারা কি এই সমস্ত বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব মিলাইয়া ঈশ্বরের একত্বের—একই ব্যক্তিত্বের ধারণা করিতে পারেন? কখনই নহে। বরং প্রত্যেক নামের সহিত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্বের ধারণা তাহাদের মনে জাগ্রত থাকায় ঈশ্বরের বহুত্বই তাহাদের মনে স্পষ্ট ও বদ্ধমূল হইয়া পড়ে। ইহাতে আত্মার সর্ব্বনাশ হয়। মানব-আত্মা সেই মহান খোদা-তালার প্রতিচ্ছবি—তাঁহারই নিকট হইতে ইহার আগমন, আবার তাঁহারই

দিকে ইহার প্রত্যাগমন। (১) সেই মহান পরাৎপরই মানবজীবনের এক মাত্র লক্ষ্য। অসীম অনন্ত সমুদ্রবক্ষে যেমন নাবিক ধ্রুব-নক্ষত্রকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হয়, অনন্ত কাল-সমুদ্রে ভাসমান মানব-আত্মাও সেইরূপ একই খোদা-তালার দিকে তাহার অনন্ত গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা করে। ইহাই তাহার লক্ষ্য—ইহাই তাহার পরম ও চরম কাম্য। যে মুহূর্ত্তে মানব-মনে সেই মহান খোদা-তালা সম্বন্ধে ধারণা বিকৃত হইয়া পড়ে—অথবা সে সেই মহান লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে, তখনই তাহার সর্ব্বনাশ হয়। সে অনন্ত কালের নিমিত্ত ধ্বংসের আবর্ত্তে নিপতিত হয়। বহু-দেব-পূজা মানবের সেই সনাতন ঈশ্বর-ধারণা বিকৃত করিয়া ফেলে—ঈশ্বরের একত্বের বিশ্বাস শিথিল ও দুর্ব্বল, এমন কি ধ্বংস করিয়া ফেলে। অতএব ইহা নিশ্চই সর্ব্বনাশজনক—মানবের অনন্ত পতনের হেতু। (২)

তার পর মানবের দুর্ব্বল, সঙ্কীর্ণ, সান্ত হৃদয় মহান অনন্ত চির-পবিত্র স্বয়ম্ভূ খোদা-তালাকে ধারণা করিতে পারে না, একথা সত্য ; কিন্তু স্বহস্তে গঠিত একটী মূর্ত্তিকে ঈশ্বর বলিয়া মানিয়া লইলেই কি সে তাঁহাকে পূর্ণ-রূপে ধারণা করিতে পারিল ? নিশ্চয়ই নহে। তখন তাহার ধারণা সেই মূর্ত্তিতেই অবরুদ্ধ হইয়া থাকে—তাহাকে অতিক্রম করিয়া আর অগ্রসর হইতে পারে না। একটু ভাবিয়া দেখুন, প্রত্যেক মানবের হৃদয়-নিলয়ে

---

(১) ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না এলায়হে রাজেউন।—কোরান শরিফ।

(২) নিশ্চয় যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের সঙ্গে অংশীত্ব স্থাপন করে, পরে একান্তই পরমেশ্বর তাহার প্রতি স্বর্গোদ্যান অবৈধ করেন, এবং তাহার আবাস নরকাগ্নি হয় ; অত্যাচারী লোকদিগের কোন সাহায্যকারী নাই। যাহারা বলিয়াছে, নিশ্চয় ঈশ্বর তিনেতে ত্রিত্ব, সত্য সত্যই তাহারা কাফের।—কোরাণ শরিফ

সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে; আমরা যে কোন দ্রব্য দেখিয়াছি, বা যাহা কিছুর কথা শুনিয়াছি, তাহারই এক একটী চিত্র—এক একটী কাল্পনিক মূর্ত্তি আমাদের মনের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে। এই জড় জগতের পাশাপাশি ইহারই একটী মনোরম প্রতিবিম্বের জগত আমাদের প্রত্যেকের মনে জাগ্রত আছে। সেই জগত এই জড় জগত অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেষ্ঠ—বহু গুণে উন্নত—বহু গুণে মনোহর—উন্মুক্ত ও বিশাল! সর্ব্বোপরি কল্পনার কারসাজীতে বহু গুণে বিচিত্র—পবিত্র ও উজ্জ্বল। বাস্তব জগতে যাহা নাই, যাহা হইতে পারে না, এমন অনেক মনোমদ বিষয়ই আমাদের কল্পনা-জগতে বিদ্যমান আছে। যেমন প্রত্যেক নামের সঙ্গে সঙ্গে ধারণা-যোগে তাহার একটী প্রতিবিম্ব—একটী ছায়াচিত্র আমাদের মনে জাগ্রত আছে—সেইরূপ "আল্লা" এই শব্দের সহিতও তাহার গুণরাজী সম্বলিত একটী মহান উচ্চ ধারণা, একটী কল্পনার প্রতিমূর্ত্তি আমাদের মানস-জগতে বিদ্যমান আছে। খোদা-তালার যে সমস্ত অনন্ত গুণের বিষয় আমরা ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে অবগত হই, খোদা-তালা সম্বন্ধে আমাদের মনে যে ধারণা আছে, তাহার সহিত কল্পনা-যোগে আমরা সেই সমস্ত গুণের সহজেই সমাবেশ করিতে পারি। কল্পনা-জগতের চিত্র যত সহজে—যত মনোমদ, মধুর ও উজ্জ্বল করিয়া—যত মহত্ব ও গাম্ভীর্য্যের সমবায়ে অঙ্কিত করা যায়, বাস্তব জগতে তাহা কখনই সম্ভবপর হয় না। খোদা-তালাকে আমরা ধারণা করিতে পারি না বলিয়া যদি প্রতিমা গঠিত করাই প্রয়োজন হইয়া থাকে, তবে আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা নিকট-সম্বন্ধযুক্ত, সর্ব্বাবস্থায় প্রাপ্তব্য মানস-প্রতিমাই তাহার জন্য যতদূর উপযোগী, যতদূর সুফলপ্রদ হইবে, বিশ্বের কোন শিল্পীই সেরূপ প্রতিমা নির্ম্মাণে সমর্থ হইবে না। খোদা-তালার সাদৃশ্য জগতে মিলিতেই পারে না। সেই অনন্ত মহত্ত্ব—অনন্ত পবিত্রতা—

অনন্ত গম্ভীরতা, দয়া ক্ষমা ইত্যাদি গুণসমূহের অনন্ত সমবায়, জড় প্রতিমাতে সম্ভবপর হয় না! মানব-মনই সেই প্রতিমা গঠনের এক মাত্র শিল্পী। যাঁহারা প্রতিমার সপক্ষে এইরূপ যুক্তি দেন, যে, প্রতিমার মধ্যবর্ত্তিতায় তাঁহারা খোদা-তালাকে ধ্যান করেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাস্য—যদি খোদা-তালাকে ধ্যান করা প্রয়োজন, তবে আর প্রতিমার মধ্যবর্ত্তিতার আবশ্যক কি? আমাদের যে চিন্তা—যে কল্পনা প্রভাত-চাতকের ন্যায় উন্মুক্ত পক্ষ বিস্তার করিয়া তাহারই উদ্দেশে উধাও হইয়া অনন্ত ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে চাহে, সেই মানস-বিহঙ্গকে তুচ্ছ জড়ত্বের পিঞ্জরের মধ্যে আবদ্ধ রাখা হয় কেন? আমি বলি, প্রত্যেক মুসলমান প্রতিমা-পূজক; কিন্তু সে মানস-প্রতিমা-পূজক। খোদা-তালাকে আমরা জানি না, তাঁহাকে ধারণাও করিতে পারি না,—কিন্তু "আল্লা" এই নামের সহিত আমাদের মনে যে ধারণাসমূহ সমন্বিত ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব বোধ আছে, তাহাকেই আমরা খোদা-তালার প্রতিমা বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। আমরা কিন্তু কোন স্থানে গিয়াই আমাদের ঊর্দ্ধগতি স্থগিত করিতে চাহি না। ক্রমশঃ এই ধারণাকে—এই মানস-প্রতিমাকে উন্নত হইতে উন্নততর করিতে চেষ্টা পাই—নকলকে আসলের সহিত ছায়াকে কায়ার সহিত মিশাইতে চেষ্টা পাই; খোদা-তালা অনন্ত—তাঁহার প্রত্যেক গুণও অনন্ত; তাঁহাকে এইরূপ অনন্ত কল্পনা করিয়া, তাঁহার স্বরূপের সন্ধানে আমরা আর্শে মোয়াল্লার (১) দিকে ছুটিয়া থাকি! তাঁহার যে খেয়াল, যে ধারণা, যে কাল্পনিক প্রতিমা আমাদের সম্মুখে আছে, তাঁহাকে আপাততঃ লক্ষ্য করিয়া, সেই

(১) ঈশ্বরের মহান উন্নত সিংহাসন।

নকলের পশ্চাতে যে আসল আছে, সেই অনন্ত, অব্যক্ত, অচিন্তনীয় অব্যয়, অক্ষয়, স্বয়ম্ভূ মহা প্রভুর দিকে ছুটিয়া থাকি! (১)

জাহানারা। এখন বুঝিলাম, ইসলামের যে শিক্ষা, জগতে তাহার তুলনা নাই; প্রতিমা-পূজা অসার—অযৌক্তিক!

আওরঙ্গজীব। দারা কিন্তু প্রতিমা-পূজার সমর্থক। ব্রাহ্মণগণের কুমন্ত্রণায় তিনি একেবারে পথহারা—দিশাহারা! দারা তাঁহার বিশ্বাসে ও অনুষ্ঠানে স্পষ্ট কাফের! তিনি দীন ইসলাম ধ্বংস করিতে বসিয়াছেন। এমতাবস্থায় তাঁহাকে বধ করা মুসলমান-রাজশক্তির প্রতি ওয়াজেব (একান্ত কর্ত্তব্য)।

জাহানারা। তোমার সমস্ত কথাই স্বীকার করি। কিন্তু দারা তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; তাহাকে শাস্তি দিবার তোমার কি অধিকার? জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যে পিতৃতুল্য।

আওরঙ্গজীব। আপনি জানেন, ভারতে ইস্‌লামকে উদ্ধার ও রক্ষা করার জন্যই আমি তরবারি ধরিয়াছি—দীন ইস্‌লামের জন্য আমি সমরক্ষেত্রে নামিয়াছি। ধর্ম্মের জন্য যে সমর তাহাতে জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠের বিচার নাই। ইস্‌লামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস স্মরণ করুন,—তখন কি মুসলমানগণ প্রিয়তম আত্মীয় স্বজনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন নাই? কর্ত্তব্য! কর্ত্তব্যের জন্য সমস্তই করিতে হয়! মায়া-মমতা, স্নেহ-প্রীতি সমস্তই মুছিয়া ফেলিতে হয়, আপন পুত্র শূলে চড়াইতে হয়! তাহা না পারিলে তাহার রাজ্য-ভার গ্রহণ বিড়ম্বনা মাত্র।

---

(১) মা জে বালায়েম ও বালা মী রবেম
মা ব সুয়ে আর্শে আলা মী রবেম। —হজরত শাম্‌স্ তবরীজ (আঃ)
উর্দ্ধ হইতে আমাদের আগমন, উর্দ্ধ দিকেই আমরা যাইতেছি—আমরা ঈশ্বরের মহান সিংহাসনের দিকে যাইতেছি।

জাহানারা। সমস্তই বুঝিলাম। তুমি যাহা ভাল মনে কর, তাহাই কর ; তাহাতে আর বাধা দিতে আসিব না। কিন্তু ভাই হইয়া ভাইয়ের রক্তপাত! মনে হইলেও শরীর কাঁপিয়া উঠে! দূরে বসিয়া সমস্ত শুনিব, আর নয়ন-জলে ভাসিব! তাহা ব্যতীত কোন উপায় নাই। দেখিবে, যদি কোনরূপে বিনা রক্তপাতে সমস্ত গোলমাল নিবারিত হয়, তাহার চেষ্টা করিও ; আমার একান্ত অনুরোধ, প্রাণপণ চেষ্টা করিও। আর আমার শেষ কথা,—একবার সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করা আবশ্যক। সন্তানের স্বর্গ মাতা-পিতার চরণতলে, একথাটা ভুলিয়া যাওয়া ঠিক নহে।

আওরঙ্গজীব। আপনারা নারী জাতি, আপনাদের হৃদয় বড় কোমল ; আমাদের এত কোমল হইলে চলে না। আবশ্যক মত বজ্রাদপি কঠোর হইতে হয়। একটী বিস্তীর্ণ দেশের কোটী কোটী অধিবাসীবৃন্দের মঙ্গলামঙ্গল, ধর্ম্মাধর্ম্ম যাহার উপর নির্ভর করে, তাহার ভাবের দ্বারা চালিত হইলে চলে না। প্রতি মূহূর্ত্তে কর্ত্তব্যময় হইয়া থাকিতে হয়। আপনার কথা আমার মনে থাকিবে ; আমি যত দূর সম্ভব দারার কল্যাণের জন্য চেষ্টা করিব। বাদশাহের সঙ্গে এ সময় দেখা করায় অনেকগুলি আশঙ্কার কারণ আছে। তাহা হইলেও আপনার অনুরোধ আমি ফেলিব না—আপনার কথা অবিশ্বাস করিব না। কল্যই একবার তাঁহার খেদমতে 'ইন্‌শা আল্লা' হাজির হইব।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আজ রাজপথ লোকে লোকারণ্য; কোথাও তিল ধরিবার স্থান নাই। মহামতি শাহ্‌জাদা আওরঙ্গজীব সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মহা ধুমধামে যাত্রা করিয়াছেন।

রাজ-পথের দুই পার্শ্বে সশস্ত্র বর্ম্মধারী অশ্বারোহী সৈন্যগণ শ্রেণী-বদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান আছে। তাহাদের কি তেজোদ্দীপ্ত মূর্ত্তি, শিরে শিরস্ত্রাণ ঝক্‌মক্ করিতেছে। হস্তে উন্মুক্ত তরবারি অগ্নিশিখার ন্যায় লক্ লক্ করিতেছে। তেজস্বী ভীমবপু মহাবল অশ্বসমুহ বীরত্বময় ভঙ্গীতে থাকিয়া থাকিয়া হ্রেষারবে দর্শকের হৃদয়ে শঙ্কা জাগাইয়া দিতেছে। আওরঙ্গজীব সেই বিরাট শোভা-যাত্রার মধ্যস্থানে একটী উচ্চ সুসজ্জিত হস্তীর উপর গম্ভীর বেশে সমাসীন। তাঁহার পার্শ্বে কয়েক জন পার্শ্বচর। পশ্চাতে অসংখ্য অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য বীরপদভরে বসুধা কাঁপাইতে কাঁপাইতে অগ্রসর হইতেছিল। অর্দ্ধ-চন্দ্র-লাঞ্ছিত বিজয়-পতাকা সম্মুখে পশ্চাতে ও মধ্যে মধ্যে দূর উর্দ্ধ গগনে হেলিয়া দুলিয়া উল্লাসভরে নাচিতেছিল। পশ্চাতে ও সম্মুখে মাতঙ্গ-পৃষ্ঠে গম্ভীর নাদে দুন্দুভি বাদিত হইয়া সৈন্যগণের মনে উৎসাহ জাগাইয়া তুলিতেছিল।

ধীরে ধীরে মিসিল অগ্রসর হইতেছে,—সহসা শায়েস্তা খান ও শেখ মীর অশ্ব-পৃষ্ঠে দ্রুত অগ্রসর হইয়া আওরঙ্গজীবের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন; তাঁহাকে যথাবিধি কুর্ণিশ করিয়া বলিলেন,—“জনাব, ক্ষান্ত হউন, সম্রাটের সঙ্গে এ সময় হুজুরের সাক্ষাৎ বড়ই বিপদ-জনক হইবে। আমরা বিশেষভাবে জানিয়াছি, হুজুরকে বন্দী করিবার সমস্ত আয়োজন ঠিক আছে। এতদ্‌শ্রবণে আওরঙ্গজীব বিস্মিত হইয়া

চিন্তা করিতে লাগিলেন। বিশ্বস্ত হিতৈষী বন্ধুগণের কথা অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। মানব কি এতই কপট—এতই ক্রূর! ভগিনী জাহানারা যাহা বলিলেন, তবে কি তাহা মিথ্যা!

আওরঙ্গজীব কি করিবেন, ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। বিরাট মিসিল তখনও ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। আওরঙ্গজীব একবার ভাবিলেন, অদৃষ্টে যাহাই থাকুক, এবার যে কথা দিয়াছি, তাহা রক্ষা করিব। সঙ্গে অস্ত্র থাকিতে সহজেই আমাকে বন্দী বা নিহত করিবে, এমনই বা কি কথা! পিতার বাক্যে আর অবিশ্বাস করিব না; দেখি এর পরিণাম কি হয়। খোদা! আমাকে এ বিষম সঙ্কটে সাহায্য কর!

আগ্রা দুর্গের সিংহ-দ্বার আওরঙ্গজীবের নয়নগোচর হইল। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য আগ্রা দুর্গ আজি কি অপূর্ব্ব সাজে সজ্জিত হইয়াছে! অসংখ্য পতাকা বায়ু-ভরে হেলিয়া দুলিয়া নাচিতেছে। অসংখ্য সৈন্য তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছে।

সহসা নাহির দেল নামক জনৈক অশ্বারোহী চর আওরঙ্গজীবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বিনীতভাবে কুর্ণিশ করিল এবং তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিল। পত্রে লেখা ছিল,—

"দারা শেকো, দিল্লীতে দৃঢ় ভাবে অবস্থিতি কর। তথায় সৈন্য বা অর্থ কিছুরই অভাব নাই। সাবধান, ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া যাইও না; আমি নিজেই এ দিকের কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতেছি।" (১)

---

(১) A slave named Nahir-dil arrived from the Fort and betrayed into Aurangzib's hands a secret letter which the Emperor had ordered him to s muggle out toDara It ran thus :—"Dara

পত্রখানি সম্রাট শাহ্জাহানের স্বহস্ত-লিখিত। দূত মনে মনে আওরঙ্গজীবের হিতৈষী, তাই সে এই পত্রখানি তাঁহাকেই দিয়াছে।

পত্র পড়িয়া আওরঙ্গজীব রোষে ক্ষোভে জ্বলিয়া উঠিলেন। তাঁহার বিরাট মিসিল পূর্ব্ববৎ অগ্রসর হইতে লাগিল—আগ্রা দুর্গের সম্মুখ দিয়া ধীরে ধীরে দারার প্রাসাদের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল।

সৈন্য-সামন্ত বা জন-সাধারণ প্রকৃত ব্যাপার কিছুই বুঝিল না; সকলেই অবাক হইয়া নানা কল্পনা-জল্পনায় আন্দোলন-আলোচনায় যোগ দিল।

এখন হইতে সম্রাট শাহ্জাহানের সহিত বহির্জগতের সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন হইল। (১)

Shakoh ! stay firmly at Delhi. There is no lack of money and troops there. Take care not to pass beyond that place, as I myself shall despatch the affair here." The warning of Aurangzib's advice was thus verified

—History of Aurangzid. II—Page 85.

(১) The trap which Shah Jahan lain, to ensnare his son to his ruin, caught the old king himself.

—S. L. Pool's Aurangzib—Page 52.

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আগ্রা সহরের পশ্চিম প্রান্তে সুবিরাট লোহিত পট-মণ্ডপে মুরাদ বখ্‌শ্ বাহাদুর তাঁহার ইয়ার-বন্ধুগণকে লইয়া ক্ষুদ্র দরবারে বসিয়াছিলেন।

তাঁহার মস্তকোপরি স্বাধীন ভূপতির চিহ্ন-স্বরূপ কনক-ছত্র; চামরী চামর ব্যজন করিতেছে। সম্মুখে প্রিয় মোসাহেববৃন্দ। দক্ষিণাপথ ত্যাগ করার পর হইতেই তিনি সর্ব্বদা স্বাধীন ভূপতির চিহ্ন-স্বরূপ ছত্র দণ্ড ইত্যাদি ব্যবহার করিতেন।

প্রধান মোসাহেব ইয়ার বখ্‌শ্ শাহী কায়দায় বিচিত্র ভঙ্গীর সহিত সমস্ত দেহ আন্দোলিত ও মস্তক আভূতল অবনত করিয়া তস্‌লিম আরজ করিতে করিতে শাহ্‌জাদার মেজাজ শরীফের হাল-পুর্সী করিলেন।

মুরাদ বখ্‌শ। আয় মেরে ইয়ার। আমার আর মেজাজের কথা কেন জিজ্ঞাসা কর? চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া আমার মন একেবারে বিগড়িয়া যাইতেছে।

ইয়ার বখ্‌শ্। জো হুকুম জাহাঁপানা বাদশা-নামদার; আজ কাল আওরঙ্গজীব বড়ই বাড়াবাড়ি করিতেছে। উহাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নহে।

পিয়ার বখ্‌শ্। হুজুর, জনাবে আলা, নিশ্চয়ই। ইতিমধ্যে সে অনেক কাজে হুজুরের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। হুজুর হইতেছেন বাদশা—তিনি হুজুরের অনুচর। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক কার্য্য হুজুরের মত লইয়া করাই তাহার উচিত।

মুরাদ বখ্‌শ্। কি বেয়াদব! আমার হুকুম না লইয়া সে যাহা ইচ্ছা করিতেছে। আচ্ছা, উহাকে একবার দেখিতে হইবে। সে ফকির,—দরবেশ! সে রাজনীতি কি বুঝে?

অন্য মোসাহেব। জাহাঁপানার মত না লইয়া কাজ করা তাহার কত দূর বেয়াদবী! তাহাকে এখনি শূলে দেওয়া উচিত।

পিয়ার বখ্‌শ্‌। এখনি—এখনি দেওয়া উচিত! সে কি জানে না, কাহার রণ-প্রতাপে তাহার এই ক্ষমতা-গৌরব! ধর্ম্মতের যুদ্ধে, সোমগড়ের মহাসমরে যদি জাহাঁপানা তাদৃশ বীর-প্রতাপে যুদ্ধ না করিতেন, সিংহ-গর্জ্জনে শত্রু-হৃদয় কম্পিত না করিতেন, তাহা হইলে আওরঙ্গজীবের কি সাধ্য ছিল যে, সে যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারে?

সকলে সমস্বরে। হাঁ, হাঁ, বাস্তবিক কথা! জাহাঁপানা না থাকিলে আওরঙ্গজীবের অস্তিত্ব সেই দিন-ই জগত-পৃষ্ঠা হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইত। কি অকৃতজ্ঞ! সেই আওরঙ্গজীব আজ যেন হর্ত্তা-কর্ত্তা হইয়া বসিয়াছে।

পিয়ার বখ্‌শ্‌। এ বেয়াদবী অসহ্য—

ইয়ার বখ্‌শ্‌। একেবারে অসহ্য! পাপিষ্ঠকে উচিত মত শাস্তি দেওয়া দরকার। দেখুন, ইতিমধ্যেই তাহার স্বভাব-দোষে তাহার বহু সৈন্য আসিয়া আমাদের সহিত মিলিত হইয়াছে। আরো হইবে—আরো হইবে।

অন্য মোসাহেব। নিশ্চয়! নিশ্চয়! পাপ-সঙ্গ কে চায়? সৈন্য-সেনাপতি,আমীর-ওমরাহ্‌ একে একে সবাই হুজুরের সরকারে আসিয়া আশ্রয় লইবে। অমন নির্ম্মম, নিষ্ঠুর অত্যাচারীর অধীনে কেহই থাকিবে না।

ইয়ার বখ্‌শ্‌। শুধু অত্যাচারী নয়! ভয়ানক অবিচারীও বটে। সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, সোমগড় মহাসমরের পর আমাদের বিজয়ী সৈন্যগণ একটু আমোদ-উল্লাসের জন্য আগ্রা নগরী লুণ্ঠন আরম্ভ করে। প্রত্যেক যুদ্ধ-বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে যে বিজয়ী সৈন্যগণ লুট-পাট

করিয়া কিছু অর্থ হস্তগত ও মনের স্ফূর্ত্তি সাধন করে, তাহা কে না জানে? ইহা সর্ব্বতোভাবে যুক্তিসিদ্ধ। কিন্তু দরবেশ আওরঙ্গজীব আমাদের সৈন্যগণকে সেই লুণ্ঠন-লাভ হইতে বঞ্চিত করিল! কঠোরভাবে আমাদের সৈন্যগণের লুণ্ঠন বন্ধ করিল! ইহা যে অত্যন্ত অন্যায়, ইহা কে অস্বীকার করিতে পারে? (১)

পিয়ার বখ্‌শ। কেহই না—কেহই না। সাধারণ সৈন্যগণের একটু লুট-পাট না করিলে চলিবে কেন? যে কয়টী টাকা তাহারা মাহিনা পায়, তাহাতে কি পোষায়? তাহারা নিজেদের মস্তক বিক্রয় করিয়াছে কোন্ লাভে? সব দিকেই একটু বিবেচনা করিয়া দেখিতে হয়।

ইয়ার বখ্‌শ্। আওরঙ্গজীবের কি সে বোধ-শক্তি আছে? সৈন্যগণের সুবিধা-অসুবিধা প্রথম দেখিতে হয়। যাহারা যুদ্ধে প্রাণ দিবে, তাহাদের স্বার্থ আগে, না বাজে লোকের স্বার্থ আগে? সব জায়গায় তাহার সেই দরবেশী ভাব। যদি দরবেশই হইবে, তবে আবার তরবারি হস্তে যুদ্ধ করিতে চাও কেন বাপু!

পিয়ার বখ্‌শ্। আওরঙ্গজীব কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান-শূন্য! পাপের ফল সে নিজেই ভোগ করিবে। আমরা আগে তাহাকে বাস্তবিকই দরবেশ মনে করিতাম, এমন দেখিতেছি তাহা নয়; পদে পদে ভণ্ডামী! আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, উহাকে হিন্দুস্থান হইতে দূর করিয়া দেওয়া হউক।

---

(১) Murad's troops, strangers to discipline and fearless of their gay and indolent master, entered the city (Agra, to plunder, and ravish, in defiance of Aurangzib's order to spare life and property at the capital. These unruly soldiers, aided by the low-class ruffians of the city and the camp, threatened to create a great disturbance. So, on third June Aurangzib sent his eldest son into the city to keep the peace and protect the people.

—History of Auraugzib II by Sarkar—Page 77.

অন্য মোসাহেব। না হে না—তা নয়; উহাকে গোয়ালিয়রের নিভৃত দুর্গে চির জীবনের জন্য বন্দী করিয়া রাখাই ভাল। বিদেশে তাড়াইয়া দিলে অন্য রাজার সাহায্যে আবার উৎপাত করিতে পারে।

পিয়ার বখ্‌শ্‌। তাহার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে আমাদের শাহান্‌শাহের ভয় করিবার কি কারণ আছে? শৃগালকে বনে ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল।

ইয়ার বখ্‌শ্‌। শত্রুকে সামান্য মনে করা উচিত নহে; বন্দী করিয়া রাখা সকলের চেয়ে নিরাপদ।

অন্য মোসাহেব। কিন্তু সে অবস্থাতেও গোপনে ষড়যন্ত্র পাকাইতে পারে। সে বড় ধূর্ত্ত, তার ধূর্ত্ততায় বিশ্বাস নাই; একেবারে উহাকে নিকাশ করিয়া দেওয়াই উচিত।

পিয়ার বখ্‌শ্‌! সেই সব চেয়ে ভাল; তাহা হইলে আর কোন ভয়ের কারণ থাকিবে না। মানুষ ত সকলেই মরিবে—দু' দিন আগে-পাছে। সে দু' দিন আগে মরিলে যদি আমাদের একটু সুবিধা হয়, মন্দ কি?

ইয়ার বখ্‌শ্‌। সেই সব চেয়ে ভাল কথা। আওরঙ্গজীবকে একেবারে নিহত করাই উচিত; তাহা না হইলে এ রাজ্যের আর শান্তি হইবে না। শুধু এ রাজ্য বলিয়া নহে—বাদশা-নামদারের মনেও প্রকৃত শান্তি হইবে না।

মুরাদ বখ্‌শ্‌ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"শান্তি! আর শান্তি! বন্ধুগণ, যদি দেখাইবার হইত, তাহা হইলে দেখাইতাম এই হৃদয়ের স্তরে স্তরে কি দাবানল জ্বালাইয়া রাখিয়াছি! যুদ্ধ-ক্ষেত্রে, মন্ত্রণা-সভায় কোথাও সে অগ্নির বিরাম নাই। কমলাবতীর মোহন ছবিখানি এক মুহূর্ত্তের জন্যও হৃদয় হইতে মুছিয়া যায় নাই। তোমরা

আমাকে এতদিন বৃথা আশা দিয়াছ ; কিন্তু এতদিনেও তাহাকে আনিয়া দিতে পারিলে না ! আমার প্রতি তোমাদের কি এই সহানুভূতি ?”

ইয়ার বখ্‌শ্‌ করযোড়ে নিবেদন করিলেন,—“জাহাঁপানা, পাপিষ্ঠ আওরঙ্গজীব থাকিতে আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হওয়া একান্ত অসম্ভব। আমরা কমলাবতীকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিলেই এ কথা আওরঙ্গজীবের অজ্ঞাত থাকিবে না—তাহা হইলে আমাদের সবংশে গর্দ্দান মারা হইবে। আওরঙ্গজীব এ সমস্ত কথা কিছু কিছু শুনিয়াছে। কাজে কাজেই প্রহরীর এমনি সুবন্দোবস্ত আছে যে, কমলাবতীকে অপহরণ অসম্ভব। এ ক্ষেত্রে আওরঙ্গজীবকে নিপাত না করিলে আর কোনই পথ নাই।

মুরাদ সরোষে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—“আওরঙ্গজীব শূন্য-গর্ভ প্রলোভনে আমাকে এতদিন ভুলাইয়াছে। আমাকে রাজত্ব দিবার আশা দিয়া নিজেই সমস্ত রাজশক্তি করতলগত করিয়া লইতেছে। আমার চিরআরাধ্য হৃদয়-রত্ন লাভের পথে প্রধানতম কণ্টক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এত বড় আস্পর্দ্ধা তার! এ কণ্টক আমি স্বহস্তে উন্মূলিত করিব। দেখিব, দেখিব আওরঙ্গজীবের বাহুতে কত বল! দেখিব এ বক্ষে তৈমুরের রক্ত প্রবাহিত আছে কি না। কি! আমাকে কি বাদশাহের আদরের পুতুল দারা পাইয়া বসিয়াছে! ভুলিয়া যাও সমস্ত কথা! ভুলিয়া যাও আজ সমস্ত কল্পনা-জল্পনা! আমাদের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য,—আওরঙ্গজীবের মস্তক চূর্ণ করা—পাপিষ্ঠের পাপ-দেহ শত খণ্ডে বিভক্ত করা। বন্ধুগণ! উঠ,—দ্বিগুণ উদ্যমে সৈন্য সংগ্রহে যত্নবান হও।

মুরাদের বীরত্ব-ব্যঞ্জক কণ্ঠ-ধ্বনিতে যেন সেই ক্ষুদ্র কক্ষতল থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সকলে কিছু ক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল।

নবম পরিচ্ছেদ

আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে দেখাইয়াছি শাহ্‌জাদা মুরাদ বখ্‌শ্ বাহাদুর তাঁহার তোষামোদকারী সঙ্গিগণের প্ররোচনায় কি ভাবে ধীরে ধীরে আওরঙ্গজীবের প্রতি বিরক্ত ও তাঁহার শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি ভাবিতেন তাঁহারই বীরত্বে আওরঙ্গজীব সোমগড় ও ধর্ম্মতের যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন। অথচ এখন তিনি উপেক্ষিত হইতেছেন। কোন কার্য্য তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে সম্পন্ন হইতেছে না। যেরূপ অবস্থা, তাহাতে হয় ত আওরঙ্গজীব প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাঁহাকে রাজ্যের অংশ দিবেন না। যদি আওরঙ্গজীব দিল্লীর সিংহাসনের জন্য এতটা করিতে পারেন, তিনি পারিবেন না কেন? তিনি আওরঙ্গজীব অপেক্ষা কম কিসে?

মুরাদ বখ্‌শ্ বাহাদুর এখন ধীরে ধীরে শক্তি-সঞ্চয়ে মন দিলেন। দিন দিন তাঁহার সৈন্য-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আওরঙ্গজীবের সৈন্য-বিভাগে যথেষ্ট শাসন ছিল; উচ্ছৃঙ্খল সৈন্যগণ তাহাতে বড়ই কষ্ট অনুভব করিত। মুরাদ বখ্‌শের সৈন্য-বিভাগে শাসন-শৃঙ্খলা কিছু মাত্র ছিল না, তাই বহু সৈন্য আওরঙ্গজীবের পক্ষ ত্যাগ করিয়া মুরাদ বখ্‌শের সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইল। মুরাদ অর্থ দ্বারা ও উচ্চ উপাধি বিতরণ করিয়া আওরঙ্গজীবের বহু সেনাপতি ও কর্ম্মচারীকে স্বদলে টানিয়া আনিলেন। অধিক বেতনের প্রলোভন দেখাইয়া, যখন তখন পুরস্কার দিয়া, লুট-তরাজের প্রশ্রয় দিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার সৈন্য-সংখ্যা বিশ সহস্রে পরিণত করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার শক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

আওরঙ্গজীবের শত্রুগণ দিন দিন মুরাদের সঙ্গে যোগ দিতে আরম্ভ

করিল। মুরাদের শিবিরে আওরঙ্গজীবের বিরুদ্ধে দস্তুরমত সুপ্রণালী-বদ্ধ ষড়যন্ত্র প্রতিনিয়ত চলিতে লাগিল। এই সমস্ত দমন করিবার আওরঙ্গজীবের উপায় ছিল না। (১)

আওরঙ্গজীব বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। চারিদিকে শত্রু। এ দিকে তাঁহার নিকটতম বন্ধু সহযোগী ভ্রাতা মুরাদ বখ্শ্‌ও তাঁহার বিরুদ্ধাচারে প্রবৃত্ত হইলেন। সোমগড় মহাসমরে যে ভ্রাতা আহত হইলে আওরঙ্গজীব তাঁহাকে নিজ জানুর উপর শায়িত করিয়া ক্ষতে অস্ত্র করিবার সময় তাহার প্রতি সমবেদনায় কাঁদিয়াছিলেন, আজ সেই মুরাদ বখ্শ্‌ লোকের প্ররোচনায় তাঁহার শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত। (২)

আওরঙ্গজীব অনেক চিন্তা করিলেন; কোন রূপ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না। মুরাদ বখ্শের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে

---

(১) Led on by such counsellors who fed his vanity, Murad began to act in opposition to Aurangzib and to assert his own will. ......His lax discipline and reckless generosity made him the darling of a certain class of soldiers.

Thus an open opposition to Aurangzib's authority was set up. The malcontents and plotters against him found a camp in which to take refuge and a regular organisation by means of which to display their hostility. The situation became very critical for Aurangzib and a solution of it had to be reached before the chase of Dara could be undertaken with safety.

—History of Aurangzib—Page 90.

(২) While the doctors were examining the wounds, Aurangzib laid the head of Murad on his own knees, wiped the blood with his own sleeves, and wept pathetically at the sight.

—History of Aurangzib. II—Page 70.

সমস্ত বুঝাইয়া দিতে সঙ্কল্প করিয়া কয়েক বার তাঁহার সহিত সাক্ষাতের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মুরাদ আওরঙ্গজীবের সহিত সাক্ষাতে স্বীকৃত হইলেন না।

রাত্রি বারটা বাজিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনো আওরঙ্গজীবের চক্ষে নিদ্রা নাই। তিনি ভাবিতেছিলেন,—"কি করি—ওদিকে দারা ক্রমেই প্রবল হইয়া পড়িতেছেন। বিলম্বে তাহার সহিত পারিয়া উঠা সহজ হইবে না। এদিকে মুরাদের ত এইরূপ ব্যবহার। কোন উপায়েই সে যে পথে আসিবে এমন ভরসা নাই। আমি দিল্লী অভিমুখে দারার দমনের জন্য অগ্রসর হইতেছি, সেও পিছে পিছে আসিতেছে। যেন কি একটী মতলব তাহার মাথায় আছে। সে কখন আমার নিকটে আসে না, আবার অধিক দূরেও থাকে না। সম্ভবতঃ সুযোগ মত পশ্চাৎ হইতে আমাকে আক্রমণ করিবার সুবিধা সে অন্বেষণ করিতেছে। কখন্ কোন অসতর্ক অবস্থায় সে হয় ত হঠাৎ আক্রমণ করিয়া বসিবে। তখন কি অনর্থ ঘটিতে পারে, কে জানে!

এক একবার মনে হয়, মুরাদকে প্রকাশ্যভাবে দমন করি; কিন্তু তাহা করা আপাততঃ যুক্তিসিদ্ধ নহে। তাহাতে উভয় পক্ষের বহু লোক হতাহত হইবে। এই সঙ্কট সময়ে আত্মকলহে সৈন্য ধ্বংস করা কোন মতেই উচিত নহে; তাহাতে শত্রু-পক্ষ আমাদের দুর্ব্বলতা ধরিয়া ফেলিবে। তাহার ফল কখনই ভাল হইবে না।"

আওরঙ্গজীব এইরূপ নানা বিষয় নিবিষ্ট মনে চিন্তা করিতেছেন। প্রহরের পর প্রহর রজনী অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে। সহসা একজন গুপ্তচর আওরঙ্গজীবকে কুর্ণিশ করিয়া তাঁহার সম্মুখে নতভাবে দণ্ডায়মান হইল।

আওরঙ্গজীব জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোন নূতন সংবাদ আছে?"

গুপ্তচর সালাম করিয়া বলিল,—"অদ্য সমস্ত শহরে সেই ভাব আরো প্রবল দেখিলাম! সহরের গুণ্ডা ও নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিগণের মধ্যে বেশ উৎসাহ ও উত্তেজনা দেখা যাইতেছে। অচিরে যে একটা খুব বড় যুদ্ধ বাধিবে, যাহার ফলে তাহারা খুব লুট-পাট করিয়া যথেষ্ট অর্থ হস্তগত করিতে পারিবে, এই আশায় সকলেই উৎফুল্ল। নানা সন্ধানে বুঝিতে পারিলাম, মুরাদ বখ্‌শ্‌ বাহাদুর অবিলম্বে আমাদিগকে আক্রমণ করিবেন। তাই এই উত্তেজনা। মুরাদ বখ্‌শ্‌ বাহাদুরের লোকেরা সাধারণকে হুজুরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছে, তাহাও যথেষ্ট প্রমাণ পাইলাম। তাহারা অনেকের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতেছে; সাধারণে এই জন্য বড়ই শঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। (১)

"আর কোন সংবাদ আছে?"

"না, আর বিশেষ কিছুই নাই। তবে মুরাদ বখ্‌শের একজন গুপ্তচর ধরা পড়িয়াছে। সে কৌশলে বিদেশী বিপন্ন পথিক-বেশে আমাদের শিবিরে প্রবেশের চেষ্টা করিতেছিল।"

"বেশ, তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখ।"

গুপ্তচর সালাম করিয়া চলিয়া গেল। আওরঙ্গজীব আবার গভীর চিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন।

---

(১) The public mind was greatly di-turbed by this open rivalry, and turbulent men rejoiced at the prospect of civil war, which would leave them free to plunder the country. The acts of violence committed by Murad's men could not be punished, as Aurangzib bad no influence over his brother now. The work he had still in hand was thrown into disorder.

—History of Aurangzib. II—Page 91.

পর দিন প্রাতে তিনি মুরাদ বখ্শের নিকট একজন দূত প্রেরণ করিলেন। দূতের নিকট পত্রে লিখিলেন ;—

প্রিয়তম ভ্রাতঃ,

তোমার স্বাস্থ্যের অবস্থা জানাইয়া উদ্বেগ দূর করিও। বোধ হয়, তোমার বর্ত্তমানে কিছু অর্থাভাব ঘটিয়াছে। এই দূতের সঙ্গে বিংশতি লক্ষ টাকা এবং ২৩৩টী হস্তী পাঠাইলাম। গ্রহণ করিলে একান্ত বাধিত হইব। পূর্ব্ব স্বীকৃতি অনুসারে যুদ্ধের লুণ্ঠন-লব্ধ অর্থ সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ ইন্‌শা আল্লা সত্বরই পাঠাইব।

তোমার ভ্রাতা—আওরঙ্গজীব

মুরাদ আগ্রহের সহিত এই উপহার গ্রহণ করিলেন। ইতোমধ্যে মুরাদের ক্ষত সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছিল। তদুপলক্ষে আনন্দোৎসব করিবার জন্য আওরঙ্গজীব একটী ভোজের বন্দোবস্ত করিলেন। মুরাদকে ঐ ভোজে যোগ দিতে অনুরোধ করা হইল। মুরাদ তাহাতে অস্বীকার করিলেন। মুরাদের সঙ্গিগণ পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে আওরঙ্গজীবের নিকট যাইতে নিষেধ করিলেন। যাহাদের হৃদয় নাই, যাহাদের বন্ধুত্ব আত্মিক বন্ধনের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, পার্থিব অর্থ-সম্পত্তি ও যশ-সম্মান যাহাদের জীবনের লক্ষ্য, তাহাদিগকে বশ করা কঠিন নহে) সহজেই মুরাদের কোন কোন সঙ্গী তাঁহাকে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিলেন। পর-করাঙ্গুলি-চালিত মুরাদ বখ্‌শ্‌ বাহাদুর সানন্দে আওরঙ্গজীবের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে আসিলেন।

রজনী দ্বিপ্রহর। মুরাদ বখ্‌শ্‌ বাহাদুর আহারাদি অন্তে নিদ্রাবেশে বিভোর। শয্যাপার্শ্বে সুগন্ধী দীপ মিটি মিটি জ্বলিতেছে।

একটী অল্পবয়স্কা বালিকা শয্যাপার্শ্বে বসিয়া মুরাদের পদ-সেবা করিতেছিল। যখন তাঁহার নিদ্রা নিতান্ত গভীর, বালিকা ধীরে ধীরে উঠিয়া

দাঁড়াইল। তাঁহার পদদ্বয় যেন কম্পিত হইতে লাগিল। সে ধীরে ধীরে মুরাদ বখ্‌শ্‌ বাহাদুরের বক্ষপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া কিছু ক্ষণ স্থির হইয়া থাকিল। তাহার পর ধীরে ধীরে তাহার সেই ললিত দেহ-যষ্টিখানি অবনত করিয়া শাহ্‌জাদা মুরাদ বখ্‌শ্‌ বাহাদুরের মণি-মুক্তা-খচিত তরবারি খানি অতি সন্তর্পণে কোষ হইতে বাহির করিল। দ্বীপালোকে সেই তরবারির ঝলকে তাহার নয়ন যেন ঝলসিয়া গেল। সে তরবারিখানি লইয়া ধীরে ধীরে কক্ষান্তরে প্রস্থান করিল।

সহসা সেনাপতি শেখ মীর বার জন অতি বিশ্বাসী যম-কিঙ্করবৎ সশস্ত্র সৈন্য সমভিব্যাহারে মুরাদের কক্ষ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাহাদের পদ-শব্দে মুরাদ বখ্‌শ্‌ জাগরিত হইয়াই তরবারিতে হস্তার্পণ করিতে গেলেন। সর্ব্বনাশ! কোষ শূন্য! মুরাদ উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে সৈন্যগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

মুরাদ সরোষে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—"পাষণ্ড বিশ্বাস-ঘাতক আওরঙ্গজীব, তুই এখন কোথায়! এই কি তোর কোরান হাতে করিয়া প্রতিজ্ঞার পরিণাম! ভণ্ড কাপুরুষ! যদি এত সাধ ছিল, সম্মুখ সমরে কেন আমার সহিত যুদ্ধ করিলি না। নরাধম! তৈমুরের বংশে কালিমা অর্পণ করিলি!"

আওরঙ্গজীব পার্শ্বস্থ কক্ষ হইতে উত্তর করিলেন,—"আমি আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি নাই, তুমিই করিয়াছ। স্মরণ করিয়া দেখ, আমার সন্ধি—আমার প্রতিজ্ঞার শর্ত্ত কি ছিল। তুমি আমার সহিত বন্ধুভাবে চলিবে, আমার শত্রুকে শত্রু, আমার মিত্রকে মিত্র মনে করিবে, সমস্ত বিষয়ে এক লক্ষ্যে চলিবে, এই শর্ত্তেই আমি তোমার সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলাম। কিন্তু স্মরণ করিয়া দেখ, পদে পদে তুমি কি ভাবে এই প্রতিজ্ঞা—এই সন্ধি-শর্ত্ত লঙ্ঘন করিয়া আসিতেছ। তুমি

কি প্রকাশ্যভাবে যেখানে সেখানে আমার বিরুদ্ধাচরণ কর নাই? আমার সৈন্য ও কর্ম্মচারিগণকে আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুমি স্বদলে টানিয়া লও নাই? তুমি কি আমার শত্রুগণকে আশ্রয় দিয়া আমার বিরুদ্ধে ক্রমাগত নানা ষড়যন্ত্র কর নাই? আমি সব জানি। তুমি তোমার পাপিষ্ঠ পরামর্শ-দাতাগণের যুক্তি অনুসারে দেশের সর্ব্বনাশ করিতে—সাধারণের শান্তি নষ্ট করিতে—অন্যায়-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে উদ্যত হইয়াছ! তোমার মস্তক অহমিকায় ও ঔদ্ধত্যে পূর্ণ! এ ক্ষেত্রে দেশের ও সাম্রাজ্যের কল্যাণের জন্য আমি তোমার শান্তি ও ধৈর্য্যের সহিত কিছুদিন বিশ্রামের বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছি। কিছু দিন আমার নিজের চোখে চোখে রাখিয়া তোমাকে নিষেধাজ্ঞা প্রচারের দায়িত্ব হইতে মুক্ত এবং জগতের কঠোরতা হইতে নিরাপদে রাখাই আমার অভিপ্রায়। খোদা-তালাকে ধন্যবাদ, তোমার সহিত আমার প্রতিজ্ঞা আমার দিক হইতে এক বিন্দুও শিথিল হয় নাই। খোদা-তালার শপথ, তোমার জীবন যাহাতে বিপন্ন হইতে পারে, এমন কোন কার্য্যই আমা দ্বারা হইবে না! তুমি নবাবের হালে থাকিবে—যাহা চাহিবে, পাইবে! বিলাস-ব্যসন আমোদ-প্রমোদ কিছুরই ত্রুটি ঘটিবে না। (১) এখন প্রত্যহ জ্ঞানের রুটী ভক্ষণ করিতে থাক এবং

(১) His (Murad's) prodigality of money and his spirit of gay comradery with the soldiers had made him very popular. Songs in praise of the captive prince were sung in the bazar.

—History of Aurangzib.—Page 97.

The prince was infatuaed with the beauty of his concubine Sarsati Bai whom he had taken to his prison by entreaty with Aurangzib. —History of Aurangzib II—page 98.

"মুরাদ বখ্‌শ্‌ বাহাদুর গোয়ালিয়র দুর্গে ৬ ছয় বৎসরকাল পূর্ণ সুখ শান্তির সহিত অতিবাহিত করেন। অতঃপর আলী নকী খাঁর হত্যার জন্য তাঁহার জনৈক পুত্র মুরাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করায় তাঁহার প্রাণদণ্ড হইয়াছিল। এই পুস্তকের ৩৩ পৃষ্ঠায় এই হত্যা বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

বর্ত্তমান অবস্থা তোমার পক্ষে একান্ত কল্যাণ ও আরামপ্রদ বলিয়া বিশ্বাস কর। এক দিনের জন্য তোমাকে নিমন্ত্রণ করি নাই, কিছু দীর্ঘকালের জন্য তোমাকে আমার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে হইবে। মনে কোনরূপ দুঃখ আনিও না ; খোদা-তালা তোমার কল্যাণ করুন।"

মুরাদ আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না। নিরুদ্ধ নিষ্ফল রোষে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। শেখমীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্মানপূর্ণ সালাম করিতে করিতে স্বর্ণ শৃঙ্খলে তাঁহাকে বন্দী করিলেন। হায়, সিংহ পিঞ্জরে পড়িল।

অতঃপর আওরঙ্গজীব সেই রাত্রিতেই মুরাদকে একটী হস্তী-পৃষ্ঠে বসাইয়া শেখ মীর এবং দিলীর খানের নেতৃত্বে এক দল প্রবল সৈন্য সহ সেলিমগড়ের দুর্গে পাঠাইয়া দিলেন। সাধারণতঃ বেগমগণ যেভাবে কোন স্থানে প্রেরিত হন, মুরাদকেও সেইভাবে পাঠান হইল। সাবধানতার জন্য আরও তিন দিকে তিনটী হস্তী ঠিক মুরাদের হস্তীর বেশে ও ঐরূপ সৈন্যের দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া পাঠান হইল।

দশম পরিচ্ছেদ

শস্য-শ্যামলা সুজলা সুফলা মলয়জ-শীতলা বঙ্গদেশ। যে দেশকে তুলনায় নিখিল জগতের স্বর্গোদ্যানও বলা যাইতে পারে, সেই দেশের প্রবল পরাক্রান্ত অধিপতি মহামতি সুলতান সুজা তাঁহার মন্ত্রণা-কক্ষের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে একখানি পর্য্যঙ্কের উপর দেহ-ভার বিন্যস্ত করিয়া নানা বিষয় ভাবিতেছিলেন। হায়, সময়ের গতি কত বিচিত্র! মানুষ কি

আলী নকী খাঁর যে পুত্র অভিযোগ করে নাই, আওরঙ্গজীব তাঁহার পদোন্নতির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ?"
Sarkar's History of Aurangzib,—and A Vindication of Aurangzib.

ভাবে আর কি হয়! এই যে মহাসমরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, কোথায় গিয়া কি ভাবে তাহার পরিসমাপ্তি হইবে তাহা কে জানে? আজ দারার অহঙ্কার চূর্ণ হইয়াছে। বাদশাহের 'আলালের ঘরের দুলাল' সে; দারুণ দাম্ভিকতায় সে জগতে কাহাকেও গ্রাহ্য করে নাই। আজ সে শশকের ন্যায় প্রাণ-ভয়ে পলায়িত, কোথাও একটু মাথা রাখিবার স্থান পাইতেছে না। তাহার সঙ্গিগণ অসময় দেখিয়া একে একে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে; তাহার ধন-ভাণ্ডার ফুরাইয়া আসিয়াছে। আজ সে ভিখারীর বেশে দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছে; কিন্তু আওরঙ্গজীবের রোষাগ্নি হইতে কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ নহে।

"হায়, সে দিন কি ভীষণ, যে দিন আমার বিপুল বাহিনী সোলেমানের অতর্কিত আক্রমণে গঙ্গা-কূলে বিধ্বস্ত হইয়া হইয়া গেল! ধূর্ত্ত কাপুরুষ! পিতার উপযুক্ত পুত্র বটে! ইহাকেই কি বলে সম্মুখ সমর? নিদ্রিত শত্রুকে আক্রমণ করিয়া এমন কি বীরত্বের পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে! আজ সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে। সোলেমান, আজ তোমার বিজয়ের হাসি বিষাদের কান্নায় পরিণত হইয়াছে। তোমার অনুচর সহচর সকলেই তোমাকে ক্রমে ক্রমে ছাড়িয়া যাইতেছে। এইভাবে তুমি নিঃস্ব হইয়া ধ্বংস হইবে। তোমার পাপিষ্ঠ পিতার সহিত আর তোমার ইহ জীবনে সাক্ষাৎ হইবে না! যে দোর্দ্দণ্ড শিকারী তাহার পিছু লাগিয়াছে, সে কিছুতেই তাহার হাত হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না।

"আমার শত্রুকুল নির্ম্মূল হইতেছে। খোদা-তালার কি অভাবনীয় কুদরত? কিন্তু আমি এখন কি করিব? আমি কি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব? ক্ষুদ্র বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদারী লইয়া

সন্তুষ্ট থাকিব ? সকল উচ্চাভিলাষ বিসর্জ্জন দিব ? না, তাহা হইবে না—তাহা সম্ভবপর নহে। তৈমুরলঙ্গের বংশধরের পক্ষে এই কাপুরুষতা কখনই শোভা পাইবে না। তখ্‌ত্‌ ইয়া তাবুত—শাহী অথবা গোর ইহার আমার মূলমন্ত্র হইবে। এই গোলযোগের মধ্যে আমার পথ প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে।”

সুজা গভীরভাবে চিন্তামগ্ন হইলেন। তাঁহার ললাটের রেখা-সকল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। চারিদিকে চঞ্চল সমীরণ; বাহিরে স্নিগ্ধ চন্দ্রিকা হাসিতেছিল।

সুজা সহসা গাত্রোত্থান করিলেন! কক্ষান্তর হইতে একখানি সুরঞ্জিত পত্র আনিয়া অন্যমনস্কভাবে চিন্তা করিতে করিতে ইতস্ততঃ পাদচারণা করিতে লাগিলেন। যে সময় আওরঙ্গজীব আগ্রা দূর্গ অধিকার করিয়া সমস্ত বাদশাহী আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন, তখনই এই পত্রখানি সুজার নিকট লিখিত হয়। পত্রে সুজার প্রতি আওরঙ্গজীবের অকৃত্রিম ভালবাসা ও শ্রদ্ধার পরিচয় ছিল। সুজা স্বস্থানে উপবেনশ করিয়া মনে মনে পত্রখানি পড়িতে লাগিলেন; পত্রে লেখা ছিল,—

“জনাব,

খোদা-তালার ফজলে বান্দার উপর যে ‘বালা-মুসিবাতের’ ঝঞ্ঝাবাত প্রবাহিত হইতেছিল তাহা প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। নাস্তিক মুলহেদ দারা এখন পলাইয়া দিল্লীতে আশ্রয় লইয়াছে। আমি শীঘ্রই ইন্‌শা আল্লা তাহার পশ্চাদানুসরণ করিব। আগ্রা নগরী এখন আমার আয়ত্তের মধ্যে। আমাদের মধ্যে যে সন্ধির বন্ধন সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা কখনই শিথিল হইবে না; বরং উত্তরোত্তর তাহা দৃঢ়তর ও মধুরতর হইতে থাকিবে। “আপনি বাদশাহের নিকট বিহার প্রদেশটী পাইবার জন্য অনেক সময় আবেদন করিয়াছেন, কিন্তু সে আবেদন গ্রাহ্য হয়

নাই, আমি বাদশাহের অনুমোদন লইয়া উক্ত প্রদেশটী আপনার রাজ্যভুক্ত করিয়া দিলাম। কিছু সময় শান্তির সহিত আপনার রাজ্য শাসন করিয়া আপনার বিধ্বস্ত শক্তির পুনরুদ্ধার করুন। দারার সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহ শেষ হইলেই আমি আপনার অন্যান্য আশা ও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিব! আপনি রাজ্য বা অর্থ যাহাই প্রার্থনা করিবেন, প্রকৃত ভ্রাতার ন্যায় আমি তাহাই দান করিব।" (১)

পত্রখানি সুজা কয়েকবার পড়িলেন। এ সব কি সত্য কথা! বাস্তবিকই কি আওরঙ্গজীব তাঁহার আশা পূর্ণ করিবেন। করিলেও কি সুজা চির জীবন আওরঙ্গজীবের প্রসাদ-ভিখারী হইয়া থাকিবেন? না, তাহা হইবে না! এই সুবর্ণ সুযোগ কিছুতেই অবহেলা করা হায় না।

সুজা নীরবে চিন্তা করিতেছিলেন! পূর্ব্ব আহ্বান অনুসারে প্রধান মন্ত্রী কক্ষ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিলেন।

সুজা ধীরে ধীরে তাঁহাকে বলিলেন,—"দেখুন, রাজ্যের কোন সংবাদ

---

(১) Aurangzib's letter to him (*Suja*) breathed the tenderest brotherly love, "As you had often before begged the Emperor Shah Jahan for the province of Bihar, I now add it to your viceroyalty. Pass some time peacefully in administering it and repairing your broken power. When I return after disposing of the affair of Dara, I shall try to gratify your other wishes. Lik e a true brother I shall not refuse you any thing that you desire, be it land or money. He (Suja) sent in reply a polite letter of thanks, and prepared for war.

—History of Aurangzib—II P. 137-138.

আপনার অবিদিত নাই। আওরঙ্গজীব এখন দারাকে দমন করিবার জন্য ব্যস্ত। সে ভারতের প্রান্তসীমা সুদূর পাঞ্জাবে দারার অনুসরণে তৎপর। এই সুযোগে আমি আগ্রা অধিকার করিয়া লইতে ইচ্ছা করি। আপনি ইহা কিরূপ মনে করেন।”

মন্ত্রিপ্রবর বলিলেন,—“সবই হুজুরের মর্জ্জি। কিন্তু আওরঙ্গজীব কখনও জনাবের সহিত শত্রুতাচরণ করেন নাই। বহু দিন হইতে হুজুর তাঁহার সহিত সখ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ। তিনি কখনই তাঁহার কথার খেলাপ করেন নাই। শাহী ক্ষমতা কথঞ্চিৎ আয়ত্ত করিবার পরই তিনি হুজুরকে হুজুরের চির অভীপ্সিত বিহার প্রদেশটী প্রদান করিয়াছেন। এইরূপ ক্ষেত্রে তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কেমন হইবে।”

সুজা। আওরঙ্গজীব আমাকে হাতে রাখিবার জন্যই বিহার দেশটী দিয়াছে। সে তাহার কথা মত কাজ করিয়া থাকে সত্য কিন্তু ভবিষ্যতে করিবে, তাহার বিশ্বাস কি? আর আপনি কি ইচ্ছা করেন যে, আমি চির জীবন তাহার অধীন হইয়া থাকি।

মন্ত্রী। না, তাহা কখনই করি না; তবে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া সফলকাম হইতে পারিবেন কি না বিবেচ্য। তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ ধূর্ত্ত এ দুনিয়ায় দ্বিতীয় আর একটীও নাই।

সুজা। সে এখন নিকটে নাই, বহু দূর পাঞ্জাবে; তাই একথা বলিতেছি। এমন সুবর্ণ সুযোগ যে আর পাওয়া যাইবে না!

মন্ত্রী। তা তিনি যেখানেই থাকুন, তাঁহার লক্ষ্য সব দিকেই আছে বলিয়া মনে হয়; তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ ব্যক্তি যে সব দিকে সাবধানতা অবলম্বন করেন নাই, ইহা আদৌ বিশ্বাস হয় না।

সুজা। না, না, কোন ভয় নাই। এক মহম্মদ সুলতানের কথা বলিতে পারেন; তাহাকে ভয় করিবার কোন কারণ নাই। রোহতাস,

চুনার, বেনারস প্রভৃতি যে সমস্ত দুর্গাধিপতিগণ দারার অধীন লোক, তাহারা সকলেই আমার সহায়তা করিবেন। আমি অতর্কিতভাবে আগ্রা অধিকার করিয়া বাদশাহ্‌কে মুক্ত করিব। তাহা হইলে কাহারও সাধ্য হইবে না যে, আমাদের সম্মুখীন হয়। বাদশাহ্‌ও আমার প্রতি তুষ্ট না হইয়া পারিবেন না।

মন্ত্রিপ্রবরের নিষেধে কোনই কাজ হইল না। সুজা উচ্চাশার মদিরায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার অন্যতম সেনাপতি মীর এস্‌ফান্দিয়ার মামুরী ব্যতীত অন্য সমস্ত বঙ্গীয় মন্ত্রী ও পারিষদ তাঁহাকে এই অভিযানে নিষেধ করিলেন। কিন্তু সুজা কোন কথা কাণে করিলেন না।

সুজার সৈন্যগণ মহা সমারোহে আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। পথে অনেকগুলি স্থান তিনি সহজে অধিকার করিয়া লইলেন। রোহটাস, চুণার ও বেনারস দুর্গ বিনা যুদ্ধে তাঁহার করতল-গত হইল। অবশেষে তিনি এলাহাবাদে গিয়া উপস্থিত হইলেন। খানে দাওরানের অধীনে এ স্থানে আওরঙ্গজীবের এক দল সৈন্য ছিল। সুজার প্রবল বাহিনীর আগমনেই তাহারা সভয়ে পলায়ন করিল। এলাহাবাদও সুজার পদানত হইল।

আওরঙ্গজীব এত দিন সুজার বিষয় নিশ্চিন্ত ছিলেন না। সুজা বশ্যতা স্বীকার করিলেও তাঁহার গুপ্তচরগণ প্রতিনিয়ত সুজার গতি-বিধির উপর কঠোর দৃষ্টি রাখিতেছিল। সুজা কোন্ দিন কি করিতেছিলেন, তাহা যথাসময় আওরঙ্গজীবের কর্ণগোচর হইতেছিল। সুজার এই বিদ্রোহ প্রথম প্রথম তিনি উপেক্ষার চক্ষেই দেখিতেছিলেন। তাঁহার ন্যায় ব্যক্তিকে ভয় করিবার আওরঙ্গজীবের বিশেষ কোন কারণ ছিল না। তিনি পাঞ্জাবে দারাকে বিধ্বস্ত করিয়া অন্য দিকে মনোযোগ

দিবেন স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু যখন দেখিলেন, সুজা বহু দূর অগ্রসর হইয়াছেন, তখন সেনাপতিগণের উপর দারার ভার অর্পণ করিয়া তিনি সুজাকে বাধা দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

সত্বরই সুজার বিজয়-অভিযানে বাধা পড়িল। আওরঙ্গজীবের জ্যেষ্ঠ পুত্র মোহম্মদ সুলতান তাঁহার পথ আগুলিয়া দাঁড়াইলেন। তখন সুজার আর অগ্রসর হওয়া সহজ হইল না। তিন দিবস পরেই আওরঙ্গজীব যেন মন্ত্র-শক্তি প্রভাবে স্বয়ং আসিয়া সমগ্র সৈন্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। সুজা মহা প্রমাদ গণিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

আজ বড় আনন্দের দিন। শাহী শিবিরের সর্ব্বত্রই আনন্দ-কোলাহল। বাদশাহের আগমনের অল্প ক্ষণ পরেই মহামতি মীরজুম্লাও দক্ষিণাপথ হইতে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছেন।

পৌষের অসহনীয় শীতে জগত কন্ কন্ করিতেছে। একটী নিভৃত কক্ষে আওরঙ্গজীব ও মীরজুম্লা একাগ্রচিত্তে কথোপকথন করিতেছিলেন।

আওরঙ্গজীব বলিলেন,—"বীরবর! কয়েক মাস আপনাকে কারাগারে কতই কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে; ক্ষমা করিবেন।"

মীরজুম্লা। ক্ষমা কি জাঁহাপানা! হুজুর এ অধমকে রক্ষা করিয়াছেন। উভয় সঙ্কট হইতে মুক্তি দিয়াছেন। ধন্য হুজুরের বুদ্ধি! কারাগারে আমার কোনই কষ্ট হয় নাই; আমি তথায় পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করিতাম; কোন বিষয়েরই অভাই ছিল না। সে কথা যাক; এ দিকের সংবাদ কি, বলিয়া আজ্ঞাধীনের উদ্বেগ দূর করুন।

আওরঙ্গজীব। হয় ত শুনিয়াছেন, কম-বখ্‌ত্ মুরাদ বখ্‌শ্ বন্দী হইয়া গোয়ালিয়ার দূর্গে আবদ্ধ আছে। ইদানীং তাহার ঔদ্ধত্য এবং বিরুদ্ধাচরণ চরমে উঠিয়াছিল। মুরাদকে বন্দী করায় তাহার সমস্ত সম্পত্তি আমার আয়ত্তে আসিল। তাহার সমস্ত সৈন্য-সেনানী ও কর্ম্মচারী আমার আশ্রয় গ্রহণ করিল। আমি যত দূর সম্ভব মিষ্ট ব্যবহারে তাহাদিগকে বশীভূত করিলাম।

"তার পর"

"তার পর আমি দারার অনুসরণে দিল্লী গিয়া দেখি, দারা ভীত হইয়া লাহোরাভিমুখে পলায়ন করিয়াছে! তখন বাদশাহের আসন শূন্য; কারণ বাদশাহ্ বন্দীপ্রায়। অগত্যা সাম্রাজ্যের সুশৃঙ্খলা বিধানের জন্য বিনা আড়ম্বরে আমি সিংহাসনে আরোহণ করিলাম। অতঃপর দারার অনুসরণে বাহাদুর খাঁকে প্রেরণ করিয়া কয়েক সপ্তাহ দিল্লীতে বিশ্রাম করিলাম। শুধু বিশ্রাম নহে, অন্তর্বিপ্লবে এই সময় সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্রই বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। তৎসমুদয়ের সুশৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য যথেষ্ট ক্লেশ পাইতে হইল। সহস্র সহস্র নূতন সৈন্য, সেনাপতি ও কর্ম্মচারী নিয়োজিত করিতে হইল। জেলায় জেলায় ফৌজদার ও অন্যান্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে হইল। অনেক দিন যুদ্ধের কারণে সৈন্যগণেরও বিশ্রাম আবশ্যক ছিল। অতঃপর সব দিকে সুবন্দোবস্ত করিয়া দারার অনুসরণে যাত্রা করিলাম।

ইতিপূর্ব্বে দারা লাহোরে পৌছিয়া সুদৃঢ় হইয়া বসিবার উপক্রম করিয়াছিলেন। তিনি যথেষ্ট সৈন্য সংগ্রহ করিয়া প্রবল বাহিনী দ্বারা নদীসমূহ দূরতিক্রম করিয়া ফেলিলেন। আমি বাহাদুর খানের সাহায্যের জন্য খলিলুল্লা খান, শেখ মীর, সফশিকান খান প্রভৃতি দক্ষ সেনাপতিবর্গকে

প্রেরণ করিলাম। তাঁহারা অমোঘ কৌশলে নদীসমূহ একে একে অতিক্রম করিতে লাগিলেন। দারার সৈন্যগণ ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। অনেকে গোপনে আমার সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। রাজা রাজরূপ, খঞ্জর খান ইত্যাদি আমার সহিত মিলিত হইলেন। এমন সময় আমি স্বয়ং গিয়া তথায় উপস্থিত হইলাম! দারা ভয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পলায়ন করিলেন।"

"তার পর"

"তার পর আমি সুজার বিষয় উদাসীন ছিলাম না। দিন দিন তাঁহার গতি-বিধির সংবাদ আমার নিকট আসিতে লাগিল। যখন দেখিলাম, সুজা অনেক দূর আমার দিকে অগ্রসর হইয়াছেন, অন্য দিকে দারা পলায়ন-পরায়ণ, আমি সেনাপতিগণের উপর দারার অনুসরণের ভার অর্পণ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলাম।"

মীরজুম্লা। শুনিলাম, জয়সিংহ আপনার সহিত মিলিত হইয়াছেন।"

আওরঙ্গজীব। হাঁ, তাঁহাকে আমি পাঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছি।

মীর। তাঁহাকে একেবারে এতটা বিশ্বাস করিলেন! সে যে হিন্দু!

আওরঙ্গজীব। মীর সাহেব, রাজনীতি-ক্ষেত্রে আবার হিন্দু মুসলমান কি? তিনি হিন্দু হইলেও অনেক মুসলমান অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেষ্ঠ—তিনি সরলচিত্ত ও বিশ্বাসী। হিন্দু বা মুসলমান হইলেই হয় না—অন্তর লইয়া বিচার করিতে হয়।

মীরজুম্লা। তাহা হইলেও তাহাকে অতখানি প্রশ্রয় দেওয়া হুজুরের ভাল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সে কাফের, আপনি দীনদার মুসলমান। তাহা সত্ত্বেও শুনিলাম, আপনি নাকি প্রেমালিঙ্গনে

তাহাকে সম্মানিত করিয়াছেন—নিজের মুক্তামালা স্বহস্তে তাহার গলে পরাইয়া দিয়াছেন। তাহাকে এতখানি বিশ্বাস করেন, এতখানি ভালবাসেন আপনি কোন্ বলে ? (১)

আওরঙ্গজীব। হৃদয়ের বলে। আমি বেশ জানি, যাহার হৃদয় আছে, সে অন্য হৃদয়ের আহ্বান কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারে না। হৃদয় দ্বারাই হৃদয় জয় করিতে পারা যায়; অর্থ, বিষয়-সম্পত্তি বা সম্মান-প্রতিপত্তি দ্বারা নহে। যদি হৃদয় দিয়া একজনকে বিশ্বাস করেন, একান্ত সরল প্রাণে, নিষ্কামভাবে কাহাকেও প্রাণের নিকট আহ্বান করেন, আর সেই ব্যক্তি যদি হৃদয়বান হয়, তাহা হইলে সে কিছুতেই আপনার আহ্বান উপেক্ষা করিবে না! হৃদয় দ্বারাই মানব-হৃদয় জয় করা যায়, বাক্য দ্বারা নহে। হৃদয়-জগতে জাতিভেদ

---

(১) On his return towards Lahore from the pursuit of Dara in Multan, pressing on with his customary forced marches, and riding ahead of his army, as usual, he was amazed to see the Raja Jai Singh, whom he believed to be at Delhi, advancing upon him at the head of 4000 or 5000 Rajputs. The Raja had been a loyal servant of Shah-jahan, and it was rumoured that he had hurried to Lahore with the design of seizing the usurper and restoring his old master to power. Aurangzib knew he was in imminent peril, but he lost not a jot of his self-possession. 'Hail, my Lord Raja' he cried riding straight up to jai Singh, 'Hail, my Lord Father! I have impatiently awaited you. The war is over, Dara is ruined and wanders alone Lord!' Then taking off his pearl necklace, and putting it ronnd the Rajput's neck, he said, "My army is weary, and I am fain that you should go to Lahore, lest it be in revolt. I appoint you Governor of the city and commit all things to your hands. Salamat bachis : farewell!"

Aurangzib by L. Pool.—Page 72.

নাই ; হিন্দু-মুসলমানের কোনই পার্থক্য নাই ; ছোট-বড়, উঁচু-নীচু, ধনী-নির্ধন হৃদয়-জগতে সকলেই সমান।

মীরজুম্লা। তাহা হইলে আপনি হিন্দু-মুসলমানকে সমান দেখেন ?

আওরঙ্গজীব। নিশ্চয়ই! যাঁহারা সরলচিত্ত, শান্তিপ্রিয়, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও চরিত্রবান, হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে আমি তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করি। আমার মতে জাতি-বিদ্বেষ রাজা-বাদশাগণের জন্য গুরুতর পাপের কার্য্য। ব্যক্তিগতভাবে আমি মুসলমান, সুতরাং মুসলমানের প্রতি আমার অনেক কর্ত্তব্য আছে। কিন্তু বাদশাহভাবে হিন্দু-মুসলমান সকলেই আমার নিকট সমান। উভয় ধর্ম্মই আমার নিকট সমান শ্রদ্ধা ও সহানুভুতি পাইবার যোগ্য। (১)

---

(১) আওরঙ্গজীবকে হিন্দু-বিদ্বেষী বলিয়া সাধারণের মধ্যে একটা বিশ্বাস প্রচলিত আছে। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভুল। তাঁহার জীবনের প্রকৃত ইতিহাস সূক্ষ্মভাবে পর্য্যালোচনা করিলে এ কথার অসত্যতা সহজেই বুঝা যাইবে। "তিনি মুসলমান-দিগকে যে চক্ষে দেখিতেন, তাঁহার হিন্দু-প্রজাকেও তদ্রূপ স্নেহের চক্ষে দর্শন করিতেন। তিনি বাস্তবিক পক্ষে হিন্দু-বিদ্বেষী হইলে তাঁহার দরবারে ও রাজ্যে হিন্দুদিগকে কখনও উচ্চ রাজ-পদে নিযুক্ত করিতেন না, হিন্দু মন্দিরাদির জন্য দেবোত্তর সম্পত্তির ব্যবস্থাপূর্ব্বক সনন্দ প্রদান করিতেন না, হিন্দু পণ্ডিতমণ্ডলীর জন্য জায়গীর ও বৃত্তির ব্যবস্থা করিতেন না।" আওরঙ্গজীব তাঁহার নিজের রাজত্বকালে ২৭ জন হিন্দুকে খুব বড় বড় রাজ-পদে নিযুক্ত করেন। ইঁহাদের কেহ সুবাদার, কেহ সেনাপতি, কেহ কেহ বা অন্যান্য বিভাগে নিযুক্ত হন।

"নদওয়াতল ওলামা" নামক উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে শিক্ষাবিস্তারিণী সভার বেনারসস্থ অধিবেশনে সভার কর্তৃপক্ষ পুরাতন হস্তলিপির একটী প্রদর্শনী-বিভাগ খুলিয়াছিলেন। প্রদর্শনীতে যে সকল পুরাতন হস্তলিপি প্রদর্শিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে অধিকাংশই ভারতীয় মুসলমান বাদশাহ্‌গণের সনন্দপত্র। উল্লিখিত সভার সেক্রটারী মৌলবী শিব্‌লী নোমানী তৎপ্রণীত "আওরঙ্গজীব আলমগীর" পুস্তকে লিখিয়াছেন—"প্রদর্শনীর সংগৃহীত সনন্দপত্রসমূহের মধ্যে অধিকাংশই সম্রাট আওরঙ্গজীব-প্রদত্ত। আবার সে সকল মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু দেবোত্তর সম্পত্তি ও হিন্দু রাজা-মহারাজা ও জমিদারগণের জায়গীর সম্বন্ধীয় সনন্দপত্র!" ভারতের ইতি-হাসের ইহা এক বিচিত্র অধ্যায়। বিদ্বেষপরবশ ঐতিহাসিকগণ কিরূপে যে ন্যায়-

মীরজুম্লা। আপনার নিকট অনেক সময় আমি শুনিয়াছি, ভারতের আধিপত্য যদি কোন কালে আপনার করায়ত্ত হয়, আপনি জিজিয়ার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবেন। ইহা কি জাতিগত বিদ্বেষের নিদর্শন নহে?

আওরঙ্গজীব। নিশ্চয়ই নহে। জিজিয়া সমর-কর মাত্র, মুসলমান ব্যতীত অন্য কেহ যদি সমর-বিভাগে যোগদান করিতে ইচ্ছা না করে, তবে তাহাকে এই কর দিতে হয়। নিজের মস্তকের বিনিময়ে সে এই সামান্য কর দিয়া রক্ষা পায়। দেখুন স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, চিররোগী ইত্যাদিকে জিজিয়া দিতে হয় না। যাহারা যুদ্ধ করিবার যোগ্য, তাহারা যুদ্ধ না করিতে চাহিলে এই কর দিয়া অব্যাহতি লাভ করিতে পারে। ইহা কি অন্যায়? যাহারা সরকারের সেবা পাইবে, সরকার কর্ত্তৃক বিপদ-আপদে সুরক্ষিত হইবে, তাহারা কোনরূপে সরকারের সেবা করিবে না, ইহা কি সঙ্গত?

মীরজুম্লা। মানিলাম জিজিয়া অন্যায় নহে। কিন্তু মুসলমানদিগকেও কেন এই অধিকার দেওয়া হয় না? মুসলমানেরা জিজিয়া দিয়া অব্যাহতি পাইবার ব্যবস্থা থাকিলে করটী সাম্প্রদায়িক বলিয়া বোধ হইত না।

আওরঙ্গজীব। ইহার মধ্যে অনেক কথা আছে মীর সাহেব;— মুসলমান যোদ্ধা-জাতি। সে তাহার ধর্ম্ম-ব্যবস্থা অনুসারে যুদ্ধ করিতে বাধ্য। আমাদের পয়গম্বর (দঃ) স্বয়ং যুদ্ধ করিয়াছেন। সাহাবাগণ যুদ্ধ করিয়াছেন। তাই মুসলমানেরা যুদ্ধ হইতে

ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে কলঙ্ক-কালিমায় চিত্রিত করিয়াছেন। তাহা চিন্তা করিতেও প্রাণে কষ্টের সঞ্চার হয়।

—ভারতে মুসলমান সভ্যতা—অষ্টম অধ্যায়।

নাই ; হিন্দু-মুসলমানের কোনই পার্থক্য নাই ; ছোট-বড়, উঁচু-নীচু, ধনী-নির্ধন হৃদয়-জগতে সকলেই সমান।

মীরজুম্লা। তাহা হইলে আপনি হিন্দু-মুসলমানকে সমান দেখেন?

আওরঙ্গজীব। নিশ্চয়ই! যাঁহারা সরলচিত্ত, শান্তিপ্রিয়, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও চরিত্রবান, হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে আমি তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করি। আমার মতে জাতি-বিদ্বেষ রাজা-বাদশাগণের জন্য গুরুতর পাপের কার্য্য। ব্যক্তিগতভাবে আমি মুসলমান, সুতরাং মুসলমানের প্রতি আমার অনেক কর্ত্তব্য আছে। কিন্তু বাদশাহভাবে হিন্দু-মুসলমান সকলেই আমার নিকট সমান। উভয় ধর্ম্মই আমার নিকট সমান শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি পাইবার যোগ্য। (১)

---

(১) আওরঙ্গজীবকে হিন্দু-বিদ্বেষী বলিয়া সাধারণের মধ্যে একটী বিশ্বাস প্রচলিত আছে। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভুল। তাঁহার জীবনের প্রকৃত ইতিহাস সূক্ষ্মভাবে পর্য্যালোচনা করিলে এ কথার অসত্যতা সহজেই বুঝা যাইবে। "তিনি মুসলমান-দিগকে যে চক্ষে দেখিতেন, তাঁহার হিন্দু-প্রজাকেও তদ্রূপ স্নেহের চক্ষে দর্শন করিতেন। তিনি বাস্তবিক পক্ষে হিন্দু-বিদ্বেষী হইলে তাঁহার দরবারে ও রাজ্যে হিন্দুদিগকে কখনও উচ্চ রাজ-পদে নিযুক্ত করিতেন না, হিন্দু মন্দিরাদির জন্য দেবোত্তর সম্পত্তির ব্যবস্থাপূর্ব্বক সনন্দ প্রদান করিতেন না, হিন্দু পণ্ডিতমণ্ডলীর জন্য জায়গীর ও বৃত্তির ব্যবস্থা করিতেন না।" আওরঙ্গজীব তাঁহার নিজের রাজত্বকালে ২৭ জন হিন্দুকে খুব বড় বড় রাজ-পদে নিযুক্ত করেন। ইঁহাদের কেহ সুবাদার, কেহ সেনাপতি, কেহ কেহ বা অন্যান্য বিভাগে নিযুক্ত হন।

"নদওয়াতল ওলামা" নামক উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে শিক্ষাবিস্তারিণী সভার বেনারসস্থ অধিবেশনে সভার কর্তৃপক্ষ পুরাতন হস্তলিপির একটী প্রদর্শনী-বিভাগ খুলিয়াছিলেন। প্রদর্শনীতে যে সকল পুরাতন হস্তলিপি প্রদর্শিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে অধিকাংশই ভারতীয় মুসলমান বাদশাহ্গণের সনন্দপত্র। উল্লিখিত সভার সেক্রটারী মৌলবী শিব্‌লী নোমানী তৎপ্রণীত "আওরঙ্গজীব আলমগীর" পুস্তকে লিখিয়াছেন—"প্রদর্শনীর সংগৃহীত সনন্দপত্রসমূহের মধ্যে অধিকাংশই সম্রাট আওরঙ্গজীব-প্রদত্ত। আবার সে সকল মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু দেবোত্তর সম্পত্তি ও হিন্দু রাজা-মহারাজা ও জমিদারগণের জায়গীর সম্বন্ধীয় সনন্দপত্র!" ভারতের ইতিহাসের ইহা এক বিচিত্র অধ্যায়। বিদ্বেষপরবশ ঐতিহাসিকগণ কিরূপে যে ন্যায়-

মীরজুম্লা। আপনার নিকট অনেক সময় আমি শুনিয়াছি, ভারতের আধিপত্য যদি কোন কালে আপনার করায়ত্ত হয়, আপনি জিজিয়ার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবেন। ইহা কি জাতিগত বিদ্বেষের নিদর্শন নহে?

আওরঙ্গজীব। নিশ্চয়ই নহে। জিজিয়া সমর-কর মাত্র, মুসলমান ব্যতীত অন্য কেহ যদি সমর-বিভাগে যোগদান করিতে ইচ্ছা না করে, তবে তাহাকে এই কর দিতে হয়। নিজের মস্তকের বিনিময়ে সে এই সামান্য কর দিয়া রক্ষা পায়। দেখুন স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, চিররোগী ইত্যাদিকে জিজিয়া দিতে হয় না। যাহারা যুদ্ধ করিবার যোগ্য, তাহারা যুদ্ধ না করিতে চাহিলে এই কর দিয়া অব্যাহতি লাভ করিতে পারে। ইহা কি অন্যায়? যাহারা সরকারের সেবা পাইবে, সরকার কর্ত্তৃক বিপদ-আপদে সুরক্ষিত হইবে, তাহারা কোনরূপে সরকারের সেবা করিবে না, ইহা কি সঙ্গত?

মীরজুম্লা। মানিলাম জিজিয়া অন্যায় নহে। কিন্তু মুসলমানদিগকেও কেন এই অধিকার দেওয়া হয় না? মুসলমানেরা জিজিয়া দিয়া অব্যাহতি পাইবার ব্যবস্থা থাকিলে করটী সাম্প্রদায়িক বলিয়া বোধ হইত না।

আওরঙ্গজীব। ইহার মধ্যে অনেক কথা আছে মীর সাহেব;—মুসলমান যোদ্ধা-জাতি। সে তাহার ধর্ম্ম-ব্যবস্থা অনুসারে যুদ্ধ করিতে বাধ্য। আমাদের পয়গম্বর (দঃ) স্বয়ং যুদ্ধ করিয়াছেন। সাহাবাগণ যুদ্ধ করিয়াছেন। তাই মুসলমানেরা যুদ্ধ হইতে

ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে কলঙ্ক-কালিমায় চিত্রিত করিয়াছেন। তাহা চিন্তা করিতেও প্রাণে কষ্টের সঞ্চার হয়।

—ভারতে মুসলমান সভ্যতা—অষ্টম অধ্যায়।

কোনরূপেই অব্যাহতি পাইতে পারে না। কিন্তু হিন্দুগণের অবস্থা সেরূপ নহে। তাঁহারা এ জগতকে মায়াময় অসার বলিয়া মনে করেন। এ জীবন ধ্যান, ধারণা, সাধনা এবং দার্শনিক গবেষণার জন্য বলিয়া জানেন। তাঁহাদের মনু, পরাশর, ব্যাস বা বাল্মীকি প্রভৃতি মুনিরা কখনো যুদ্ধ করেন নাই ; যুদ্ধ করা তাঁহাদের অবশ্য-কর্ত্তব্যও নহে। বিশেষেতঃ তাঁহারা বিজাতীয় রাজ-শক্তির জন্য হৃদয়ের রক্ত দিবেন কেন? এইরূপ আপত্তিও উঠিতে পারে। তাই তাহাদিগকে যুদ্ধ করিতে বাধ্য করা হয় না। তবে যাহারা সামর্থ্য-পক্ষে যুদ্ধ না করিবে, তাহাদিগকে জিজিয়া কর দিতে হইবে—ইহাই মুসলমান বাদশাগণের চিরাচরিত নিয়ম। আবার দেখুন, মুসলমানগণের নিকট হইতে জাকাত আদি অনেক শুল্ক আদায় করা হয়, তাহা অন্য ধর্ম্মাবলম্বিগণ দেয় না। (১)

মীরজুম্লা। যদি যুদ্ধ করিতেই তাহারা বাধ্য না হইবে, তবে আবার জিজিয়া কেন?

আওরঙ্গজীব। জিজিয়া কেন, তাহা বুঝিলেন না? এই কর হইতে সামরিক ব্যয় নির্ব্বাহের সহায়তা হয়। হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতি এ দেশের অধিবাসী। মুসলমান যখন-তখন হৃদয়ের রক্ত দিয়া রাজ-শক্তির সহায়তা করিবে, বৈদেশিক আক্রমণ ও দস্যু-তস্করের হাত হইতে দেশ রক্ষা করিবে, হিন্দু তাহার কোনই সাহায্য করিবে না, এ কি ন্যায় সঙ্গত?

মীরজুম্লা। নিশ্চয়ই নহে। এরূপ বৈধ প্রথা তবে এদেশ হইতে উঠিয়া গেল কেন?

(১) "ভারতে মুসলমান সভ্যতা" এবং "A vindication of Aurangzib" পুস্তকে জিজিয়া সম্বন্ধে বিস্তৃতরূপে জ্ঞাতব্য।

আওরঙ্গজীব। সম্রাট আকবর হিন্দুদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য এ দেশ হইতে এ প্রথা উঠাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা উঠাইয়া যে ভুল করা হইয়াছে, কিছুতেই বোধ হয় তাহার সংশোধন হইবে না।—দেখুন, অনেক সময় এমনও অনেক ঘটিয়াছে যে, মুসলমান রাজ-শক্তি শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিতে পারিবেন না বলিয়া জিজিয়া ফেরত দিয়াছেন। (১) এহেন পবিত্র প্রথার যাহারা নিন্দা করে, তাহাদিগের দূর-দর্শিতার প্রশংসা করা যায় না।

মীরজুম্লা। এখন ইহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলেই হয় ত লোকে ধর্ম্ম-বিদ্বেষ বলিয়া মনে করিবে। প্রকৃত কারণ কেহ বুঝিবে না। একটা হৈ চৈ লাগাইয়া গোলযোগ বাধাইয়া তুলিবে। (২)

---

(১) হজরত মোহম্মদ (দঃ) ও তাঁহার খলিফাগণ ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের সহিত যে সন্ধিপত্র স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাতে এ কথা স্পষ্টই লিখিত ছিল যে,—"তোমাদিগকে তোমাদের শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করায় বিনিময়ে তোমাদের নিকট হইতে জিজিয়া নামক কর গ্রহণ করিতেছি।" মুসলমানগণ এই সন্ধিপত্রের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য কতদূর যত্নবান ছিলেন, তাহা নিম্নোদ্ধৃত একটী ঘটনার দ্বারা বিশেষভাবে প্রতিপন্ন হইবে।

"সিরিয়া-বিজয়ের প্রধান সেনাপতি মহাত্মা আবু ওবায়দা সিরিয়া রাজ্যের বহু জনপদ জয় করার পর তাঁহার পক্ষে রোম-সম্রাট হারকিউলেসের এক প্রবল বাহিনীর সহিত মহাসংগ্রামে সম্মুখীন হওয়া অনিবার্য্য হইয়া উঠাতে সেনাপতি, শত্রুপক্ষের সৈন্যাধিক্য ও তাহাদের বিপুল আয়োজন দর্শনে তিনি তাহার নবাধিকৃত স্থানসমূহে শান্তি রক্ষা করিতে সক্ষম হইবেন কিনা তৎসম্বন্ধে ঘোর সন্দিহান হইয়া পড়িলেন। ...সুতরাং নবাধিকৃত স্থানসমূহের প্রজা-সাধারণের ধন-প্রাণ রক্ষা কঠিন হইবে মনে করিয়া তিনি ঐ সমস্ত স্থানের রাজস্ব বিভাগীয় কর্ম্মচারীদিগকে ঘোষণা দ্বারা আদেশ করিলেন, যে সকল লোকের নিকট হইতে জিজিয়া আদায় করা হইয়াছে, সে সকল কর সম্পূর্ণরূপে তাহাদিগকে প্রত্যার্পণ করা হউক।"

—ভারতে মুসলমান সভ্যতা—১৭৬ পৃষ্ঠা।

(২) When Aurangzib abolished about eighty taxes no one thanked him for his generosity, but when he imposed only one tax, not heavy at all, the people began to show their displeasure.

—A vindication of Aurangzib—Page 130.

আওরঙ্গজীব। প্রিয় ভ্রাতঃ, জগতের ভাব দেখিয়া অবাক হইতে হয়। আপনি যতই সাবধানে চলুন না কেন, যতই সাধারণের কল্যাণকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন না কেন, নিন্দা ও শত্রুতার হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নহে। আমার মত এই,—যতদূর সম্ভব, হিন্দু-মুসলমানে পরস্পরের সহিত বন্ধুভাবে মিলিয়া মিশিয়া থাকার চেষ্টা করা উচিত। জগতের কার্য্য-ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান, শিয়া-সুন্নী, হানিফী-মোহম্মদী কোন পার্থক্যই আনা উচিত নহে। এই দেখুন, আপনি শিয়া, আমি সুন্নী; তাই বলিয়া কি আমাদের মধ্যে বন্ধুত্বের কোন অঙ্গ অসম্পূর্ণ আছে। অথচ বাজে লোকে ইহা লইয়াই কত হট্টগোল, কত কোলাহল করে। যে যাহা বলে বলুক, শুনিব না—যাহা কর্ত্তব্য বুঝিব, করিব, এই আমার দৃঢ় পণ।

মীরজুম্লা। ঠিক কথা বলিয়াছেন। কত লোকে আমাকেও আপনি সুন্নী বলিয়া আপনার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে! কিন্তু আমাকে বিন্দুমাত্র টলাইতে পারে নাই। আমার মতে বর্ত্তমানে যে সময় পড়িয়াছে, তাহাতে আমাদিগকে শিয়া, সুন্নী, হানিফী, মোহম্মদী, সমস্ত পার্থক্য ভুলিয়া যাইতে হইবে। সব মুসলমান ভাই ভাই, এই কথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে; নতুবা কল্যাণ নাই।

আওরঙ্গজীব। নিশ্চয়ই! আমারও সেই মত।—ভাই শিয়া, তুমি হজরত আলিকে যতই ভক্তি কর না কেন, তাহাকে পয়গম্বর বলিও না; সুন্নীকে কাফের বলিও না; ভাই মোহম্মদী, তুমি "তকলিদ" করাকে কাফেরী বলিও না,—এমামগণকে, হানিফীগণকে গালাগালি দিও না। সব মোমেন,—সব মুসলমান ভাই ভাই; সব এক হইয়া থাক। "খোদা-তালার রজ্জু দৃঢ়রূপে ধারণ কর, কেহ বিচ্ছিন্ন হইও না।" (১) কেহ

(১) কোরাণ শরিফ।

কাহারও শত্রুতা করিও না ; যদি কাহাকেও গোম্‌রাহ্ (পথভ্রষ্ট) বলিয়া তোমার অনুমান হয়, তাহাকে কোমলভাবে হেদায়েতের চেষ্টা কর,—তরবারির দ্বারা মত-বৈষম্যের মীমাংসার চেষ্টা করিও না।

মীরজুম্লা। নিশ্চয়ই। আর হিন্দুগণের সহিত আমাদের ধর্ম্মগত যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, তাহাদের ধর্ম্ম যতই হীন হউক না কেন, জাগতিক ব্যাপারে তাহাদের সহিত সর্ব্বতোভাবে মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে হইবে।

আওরঙ্গজীব। নিশ্চয়! নিশ্চয়!!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

তিন দিন হইতে তুমুল যুদ্ধ চলিয়াছে, কোন দিকের জয়-পরাজয় হয় নাই ; উভয় পক্ষে বহু সৈন্য হতাহত হইয়াছে।

রজনী দ্বিপ্রহর অতীতপ্রায়, চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার ; আকাশে তারকারাজি মিটি মিটি জ্বলিতেছে। প্রকৃতি যেন গভীর নিদ্রার মগ্ন। আওরঙ্গজীবের বহুদূরব্যাপী বিরাট সৈন্যব্যূহের সর্ব্বত্রই শান্তি বিরাজিত। সৈন্যগণ গভীর নিদ্রাভিভূত। সশস্ত্র প্রহরিগণ যমদূতের ন্যায় সতর্ক পাদ-বিক্ষেপে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে "আল্লাহু" রবে হুঙ্কার দিয়া পরস্পরের সংবাদ লইতেছে ; কাহার সাধ্য এই অন্ধকারময়ী রজনীতে শাহী শিবিরের দিকে তিলমাত্র অগ্রসর হয়!

বাদশাহী সৈন্যদলের ছাউনীসমূহের দক্ষিণ পার্শ্বে মহারাজা যশোবন্ত সিংহের বিরাট শিবির। যে যশোবন্ত সিংহ এক দিন আওরঙ্গজীবকে আর্য্যাবর্ত্তে আগমনে বাধা দিবার জন্য সসৈন্যে প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া

ছিলেন, এ সেই যশোবন্ত সিংহ! আওরঙ্গজীবের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা উঠিলে যখন হিন্দু-মুসলমান সমস্ত সেনাপতিই শাহী শোণিতের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিতে অসম্মত হইয়াছিলেন, তখন যিনি আওরঙ্গজীবকে বন্দী করিয়া আনিবেন বলিয়া সদম্ভে অগ্রসর হইয়াছিলেন, যিনি কৌশলে মোগলের উন্নত মস্তক হইতে রাজ-মুকুট অপহরণ করিয়া স্বীয় মস্তকে ধারণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, এ সেই যশোবন্ত সিংহ! আওরঙ্গজীবের অসীম উদারতায় ও ক্ষমাগুণে ইনি আজ আবার তাঁহারই সৈন্য-বিভাগের উচ্চতম পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

মহারাজা যশোবন্ত সিংহ তাঁহার বিরাট শিবিরের একটী ক্ষুদ্র কক্ষে তাঁহার অধীন প্রধান প্রধান সেনাপতিগণের সহিত গভীর পরামর্শে ব্যাপৃত ছিলেন। বাহিরে বহু দূর পর্য্যন্ত সশস্ত্র প্রহরী; তাহাদের উপর কঠোর আদেশ—যেন কেহই সেদিকে না যাইতে পারে।

আজ যশোবন্ত সিংহের মুখে পৈশাচিক হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার বহু দিনের আশা আজ পূর্ণ হইবে—এই সম্ভাবনায় তিনি উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার অনুচরগণের সর্ব্বাঙ্গে দানবীয় উৎসাহ প্রকাশ পাইতেছে। আওরঙ্গজীবকে এই মহা রণপ্রাঙ্গণে সম্পূর্ণ ধ্বংস করিবার পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

যশোবন্ত সিংহ গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"বন্ধুগণ, যে ষড়যন্ত্র-জাল বিস্তার করিয়াছি, দেখিবে তাহার ফলে প্রভাতেই আওরঙ্গজীবের বিশাল অনীকিনী সমূলে ধ্বংস হইয়া যাইবে; আওরঙ্গজীব নিজেও যে রক্ষা পাইবেন, সে আশা নাই। শত্রু মুসলমান যত ধ্বংস পায়, ততই ভাল; ততই আমাদের মঙ্গল। আওরঙ্গজীব ধ্বংস হইলে আর এমন কেহই থাকিবে না যে, আমাদের বিপুল শক্তির সম্মুখে টিকিতে পারিবে। আমরা অনায়াসেই দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিব।"

যশোবন্ত সিংহ সোৎসাহে বলিতে লাগিলেন,—"অদ্য রাত্রি তিন ঘটিবার সময় আমরা আমাদের চতুর্দ্দশ সহস্র সৈন্য লইয়া অতর্কিতভাবে শাহী শিবির আক্রমণ করিব। মোগল সৈন্যগণ এখন সকলে নিদ্রিত; সহসা নৈশ আক্রমণে কেহই যুদ্ধ করিতে পারিবে না। যখন সকলের মনোযোগ আমাদের দিকে পড়িবে, বাদশা নিজে আমাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিবেন, ঠিক সেই সময় সুজা শাহী শিবির আক্রমণ করিবেন, এইরূপ স্থির হইয়া গিয়াছে। যুগপৎ উভয় দিক হইতে এইরূপ অতর্কিত নৈশ আক্রমণে আওরঙ্গজীবের সমগ্র সৈন্যের ধ্বংস অনিবার্য্য। জগতীতলে কাহার সাধ্য এই সমবেত ভীষণ আক্রমণ-বেগ রোধ করিতে পারে? সুতরাং বুঝিতেছ, প্রভাতে আওরঙ্গজীবের কোন অস্তিত্ব আর ধরাতলে অবশিষ্ট থাকিবে না। তাহার সমগ্র সৈন্য সমূলে বিনষ্ট হইবে। (১)

যশোবন্ত নীরব হইলেন। সেনাপতিগণ "জয় মহাদেও," "জয় মা কালী" বলিয়া উল্লাসে আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল; যেন দুর্দ্দান্ত দৈত্যগণ নিভৃতে পরামর্শ করিয়া সৃষ্টি ধ্বংস করিতে প্রমত্ত হইয়া উঠিল! আকাশ পাতাল আতঙ্কে কম্পিত হইতে লাগিল।

রাত্রি প্রায় তিন ঘটিকা। নৈশ সমীরণ রহিয়া রহিয়া বহিয়া যাইতেছে।

---

(১) Maharajah Jaswant Singh (of Jodhpur), who commanded the Imperial Right Wing, had brooded over some fancied slight or neglect and matured a deep plan of vengeance. He had, it was said, sent a secret message to Shuja saying that he would attack the Imperial camp behind the field at the close of the night, and that while the Emperor would hastened to the rear to repel him Shuja should swiftly fall on the disordered army and crush it between two adversaries.

—History of Aurangzib II—Page 146.

শত শত সুরম্য শিবিরের উর্দ্ধ দেশে মোগলের অর্দ্ধ-চন্দ্র-লাঞ্ছিত বিজয়-পতাকা বায়ুভরে হেলিয়া দুলিয়া নাচিতেছে। নিশানাথের ঈষৎ বিকাশে পূর্ব্ব গগন হসিত হইয়া উঠিয়াছে। দূরে একটী পাখী কি যেন কি দেখিয়া কি ভাবিয়া "চোখ গেল, চোখ গেল" বলিয়া চীৎকার করিতেছে।

বাদশাহ্ তাঁহার শিবিরে সমাহিত চিত্তে তাহাজ্জদের নামাজে মশ্‌গুল। যুদ্ধ-ক্ষেত্রের অসাধারণ ক্লান্তি ও উদ্বেগের মধ্যেও তিনি তাহাজ্জদের নামাজ ত্যাগ করিতেন না। সহসা বিরাট শাহী ছাউনীর বহু দূর হইতে আগত মৃদু গোলযোগ কাণে আসিতে লাগিল। মূহুর্ত্তে মুহুর্ত্তে গোলযোগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে সমস্ত শিবির কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় ছাইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে মার মার ধ্বনি, আর্ত্তের আকুল ক্রন্দন, অশ্ববৃন্দের পদশব্দ, লুণ্ঠনের বিপুল হল্লা চারিদিকে তুমুল হইয়া উঠিল। কেহই জানে না কি হইয়াছে। কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় সকলের মন চঞ্চল ও ভীতি-বিহ্বল!

আওরঙ্গজীব এই বিষম গোলযোগের মধ্যেও (১) প্রশান্তভাবে উপাসনা শেষ করিলেন। সংবাদ-বাহকেরা শশব্যস্তে সংবাদ দিল, মহারাজা যশোবন্ত সিংহেরই এই কীর্ত্তি। তিনি বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইলেন না। সেনাপতিগণের প্রতি কঠোর

(১) The Emperor was at his "tahajjud" prayer in his field tent, when the news of Jaswant's attack and desertion reached him After deliberately finishing the prayer, he issued from the tent, mounted a 'Takht-i-rawan" (portable chair), and addressed his officers.

—History of Aurangzib II—Page 148.

আদেশ দিলেন, যেন সমগ্র সৈন্য অবিলম্বে যুদ্ধ-সজ্জায় স্ব স্ব স্থানে দণ্ডায়মান হয়। কোন সৈন্যকে বিন্দুমাত্র এই আদেশের ব্যতিক্রম করিতে দেখিলেই যেন তাহাকে অবমাননার সহিত বাদশাহের নিকটে প্রেরণ করা হয়।

নিশীথ আক্রমণ বড় ভয়ঙ্কর; ইহাতে সৈন্য-সেনাপতি সকলেরই ভ্যাবা চ্যাকা লাগিয়া যায়। প্রথম তাল সামলাইতেই শত্রু-সেনা অনেক ক্ষতি করিয়া ফেলে। শাহী শিবিরের অনেকে গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা দেখিয়া প্রাণ-রক্ষার জন্য সমস্ত দ্রব্য বাঁধিয়া পলাইবার আয়োজন করিতেছিল। এই সমস্ত দ্রব্যই এখন শত্রুর হস্তগত হইল। মোহম্মদ সুলতানের তাম্বু সম্পূর্ণরূপে লুণ্ঠিত হইল; স্বয়ং বাদশাহের তাম্বুও বাদ গেল না। শত্রুর ভীষণ বিক্রমে অনেকে নানাদিকে পলাইয়া গেল। শাহী সৈন্যের মধ্যে মহা গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিল; অনেকে সুজার সঙ্গে যোগ দিল।

খোদা-তালার একান্ত মেহেরবাণী, তাই আওরঙ্গজীব এ যাত্রা বাঁচিয়া গেলেন। যদি এ সময় পূর্ব্ব-ষড়যন্ত্র অনুসারে সুজা পশ্চাৎ দিক হইতে আক্রমণ করিতেন, তাহা হইলে আর রক্ষা ছিল না। তাঁহার একটী সৈন্যও বোধ হয় আর জীবিত থাকিত না। কিন্তু সুজার সে সাহস হইল না। তিনি যশোবন্ত সিংহের ষড়যন্ত্র-মূলক-পত্র পাইয়াছিলেন। আওরঙ্গজীবের শিবিরের নৈশ আক্রমণের পৈশাচিক চীৎকার ধ্বনিও শুনিয়াছিলেন; তথাপি তিনি আক্রমণ করিতে সাহসী হইলেন না। আওরঙ্গজীবের চতুরতায় ও ধূর্ত্ততায় সকলেই ভয় করিতেন। সুজা ভাবিলেন—ইহাও বুঝি তাঁহার একটী চা'ল মাত্র। যশোবন্তের সহিত কৃত্রিম যুদ্ধের অভিনয় করিয়া সুজাকে ফাঁদে আটকাইয়া ফেলিবার ইহা একটী অমোঘ কৌশল। সুজা যশোবন্তের

পত্রের উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই! এখন তাহার সত্যতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াও সে প্রমাণে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না,—একটী কপট অভিনয় মাত্র মনে করিলেন। সুতরাং এই স্বর্ণ সুযোগ চিরতরে অন্তর্হিত হইল।

আওরঙ্গজীবের একান্ত কঠোরতা, প্রশান্ত-চিত্ততা ও ঈশ্বর-নির্ভরতার গুণে সমস্ত বিপদ কাটিয়া গেল। তাঁহার সমগ্র সৈন্য ব্যূহবন্ধী হইয়া দাঁড়াইল। যশোবন্ত সিংহ অগত্যা স্বদেশাভিমুখে পলায়ন করিলেন।

আওরঙ্গজীব প্রধান প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষগণকে ডাকিয়া আনিয়া গম্ভীর-ভাবে বক্তৃতা করিয়া বুঝাইলেন—"ভ্রাতৃগণ, পরম করুণাময় খোদা-তালাকে অসংখ্য ধন্যবাদ! এই বিশ্বাস-ঘাতক কাফের যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যদি এইরূপ বিশ্বাস-ঘাতকতা করিত, তাহা হইলে আমাদের বাস্তবিকই সর্ব্বনাশ হইত। তাহার পলায়ন আমাদের কল্যাণ-জনক। "আলহামদো লিল্লাহ্।" খোদা-তালা এমন আমাদিগকে গুপ্ত শত্রু হইতে মুক্ত করিয়াছেন। এই ঘটনাটী খোদা-তালার অনুগ্রহস্বরূপ এবং জয়ের নিশ্চিত পূর্ব্ব-সূচনা।

সৈন্যগণ সকলে "আল্লাহো আকবর" বলিয়া উল্লাসে আনন্দ-ধ্বনি করিয়া উঠিল। এত বড় যে একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল, তাহাতে কেহই বিচলিত হইল না।

রজনী অবসান হইল। তাহার পর সুজার সহিত যুদ্ধ—ক্রমাগত যুদ্ধ চলিল—কত দিন ধরিয়া যুদ্ধ চলিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

"আর কত দিন! বন্ধুগণ, আর কত দিন আমরা এ ভাবে ভবঘুরের ন্যায় দেশে দেশে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইব?"

জ্বলন্ত তেজোপুঞ্জের ন্যায় একজন বিরাটবপু পাঠান সৈনিক উল্লিখিত কথাগুলি একান্ত বিরক্তিমিশ্রিত তীব্র স্বরে তাহার সঙ্গীদিগকে বলিল।

তখনও সন্ধ্যা হয় নাই; সাকারের দুর্ভেদ্য দুর্গ-শিখর অস্তগামী সূর্য্যের লোহিত-রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। সম্মুখে বালুকাপূর্ণ ঊষর-ভূমি; ক্বচিত দু'একটী বৃক্ষ নির্ব্বাকভাবে সূর্য্যাস্তের মধুর শোভা দেখিতেছিল। আকাশ পরিষ্কার—চারিদিকে সৈনিকের কোলাহল।

দুর্গের সম্মুখে একটী সুবৃহৎ প্রস্তরের উপর কতকগুলি সৈনিক পুরুষ বসিয়া। তাহাদের একজনের মুখে ঐ কথাগুলি শুনিয়া আর এক জন বলিয়া উঠিল,—"না, এমন আর কখনও দেখি নাই! এমন ব্যক্তির—এমন ক্ষীণপ্রাণ কাপুরুষের অধীনে কখনই কার্য্য করি নাই। কোথায় আগ্রা, কোথায় দিল্লী, কোথায় লাহোর, কোথায় মুলতান, আর কোথায়ই বা সাকার! শশকের ন্যায় ভীত প্রাণে আমাদের প্রভূ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ছুটিয়া বেড়াইতেছেন। আমরা যুদ্ধ-ব্যবসায়ী—যুদ্ধই আমাদের আনন্দ—আমাদের উল্লাস। এ কি! বসিয়া বসিয়া মনিবের টাকা খাইতেছি—অন্ন ধ্বংস করিতেছি; যুদ্ধের নাম মাত্র নাই!

আর এক জন সৈনিক অস্থিরভাবে বলিল,—"অসহ্য! একেবারে অসহ্য! এই দেখ ভ্রাতৃগণ, আমার তরবারি দীর্ঘ কাল আহার্য্য অভাবে যেন ক্ষোভে, অভিমানে ম্রিয়মান হইয়া পড়িয়াছে! তাহাতে কলঙ্ক

ধরিয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধ অভাবে শিরায় শিরায় যেন জড়তা প্রবেশ করিয়াছে! সেই তেজস্বী অশ্বসমূহ নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়িয়াছে! এ কি বীর-রীতি ভ্রাতৃগণ! সম্মুখ সমরে যুদ্ধ করিব—হয় জয়ী হইব, না হয় মরিব! কিন্তু এ কি! কেবল পলায়ন—কেবল পলায়ন! যাঁহার প্রাণের এত মমতা, তাঁহার আবার রাজত্বে সাধ কেন?"

একটী বৃদ্ধ সৈনিক এতক্ষণ অন্যমনস্কভাবে শুইয়া শুইয়া তাহাদের কথা শুনিতেছিল। সে উৎসাহে গাত্রোত্থান করিয়া বলিল,—"বাস্তবিক কথা; রাজা ও রাজপুত্রগণের, সৈন্য ও সেনাপতিগণের কি প্রাণের মায়া করা সাজে? দিন নাই, রাত্রি নাই, সময় নাই, অসময় নাই, গ্রীষ্ম নাই, বর্ষা নাই; পথে-অপথে, মরু-জঙ্গলে, গহনে-'বিয়াবানে', আমরা পলাইয়া পলাইয়া বেড়াইতেছি—ভীরু কাপুরুষের ন্যায়, সন্তস্ত্র শৃগালের ন্যায় আওরঙ্গজীবের ভয়ে ছুটিয়া বেড়াইতেছি। এমন ত কখন দেখি নাই! মৃত্যু ত একদিন নিশ্চিত; তবে আর প্রাণের এত মমতা কেন বাপু! ধিক আমাদের বীর নামে! শত ধিক এই সৈনিক বেশে!

ঘৃণায় ক্ষোভে সৈনিকবর বিকট মুখভঙ্গী করিল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া আবার বলিল,—"জীবনে কত কিই দেখিলাম, কিন্তু এমন কখনও দেখি নাই। কতবার যে কত বিপদের সম্মুখে পড়িতে হইয়াছে, জয়ের আশা, জীবনের আশা বিসর্জ্জন দিয়া কত যুদ্ধ যুঝিতে হইয়াছে, কত দুর্গতি সহ্য করিতে হইয়াছে, তার কি ঠিক আছে? বাপু সকল, তোমারা ছেলে মানুষ, তোমরা কিই বা দেখিয়াছ আর কি-ই বা জান? এত খানি বয়স—বাদশা আকবরের সময় হইতে সৈন্য-বিভাগে কার্য্য করিতেছি, জগতের কত পরিবর্ত্তন—কত ভাঙ্গা-গড়া, উত্থান-পতন দেখিয়াছি, কিন্তু এমন কাণ্ড কখনও দেখি নাই।

প্রাণের এমন মমতা, এমন কাপুরুষতা কখনও দেখি নাই।" এই বলিয়া বৃদ্ধ সৈনিকপ্রবর তাহার অতীত জীবনের কত সুখ-দুঃখের কাহিনী, যুদ্ধ-বিগ্রহ, আপদ-বিপদের ইতিহাস বলিতে আরম্ভ করিল। অন্য সৈন্যগণ তন্ময়চিত্তে শুনিতে এবং মধ্যে মধ্যে সায় দিয়া গল্পের গুরুত্ব বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করিল।

সাক্কার দুর্গের অভ্যন্তরে মহামতি দারা শেকো আজ বড়ই বিমর্ষ। তিনি বুঝিয়াছেন, তাঁহার উপর সমস্ত সৈন্য-সেনানী বিরক্ত হইয়াছে,—চটিয়া গিয়াছে। হায়, তাঁহার মনের কথা—প্রাণের ব্যথা আজ কে বুঝিবে? তিনি ভাবিয়াছিলেন, লাহোরে তাঁহার নষ্টশক্তির পুনরুদ্ধার করিবার জন্য যথেষ্ট সময় পাইবেন। আওরঙ্গজীবের সৈন্যগণ দক্ষিণাপথ হইতে দীর্ঘ অভিযানে ও পর পর দুইটী মহাসমরে শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন; সুতরাং তাহারা এই দারুণ বর্ষার মধ্যে পাঞ্জাবের বিপুলায়তন নদীসমূহ এবং কর্দ্দমাক্ত রাস্তা-ঘাট অতিক্রম করিয়া কখনই তাঁহাকে শীঘ্র অনুসরণ করিতে পারিবে না। কিন্তু মহা ঝটিকার সম্মুখে যেমন ক্ষুদ্র-বৃহৎ সমুদয় বৃক্ষ চূর্ণ ও উৎখাত হইয়া যায়, আওরঙ্গজীবের অদম্য অধ্যবসায় ও অতুলনীয় বীর্য্যের সম্মুখে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন সেইরূপ নিমিষের মধ্যে তৃণের মত উড়িয়া গেল। কালের গতির মতই তাহার সঙ্কল্প অপ্রতিহত, তাহা কে জানিত? তিনি যে কেন আওরঙ্গজীবের ভয়ে এ ভাবে দেশে দেশে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পলাইয়া বেড়াইতেছেন, তাহা সেই এক অন্তর্য্যামী খোদা-তালাই জানেন। মহাবীর রোস্তম খান, সাত্রাসাল হাদা প্রভৃতি মহা মহা বীর সেনাপতিগণের সহায়তায় প্রায় তিন গুণ সৈন্য লইয়া যে দুর্দ্ধর্ষ দুর্ম্মদ আওরঙ্গজীবের সহিত পারিয়া উঠেন নাই, আজ কোন্ বলে তিনি আবার এই সামান্য সৈন্য লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে দণ্ডায়মান

হইবেন? আজ খলিলুল্লা খান, বাহাদুর খান, দিলীর খান, মহারাজা জয়সিংহ প্রভৃতি দুর্দ্ধর্ষ বীর সেনাপতিগণ সমবেত হইয়া কৃতান্তের দূতের ন্যায় তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছেন, তাঁহাদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে তাঁহার কে আছে? হায়, এ নিখিল জগতে তাঁহার আপন বলিতে কে আছে! তাঁহার সেনাপতিগণ? তাহাদের উপর ত এক মুহূর্ত্তও বিশ্বাস করা যায় না। দিন দিন দলে দলে, ছলে-কৌশলে তাহারা তাহাকে ত্যাগ করিয়া আওরঙ্গজীবের সঙ্গে মিলিত হইতেছে। এ ক্ষেত্রে দারার সাহস কি? ভরসা কি? কিসের বলে তিনি আওরঙ্গজীবের সৈন্যদলকে বাধা দিবেন? এক দায়ূদ খান, যাহাকে তিনি এতখানি বিশ্বাস করিতেন, এতখানি শ্রদ্ধা করিতেন, যে তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিল—সেও আজ তাঁহার শত্রুর সহিত মিলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে! আর আশা কি! দারা এখন কোথায় যাইবেন! কি করিবেন! নিখিল জগত আজ তাঁহার সম্মুখে অন্ধকার—পিশাচের অট্টহাস্যে মুখরিত মহাশ্মশান! হে খোদা, কালের নিয়ম কি এতই কঠোর!

দারা নিভৃতে বসিয়া এই সমস্ত চিন্তা করিতেছিলেন; সহসা কতকগুলি সৈন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কুর্ণিশ করিয়া দণ্ডায়মান হইল।

দারা রুক্ষস্বরে বলিলেন,—"তোমরা কি চাও।"

সৈন্যগণ। শাহ্‌জাদা! আমরা যোদ্ধা, যুদ্ধই আমাদের ব্যবসায়। আমাদিগকে যুদ্ধ দিন, আমরা যুদ্ধ চাই! পথে পথে, গহনে জঙ্গলে, গ্রীষ্মের রৌদ্রে, বর্ষার বৃষ্টি মাথায় করিয়া অনর্থক ছুটাছুটি করিয়া বেড়ান আমাদের পক্ষে অসহ্য। আমরা চাই সম্মুখ সমরে লড়িতে; লড়িয়া হয় জয়ী হইতে, নয় বীরের মত মরিতে!

হৃদয়ের অদম্য আবেগ নিরুদ্ধ করিয়া সৈনিকবর স্তব্ধ হইল।

দারা। উপস্থিত ক্ষেত্রে আওরঙ্গজীবের দূর্দ্ধর্ষ সৈন্যদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তোমরা হয় আমার অনুসরণ কর, নয় যথা ইচ্ছা চলিয়া যাও।

সৈন্যগণ। হুজুর, সাক্কারের দূর্গ অজেয়—দুর্ভেদ্য। এমন সুযোগ আর মিলিবে না। অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক যুদ্ধের অনুমতি দিন।

দারা। না, তাহা হইবে না। আমি অদ্যই রাত্রিতে স্থানান্তরে যাইব। তোমরা যে-যে ইচ্ছা আমার সঙ্গে চল, অথবা যেখানে খুশী চলিয়া যাও, আমি কোন বাধা দিব না।

দারার ভীরুতা ও কাপুরুষতাকে মনে মনে ধিক্কার দিতে দিতে সৈন্যগণ নিষ্ক্রান্ত হইল। (১)

দারা শূন্য প্রাণে উপরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার নির্ণিমেষ নয়নযুগল হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"খোদা, আমাকে এতও সহাইলে! আজ আমি আমার একান্ত প্রিয় সৈন্য ও সেনাপতিগণের নিকটেও কাপুরুষ বলিয়া বিবেচিত হইতেছি! আমার যে অবস্থা তাহা ইহারা কি বুঝিবে!

দারা মনের আবেগে স্তব্ধ হইয়া এইরূপ নানা চিন্তায় নিমগ্ন আছেন; সহসা প্রধান সেনাপতি, দারার সর্ব্বাপেক্ষা হিতৈষী বন্ধু

(১) When he (Dara) refused to make a stand even in the impregnable fortress of Sakkar, his followers grew sick of their incessant toilsome and inglorious flight, their hopeless cause and their timid leader.

—History of Aurangzib. II—Page 121.

দায়ুদ খান তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে যথাবিধি কুর্ণিশ করতঃ দণ্ডায়মান হইলেন। দারা তাঁহার দিকে ভ্রুক্ষেপও করিলেন না।

সেনাপতি আক্ষেপের সহিত বলিলেন,—"জনাব, কিছুদিন হইতে হুজুরের এ কি পরিবর্ত্তন দেখিতেছি? বিপদ-আপদ খোদা-তালাই দেন, আবার খোদা-তালাই দূর করেন; তাহাতে এমন বিচলিত হইলে চলিবে কেন?

দারা। যথেষ্ট হইয়াছে! আপনার আর বক্তৃতার আবশ্যকতা নাই। আপনাকে বিদায় দিয়াছি, আবার কেন আসিলেন?

দায়ুদ। হুজুর বান্দাকে বিদায় দিতে পারেন, কিন্তু হুজুরের এ বিষম বিপদের সময় এ বান্দা কিছুতেই হুজুরকে রাখিয়া দূরে থাকিতে পারিবে না। অদৃষ্টে যাহাই থাকুক, প্রভুর কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিব এই আমার দৃঢ় পণ।

দারা তাহার কথা শুনিয়া ঈষৎ হাসিলেন; কোন কথা বলিলেন না।

দায়ুদ ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন,—"জনাব, কেন জানি না, হুজুর কিছু দিন হইতে এ বান্দার প্রতি বিষম বিরক্তি প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। বান্দা শয়নে স্বপনে হুজুরের কল্যাণ কামনা করে। সেই সর্ব্বজ্ঞ খোদা-তালাই জানেন, কত খানি প্রভু-প্রেম এ বান্দার হৃদয়ে বিরাজিত। আমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু হুজুরকে ত্যাগ করিতে পারিব না, কিছুতেই পারিব না।

দারা। আপনার সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া আর কাজ নাই—আপনি চলিয়া যাউন; সংসার-ধর্ম্ম দেখুন গিয়ে। না হয় আওরঙ্গজীবের সঙ্গে যোগ দেন, তাহাতে আমার কোনই আপত্তি নাই। দেখুন, যাহাদিগকে আমি প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছি, আশৈশব প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছি, আজ নিয়তির গতিতে তাঁহারা একে একে

সকলেই আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছে। আমি আপনার এমন কিছুই করি নাই, যাহার বলে আপনাকে আমার এই বিষম বিপদের সময় সঙ্গী হইতে বলিতে পারি। সুতরাং আমি সন্তোষের সহিত অনুমতি দিতেছি, চলিয়া যাউন। আপনাকে স্পষ্ট জবাব দিতেছি—অদ্যই চলিয়া যাউন!

দায়ুদ মর্ম্মান্তিক ব্যথিত হইয়া বলিলেন,—"না, তাহা হইবে না, তাহা হইতে পারে না! এত দিন যাঁহার নেমক খাইয়াছি, এই দুঃসময়ে আমি কিছুতেই তাঁহাকে ত্যাগ করিতে পারিব না! পাঠান হইয়া নেমক-হারামী করিতে পারিব না। আমার আর সংসার-ধর্ম্ম কি? সে কাজ শেষ করিয়াছি—আমার অন্তঃপুরের সমস্ত মহিলার স্বহস্তে শিরচ্ছেদ করিয়া তাঁহাদিগকে কবর দিয়া আসিয়াছি! আর আমার কোন চিন্তা নাই, কোন উদ্বেগ নাই, কোন আশঙ্কা নাই, পিছনে কোন টান নাই! প্রভুর কার্য্যে যাহাতে হাসিমুখে জীবন দিতে পারি, যথাসর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে পারি, সেই জন্যই এত করিয়াছি। এখন আমি মুক্ত—একেবারে মুক্ত! এখন হুজুরের সেবায় আত্ম-সমর্পণ করাই আমার পণ—একমাত্র পণ!

দারা। কি বলিলি পাষণ্ড! হত্যা করিয়াছিস—তাঁহাদিগকে হত্যা করিয়াছিস! কে তোকে এমন পরামর্শ দিল?

দায়ুদ। হাঁ হুজুর, হত্যা করিয়াছি। পরামর্শ আর কে দিবে? হুজুরের নিকট হইতেই এই শিক্ষা পাইয়াছি। হুজুর শিখাইয়াছেন, এ জগত মায়াময়! কে কাহাকে হত্যা করে? সবই ত সেই ভগবান! হুজুরের নিকট গীতার যথেষ্ট প্রশংসা শুনিয়াছি—একান্ত ভক্তির সহিত হুজুরের উপদেশানুসারে গীতা পড়িয়াছি। তাহাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগকে স্বীয় আত্মীয়গণকে হত্যা করিবার জন্য কতই না অমূল্য

দায়ুদ খান তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে যথাবিধি কুর্ণিশ করতঃ দণ্ডায়মান হইলেন। দারা তাঁহার দিকে ভ্রুক্ষেপও করিলেন না।

সেনাপতি আক্ষেপের সহিত বলিলেন,—"জনাব, কিছুদিন হইতে হুজুরের এ কি পরিবর্ত্তন দেখিতেছি? বিপদ-আপদ খোদা-তালাই দেন, আবার খোদা-তালাই দূর করেন; তাহাতে এমন বিচলিত হইলে চলিবে কেন?

দারা। যথেষ্ট হইয়াছে! আপনার আর বক্তৃতার আবশ্যকতা নাই। আপনাকে বিদায় দিয়াছি, আবার কেন আসিলেন?

দায়ুদ। হুজুর বান্দাকে বিদায় দিতে পারেন, কিন্তু হুজুরের এ বিষম বিপদের সময় এ বান্দা কিছুতেই হুজুরকে রাখিয়া দূরে থাকিতে পারিবে না। অদৃষ্টে যাহাই থাকুক, প্রভুর কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিব এই আমার দৃঢ় পণ।

দারা তাহার কথা শুনিয়া ঈষৎ হাসিলেন; কোন কথা বলিলেন না।

দায়ুদ ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন,—"জনাব, কেন জানি না, হুজুর কিছু দিন হইতে এ বান্দার প্রতি বিষম বিরক্তি প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। বান্দা শয়নে স্বপনে হুজুরের কল্যাণ কামনা করে। সেই সর্ব্বজ্ঞ খোদা-তালাই জানেন, কত খানি প্রভু-প্রেম এ বান্দার হৃদয়ে বিরাজিত। আমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু হুজুরকে ত্যাগ করিতে পারিব না, কিছুতেই পারিব না।

দারা। আপনার সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া আর কাজ নাই— আপনি চলিয়া যাউন; সংসার-ধর্ম্ম দেখুন গিয়ে। না হয় আওরঙ্গ-জীবের সঙ্গে যোগ দেন, তাহাতে আমার কোনই আপত্তি নাই। দেখুন, যাহাদিগকে আমি প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছি, আশৈশব প্রতি-পালন করিয়া আসিয়াছি, আজ নিয়তির গতিতে তাঁহারা একে একে

সকলেই আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছে। আমি আপনার এমন কিছুই করি নাই, যাহার বলে আপনাকে আমার এই বিষম বিপদের সময় সঙ্গী হইতে বলিতে পারি। সুতরাং আমি সন্তোষের সহিত অনুমতি দিতেছি, চলিয়া যাউন। আপনাকে স্পষ্ট জবাব দিতেছি—অদ্যই চলিয়া যাউন!

দায়ুদ মর্ম্মান্তিক ব্যথিত হইয়া বলিলেন,—"না, তাহা হইবে না, তাহা হইতে পারে না! এত দিন যাঁহার নেমক খাইয়াছি, এই দুঃসময়ে আমি কিছুতেই তাঁহাকে ত্যাগ করিতে পারিব না! পাঠান হইয়া নেমক-হারামী করিতে পারিব না। আমার আর সংসার-ধর্ম্ম কি? সে কাজ শেষ করিয়াছি—আমার অন্তঃপুরের সমস্ত মহিলার স্বহস্তে শিরচ্ছেদ করিয়া তাঁহাদিগকে কবর দিয়া আসিয়াছি! আর আমার কোন চিন্তা নাই, কোন উদ্বেগ নাই, কোন আশঙ্কা নাই, পিছনে কোন টান নাই! প্রভুর কার্য্যে যাহাতে হাসিমুখে জীবন দিতে পারি, যথাসর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে পারি, সেই জন্যই এত করিয়াছি। এখন আমি মুক্ত—একেবারে মুক্ত! এখন হুজুরের সেবায় আত্ম-সমর্পণ করাই আমার পণ—একমাত্র পণ!

দারা। কি বলিলি পাষণ্ড! হত্যা করিয়াছিস—তাঁহাদিগকে হত্যা করিয়াছিস! কে তোকে এমন পরামর্শ দিল?

দায়ুদ। হাঁ হুজুর, হত্যা করিয়াছি। পরামর্শ আর কে দিবে? হুজুরের নিকট হইতেই এই শিক্ষা পাইয়াছি। হুজুর শিখাইয়াছেন, এ জগত মায়াময়! কে কাহাকে হত্যা করে? সবই ত সেই ভগবান! হুজুরের নিকট গীতার যথেষ্ট প্রশংসা শুনিয়াছি—একান্ত ভক্তির সহিত হুজুরের উপদেশানুসারে গীতা পড়িয়াছি। তাহাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগকে স্বীয় আত্মীয়গণকে হত্যা করিবার জন্য কতই না অমূল্য

উপদেশ দিয়াছেন। কর্ত্তব্যের অনুরোধে হত্যায় ভয় কি? তাহাতে অন্যায়ই বা কি? (১)

দারা। দূর হ নরাধম! তাই বলিয়া কি পরমাত্মীয়গণকে এই ভাবে হত্যা করিতে হয়?

দায়ুদ। কেন, দোষ কি? শাস্ত্রের উপদেশানুসারে যদি কার্য্য না করিলাম, তবে সে উপদেশে ফল কি? আমি সংসারের সমস্ত

(১) কুরুক্ষেত্রের মহা সমরের পূর্ব্বে অর্জ্জুন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইলে আত্মীয় স্বজনগণকে হত্যা করিতে হইবে ভাবিয়া সঙ্কুচিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন,—

"হে জনার্দ্দন, আমরা কুলক্ষয়-জনিত পাপ অবলোকন করিয়াও কি নিমিত্ত তাহা হইতে নিবৃত্ত হইব না?" ১ম অধ্যায়—৩৮ শ্লোক।

তাহার উত্তরে "ভগবান কহিলেন,—"হে অর্জ্জুন, এই বিষম সঙ্কট সময়ে তোমার এরূপ মোহ উপস্থিত হইল কেন? ইহা আর্য্যগণের নিতান্ত অযোগ্য—স্বর্গ-গতি-রোধক ও অযশস্কর।" ২য় অধ্যায়—২য় শ্লোক।

"আত্মা অন্যকে হনন করেন, যিনি এরূপ ভাবেন এবং অন্যের দ্বারা আত্মা হত হন ইহা যাঁহার বিশ্বাস, তাঁহারা উভয়েই আত্মানভিজ্ঞ। কেন না আত্মা কাহাকেও হনন করেন না; এবং কাহারো কর্ত্তৃক নিহত হয়েন না।" ২য় অধ্যায়—১৯ শ্লোক।

যিনি ইঁহাকে অবিনাশী, নিত্য, অজ, অব্যয় বলিয়া জানেন তিনি কি জন্য এবং কিরূপেই বা হে পার্থ, কাহাকে বধ করিবেন? এবং স্বয়ং উদ্যত হইয়া কেন এবং কাহাকেই বা হনন করাইবেন। ২১ শ্লোক।

এই শ্লোকের টীকায় লিখিত হইয়াছে পাছে অর্জ্জুন আপনাকে ভীষ্মাদির বধকর্ত্তা অথবা ভগবানকে এতদ্বধ সাধনের মুখ্য প্রয়োজন মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হয়েন, তজ্জন্য ভগবান কহিতেছেন,—"গুরু শাস্ত্রোপদেশে সৎ, স্বরূপ, সর্ব্বত্র ব্যাপক, জন্ম-ক্ষয়-বর্জ্জিত বলিয়া আপনাকে যিনি বিদিত হয়েন, সেই বিদ্বান পুরুষের সম্মুখে সর্ব্বত্র একাত্মার বিদ্যমানতা ভিন্ন যখন অপরের বিদ্যমানতাই আদৌ অনুমিত হয় না, তখন তিনি কিরূপে এবং কাহাকেই বা বধ করিলেন ও করাইলেন?......অতএব হে অর্জ্জুন, "তুমি বধকর্ত্তা" "ভীষ্মাদি বধ্য" ও "আমি বধ-সাধনের প্রয়োজন" ইহা কখনই মনে করিও না।"

মায়া অর্থাৎ প্রকৃতিই কার্য্য করিয়া থাকেন। যে বিবেকী পুরুষ ইহা বুঝিয়া ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মাকে অকর্ত্তা বলিয়া দর্শন করেন, তিনিই সম্যগ্দর্শী।

—শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতা—বৈদ্যরত্ন যোগীন্দ্র নাথ সেন বিদ্যাভূষণ এম-এ, কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ৪র্থ সংস্করণ ত্রয়োদশ অধ্যায়—৩০ শ্লোক।

মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিয়াছি! এখন এ হৃদয় একমাত্র প্রভুর কল্যাণের জন্যই নিয়োজিত। দেখি, খোদা কি করেন।

দারা। দূর হ পাষণ্ড! তুই আমার সম্মুখ হইতে দূর হ! মূর্খের শাস্ত্র-পাঠ বৃথা!

দায়ুদ! কেন? কেন, আমি কি অন্যায় করিয়াছি? আমি কর্ত্তব্যের অনুরোধে শাস্ত্রের উপদেশ মত কাজ করিয়াছি; ইহাতে আমার কি অন্যায় হইয়াছে?

দারা! দূর হ! পাপিষ্ঠ, তুই আমার সম্মুখ হইতে এখনই দূর হ।

দায়ুদ। কেন, আমার অপরাধ হুজুর?

দারা। তোর অপরাধ অনন্ত; তুই আর আমাকে মুখ দেখাস না। এই আমার আদেশ!

দায়ুদ। আজ স্পষ্ট বলুন, কেন এ দাসের উপর আপনি এত বিরক্ত। বহু দিন হইতে আমি লক্ষ্য করিতেছি, আপনি আর আমার সহিত পূর্ব্বের ন্যায় ঘনিষ্টতা রক্ষা করিয়া চলিতেছেন না! কেমন একটা সন্দেহ, একটা অবিশ্বাস-ভাব আপনার ভাব-ভঙ্গী হইতে আমি বেশ লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। একান্ত ইচ্ছা ছিল, প্রভুর কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিব। যেরূপে পারি, প্রভুর হৃদয় হইতে সন্দেহ দূর করিব—তাঁহার বিশ্বাস ও নির্ভর আদায় করিব। তাই জগতের সমস্ত আশা বিসর্জ্জন দিয়াছি, সমস্ত কামনা হইতে হাত ধুইয়াছি—অন্য সমস্ত সাধনা পরিত্যাগ করিয়াছি! এখন আমার একমাত্র পণ আপনার সেবা। আপনার স্বার্থ-সাধন পণ—জীবন পণ! কিন্তু এখনো হুজুর আমাকে উপেক্ষা করিয়া দূর করিয়া দিতেছেন। আমি জানিতে চাই, ইহার কারণ কি? স্পষ্ট বলুন—স্পষ্ট বলিবার সময় আসিয়াছে!

দারা। নরাধম—বিশ্বাসঘাতক! হৃদয়ে তীব্র বিষ লুকাইয়া রাখিয়া মুখে

আর মধু-ধারা বর্ষণ করিও না। আমি চিনিয়াছি—সকলকেই চিনিয়াছি। তোমার প্রভু-ভক্তির বহর পরিমাণ করিয়াছি! দায়ুদ! তুমি জান, তোমাকে আমি কতখানি বিশ্বাস করিতাম—কত দূর আপনার লোক বলিয়া—প্রাণের সখা বলিয়া মনে করিতাম। বিপদ-আপদে, সময়-অসময়ে তুমি আমার আশ্রয়স্থান ছিলে—চরমের নির্ভর ছিলে। তুমি—তুমিও শেষে আওরঙ্গজীবের সহিত মিলিয়া আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলে। আমাকে বন্দী করিয়া তাহার নিকট পাঠাইবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইলে! হায়রে সময়ের গতি! হায়রে কঠোর নিয়তি! যে দিন জানিয়াছি, তুমিও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, সেই দিনই সমস্ত আশা বিসর্জ্জন দিয়াছি! দায়ুদ, সেই অকপট বন্ধুত্বের এই পরিণাম! এই তোমার সরল অকপট প্রভু-ভক্তি! হায়, আজ আমার হৃদয়-পঞ্জরের প্রত্যেক অস্থি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে! জগত আজ আমার চক্ষে শূন্য—শ্মশান—মহাশ্মশান—মরুভূমি—সাহারার উন্মত্ত হাহাকার! মনে বলে, সকলি ফেলিয়া ফকির হইয়া যাই! কিন্তু যাইব কোথায়? খোদা, খোদা, এই কি জগতের নিয়ম!

বিষম উচ্ছ্বাসে দারা শেকোর কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। দায়ুদ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বলিলেন,—"সে কি শাহ্‌জাদা, কে বলিল আমি শত্রুপক্ষের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত! যাহা কখনও আমি স্বপ্নেও চিন্তা করি নাই, যাহা আমার কল্পনারও অগোচর—যাহা চিন্তা করাও আমার অসাধ্য, আজ আমার সম্বন্ধে সেই কথাই হুজুর বলিতেছেন। যদি হৃদয় দেখাইবার হইত, দেখাইতাম এ হৃদয়ে হুজুরের জন্য কি পরিমাণ প্রভু-ভক্তি পুঞ্জীভূত আছে। খোদা দেলের মালেক, সেই জানে! এ অধম আজ্ঞাধীন জানিতে চাহে যে, সে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তাহার প্রমাণ কি? কে এমন কথা বলিতে পারে?"

দারা সরোষে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—"নরাধম বিশ্বাসঘাতক! প্রমাণ! প্রমাণের কি অভাব আছে? তুই শত্রুপক্ষীয় লোকের সহিত যে গোপনে পত্র-ব্যবহার রাখিয়া থাকিস্, ইহা কি আমি জানি না? সে পত্র আজ আমার হস্তগত! নতুবা আমি কি সহজে কিছু বিশ্বাস করি?"

দায়ুদ বিস্ময়ে শিহরিয়া উঠিলেন। চীৎকার করিয়া বলিলেন,— "দোহাই খোদার, আমি শত্রুপক্ষীয় কোন ব্যক্তিকে কোন পত্র লিখি নাই; তাহাদের কোন পত্রও আমি পাই নাই।"

দারা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"তা ত বলিবেই। অত সাফাই সাক্ষীর প্রয়োজন নাই, তুমি অনায়াসে চলিয়া যাও। তোমার সহিত অনর্থক বাগ-বিতণ্ডা করিয়া আর আমি সময় নষ্ট করিতে চাহি না।"

দায়ুদ মিনতি করিয়া বলিলেন,—"শাহ্জাদা যদি কোন পত্র পাইয়া থাকেন, নিশ্চয়ই তাহা শত্রুপক্ষের চাতুরী-প্রসূত। আমাকে হুজুর হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার মতলবে ইহা করা হইয়াছে। সে পত্রে বিশ্বাস করিবেন না। হুজুর কি আমাকে চিনেন না? অকপট বন্ধুত্বের— প্রাণোৎসর্গকারী প্রভু-ভক্তির অবমাননা করিবেন না; যে একান্ত আপন—চির অনুগত, তাহাকে শত্রুর চাতুরীতে পদাঘাতে দূর করিবেন না। আমি মিনতি করিয়া বলিতেছি, আমাকে চরণে আশ্রয় দিন। দেখিব শত্রুপক্ষের কত চাতুরী! দেখিব তাহাদের বাহুতে কত বল! দোহাই খোদার, আমাকে দূর করিবেন না। হুজুরের দিকে চাহিয়া আমি সব ভুলিয়াছি—হুজুর আমাকে এখন চরণ হইতে দূর করিয়া দিবেন না।"

দারা বজ্রকঠোর স্বরে বলিলেন,—তোমাকে পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, আর বিরক্ত করিও না। এখনি আমার শিবির ত্যাগ কর। আর

আসিও না। যদি আর বিন্দুমাত্রও এখানে অপেক্ষা কর, তোমাকে অবমানিত ও লাঞ্ছিত হইতে হইবে।

দায়ুদ সরোষে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—"পাষণ্ড, অকপট বন্ধুত্বের এই পরিণাম! আজীবন যত্ন করিয়া যে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া তুলিয়াছিলাম, আজ শত্রু-পক্ষের কৌশলের একটী করাঙ্গুলি সঙ্কেতে তাহা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল! প্রকৃত বন্ধুত্ব কি, হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন কি, তাহা বিলাস-ক্রোড়ে লালিত পালিত, আবাল্য তোষামোদ-পরিবর্দ্ধিত তুমি কিরূপে বুঝিবে? প্রেম কি, ভালবাসা কি, কিরূপে অন্যের হৃদয় জয় করা যায়, তাহা হে অর্ব্বাচীন যুবা, তোমার বোধগম্যের অতীত! আমি নির্ব্বোধ, তাই এতদিন তোমার মোহে মুগ্ধ ছিলাম! আর না! হায় হায়! কি করিয়াছি—কি সর্ব্বনাশই করিয়াছি! সুধা-ভ্রমে আকণ্ঠ গরল পান করিয়াছি! আমার হৃদয়ের সমস্ত প্রেম—সমস্ত প্রীতি—জীবনব্যাপিনী কঠোর সাধনা পিশাচের পায়ে উৎসর্গ করিয়াছি! জীবন ব্যর্থ করিয়া তুলিয়াছি! পরিতাপ! ওহ্! কি দারুণ পরিতাপ! আর না;—আমার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তোমার স্বরূপ চিনিয়াছি! প্রকৃত ভালবাসার—প্রকৃত প্রভু-ভক্তির এই অপমান! আমি তোমার কূট শিক্ষায় চালিত হইয়া কি সর্ব্বনাশ করিয়াছি! হায় হায়! কি সর্ব্বনাশই করিয়াছি! আমার: সুখের সংসার মরু-ভূ করিয়া তুলিয়াছি! মরদূদ কাফের! তুমি নিজেও মজিয়াছ, আমাকেও মজাইয়াছ! আর না; আজ 'তওবা' করিতেছি! দেখিব! দারা, তোমার এই দাম্ভিকতার—এই অবিশ্বাসের পরিণাম একবার দেখিব! তুমি আমার অপমান করিবে? সাধ্য থাকে কর! দেখিব, সময়ে কে অবমানিত ও লাঞ্ছিত হয়।

মহা দম্ভে সেনাপতি দায়ুদ খান উন্মুক্ত তরবারি ঘুরাইতে ঘুরাইতে

দারার কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তখনই সঙ্কেত-সূচক বংশীধ্বনি করিয়া তিনি তাঁহার সৈন্যগণের সহিত আওরঙ্গজীবের সহিত যোগ দিবার জন্য যাত্রা করিলেন। (১)

দারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন।

---

(১) Disgusted with the treatment he had been receiving, he had asked Dara bluntly for the cause of his being suspected, and had protested his loyalty. This speech Dara took to be the outcome of hypocrisy, and dismissed Daud Khan from his service....Daud Khan, astonished to hear such an order, again asserted his devotion and refused to desert his master even at his bidding. He murdered the honourable ladies of his harem, in order to be free from anxiety about them, and then reported to Dara how he had composed his mind about certain objects which make men hesitate and shrink from (desperate) exertion and fighting at such times (of danger). He entreated Dara to banish all doubt of his good faith from his mind, now that he had no family-tie which might counteract his constancy and fidelity. But even this proof of devotion did not convince Dara ; he sent away Daud Khan from his side. The Afghan general had to leave the army per force, and afterward joined Aurangzib who raised him to a high rank.

—History of Aurangzib II.—Page 121-122.

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

"মা-জান্! আর কতদিন—আর কতদিন আমরা এ ভাবে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইব?"

"তা সেই খোদা-তালাই জানেন, খোদার নাম কর বাছা!"

"আমরা কোথায় যাইতেছি?"

"কোথায় যাইব? আমাদের কে আছে? কে আমাদিগকে আশ্রয় দিবে? যেখানে যাইতেছি, যাহার দরজায় গিয়া উপস্থিত হইতেছি, সেই আমাদিগকে উপেক্ষার সহিত তাড়াইয়া দিতেছে! আজ সারা দুনিয়ায় আমাদের চেয়ে গরীব, আমাদের চেয়ে অভাগা আর কেউ নেই।"

"কেন আমাদের এ দুর্দ্দশা হইল? আগে ত আমাদের এ দশা ছিল না। আমার দাদা-জান্ কোথায়? অনেক দিন ত তাঁহার কোলে উঠি নাই! বড় ফুফু-জানও ত তেমন আদর করিয়া আর আমার কাছে ছুটিয়া আসেন না। সে সমস্ত মানুষ-জন, চাকর-বাকর, গোলাম-বান্দী কাহাকেও দেখি না। আমরা কোথায় চলিয়াছি? মা, আমাদের কি হইয়াছে। এ ভাবে আর কতদিন আমাদিগকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কষ্ট পাইতে হইবে। দারুণ তৃষ্ণায় যে আমার কণ্ঠ শুকাইয়া গিয়াছে। যে গরম পানি, তা'ত মুখে দেওয়া যায় না।"

"খোদাকে ডাক বাছা, খোদাকে ডাক; যদি তিনি কোন দিন দিন দেন, তবে সব পাবি।"

"গরম বাতাসে আমার শরীরে ফোস্কা পড়িয়া যাইতেছে! আর ত বাঁচিনা! কতক্ষণে আমরা "মঞ্জেলে" পৌঁছিব।"

দারার হারেমের মধ্যে কন্যা ও মাতায় কথা হইতেছে। উভয়ে

হস্তী-পৃষ্ঠে পর্দ্দার মধ্যে উপবিষ্ট। হস্তী সিন্ধুর লবণাক্ত ভীষণ মরুর মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। বেলা প্রায় তিনটা।

দারার প্রিয়তমা মহিষী অশ্রুসিক্ত নয়নে আদরের কন্যার বদন চুম্বন করিয়া সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন,—"বাছা, খোদা-তালাকে ডাক; তিনিই সমস্ত মুস্কিল আসান করিবেন।"

আজ এই বিশাল বিশ্ব দারার চক্ষে জনশূন্য নির্ম্মম রাক্ষসে পূর্ণ। তিনি যে দিকে চাহিতেছেন, সকলেই যেন ভ্রুকুটী করিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে! যাহাদিগকে তিনি ভ্রমেও তৃণ বলিয়া গ্রাহ্য করেন নাই, সেই জমিদারগণও আজ তাঁহাকে দেখিয়া উপেক্ষায় মুখ ফিরাইয়া লইতেছে! আজ জগতে তিনি যেন কেউ নহেন। কেহই তাঁহার আপন নয়—সকলেই তাঁহার শত্রু। একটী শস্যকণা, এক বিন্দু জল, একটু আশ্রয়—আহা, মাথা রাখিবার মত একটু আশ্রয় আজ কেহই তাঁহাকে দিতে সম্মত নহে। তিনি সর্ব্বত্রই উপেক্ষিত, অনাদৃত, বিতাড়িত, লাঞ্ছিত, অবমানিত। নিখিল ভারত একদিন যাঁহার অঙ্গুলি সঙ্কেতে-কাঁপিয়া উঠিত, রাজা মহারাজা, নবাব-সুবাদারগণ যাঁহার ইঙ্গিতে পরিচালিত হইতেন—আজ তাঁহার এই দশা। মানুষ কবরে যাইয়া অনেক সহিতে পারে, কিন্তু জগতে থাকিয়া এরূপ দুর্গতি—এরূপ অবমাননা—লাঞ্ছনা—নিয়তির এরূপ নির্দ্দয় উপহাস যে একেবারে অসহ্য!

আজ সিন্ধু ও পাঞ্জাবের ভীষণ মরুভূমি, কঙ্কর-বালুকা-পূর্ণ বৃক্ষ-লতাশূন্য গহন প্রান্তর, শ্বাপদ-সঙ্কুল নিবিড় অটবী তাঁহার আশ্রয়! তাহারই মধ্য দিয়া তিনি লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন কক্ষ-ভ্রষ্ট গ্রহের ন্যায় অরাতির ভয়ে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছেন। কেহ তাঁহাকে এক বিন্দু আশ্রয় দিতে, একটী সহানুভূতির কথা বলিতে নারাজ। তাঁহার বন্ধুগণ, সৈন্য-সামন্ত অনুচর সহচরগণ, একে একে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

মরুভূমির উত্তপ্ত রৌদ্রে তাঁহার ও তাঁহার সঙ্গিগণের দেহ ঝলসিত। বালুকাপূর্ণ উন্মত্ত ঝটিকায় তাঁহাদের নিশ্বাস বন্ধ-প্রায়। দারুণ তৃষ্ণায় কণ্ঠ রুদ্ধ-প্রায়। তাঁহাদের দুঃখে আহা বলিবার লোক জগতে নাই! তাঁহার পশ্চাতে শত্রুগণ—যাহারা ব্যাঘ্র অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর—নির্ম্মম—নিষ্ঠুর! যাহারা তাঁহারই পদানুসরণ করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিবার জন্য নিয়ত ব্যগ্র।

দারা অতি কষ্টে কচ্ছের অন্তর্ভুক্ত লুনা নামক গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কচ্ছাধিপতি হিন্দু রাজা বাহারা রাও দারার এই দুর্গতির কথা অবগত ছিলেন। তাঁহার এই শোচনীয় দুর্গতি দেখিয়া বাহারার মহান হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। তিনি পরম যত্নে দারাকে আশ্রয় দিলেন।

রাও মহাশয়ের বহুদিন হইতে ইচ্ছা ছিল, দিল্লীর বাদশাহী বংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া স্বকীয় বংশ গৌরবান্বিত করেন। কিন্তু সেরূপ কোন প্রস্তাব করিতে এত দিন সাহসী হন নাই। আজ দারার এই একান্ত দুর্গতির সময় তাঁহার মনে সেই সুপ্ত আশা জাগিয়া উঠিল। তিনি একান্ত ভয়ে ভয়ে সঙ্কোচের সহিত তাঁহার কন্যার সহিত দারার পুত্র সিফির শেকোর বিবাহের প্রস্তাব করিলেন।

নিয়তির কঠোর আঘাতে দারার অহঙ্কার এখন চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। অন্য সময় হইলে এ প্রস্তাব উঠিতেই পারিত না; কিন্তু এখন তিনি বাধ্য হইয়া ইহাতে সম্মতি দিলেন। সমস্ত কচ্ছ রাজ্য ব্যাপিয়া আনন্দ-উৎসব চলিতে লাগিল। রাজ-কন্যার সহিত সিফির শেকোর বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়া থাকিল।

দারা এই নূতন বন্ধুর সাহায্যে শক্তি সঞ্চয় করিয়া এখন গুজরাটে

প্রবেশ করিলেন। গুজরাটের তৎকালীন সুবাদার শাহ্ নওয়াজ খান কোন বিশেষ কারণে তাঁহার জামাতা আওরঙ্গজীবের উপর বিরক্ত ছিলেন। তিনি সহজেই দারার নিকট আত্ম-সমর্পণ করিলেন। দারা গুজরাটের অধীশ্বর হইয়া স্বীয় ভাগ্য পুনরুদ্ধারে মন দিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

রাঠোরাধিপতি মহারাজ যশোবন্ত সিংহ তাঁহার গিরিদুর্গের সম্মুখে একখানি কাষ্ঠাসনে বসিয়া ভাবিতেছিলেন,—এই বারই বিষম বিপদে পড়িলাম। এখন কি করি! আওরঙ্গজীবের ভয়ে রাজ্য ছাড়িয়া এই গিরিদুর্গে আশ্রয় লইয়াছি, কিন্তু এখানেও যে রক্ষা পাইব তাহারই বা আশা কি? পরিণাম যে এমন হইবে তাহা কে জানিত! নির্ব্বোধ হতভাগ্য সুজা! তুমি যখন এমন স্বর্ণ-সুযোগ হারাইলে তখন তোমার আর রক্ষা নাই। তুমি এমন বোকা জানিলে কে তোমার সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইত? হায় হায়! এখন দশ সহস্র শাহী সৈন্য আমাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। তাহাদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার ত আর কোন উপায় দেখি না। মোগলের প্রচণ্ড কামানের সম্মুখে আমার এই ক্ষুদ্র গিরিদুর্গগুলি ত তৃণবৎ উড়িয়া যাইবে। যে দুর্দ্ধর্ষ আওরঙ্গজীবের অঙ্গুলী-সঙ্কেতে মুহূর্ত্ত মধ্যে দিল্লী-আগ্রার অজেয় দুর্গ আত্ম-সমর্পণ করিতে বাধ্য হইল, তাহার সম্মুখে আমার দুর্গের দৃঢ়তা কতক্ষণ টিকিবে? আমি কোথায় গিয়া রক্ষা পাইব! হায় হায়! এ বিপদে কে আমাকে সাহায্য করিবে? (১)

(১) Learning that the army of his (Jaswant's) chastiser and his rival had reached Lal nuth, ravaging the country, he lost heart, and fled to the hill fort of Siwanah.

—History of Aurangzib II.—Page 198.

যশোবন্ত সিংহ নিরাশায় অধীর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সম্মুখে জগত অন্ধকার। সহসা এই অন্ধকারে আলো দেখা দিল। তিনি নিজ কক্ষে প্রবেশ করিয়া কালী কলম লইয়া লিখিতে বসিলেন।—

প্রবল পরাক্রান্ত শাহ্জাদা দারা শেকো মহোদয়ের খেদমতে ঃ—

আলী জনাব! আমি এত দিন যে কি ভুল করিয়াছি, তাহা এখন বুঝিতে পারিয়া নিতান্ত লজ্জিত হইতেছি। আমি দুর্ম্মতি আওরঙ্গজীবের সহিত যোগ দিয়া নিজের সর্ব্বনাশ করিয়াছি, কর্ত্তব্যের অবহেলা করিয়াছি—লবণের অমর্য্যাদা করিয়াছি! যদিও আমা দ্বারা সেই পাপের কতকটা প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহা যথেষ্ট হয় নাই। আমি এখন আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়া সেই পাপের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাই। আজ আমাদের প্রাণপ্রিয় সম্রাট কারাগারে! তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রই আইন মতে সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী। আমার দৃঢ় পণ, আমি সসৈন্যে হুজুরের সঙ্গে যোগ দিয়া হুজুরের জন্য সমর-ক্ষেত্রে আত্মজীবন বিসর্জ্জন দিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব! সমগ্র রাজপুতনা শাহ্জাদার পক্ষে অস্ত্র ধরিবে। আওরঙ্গজীবের সাধ্য হইবে না যে, সে আমাদের প্রবল সমবেত শক্তি প্রতিরোধ করে। অতএব নিবেদন, হুজুর অধীনের পূর্ব্ব অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া চরণে স্থান দিবেন এবং তাহার নিতান্ত আন্তরিক ভক্তি গ্রহণ করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করিবেন। (১)

(১) Maharajah Jaswant Singh sent one of his high officers to Dara with a letter professing his devotion to Shah Jahan and asking Dara to reach Ajmir quickly, where the Rathors and other Rajputs were ready to join a leader who would take them to the rescue of their captive sovereign. With Jaswant's promised help a vast Rajput army could be easily raised.

—History of Aurangzib.—Page 167.

এই পত্রখানি যখন দারার নিকট পৌঁছিল, তখন তিনি নিজেকে অনেকখানি সামলাইয়া লইয়াছেন। তাঁহার অদৃষ্ট-গগন হইতে বিষাদের অন্ধকার অনেকটা কমিয়া আসিয়াছিল। তিনি সৈন্য ও কামান সংগ্রহ করিয়া কি ভাবে অগ্রসর হইবেন, তাহাই চিন্তা করিতেছলেন। তিনি ভাবিলেন, দক্ষিণাপথে বিজয়পুর ও গোলকুণ্ডার অধিপতিগণ তাঁহার পরম বন্ধু। তাঁহারা অনেক সময় তাঁহা দ্বারা অনেক উপকার পাইয়াছেন। আওরঙ্গজীব তাহাদের প্রাণের শত্রু। তাঁহার সহিত বন্ধুত্বের জন্য, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতার জন্য না হউক অন্ততঃ তাঁহাদের সাধারণ শত্রু আওরঙ্গজীবকে দমন করিবার জন্য তাঁহারা তাঁহার সহায়তা করিবেন। তেমন দুইটী প্রবল শক্তির সহায়তা বর্ত্তমানে তাঁহার কার্য্যোদ্ধারের পক্ষে যথেষ্ট উপযোগী হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া যখন তিনি দাক্ষিণাত্যে অভিযানের আয়োজন করিতেছিলেন, তখন যশোবন্ত সিংহের পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল।

পত্র পড়িয়া দারা আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। দাক্ষিণাত্যের ভূপতিগণের সহায়তা অপেক্ষা রাজপুতনার দুর্দ্ধর্ষ কষ্টসহ রাজপুত সৈন্যগণের সহায়তা তিনি সমধিক মুল্যবান মনে করিলেন। সংকল্প স্থির করিলেন যে, যশোবন্ত সিংহের সহিত সম্মিলিত হইয়া বাদশাহ্‌কে উদ্ধারের চেষ্টা করিতে হইবে।

এদিকে আওরঙ্গজীব যশোবন্ত সিংহকে দমন করিবার জন্য মোহম্মদ আমিনের অধীনে দশ সহস্র সৈন্য প্রেরণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, খুব সম্ভব যশোবন্ত সিংহ দারার সহিত সম্মিলিত হইবে। এই সঙ্কট সময়ে যশোবন্তের বিশ সহস্র পার্ব্বত্য দুর্দ্ধর্ষ সৈন্য নিতান্ত উপেক্ষার বিষয় নহে। যশোবন্তকে এ সময় শত্রুভাবে ছাড়িয়া দেওয়া ভাল হইবে

না ; রাগ করিয়া, প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করা বিজ্ঞ রাজনীতিকের উপযুক্ত নহে। সহ্য করিয়া স্বার্থ উদ্ধার করিয়া লওয়াই প্রকৃত বুদ্ধিমানের কার্য্য।

অবিলম্বে আওরঙ্গজীবের প্রধান সেনাপতি জয়সিংহ মহারাজ যশোবন্ত সিংহের নিকট পত্র লিখিলেন ঃ—

মহারাজ !

আজ আপনার মাথার উপর যে বিষম বিপদ ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে, তাহার গুরুত্ব চিন্তা করিয়া আমি একান্ত মর্ম্মাহত হইয়া পড়িতেছি। আপনি হিন্দু জাতির একমাত্র ভরসা-স্থল। আপনার শৌর্য্য-বীর্য্য, খ্যাতি-প্রতিপত্তি জগৎবিখ্যাত ; এক্ষেত্রে আপনার কোন অকল্যাণ দর্শন আমার পক্ষে একেবারে অসহ্য। কিন্তু ঘটনাচক্র যে ভাবে গড়াইতেছে, তাহাতে পরিণাম চিন্তা করিয়া আমি বড়ই বিষণ্ণ ও হতাশ হইয়া পড়িয়াছি। আপনার সৈন্যবল যতই থাকুক, আপনার সৈন্যগণ যতই কষ্টসহ হউক, আপনার সেনাপতিগণ যতই বিচক্ষণ হউক, মহাপরাক্রান্ত দিল্লীশ্বর সম্রাট আওরঙ্গজীবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখা আপনার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। স্মরণ করুন, দক্ষিণাপথের প্রবল পরাক্রান্ত ভূপতিগণের সহিত আওরঙ্গজীবের যুদ্ধের ইতিহাস, স্মরণ করুন সেই সোমগড়ের মহাসমর-কাহিনী! আপনি নিজেও ধর্ম্মতের যুদ্ধ-ক্ষেত্রে আওরঙ্গজীবের রণ-প্রতাপের কতকটা পরিচয় পাইয়াছিলেন। এক্ষেত্রে কোন্ বলে আবার তাঁহার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে আপনি সাহস করেন? আপনি স্বচক্ষে দেখিতেছেন, প্রবল বন্যাস্রোতের সম্মুখে সামান্য তৃণখণ্ডের ন্যায় যাঁহার অতুলনীয় শৌর্য্য ও প্রতাপের সম্মুখে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন ভাসিয়া যাইতেছে, বিশ্ববিখ্যাত দিল্লী-আগ্রার দুর্গনিচয় মুহূর্ত্ত মধ্যে যাঁহার

হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য লইল, মহাপরাক্রান্ত সম্রাট শাহ্জাহান আজ যাঁহার হস্তে বন্দী, আপনি কোন্ বলে তাঁহার সহিত সন্মুখ সমরে অগ্রসর হইতে সাহস করেন ?

আমার অকপট আন্তরিক পরামর্শ,—আপনি আওরঙ্গজীবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আত্মসমর্পণ করুন। আপনার অপরাধ গুরুতর বটে, কিন্তু আওরঙ্গজীবের উদারতাও কম নহে। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, আপনি ক্ষমা চাহিলে আওরঙ্গজীব আপনার সমস্ত দোষ-ত্রুটি বিস্মৃত হইয়া আপনাকে ক্ষমা করিবেন ; এমন কি আপনাকে স্বীয় পদে বাহাল রাখিবেন। যাহাতে তিনি উহা করেন, সেজন্য আমি প্রতিভূ রহিলাম। কিন্তু বিশেষ অনুরোধ, আপনি অবিলম্বে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আত্মসমর্পণ করুন। নতুবা আপনার ধ্বংস অনিবার্য্য ! আমি হিন্দু হইয়া একজন প্রবল পরাক্রান্ত হিন্দু নৃপতির শোচনীয় পতন দেখিতে একান্ত অনিচ্ছুক ; শুধু সেই জন্যই আপনার নিকট এই পত্র-খানি লিখিলাম ; কিন্তু আমার অনুরোধ রক্ষা করা না করা আপনার হাত।”

যথাসময়ে পত্রখানি মহারাজা যশোবন্ত সিংহের হস্তগত হইল। তিনি গভীরভাবে চিন্তায় মগ্ন হইলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

“মহারাজ, স্পষ্ট বলুন আপনার অভিপ্রায় কি ? আমরা আর এভাবে বৃথা কালক্ষয় করিতে পারি না !”

মহারাজা যশোবন্ত সিংহ লজ্জায় মুখ নত করিলেন ; কোন উত্তর দিতে পারিলেন না।

তাঁহার সম্মুখে দারার পুত্র সিফির শেকো এবং তাঁহার তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচর দবিন চাঁদ উপবিষ্ট।

দবিন চাঁদ গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"আপনার শেষ কথা কি, বলুন; আর অপেক্ষা করিবেন না!"

যশোবন্ত সিংহ। তাই ত—তাই ত—একটু ভাবিয়া দেখি, একেবারে এত বড় কথার কি উত্তর দিব।

দবিন চাঁদ। আজ তিন দিন আমরা আপনার নিকট আসিয়াছি; এই তিন দিনের মধ্যেও আপনার সঙ্কল্প স্থির হইল না। স্পষ্ট বলুন আপনার অভিপ্রায় কি? আপনি শাহ্জাদা দারা শেকো মহোদয়কে প্রাণপণ সহায়তা করিবেন আশা দিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়া নিজের অবিচল প্রভু-ভক্তির কথা জানাইয়াছেন। তিনি ভিখারীর বেশে আপনার সাহায্যপ্রার্থী হন নাই; আপনি উপযাচক হইয়া কেন তাঁহাকে আহ্বান করিলেন? কেনই বা তাঁহাকে প্রাণপণে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন! আজ তিনি আপনার অপেক্ষায়, আপনার কথা অনুসারে দাক্ষিণাত্যে না গিয়া আজমীরে উপস্থিত। আমি পূর্ব্বে দুইবার আপনার নিকট আসিয়াছি, কোন পরিষ্কার উত্তর দেন নাই। আজ শাহ্জাদা সিফির শেকো স্বয়ং আপনার নিকট উপস্থিত; বুঝিতেছেন ইহা আপনার কত খানি গৌরবের কথা। আমরা পরিষ্কার উত্তর চাই—আপনি প্রতিশ্রুতি অনুসারে কাজ করিবেন কিনা, স্পষ্ট করিয়া বলুন!

যশোবন্ত সিংহ। তাইত! তাই ত! দেখি—আচ্ছা—আচ্ছা মনে করুন, যদি আমি—

দবিন চাঁদ। মহারাজ যাহা বলিবেন বিবেচনা করিয়া বলিবেন। হিন্দু হইয়া হিন্দুর মুখে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিবেন না।

যশোবন্ত সিংহ। মহাশয়! বলিতে কি, আমার আচরণে কি আমার মনের অভিপ্রায় কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না? তবে আর অপ্রিয় কথা কেন মুখ হইতে বাহির করাইবেন? আপনি পূর্ব্বপূর্ব্ব বার যখন আমার নিকট আসিয়াছিলেন, তখন আমার অভিপ্রায় ত প্রকারান্তরে বলিয়াই ছিলাম। আবার কেন সে কথা তুলিতেছেন? স্পষ্ট কথা বলিতে গেলে আমি বাদশাহ্ আওরঙ্গজীবের বিরুদ্ধাচারণ করিতে পারিব না; সে সাহস আমার নাই।

দবিন চাঁদ ক্রোধে আগুন হইয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"বিশ্বাস-ঘাতক! কুলাঙ্গার! এই কি আপনার রাজধর্ম্ম? এই কি আপনি মহারাজ? বরাবর যাঁহার নেমক খাইয়াছেন, যাঁহার প্রিয় সেনাপতি বলিয়া গর্ব্ব করিয়া বেড়াইয়াছেন, সেই সম্রাট শাহ্জাহান আজ কারাগারে! তাঁহার প্রিয় পুত্র, আপনার ভূতপূর্ব্ব অন্নদাতা শাহ্জাদা দারা শেকো আজ আপনার আশ্রিত। আপনি সত্য-প্রণোদিত হইয়া তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য ডাকিয়াছেন; আপনার আশায় উৎফুল্ল হইয়া আজ তিনি দাক্ষিণাত্যের ভূপতিগণের আশা ছাড়িয়াছেন। এখন কোন্ প্রাণে আপনি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া আওরঙ্গজীবের পক্ষ অবলম্বন করিতে চাহিতেছেন? রাজপুত কি এমন বিশ্বাসঘাতক কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইতে পারে?

মহারাজা। মহাশয়, সময়ে সব করিতে হয়।

দবিন চাঁদ। মিথ্যাবাদী! এই যদি আপনার মনে ছিল, তবে কেন সে দিনও দারাকে লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহার জন্য আপনি সৈন্য সংগ্রহে মনোযোগী আছেন? আপনি আওরঙ্গজীবের সহিত যে নিদারুণ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন, তাহাতে সমগ্র জগৎ শুধু আপনার নামে নহে, রাজপুতের নামে—হিন্দুর নামে ছি ছি করিতেছে। এখন আবার

পূর্ব্বআশ্রয়দাতা মহানহৃদয়, মহাপ্রাণ দারা শেকো মহোদয়কে এভাবে আহ্বান করিয়া তাঁহার সহিত যেরূপ চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা করিলেন, তাহাতে আপনার নামে কোন রাজপুত—কোন হিন্দু মুখ দেখাতে পারিবে না। আজ নিখিল জগতে চাহিয়া দেখুন, আপনার ন্যায় স্বীয় কর্ম্মদোষে স্বজাতির মুখে কলঙ্ক-কালিমা এরূপভাবে আর কে মাখাইয়াছে! ধিক্ আপনাকে! ধিক্ আপনার স্বজাতি ও স্বদেশ-বাসীকে! (১)

যশোবন্ত সিংহ। মহাশয়, তিরস্কার করিবেন না। দায়ে পড়িলে সকলকেই এরূপ করিতে হয়।

সহসা যশোবন্তের মহিষী মহামায়া কক্ষান্তর হইতে বাহির হইলেন। তাঁহার নয়ন হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিয়া বাহির হইতেছিল।

---

(১) The unhappy Dara made a third attempt. Stooping from his dignity uuder the force of necesity, he sent his son siphir Shakoh to Jodhpur to entreat the Maharajah to come to Ajmir, by appealing to his sence of honour and the sacredness of promises. Jaswant received the Prince with Courtesy, but did not move from his purpose. After wasting three days in vain expectation and being put off with smooth words, Siphir Shakoh at last returned to his father in disappointent. A Rajput of the highest rank and fame had turned false to his words. Of all the actors in the drama of the War of Succession, Jaswant emerges from it with the worst reputation : he had run away from a fight where he commanded in chief, he had treacherously attacked can unsuspecting friend, and now he abandoned an ally whom he had plighted his word to support and whom he had lured into danger by his promises. Unhappy was the man who put faith in Maharaja Jaswant Singh, lord of Marwar and chieftain of the Rathor clan.

—Sarka's History of Aurangzib. II—Page 170.

তিনি ক্রোধে উগ্রচণ্ডা বেশে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—"মহারাজ, আজ এ বিশাল মিবার রাজ্যে কি তোমার উদ্বন্ধনের জন্য দড়ি জুটে নাই! আজ তোমার পূর্ব্বপ্রভু, তোমার চিরআশ্রয়দাতা সময়ের ফেরে তোমার আশ্রয়প্রার্থী—আশ্রয়প্রার্থী নহেন, তুমি তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়া ডাকিয়াছ; এখন কোন্ প্রাণে একান্ত নির্লজ্জ কাপুরুষের ন্যায় তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছ? আজ দেবকান্তি শাহ্‌জাদা সিফির শেকোর পবিত্র পদরেণু-স্পর্শে মিবার রাজ্য পবিত্র হইয়াছে, তিনি স্বয়ং তোমার নিকট আসিয়াছেন। বিশ্বাস-ঘাতক! এখন কোন্ প্রাণে তাঁহাকে নিরাশ করিয়া প্রত্যাখ্যান করিতেছ? জীবনের ভয় কি এত বড়! তবে কেন অবলা হইয়া জন্মিলে না। রাজপুত-রমণীরও জীবনে ভয় নাই! ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে, তাহারা হাসিয়া হাসিয়া অনলসমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে জানে—জীবন্ত ভস্মীভূত হইতে জানে! আর তুমি পুরুষ হইয়া প্রাণভয়ে সশঙ্ক! পুনঃ পুনঃ বিশ্বাসঘাতকতা করিতে, স্বজাতির মুখে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিতে তোমার হৃদয় একটুও কম্পিত হইতেছে না। আজ এই মহা রাজপুতকুলে এমন কে আছে যে, মরিতে—সম্মুখ সমরে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিতে ভয় পায়? তবে এ আতঙ্ক কেন? এ জড়ত্ব—এ ক্লীবত্ব কেন? মিবার-অধিপতি মহারাজা যশোবন্ত সিংহের এ শোচনীয় অধোগতি কেন? মহারাজ, তুমিই না সেই মহাবীর প্রতাপ সিংহের বংশধর, যাঁহার নামে এখনও সমগ্র অবনী শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করে! এই না সেই বীর-জননী মেবার ভূমি—যাহা একদিন তাঁহার চরণ-ধূলিতে পবিত্র হইয়াছিল—যাহা গৌরবান্বিত হিমাদ্রির মত চিরদিন মস্তক উন্নত করিয়া আছে! মহারাজ, বুকে বল ধরিয়া একবার দাঁড়াও দেখি, সহস্র সহস্র রাজপুত-বীর নিখিল অবনী কাঁপাইয়া তুলিবে—

বীরত্বে জগৎ টলাইয়া ফেলিবে। ছার সেই আওরঙ্গজীব! সমগ্র বিশ্ব লণ্ডভণ্ড করিয়া ফেলিবে! রাজপুতের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বীরত্ব কি আজ উপকথায় পরিণত হইয়াছে! জীবন্ত জাগ্রত রাজপুত জাতি কি জগত-পৃষ্ঠা হইতে বিপুপ্ত হইয়াছে? যত দিন রাজপুত-দেহে এক বিন্দু, শোণিত থাকিবে, ততদিন কেহই যুদ্ধে ভীত হইবে না। মহারাজ, মোহ ত্যাগ কর, বীরদর্পে অসি ধারণ কর, মহা মাননীয় আশ্রয়দাতা,—অন্নদাতা, ভগবানের সাক্ষাৎ অবতার প্রভুর পদ-ধূলি মস্তকে লইয়া সমরে অগ্রসর হও। কি ছার আওরঙ্গজীব! দেখিবে তাঁহার সমগ্র শক্তি মুহূর্ত্তের মধ্যে চূর্ণ-বিচুর্ণ হইয়া যাইবে!"

যশোবন্ত সিংহ নিরাশার সহিত মস্তক কম্পিত করিয়া কহিলেন,—"মহিষি! তুমি স্ত্রীলোক, সকল কথা বুঝ না; আমি কিছুতেই আওরঙ্গজীবের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে পারিব না।"

মহিষী ক্ষুণ্ণ স্বরে বলিলেন,—"বুঝিলাম, হিন্দু জাতির—রাজপুত জাতির বাস্তবিকই পতন হইয়াছে! এ জাতি আর উঠিবে না!"

দবিন চাঁদ ও সিফির শেকো একান্ত নিরাশহৃদয়ে আজমীরে দারা শেকোর নিকট ফিরিয়া গেলেন।

সপ্তদশ শরিচ্ছেদ

আজমীরের মহা সমরে দারা শেকোর সর্ব্বনাশ হইয়াছে। তাঁহার সৈন্যদল পর্য্যদস্ত—ছত্রভঙ্গ; অর্থ সম্পত্তি লুণ্ঠিত; বন্ধু-বান্ধব ও কর্ম্মচারিগণ কেহ নিহত, কেহ পলায়িত। আহত সৈনিকগণের কাতর চীৎকারে আজমীরের গিরি-উপত্যকা আকুল হইয়া উঠিয়াছে।

যে সময় দারা শেকো যশোবন্তের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতে-ছিলেন, সেই সুযোগে আওরঙ্গজীব ক্রমশঃ তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িলেন। দারা শেকো আর পলায়নের বা আত্ম-রক্ষার সুযোগ পাইলেন না। বিশ্বাসঘাতক যশোবন্ত সিংহের জন্য তাঁহার সর্ব্বনাশ হইল। তাঁহার দেখাদেখি কোন রাজপুত-সৈন্য তাঁহার পক্ষে যোগ দিল না। তাঁহারা গৃধিনীর ন্যায় যুদ্ধ-ক্ষেত্রের পার্শ্বেই অবস্থিতি করিতেছিল। সুযোগ বুঝিয়া দারার যথাসর্ব্বস্ব তাহারা লুণ্ঠন করিয়া লইল। যশোবন্তের প্ররোচনায় রাজপুত-রক্ষকগণ ভক্ষকের কার্য্য করিল। (১) একান্ত ভিখারীর বেশে দারা শেকো অত্যল্প অনুচরের সহিত পথে বাহির হইলেন।

আজ তাঁহার বিশ্রামের অবকাশ নাই, চারিদিকে শত্রু-পুরী। পদে পদে দস্যু-তস্করের ভয়। রৌদ্রতপ্ত বালুকা-মিশ্রিত অসহ্য উষ্ণ বাতাসে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে; কোথাও এক বিন্দু পানি পাইবার উপায় নাই। তাহারই মধ্য দিয়া একান্ত ভগ্ন হৃদয়ে প্রত্যহ প্রায় ত্রিশ মাইল

---

(১) Thousands of Rajputs had assembled in the neigbourhood of Ajmir at the call of Dara, but had held back from the fight at the defection of Jaswant, and were hovering round like vultures soaring over their expected prey. This night and the next day they got their chance, Most of Dara's property and transport animals were looted. His mules laden with bags of gold coins were driven away by the very Rajputs of Ajmir district whom he had appointed as his treasure-escort !...The stores of various departments and most of the money were carried off by the Rajputs and the aboriginal Mairs...."Wounded soldiers who had fled from the field were stripped of their all, and wandered crying in the hills.

—Sarkar's History of Aaurangzib II—Page 186.

করিয়া পথ তিনি অতিক্রম করিয়া চলিতেছেন। তাঁহার গমনপথ মনুষ্য ও অশ্বাদির মৃতদেহ দ্বারা চিহ্নিত হইয়া যাইতেছে। আজ সম্রাট শাহ্‌জানের নয়নের মণি, আজন্ম ভোগে বিলাসে লালিতপালিত দারা শেকোর এই শোচনীয় অবস্থা। খোদা! তুমিই সহাও, তাই সব সহ্য হয়। জগত! চাহিয়া দেখ, তিনিই একমাত্র প্রভু, তিনিই সম্রাট; মানবের ভাগ্য-বিপর্য্যয় হইতে কতক্ষণ লাগে!

মহারাজা জয়সিংহ ও বাহাদুর খান দারার অনুসরণে নিযুক্ত হইলেন। জয়সিংহ গুজরাট, যোধপুর, মাড়োয়ার, সিরোহি, পালানপুর, তিওয়ারা, কাথেয়ার, কাম্বু, সিন্ধু প্রভৃতি স্থানের রাজা-জমিদারদিগের নিকট দারাকে ধৃত করিয়া বন্দী করিবার জন্য পত্র লিখিলেন। সকলেই সতর্কভাবে তাঁহার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কাহারও সাধ্য হইল না যে, এই আদেশ অমান্য করে। হায়, কচ্ছাধিপতিও দারার সহিত পূর্ব্বসম্বন্ধ বিস্মৃত হইতে বাধ্য হইলেন।

আহ্‌মদাবাদ সহরের প্রধান কাজী সাহেবের প্রাসাদে আজ প্রকাণ্ড সভা বসিয়াছে। ইহাতে গুজরাটের প্রত্যেক জেলার ফৌজদার (ম্যাজিষ্ট্রেট), কাজী (জজ) এবং সেনাপতি ও বড় বড় কর্ম্মচারিগণ একত্রিত হইয়াছেন। রাজ্যের এই নিতান্ত সঙ্কটের সময় কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য এই সভার অধিবেশন।

প্রধান কাজী সাহেব দণ্ডায়মান হইয়া স্বভাবগম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"বন্ধুগণ! আজ আমাদের বড় গুরুতর সময় আসিয়া পড়িয়াছে। তাই সকলে মিলিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য আপনাদিগকে আহ্বান করা হইয়াছে। আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, দারা শেকো মহোদয় কিছু দিন পূর্ব্বে গুজরাট অধিকার করিয়া সৈয়দ আহ্‌মদ বোখারী সাহেবকে তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ গুজরাটের সুবাদার নিযুক্ত

করিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি আজমীরের যুদ্ধে আওরঙ্গজীবের হস্তে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত, তাঁহার সৈন্যগণ বিধ্বস্ত ; তিনি এখন পলাতক। এদিকে আওরঙ্গজীবের প্রধান সেনাপতি মহারাজা জয়সিংহ তাঁহার অনুসরণে নিযুক্ত। মহারাজা লিখিয়াছেন যে, দারা এ রাজ্যে প্রবিষ্ট হইলেই তাঁহাকে বন্দী করিয়া পাঠাইতে হইবে। সৈয়দ বোখারী এ প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি তাহাই ঠিক করিবার জন্য এই সভার আহ্বান।

এক জন কর্ম্মচারী উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন,—"কর্ত্তব্য সহজেই বুঝা যাইতেছে। সম্রাট আওরঙ্গজীবের কোপ-দৃষ্টিতে পতিত হইবার মত দুঃসাহস বোধ হয় আমাদের কাহারও নাই। সেরূপ করিয়া কোন লাভ নাই। অতএব মহারাজার প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য করা হউক।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান সুবাদার এ প্রস্তাবে সম্মত নহেন ; তাহার কি উপায় ?

তৃতীয় ব্যক্তি। আমার মতে এই সভার পক্ষ হইতে প্রথমে তাঁহাকে বুঝাইবার জন্য কয়েক জন উপযুক্ত প্রতিনিধি পাঠান হউক। যদি তাহাতেও তিনি সম্মত না হন, তবে তাঁহাকে বন্দী করা হউক।

সকলেই এ প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন। সভা ভঙ্গ হইল।

তখনও রজনী প্রভাত হয় নাই। পূর্ব্বাকাশে শুক তারা উজ্জ্বল-ভাবে হাসিতেছে। জগত নিঝুম—নীরব। এক দল সৈন্য এই নিশীথের অন্ধকারে ধীরে ধীরে সন্তর্পণে অগ্রসর হইতেছিল। তাহারা সংখ্যায় এক শতের অধিক হইবে না। সৈন্যদল ধীরে ধীরে সৈয়দ আহম্মদ বোখারী সাহেবের আবাস-বাটী বেষ্টন করিয়া ফেলিল। দেখিতে দেখিতে আর এক দল অশ্বারোহী সৈন্য আসিয়া তাহাদের সহিত

মিলিত হইল। আরও একদল আসিল। কাহারও হস্তে তরবারি, কাহারও হস্তে বন্দুক, বর্শা ইতাদি নানা যুদ্ধাস্ত্র।

প্রভাতে সুবাদারের বাটীস্থ তোরণ-দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। এই সমস্ত সৈন্যদলের প্রধান সেনাপতি দ্বারবানকে বলিলেন,—"যাও সাহেবকো সালাম দেও। বোলো কে সেপা-সালার সাহেব খেদমত মে আয়েহেঁ।"

সুবাদার ব্যস্ত হইয়া বাহিরে আসিলেন। সমস্ত দেখিয়া বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়িলেন; ব্যাপার কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না।

সেনাপতি সালাম করিয়া বলিলেন,—"জনাব, বেয়াদবী মাফ করিবেন। হুজুর আমাদের বন্দী।"

কাহার আদেশে আপনি আসিয়াছেন?

"গুজরাট রাজ্যের সমর-বিভাগের এবং বিচার ও রাজস্ব-বিভাগের উচ্চতম কর্ম্মচারিগণ সমবেতভাবে এ বান্দাকে এই অপ্রীতিকর কার্য্যে প্রেরণ করিয়াছেন। বেয়াদবী মাফ করিবেন হুজুরালী।"

সুবাদার আর কোন কথা বলিলেন না। তখনই আত্মসমর্পণ করিলেন।

দারার বড় আশা ছিল, এই একান্ত দুঃসময়ে গুজরাট গিয়া একটু আশ্রয় পাইবেন। সে আশায় ছাই পড়িল। তখনও ভোর হয় নাই, দারার নিকট এই শোচনীয় সংবাদ গিয়া পৌছিল। সহসা হারেম-মহলে এক বিষাদের মর্ম্মভেদী হাহাকার উঠিল। প্রত্যেকেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়, ভয়চকিত ও বিচলিত; কাহারও মুখে কথাটী নাই। সকলেই নীরব নিস্তব্ধ। যেন বজ্রাঘাতে সকলের দেহ অসাড়—অচেতন। এখন কি কর্ত্তব্য তাহা কেহই অবধারণ করিতে পারিলেন না; যেন মধ্য-সমুদ্রে একমাত্র আশ্রয়-তরী নিমজ্জিত হইল।

তখন দারার মুখ বিবর্ণ—মৃতকল্প। তাঁহাকে দেখিয়া তখন অশ্রু সংবরণ অসম্ভব। হায়! তিনি কি করিবেন কিছুই স্থিরতা নাই; সব দিক অন্ধকার! সব দিকেই বিপদের বিকট রাক্ষসসমূহ তাঁহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত। তিনি সম্মুখে যাহাকে পাইতেছিলেন—এমন কি সামান্যতম সৈনিক হইলেও তাহারই সহিত পরামর্শ করিতেছিলেন। তিনি তখন উদ্‌ভ্রান্ত; নিয়তির নির্ম্মম উপহাস তখন তাঁহার একান্ত অসহ্য।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

মধুর সায়াহ্ন; চারিদিকে কর্ম্ম-কোলাহল। বড় বড় রাজপথ দিয়া ইতস্ততঃ গাড়ী-ঘোড়া গমনাগমন করিতেছে। পথিকগণ কেহ চঞ্চল চরণে চলিতেছে; কেহ ঘুরিয়া ফিরিয়া এদিকের ওদিকের শোভা সন্দর্শন করিতেছে। ফেরিওয়ালা উচ্চৈস্বরে চেঁচাইতেছে, বালক-বালিকা খেলা-ধূলায় মাতিয়াছে।

যমুনা-কূলে সাধারণ প্রমোদ-কানন—যেন বেহেশ্‌তের বাগিচা। নানা বর্ণের অসংখ্য সুবাসিত কুসুমগুলি মধুর সান্ধ্য হিল্লোলে উল্লাসে নাচিতেছে; যেন হাসিয়া হাসিয়া গলিয়া পড়িতেছে। গাছে গাছে বিহঙ্গের মধুর কূজন, ভ্রমরের মৃদু গুঞ্জন যেন অমর মাধুরী ঢালিয়া দিতেছে। অস্তোন্মুখ রবির মধুর কিরণে যমুনার সুনীল সলিল ঝিকিমিকি করিতেছে। তাহার সুন্দর করের কোমল স্পর্শে বৃক্ষগুলি যেন লজ্জায় রক্তিম হইয়া উঠিয়াছে। তরুণ হৃদয়ের উদ্দাম প্রেমোচ্ছ্বাসের মত ফোয়ারার গলিত উচ্ছ্বাস চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া বিশ্বের তপ্ত সমীরণ যেন স্নিগ্ধ ও সুবাসিত করিয়া তুলিতেছে।

চারিদিকে অসংখ্য আসন সুশৃঙ্খলভাবে সুসজ্জিত। সহরের ধনিগণ, আমীর-ওমরাহ্‌গণ অবসর সময়ে এই কুঞ্জকাননে আসিয়া বিশ্রাম লাভ করেন।

দেখিতে দেখিতে একখানি তরী আসিয়া যমুনা-তীরে সংলগ্ন হইল। সকলেরই কৌতূহল-দৃষ্টি সে দিকে নিপতিত হইল। কিছুক্ষণ পরে তাহার মধ্য হইতে একজন তরুণবয়স্ক সুগঠিত দেহ যুবক অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার দেহ শ্বেতবর্ণের, পরিধানে খাকী রংএর কোট্ প্যাণ্ট্; মস্তকে শ্বেত বর্ণের হ্যাট। এই অদ্ভুত-বেশ দেখিয়া বালক-বালিকাগণ ছুটিয়া আসিল। তাহারা পূর্ব্বেও দুই একবার এই জাতীয় প্রাণী দেখিয়াছে; তাই ইঁহাকে দেখিয়া ফিরিঙ্গী বলিয়া চিনিতে তাহাদের কোন কষ্ট হইল না। কেহ বলিল,—"ওরে একটা ফিরিঙ্গী এসেছে! কেহ তাঁহার অদ্ভুত বুলী শুনিবার জন্য তাঁহার সহিত আলাপ করিবার চেষ্টা করিল। কেহ তাঁহাকে তাহার লাটিমটী দিয়া তাঁহার টুপিটী চাহিল। যত কর্ম্মহীন বেকারের দল তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া নানারূপ ঠাট্টা, বিদ্রূপ আরম্ভ করিয়া দিল। সাহেব কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া প্রশান্তভাবে চলিতে লাগিলেন।

প্রমোদ-উদ্যানের এক প্রান্তে একটী সরলচিত্ত প্রশান্ত-মূর্ত্তি বৃদ্ধ একখানি ছোট বেঞ্চের উপর বসিয়া দূর হইতে এই ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছিলেন। তাঁহার দীর্ঘ শুভ্র শ্মশ্রু মন্দ সমীরণে ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছিল। মস্তকে সুদৃশ্য পাগড়ী, পরিধানে ইজার ও শ্বেতবর্ণের সুদীর্ঘ পিরহান। সাহেব ধীরে ধীরে তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন। বৃদ্ধ আদর করিয়া তাঁহাকে উঠাইয়া নিজ পার্শ্বে বসাইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—"বিদেশী! তুমি যেই হও, বোধ হয় তোমার জানা নাই যে, ইস্‌লাম ধর্ম্ম এক

খোদা-তালা ব্যতীত অন্য কাহাকেও সেজদা করিতে অর্থাৎ ভূমিতে মস্তক স্থাপন করিয়া প্রণাম করিতে অনুমোদন করে না। তুমি বিদেশী সম্ভবতঃ হিন্দুদের নিকট এই প্রথা শিখিয়াছ। কোন মুসলমানকে আর এ ভাবে প্রণাম করিও না; ইহাতে তিনি অসন্তুষ্ট হইতে পারেন। কারণ ইহা ঘোরতর ধর্ম্মদ্রোহিতা।

সাহেব সঙ্কোচের সহিত বলিলেন,—"মাফ করিবেন জনাব; আমি সম্প্রতি এদেশে আসিয়াছি, সুতরাং এ দেশের রীতি-নীতি ভাল জানি না; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ভূমিতে মস্তক রাখিয়া প্রণাম করিলে কি অধিক সম্মান দেখান হয় না? ইহাতে দোষ কি?"

বৃদ্ধ। সমস্ত বিষয়েরই একটা সীমা আছে—একটা নিয়ম আছে। সেই সীমা, সেই নিয়ম রক্ষা করিয়া চলা একান্ত কর্ত্তব্য। কোরান শরিফের আদেশ এই রূপ। খোদা-তালা সকলের শ্রেষ্ঠ, সকলের প্রতিপালক—উচ্চতম। জগতে তাঁহার তুলনা নাই। এই জন্য তাঁহাকে যে ভাবে প্রণিপাত করিবে, অন্য কাহাকেও সে ভাবে করা ঠিক নহে। তাঁহাকে প্রণিপাতের একটী বিশিষ্টতা বজায় রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। ভূমিতে মস্তক রাখিয়া প্রণিপাত কেবল তাঁহারই জন্য বৈধ। অন্যকে এ ভাবে প্রণিপাত করা মুসলমানের ধর্ম্ম-শাস্ত্রে মহাপাপ! তার পর সর্ব্ব সাধারণের সম্বর্দ্ধনার জন্য "আস্ সালামো আলায় কোম" বলিয়া অভিবাদন করাই শাস্ত্রসঙ্গত। ইহার নাম সালাম করা। এই বাক্যের অর্থ এই যে,—"আপনার প্রতি পরমেশ্বরের শান্তি, দয়া ও অনুগ্রহ অবতারিত হউক। ইহা অপেক্ষা গভীর প্রীতি, আত্মীয়তা ও মঙ্গলসূচক বাক্য আর কি হইতে পারে? পৃথিবীর যে কোন মুসলমান অন্য যে কোন মুসলমানকে এই বাক্য দ্বারা অভিবাদন করিতে পারেন। রাজা, বাদশা, নবাব হইতে গোলাম পর্য্যন্ত সকলেই এই বাক্য দ্বারা অভিবাদন করিতে পারে।

আজকাল ‘আদাব’ এই শব্দ দ্বারা অভিবাদন করিবার প্রথা অত্যন্ত প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রভুস্থানীয় ব্যক্তিগণকে ‘বন্দেগী’ শব্দ দ্বারাও অভিবাদন করা হইয়া থাকে। অভিবাদনকালে প্রীতিপূর্ণ বদনে স্বীয় দক্ষিণ হস্ত ললাটে স্পর্শ করিবে এবং মস্তক ঈষৎ নত করিয়া বিনয় ও সৌজন্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিবে। কোন সম্মানিত ব্যক্তিকে কিছু দিতে বা তাঁহার নিকট হইতে কিছু লইতে হইলে এবং অন্য বিবিধ স্থলে বিভিন্ন ভঙ্গীতে অভিবাদন করিবার প্রথা ভদ্র মুসলমান সমাজে প্রচলিত আছে। তোমরা অর্দ্ধসভ্য খৃষ্টান জাতি অতটা বুঝিতে পারিবে না।

সাহেব। সে কথা সত্য জনাব; অত আদব-কায়দা ভাব-ভঙ্গিমার কি যে দরকার, তা আমরা মোটেই বুঝি না। আমরা বুঝি,—কাজের জগত, কাজ করিব। তা অত আদব-কায়দা ভাব-ভঙ্গিমা শিখিব বা কখন, করিব বা কখন?

বৃদ্ধ। কাজ কি আর আমরা করি না? যদি তুমি সভ্য সমাজে জন্মগ্রহণ করিতে, তাহা হইলে দেখিতে, এ গুলি আপনা আপনি আয়ত্ত হইয়া যাইত; এ গুলি শিখিতে বা করিতে কিছুমাত্র সময় নষ্ট বা কিছুমাত্র কষ্ট বোধ হইত না। মানুষ হইয়া মানুষের মত বাস করিতে হইবে। পশু-পক্ষীও ত কাজ করে—খায়—বেড়ায়। আদব-কায়দাই মানুষের ভূষণ। ইহার মধ্যে অনেক কল্যাণ নিহিত আছে।

সাহেব। সে তর্ক থাক। আমাদেরও আমাদের মত আদব-কায়দা আছে। তাহাতেই আমাদের সংসার-ধর্ম্ম বেশ চলিতেছে।

জনাব কত দেশে যে অভিবাদনের কত রূপ প্রকার-ভেদ দেখিয়াছি, তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়। কোথাও পরস্পরের নাকে

নাকে স্পর্শ করিয়া অভিবাদন করে; কোথাও বা অভ্যাগতের হস্তে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিয়া সম্মান দেখান হয়।

বৃদ্ধ। যাহাই বল সাহেব, ইস্‌লামের অভিবাদন-প্রথাই যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, প্রশংসনীয় ও উদার ভাবাপন্ন, তাহা তুমি অবশ্যই স্বীকার করিবে।

সাহেব। নিশ্চয়ই; তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। এমন উদার ও সাম্যভাব, অভিবাদনের এমন সুনিয়মাবদ্ধ উদ্দেশ্যবোধক শব্দ কোনজাতি ব্যবহার করে না। (১)

বৃদ্ধ। আচ্ছা সাহেব, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি; তোমাদের ফিরিঙ্গী-স্থানে নাকি ধর্ম্ম লইয়া খুব অত্যাচার চলে—একে অন্যকে হত্যা করে?

সাহেব অবনত বদনে বলিলেন,—"জনাব! আমি খৃষ্টান, আপনি মুসলমান, কিন্তু আমার স্বজাতির অপকীর্ত্তিসমূহ দেখিয়া—খৃষ্টান জাতির সহিত মুসলমান জাতির তুলনা করিয়া আমি লজ্জায় মরিয়া যাই। ইস্‌লাম-জগতে কোথাও ধর্ম্মবিদ্বেষের নাম মাত্র নাই—মুসলমানের উদার শাসন-ছায়ায় খৃষ্টানগণও পরম আনন্দে স্বীয় স্বীয় ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া বাস করে। কিন্তু খৃষ্টানগণ দুই সম্প্রদায়ের একে অন্যের প্রতি অত্যাচারের চূড়ান্ত করিয়া থাকে। এই দেখুন, ক্যাথলিক রাজ-

(১) সুপ্রসিদ্ধ পরিব্রাজক রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাস মহোদয় পৃথিবীর সর্ব্বজাতির অভিবাদন-প্রথার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া মুসলমান জাতির অভিবাদন-প্রথাই যে সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ ও প্রশংসার যোগ্য এবং ইস্‌লাম ধর্ম্মই যে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম? তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন এবং গত ১৩১৪ সালের পূর্ণিয়া কন্‌ফারেন্সে মনীষিবৃন্দের সমক্ষে তাঁহার এই নিরপেক্ষ অভিমত প্রকাশ করেন। মহাত্মা কার্লাইলও মুসলমানের অভিবাদন-প্রথা দেখিয়া এতই বিস্ময় বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত অমর গ্রন্থে এ সম্বন্ধে ভূয়সী প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

শক্তি প্রটেষ্টাণ্ট্ সম্প্রদায়ের সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে ধর্ম্ম-মত পরিবর্ত্তন না করার জন্য জীবন্ত পুড়াইয়া মারিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। যে যিশুর ধর্ম্ম সমুদ্রের মত উদার, গগনের মত মহান, আধুনিক খৃষ্টানগণ সেই ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়াছে। অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার চূড়ান্ত করিতেও তাহাদের পাষাণ প্রাণ একটুও কাঁপিয়া উঠিতেছে না! আজ স্পেনের ৩৫ লক্ষ মুসলমানের কেহ জীবন্ত দগ্ধ, কেহ জীবন্ত সমাহিত—অনেকে নির্ব্বাসিত। মুসলমান যদি ঐরূপ করিতেন, তবে এক দিন জগত হইতে বোধ হয় অন্য ধর্ম্মাবলম্বিগণকে বিলুপ্ত করিয়া দিতে পারিতেন। আপনাদের উদারতাকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতে হয়। (১)

বৃদ্ধ। মুসলমান তাহার ধর্ম্মের বিধান অনুসারেই বিধর্ম্মীর সহিত উদার ব্যবহার করিতে বাধ্য। (২) ইস্‌লাম শুধু মুসলমানের উপর নহে, সমগ্র জগতের উপরে স্বর্গের আশীর্ব্বাদের ন্যায় শান্তি-ধারা বর্ষণ করিয়াছে। (৩) আর মুসলমানই যে আধুনিক সভ্যতা ও শিক্ষা-দীক্ষার গুরু এ কথা কি তুমি অস্বীকার করিতে পার?

সাহেব। না না; সত্য কথা বলিতে গেলে তাহা আর অস্বীকার করা যায় না। (৪)

---

(১) ভারতে মুসলমান সভ্যতা—অষ্টম অধ্যায়।

(২) হে মোহম্মদ (দঃ) তুমি তাহাদের মধ্যে প্রচার কর—তুমি তাহাদের প্রতি ধর্ম্ম-প্রচারক বই আর কিছুই নও। তুমি তাহাদের প্রতি দারোগার ন্যায় ক্ষমতা-পরিচালক নও।—সুরা গাশিয়া ২০।২১ পদ। লোকদিগকে তোমার ঈশ্বরের ধর্ম্মের প্রতি যুক্তি-তর্ক ও সদুপদেশ দ্বারা আহ্বান কর এবং প্রীতিকর উপায় অবলম্বনে তাহাদের সহিত তর্ক কর।—সুরা নহল।

(৩) ইস্‌লাম শব্দ সলম ধাতু হইতে উৎপন্ন; ইহার অর্থ শান্তি। ইহা হইতেই সালাম শব্দের উৎপত্তি।

(৪) ইতিহাসের বক্ষ হইতে যদি আরব জাতিকে মুছিয়া ফেলা হইত, তবে ইউ—রোপের সাহিত্য-ক্ষেত্রে যে নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা কয়েক শত

বৃদ্ধ। আচ্ছা সাহেব, তুমি এখন কোথা হইতে আসিতেছ?

সাহেব। আপাততঃ দিল্লী হইতে।

বৃদ্ধ। তোমার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া বাধিত করিবে কি?

সাহেব। আমার নাম মিষ্টার বার্ণিয়ার, ইউরোপের ফরাসী দেশে আমার জন্মভূমি। হিন্দুস্থানের শৌর্য্য-বীর্য্য ও সভ্যতার খ্যাতি আমাদের দেশে প্রবাদের ন্যায় প্রচারিত। মোগল সাম্রাজ্যের ন্যায় মহা গৌরবান্বিত বিলাস-বৈভবের লীলাভূমি পৃথিবীর কোন স্থানেই নাই। (১) তাই এ দেশ ভ্রমনে আসিয়াছি। উদ্দেশ্য বিশেষ কিছুই নাই, জ্ঞান-সঞ্চয় ও অভিজ্ঞতা লাভই প্রধান লক্ষ্য। আমার সঙ্গে যে টাকা-পয়সা ছিল, কিছুদিন পূর্ব্বে দিল্লী নগরীতে তাহা অপহৃত হইয়াছে; এখন আমি নিঃস্ব। কোন চাকরী পাইলে করি, এইরূপ ইচ্ছা।

বৃদ্ধ। তুমি লেখা-পড়া কিছু জান?

সাহেব। আমাদের দেশী ভাষা ফ্রেঞ্চ ও জার্ম্মানি ভালই জানি। উর্দ্দু, ফার্সী কিছু কিছু শিখিয়াছি। চিকিৎসা-বিদ্যাও কিছু আয়ত্ত

বৎসর পিছাইয়া পড়িত।—অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র দত্ত, এম-এ, বি-টি। ভারতবর্ষ। ভাদ্র—১৩২৬ ৩৬৫—৩৬৫ পৃষ্ঠা

In the middle ages, the Arabs were the sole representatives of civilisation They opposed that barbarism which spread over Europe.

—Historian's History of the world Vol. VIII.

The Spirit of Islam, মোস্লেম সভ্যতার ইতিহাস, মোস্লেম জগতে বিজ্ঞান-চর্চ্চা ইত্যাদি পুস্তকে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।

(১) In no part of the world has there been a dominion more splendid and imposing than that of the Mughal Empire.

—Longman's History of India. Page 117.

আছে? যদি মেহেরবানী করিয়া আমার একটী উপায় করিয়া দেন, তাহা হইলে চিরবাধিত হই।

বৃদ্ধ কিছুক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা করিলেন; তাহার পর তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন।

এতক্ষণে সন্ধ্যা ঘোর হইয়া উঠিয়াছে; রাস্তার পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ প্রদীপ-মালা প্রজ্বলিত হইয়া ভূতলে দ্বিতীয় স্বর্গ আগ্রা নগরীকে বিচিত্র মনোহর সাজে সজ্জিত করিয়াছে। উর্দ্ধে পূর্ণিমার রজত কিরণ, নিম্নে মলয়ার মৃদু সমীরণ, বৃক্ষে বৃক্ষে নধর লতিকাকুলের আকুল শিহরণ! চারিদিকে মাধুরী উথলিয়া উঠিতেছে।

দিল্লীশ্বরের প্রধান সভাসদ দানেশমন্দ খানের ত্রিতল প্রাসাদে জ্ঞানী ও পণ্ডিতগণের সম্মিলন-সভা বসিয়াছে। তাঁহার নিয়ম ছিল, প্রত্যহই সন্ধ্যার পর তিনি বিদ্বানমণ্ডলীকে লইয়া সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজ-নীতি, রাজনীতি ইত্যাদি নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেন। আজও সেই রূপ আলোচনা-সভা বসিয়াছে। সহসা আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত বৃদ্ধ সেই সভায় উপস্থিত হইয়া যথানিয়মে সকলকে সালাম করিয়া মিষ্টার বার্ণিয়ারকে তাঁহাদের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন।

দানেশমন্দ খান গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"সাহেব, তুমি কত দিন এ দেশে আসিয়াছ?

মিঃ বার্ণিয়ার দণ্ডায়মান হইয়া করযোড়ে বিনীত ভাবে বলিলেন,—"হুজুর, প্রায় ছয় মাস হইল গোলাম এ দেশে আসিয়াছে।"

"তার পর"

"তার পর গুজরাট দিয়া আসিতে পথে দারা শেকো মহোদয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়; তাঁহার সঙ্গে কয়েক সপ্তাহ ছিলাম।"

দারা শেকোর নামে সকলেই কৌতূহল-পরবশ হইয়া জিজ্ঞাসা

করিলেন,—"তাহার বিষয় তুমি কি জান, বিশেষভাবে বিবৃত কর।"

সাহেব। সে কথা বলিতে অশ্রু-সংবরণ কঠিন হইয়া পড়ে। আমি গুজরাট হইতে আসিবার সময় যখন শুনিলাম, দিল্লীশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী দীন হীন পলাতক বেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, তখন তাঁহাকে একবার দেখিতে আমার বড় ইচ্ছা হইল। যাহা দেখিলাম, তাহা কখন ভুলিবার নহে। তাঁহার পরিচ্ছদ দীনতম দীন! আহা! তাঁহার আকৃতি বিষাদে মলিন। তাঁহার পরিহিত পাদুকার মূল্য আট আনার অধিক হইবে না। প্রতি মুহূর্ত্তে তিনি শত্রু-ভয়ে কম্পিত। এক খানি গো-যান, একটী অশ্ব এবং মহিলা-গণের জন্য মাত্র পাঁচটী উষ্ট্র তাঁহার সঙ্গে; তাঁহার অনুচর যৎসামান্য। এই অবস্থায় তাঁহার বেগম সাহেবা ভয়ানক পীড়িতা হইয়া পড়েন। ক্রমাগত অত্যাচারে সেই কুসুম-কোমলা ললনার স্বাস্থ্য কতক্ষণ টিকিতে পারে? আমাকে তাঁহার চিকিৎসার জন্য নিযুক্ত করা হয়। সেই ভীষণ মরুতে একটী অশ্ব অভাবে আমাকেও পদব্রজে দুর্গম পথ অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। কত আবেদন নিবেদন করিয়া—যথেষ্ট টাকা দিয়াও একটী অশ্ব সংগ্রহ করা যায় নাই। কত সময় জীবনের আশা বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছে। (১) কিন্তু এরূপ অবস্থায় ঔষধের নিয়ম রক্ষা

(১) Reduced to the poorest and sorriest dress,—a tunic of thin linen and shoes worth eight annas—with a heart broken into two and constantly shaking with fear, accompanied by one horse, one bullock-cart, five camels for his ladies, and a few other camels for transport, his retinue shrunk to a few men, the heir to the throne of Delhi crossed the Lesser Rann.

—History of Aurangzib II—Page 194.

করা অসম্ভব। তাঁহার দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। জীবনের আশা বিসর্জ্জন দিতে হইল। শেষে একদিন সত্যই তাঁহার জীবন আসন্ন হইয়া আসিল। সে কি করুণ দৃশ্য! দারা এত দুঃখ-দুর্দ্দশার মধ্যেও আত্মসংবরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু আর পারিলেন না। নিয়তির কঠোর আঘাতে তিনি উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিলেন। বালক সিফিরের ও বালিকা কন্যার কাতর ক্রন্দনে যেন সেই শূন্য মরুভূমি হাহা-কার করিয়া উঠিল। মরুভূমির শুষ্ক সমীরণ প্রকৃতির দীর্ঘশ্বাসের মত চারি দিক উত্তপ্ত করিয়া তুলিল! সেই লাঞ্ছিত, অশেষ দুর্দ্দশাগ্রস্ত, বিশ্বপূজ্য রাজ-পরিবারের মর্ম্মান্তিক বেদনায় যেন গগনের পাষাণ-বক্ষ বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল! আমি সেই অবস্থায় তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি।

এই কথা শুনিতে শুনিতে সকলের চক্ষু অশ্রু-সিক্ত হইয়া আসিল।

"তার পর"

"তার পর তাঁহার সম্বন্ধে কি ঘটিয়াছে জানি না।"

মিষ্টার বার্ণিয়ারের কথা শেষ হইল। সকলের হৃদয় তখন শোকে অবসন্ন।

দানেশমন্দ খান বলিলেন,—"সাহেব, এই ভদ্রলোকটী বলিলেন,—তুমি নিরাশ্রয়। যেরূপ শুনিলাম, বাদশাহী দরবারে কোন কাজ করিবার যোগ্যতা তোমার নাই। আচ্ছা, আপাততঃ তুমি আমার আশ্রয়ে থাক। তুমি বিদেশী মোসাফের ও বিদ্বান ব্যক্তি তোমার জন্য সরকার হইতে কিছু বৃত্তির বন্দোবস্তের চেষ্টা করিব। না হয়, আমিও তোমাকে রাখিতে পারি। (১) এখন তুমি কিছু সময় বিশ্রাম

(১) প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় পর্য্যটক ডাক্তার বার্ণিয়ার আওরঙ্গজীবের সভাসদ দানেশমন্দ খানের আশ্রিত ছিলেন এবং দাতব্য-ভাণ্ডার হইতে কিছু কিছু বৃত্তি পাই-

কর। সময়ান্তরে সমস্ত কথা শুনিব। সাহেব বিনীত ভাবে কুর্ণিশ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

"গোল মোহম্মদ! যাও, তুমিই যাও; এ সোণার প্রতিমা আর কাহার হস্তে বিশ্বাস করিয়া অর্পণ করিতে পারি?" দারা আবেগ-ভরে এই কথাগুলি বলিলেন।

গোল মোহম্মদ। হুজুরের হুকুম শিরোধার্য্য। কিন্তু এ সময় হুজুরকে ত্যাগ করিয়া গোলামের যাওয়া কি ঠিক হইবে? আজ আমরা বিদেশে; পদে পদে আমাদের শত্রু।

দারা। তা বলিয়া কি করিবে? খোদা আমাদের ভরসা! আমার প্রিয়তমার অন্তিম অনুরোধ যাহাতে বর্ণে বর্ণে পালিত হয়, তাহা করিতেই হইবে। আমার আর কি কর্ত্তব্য আছে গোল? আজ আমার জগতের সকল কার্য্য শেষ হইয়াছে—সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার অবসান হইয়াছে! সকল সাধ—সকল সাধনার সমাধি হইয়াছে! আজ আমার চক্ষে জগত অন্ধকার! বিশ্ব শূন্য—মহাশূন্য! আমি আর কোন্ আশায় বাঁচিতে চাহিব? যাহার মুখের দিকে চাহিয়া শূন্য বক্ষে বল বাঁধিতাম, বিপদে সান্ত্বনা পাইতাম,—অসময়ে যাহার পরামর্শ—যাহার সাহচর্য্য আমাকে—আমার এই দগ্ধ, জর্জ্জরিত, শতধা বিচূর্ণ হৃদয়কে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিত, হায়, যে আমার কর্ম্ম-জীবনের

তেন। তাঁহার দিল্লী দরবারে প্রবেশাধিকার ছিল না। দানেশমন্দ খানকে তিনি "আগা" অর্থাৎ প্রভু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

—A Vindication of Aurangzib—Page 15.

ধ্রুবতারা, সংসার-তরণীর কর্ণধার ছিল, সেই স্বর্গের দেবী, নন্দনের পারিজাত, বিধাতার অমূল্য দান মহা গরীয়সী নাদিরা বানুকে আজ আমি হারাইয়াছি! আর কি আমার জীবন ধারণে সাধ আছে! এ ছার বিশ্বে আর আমি কোন্ আশায় পড়িয়া থাকিব? কোথায় সেই রাক্ষস-অনুচর জয়সিংহ ও বাহাদুর শাহ্! তুমি তাহাদিগকে খবর দাও—এখনই আসিয়া তাহারা আমাকে বন্দী করুক। আত্মহত্যা মহাপাপ না হইলে কিছুতেই এ অবস্থায় এ ছার জীবন রাখিতাম না।

গোল মোহম্মদ। জনাব, প্রকৃতিস্থ হউন। শোকে দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তিগণই অধীর হইয়া থাকে। হুজুরের তাহা সাজে না। বিপদ-আপদ খোদা-তালাই দিয়া থাকেন, আবার খোদা-তালাই দূর করেন। প্রপিতামহ শাহান্শাহ্ হুমায়ুনের কথা স্মরণ করুন। কি ভাবে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াও অধ্যবসায়-বলে খোদার মেহেরে আবার তিনি সাম্রাজ্য সিংহাসন ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। স্মরণ করুন, সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহামতি বাবর শাহের অতুলনীয় অধ্যবসায়ের কথা! যাহা চিন্তা করিলে মৃত হৃদয়ও সঞ্জীবিত হইয়া উঠে! তাঁহাদের পবিত্র শোণিত হুজুরের শিরায় শিরায় ক্রীড়া করিতেছে! হুজুরের কি শোক-দুঃখে বিহ্বল হওয়া সাজে!

দারা। সাজে না, তাহা বুঝি। কিন্তু এই ক্ষুদ্র প্রাণে—এই রক্ত-মাংসের দেহে আর কত সহ্য হয় গোল মহম্মদ? আজ এই ছয় মাস কাল আহার নাই—নিদ্রা নাই—বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই—এক দণ্ড সুস্থির হইয়া বসিবার উপায় নাই! যেখানেই যাইতেছি, উপেক্ষিত হইতেছি! বিতাড়িত—লাঞ্ছিত—নিগৃহীত হইতেছি! আজ গ্রীষ্মের রৌদ্র, হেমন্তের শীত অকাতরে সহ্য করিতেছি! অনাহারে, অনিদ্রায়, শূন্য মাথায়, পথে পথে, মরুতে মরুতে, জঙ্গলে জঙ্গলে, গহনে গহনে শত

সহস্র কষ্ট সহিয়া শাপগ্রস্তের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। শত শত বন্ধু-বান্ধব—যাহারা আমার একান্ত অনুগত ছিল—আপনার লোক ছিল—তাহারা বিষম গোলার আঘাতে দারুণ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মরুভূর বুকে ছট-ফট করিতে করিতে প্রাণ হারাইয়াছে। আজ আমি হৃদয়-রাজ্ঞী নাদিরা বানুকে হারাইয়াছি। হায় হায়, আমার একমাত্র সান্তনার স্থান—প্রবোধের স্থান—একমাত্র আশ্রয়-স্থান হারাইয়াছি! সেই স্বর্গের পারিজাত, মোগল রাজকুলের গৌরব, বিদুষী, বীর্য্যবতী মহিলা-রত্নকে হারাইয়াছি। আজ আমার কে আছে! হায়, এই বিশাল সংসারে হতভাগ্য দারার আর কে আছে! নিয়তির আঘাত এত তীব্র! ভাগ্যের উপহাস এত কঠোর! বিধাতার বিড়ম্বনা এত মর্ম্মন্তুদ!

একটু স্তব্ধ হইয়া দারা আবার বলিলেন,—"যাও, গোল মোহম্মদ যাও; পঞ্চাশ জন অনুচর সহ আজই লাহোরে যাত্রা কর। তাহার বড় সাধ, অন্তিমের কামনা, শেষ অনুরোধ হিন্দুস্থানের মাটিতে—জননী জন্মভূমির বুকে চির বিশ্রাম লাভ করেন—তাহার সে সাধ পূর্ণ কর। (১) লাহোরে আমার পীর মোর্শেদ হজরত শেখ মঈন মীর কাদেরী সাহেবের সমাধি পার্শ্বে তাহার সমাধি দিও।

গোল মহম্মদ। যো হুকুম হুজুর! কিন্তু হুজুরের আর এখানে বিলম্ব করা ঠিক নহে। অবিলম্বে পারস্য-রাজের আশ্রয় গ্রহণ করুন। আফ্‌গান সর্দ্দারকে তাদৃশ বিশ্বাস করা উচিত বলিয়া মনে হয় না।

দারা। দেখ গোল মোহম্মদ, আমার জীবনে আর কোন মায়া নাই।

---

(১) His (Dara's) wife's last wish had been that her body should be laid in the soil of Hindustan.

—History of Aurangzib.—Page 207

যাহা হইবার হউক ; হাস্যমুখে সব সহ্য করিব। আমি তিন দিন মালিক জিয়ানের আশ্রয়ে থাকিব, ঠিক করিয়াছি।

গোল মোহম্মদ। এরূপ দুঃসময়ে কাহাকেও অধিক বিশ্বাস করা উচিত বলিয়া মনে হয় না।

দারা। না গোল মোহম্মদ, তুমি ঠিক বুঝিতে পার নাই। মালিক জিয়ান কখনই বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না। সে তাহা করিতে পারে না। তাহা তাহার পক্ষে অসম্ভব। তাহার কি পূর্ব্ব কথা কিছুই মনে নাই! তুমি কি ভুলিয়া গিয়াছ, জমিদার মালিক জিয়ান এক সময় কোন একটী অপরাধ করায় মুলতানের সুবাদার তাহাকে শৃঙ্খলিত করিয়া দিল্লীতে প্রেরণ করেন। সম্রাট তাহাকে হস্তী-পদতলে দলিত করিয়া হত্যা করিবার আদেশ দান করেন। মালিক জিয়ানের বন্ধু-বান্ধব ও হিতৈষিগণ আমার জনৈক গোলামকে ধরিয়া বসে ; তাহাকে অনেক-রূপে বুঝাইয়া তাহা দ্বারা মালিক জিয়ানের জীবন রক্ষার জন্য আমার নিকট সুপারিশ করায়। গোলামটী আমার খুব বিশ্বস্ত ও প্রিয় ছিল। সুতরাং তাহার কথা আমি ফেলিতে পারিলাম না। আমি সম্রাটকে বলিয়া মালিক জিয়ানকে মুক্ত করিয়া দিই। শুধু তাহাই নহে, তাহাকে নিজ জমিদারীতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করি। এ সেই মালিক জিয়ান। (১)

---

(১) Years ago this Afghan chief (Malik Jiwan) had offended against the State and been sent by the Governor of Multan, bound in chains. to Delhi, where Shah Jahan had sentenced him to be trampled to death by an elephant. Dara, then at the height of his father's favour, had been interested in the case by one of his servants, and had successfully begged the condemned man's life and liberty from the Emperor.

—History of Aurangzib. II—Page 206.

আমি এতখানি যাহার জন্য করিয়াছি, সে কি আবার আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারে! যাহা হউক, সে মানুষ ত!

একটু নিস্তব্ধ থাকিয়া দারা আবার বলিলেন,—"তুমি এখনি যাও—নাদিরা বানুকে লইয়া লাহোরে যাত্রা কর। মালিক জিয়ানের অনুচর আয়ুব খান আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছে। আমি তাহার সহিত মালিক জিয়ানের নিকট গমন করি। তথায় তিন দিন অপেক্ষা করিয়া পারস্যে যাত্রা করিব।

আর এক কথা,—আমি ইচ্ছা করি না কেহ আমার সঙ্গে বিদেশে গিয়া কষ্ট ভোগ করে। অতএব সকলকে বলিয়া দাও, যাহার যাহার ইচ্ছা স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারে। খোদাই আমার জন্য যথেষ্ট।

মালিক জিয়ানের আশ্রয়ে তিন দিন অবস্থিতির পর দারা কয়েক জন মাত্র অনুচর সমভিব্যাহারে পারস্যাভিমুখে যাত্রা করিতেছিলেন। সহসা তিনি পথে এক দল প্রবল দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হইলেন।

দস্যু-দলপতি অশ্বারোহণে দস্যুদিগকে পরিচালিত করিতেছিল। তাহার দিকে চাহিয়াই দারার মাথা ঘুরিয়া গেল। চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। এ যে স্বয়ং মালিক জিয়ান! অর্থ ও পদ-গৌরব লোভে তাঁহাকে বন্দী করিতে অগ্রসর!

দারা আর অস্ত্র ধরিলেন না। খোদা! খোদা! এই কি দুনিয়া। এ পাপ-পৃথিবীতে মুহূর্ত্তমাত্র থাকিতেও তখন তাঁহার আর ইচ্ছা হইতেছিল না।

সিংহ-শাবকের ন্যায় অমিততেজা সিফির শেকো বিষম বিক্রমে কয়েক জন দস্যুকে নিহত করিলেন। কিন্তু দস্যুগণ সংখ্যায় অনেক বেশী ছিল।

অবিলম্বে দারা ও সিফির শেকো বন্দী অবস্থায় আগ্রায় প্রেরিত হইলেন। (১)

বিংশ পরিচ্ছেদ

যে একান্ত দাম্ভিক—জগতে কাহাকেও ভ্রূক্ষেপ করে না—সেও সময়ের অপ্রতিহত গতিতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। সময় কাহারও মুখের দিকে তাকায় না।

আজ দারা শেকোর দেহ একান্ত দরিদ্র ভিখারীর পরিচ্ছদে আবৃত তাঁহার মস্তকে ধূলি-ধূসরিত পাগড়ী—দেহে কোন আভরণ নাই। একটী ক্ষুদ্র হস্তীর উপরে অনাবৃত অপরিষ্কৃত হাওদায় তিনি উপবিষ্ট; তাঁহার পার্শ্বে তাঁহার চতুর্দ্দশ বৎসর-বয়স্ক পুত্র সিফির শেকো। আহা, বিষাদ বেদনায় বালকের পূর্ণচন্দ্রনিভ উজ্জ্বল বদন-কমল আজ যেন কালিমায় সমাচ্ছন্ন। উভয়ের পদদ্বয় শৃঙ্খলাবদ্ধ। পশ্চাতে কৃতান্ত সদৃশ জল্লাদ উলঙ্গ তরবারি ঊর্দ্ধে উত্থিত করিয়া দণ্ডায়মান! এই বেশে তাঁহাদিগকে

---

(১) Too soon was he to learn the stength of an Afghan's gratitude or faith when opposed to cupidity. On 9th June, when Dara began the march towards the Bolan Pass, the treacherous Jiwan with his wild clansmen surrounded the party captured the rich prize and brought them back to his village.

—History of Aurangzib II.—Page 208.

আগ্রার প্রধান প্রধান রাস্তায় পরিভ্রমণ করান হইল। জগতে সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিসম্পন্ন দিল্লী-সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী, সম্রাট শাহ্‌জাহানের নয়নের মণি দারা শেকোর আজ এ কি দুর্দ্দশা! যে দেখিল, তাহারই নয়ন হইতে অশ্রু-ধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। হৃদয় বিষাদের তীব্র আঘাতে স্তব্ধ হইয়া পড়িল।

সাম্রাজ্যের সর্ব্ব প্রধান কাজীর এজলাসে আজ বিচার-সভা বসিয়াছে। বিচারকগণ গম্ভীরভাবে উপবিষ্ট। দারার বিরুদ্ধে অভিযোগসকল যথাবিধি উত্থাপিত ও প্রমাণিত হইবার পর প্রকাশ্য বিচারে ধর্ম্মদ্রোহিতা অপরাধে তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল।

দানেশ্‌মন্দ খান তাঁহার প্রাণরক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলেন—অনেক হেতুবাদ প্রদর্শন করিলেন; কিন্তু শায়েস্তা খান, মহম্মদ আমিন খান, বাহাদুর খান, হাকিম দাউদ প্রভৃতি সকলেই একবাক্যে রাজ্যের ও ধর্ম্মের নিরাপদতার জন্য দারার মৃত্যুদণ্ডই বাহাল রাখিতে জেদ করিতে লাগিলেন। কাজে কাজেই দারার মৃত্যুদণ্ড বাহাল রহিল।

শুধু রাজপুরী নহে, সমগ্র আগ্রা নগরী আজ বিষাদে আচ্ছন্ন। আজ দারার প্রতি এই ভীষণ মৃত্যু-দণ্ড শ্রবণে যেন প্রকৃতি-প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে! সমীরণের দীর্ঘ নিশ্বাসে জগত উতলা হইয়া উঠিতেছে—পাদপকুল মর্ম্মর করিয়া হতাশভাবে কাঁদিতেছে।

আজ আওরঙ্গজীবও বড় বিষণ্ণ। আজ তাঁহার সহোদর ভাইয়ের প্রাণদণ্ড! যিনি এত দিন তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, আজ তিনি তাঁহার করতল-গত। তাঁহারই ইঙ্গিতে তাঁহার জীবন থাকিতেও পারে, যাইতেও পারে! তাঁহার প্রাণদণ্ডে কি আওরঙ্গজীব সুখ পাইবেন? প্রতিযোগীকে অধীনে রাখিতে পারাতেই আনন্দ। তাহাকে হত্যা করিলে যে একটা শূন্যতা আসিয়া হৃদয় অধিকার করে। আওরঙ্গজীব

তাঁহার নিভৃত কক্ষে আজ বড়ই বিমর্ষ। তাঁহার মহামাননীয়া ভগিনী জাহানারা বেগম সাহেবা তাঁহার নিকট উপস্থিত।

বেগম জাহানারা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"আওরঙ্গজীব, তোমার মনে এই ছিল? আজ জগতপূজ্য মোগল বংশ ধ্বংস করিলে! আমার জহরত আর কাহার দিকে চাহিবে? বালক সিফির আর কাহার মুখের দিকে তাকাইবে?

কঠোর-প্রাণ আওরঙ্গজীবের চক্ষু আজ অশ্রুসিক্ত। তিনি দণ্ডায়মান হইয়া মহামাননীয়া ভগিনীর সংবর্দ্ধনা করিলেন। চক্ষের জল পড়িতে লাগিল।

বেগম জাহানারা কঠোর স্বরে বলিলেন,—"আওরঙ্গজীব, আমার কথার উত্তর দাও; তুমি ধর্ম্মগতপ্রাণ, কোন ধর্ম্ম মতে আজ তুমি এই আত্মীয়-হনন-ব্রত গ্রহণ করিয়াছ?

অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া আওরঙ্গজীব রোরুদ্যমান কণ্ঠে বলিলেন,—"ভগিনি, অনর্থক আমাকে তিরস্কার করিবেন না। ঘটনা-চক্র যে ভক্ষে ঘুরিয়া আসিতেছে, তাহাতে আমার হাত নাই।"

বেগম জাহানারা। কি বলিলে? তুমিই ত সমস্ত করিতেছ; আবার তোমার হাত নাই কিরূপে? তুমিই ত আজ তোমার ভ্রাতৃগণের একে একে সর্ব্বনাশ করিতেছ!

আওরঙ্গজীব। ক্ষমা করিবেন। খোদা জানেন, আমি আমার ভ্রাতৃগণের প্রতি আমার কর্ত্তব্য প্রাণপণে করিয়াছি। সুজা ও মুরাদের সহিত আমি বন্ধুভাবে থাকিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু তাঁহারাই প্রতিনিয়ত অহেতু আমার বিরুদ্ধাচার করিয়াছেন—বিদ্রোহ করিয়াছেন। তাঁহাদের ও আমার কার্য্যসমূহ সূক্ষ্মভাবে বিচার করুন, এ কথা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। আজ সমস্ত

পুরাতন কথা স্মরণ করুন। বলুন, আমি এমন কি কার্য্য করিয়াছিলাম, যে জন্য সুজা বা মুরাদ আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইতে—আমাকে অবিশ্বাস করিতে—আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে পারিতেন। আমি ক্রমাগত তাঁহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়াছি—আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া চলিয়াছি—তাহা সত্বেও তাঁহারা আমার প্রাণের অরি হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। আমার ত°আত্মরক্ষা করা আবশ্যক। আজ সমস্ত পুরাতন কথা স্মরণ করুন। মাননীয়া ভগিনি, শোকে অভিভূতা হইয়া আমাকে অহেতু নিন্দা করিবেন না। দারাকে হত্যা করা আমার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু কাজীগণের বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইয়াছে। সে দণ্ডাজ্ঞা আমি কি রূপে রহিত করিতে পারি ?

বেগম জাহানারা। আমি জানি, মুরাদ ও সুজা তোমার সহিত যথেষ্ট অসদ্ব্যবহার করিয়াছে। তজ্জন্য তুমি বাধ্য হইয়াই তাহাদের সহিত তাদৃশ ব্যবহার করিয়াছ। দারার বিচারও যে অন্যায় হইয়াছে, তাহা বলিতেছি না। (১) কিন্তু আমি তোমার নিকটে তাহার প্রাণ-ভিক্ষা চাহিতেছি। জীবনে কখনও তোমার নিকটে কিছুই চাহি নাই। আজ আমার এই প্রার্থনাটী পূরণ কর আওরঙ্গজীব।

আওরঙ্গজীব। অসম্ভব! মাননীয়া ভগিনি, তাহা অসম্ভব! প্রকাশ্য শরার বিচারে যাহা স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহার অন্যথাচরণ করিবার আমার কোনই অধিকার নাই। জানিবেন, আমি ধর্ম্ম ও রাজ্যের প্রতিভূ মাত্র, আমার ব্যক্তিগত মত অনুসারে চলিবার আমার সাধ্য নাই।

---

(১) The punnishment of apostates by death was a generally accepted law of Islam. In all the books of law, written before Aurangzib's time, this punishment for apostates is recorded.

—A Vindication of Aurangzib.—Page 100.

বেগম জাহানারা। নিষ্ঠুর, জানি না কোন্ উপকরণে তোমার হৃদয় গঠিত! এই কচি বালিকার মুখের দিকে—আহা, স্বর্গের প্রতিমা বালক সিফিরের দিকে—সেই মহা মাননীয় সম্রাট শাহান্‌শাহের অশ্রু-সিক্ত কাতর নয়নের দিকে তুমি একবারও ফিরিয়া চাহিবে না! এ কেমন ধর্ম্ম আওরঙ্গজীব!

আওরঙ্গজীব। মাননীয়া ভগিনি, বান্দার গোস্তাখী মার্জ্জনা করিবেন। জগত বড় কঠোর—মানবের কর্ত্তব্য বড় কঠোর—সম্রাট-গণের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর—বুঝি তাহা বজ্রের কঠোরতাকেও পরাস্ত করে। জগতের দিকে চাহিয়া দেখুন,—একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে প্রকৃতির কার্য্য-প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করুন, দেখিবেন ইহার প্রত্যেক অঙ্গে কোমলতা ও কঠোরতা কেমন ওতপ্রোত ভাবে মিশিয়া আছে। যে সুস্নিগ্ধ মলয়-মারুত-হিল্লোলে জগতবক্ষ স্বর্গীয় অমিয়-ধারায় অভিষিক্ত হইয়া যায়, সময়ান্তরে তাহারই প্রচণ্ড প্রবাহে বিশালকায় মহী-রুহও মানবের আবাস-গৃহসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতে থাকে; অসংখ্য প্রাণী অকালে শমন-সদনে প্রেরিত হয়। যে জীবগণের সদাপ্রফুল্ল গতি-বিধি ও কার্য্যপ্রণালী সন্দর্শনে মনে বিমল আনন্দের উৎপত্তি হয়, তাহারাই আবার প্রতিনিয়ত একে অন্যের হত্যা সাধনে নিরত। কোমলতার আশে-পাশে কোথায় কঠোরতা নাই? স্বয়ং খোদা-তালা কোমলতা ও কঠোরতার আদর্শ। এক দিকে তাঁহার স্নেহের দানে জগত প্রতিপালিত, তাঁহার মধুর পেলব-স্পর্শে বিশ্বের অঙ্গে অঙ্গে প্রেম-শিহরণ জাগিয়া উঠিতেছে, চাঁদিমা হাসিতেছে, মলয়া নাচিতেছে, বিহঙ্গমকুল গাহিতেছে, কাননে কাননে ক্রীড়াচটুল কুরঙ্গ-কুল স্ফূর্ত্তির উদ্দাম উচ্ছ্বাসে নাচিয়া নাচিয়া ছুটিতেছে, সামান্য কীটানু পর্য্যন্ত তাহার মুহূর্ত্তব্যাপী জীবনকে মধুময় করিয়া তুলিয়াছে; সর্ব্বত্রই

যেন কি এক আনন্দোচ্ছ্বাস মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে! আবার অন্য দিকে তাঁহারই বজ্র-কঠোর কটাক্ষে নিখিল জগত কাঁপিয়া উঠিতেছে—গিরি-উপত্যকা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে—মুহূর্ত্ত মধ্যে এক এক ব্রহ্মাণ্ড লণ্ড ভণ্ড—মহা প্রলয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে! এক দিকে তাঁহার প্রসন্নতার স্বর্গ মধুর উজ্জ্বল বেশে হাসিতেছে, অন্য দিকে প্রচণ্ড নরক তাঁহারই রুদ্ররোষ-রূপ তীব্র অনলের লেলিহান জিহ্বা লইয়া গর্জ্জিতেছে! মাননীয়া ভগিনি,—চাহিয়া দেখুন, জগতের চারিকেই এই কোমলতা ও কঠোরতা। স্বয়ং খোদা-তালা যেমন প্রেমময়, তেমনি তীব্রতম শাস্তি-দাতা—যেমন "গফুরোর্ রহিম" তেমনি "জব্বার—কাহ্হার।" (১) মানবাত্মা স্বয়ং খোদা-তালার অক্ষয় অতুলনীয় জ্যোতির্ম্ময় প্রতিবিম্ব—মোমিনের হৃদয়ই তাঁহার "আরশ"। (২) সেই মানবের উচিত, সে সর্ব্বতোভাবে খোদা-তালার গুণসমুহে গুণান্বিত হইতে চেষ্টা করে। (৩) খোদা-তালা অনন্ত, সুতরাং তাঁহার গুণসমূহও অনন্ত। তাঁহার গুণাবলীর সহিত সান্ত মানবের গুণাবলীর তুলনাই হইতে পারে না। যেমন মুকুরে প্রতিফলিত সূর্য্যের প্রতিবিম্বে ঠিক সূর্য্যেরই স্বরূপ পাওয়া যায়,—তাহাতে কিরণ আছে, ঔজ্জ্বল্য আছে, নয়ন-ঝলসী দীপ্তি আছে, অথচ সেখানে প্রকৃত সূর্য্য নাই, সেইরূপ মানবের আত্মার মধ্যেও খোদা-তালার সমস্ত গুণ অলক্ষিত ভাবে বিদ্যমান আছে, কিন্তু তাহাতে সেই অসীমতার গরিমা নাই—পবিত্রতার মহিমা নাই—স্বয়ং খোদা-

(১) গফুরোর রহিম—ক্ষমাশীল ও দয়ালু। জব্বার—মহা প্রতাপশালী। কাহ্হার—ধ্বংসকারী। এগুলি খোদা-তালার গুণব্যঞ্জক নাম।

(২) "কুলবুল্ মুমেনিনা আর্শেল্লা।"—কোরাণ শরিফ।

(৩) "তাখাল্লাকুবে আখ্লাকেল্লাহে"—খোদা-তালার স্বভাবে স্বভাবান্বিতা হও।—কোরাণ শরিফ। এই আয়েতের মর্ম্ম লইয়া মৌলনা ফরিদুদ্দীন আত্তার (আ) সাহেব লিখিয়াছেন,—"দর সেফাত হায়ে খোদা মওসুফ্ বাশ্"

তালা বা তাহার কোনই অংশ নাই। জগতের আবিলতায় যখন হৃদয়-দর্পণ মসি-মলিন হইয়া পড়ে, তখন তাহাতে আর সে জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি খেলে না—জড়ত্বের কালিমায় তাহা আচ্ছন্ন হইয়া যায়। মানবের উচিত তাহার হৃদয়-দর্পণ সর্ব্বদা পরিষ্কার ও স্বচ্ছ রাখে, যাহাতে তাহার মধ্যে ঐশ্বরিক মহিমা প্রতিনিয়ত মধুর উজ্জ্বল বেশে প্রতিবিম্বিত থাকিতে পারে। যখন মানব পূর্ণতা (কামালিয়ত) লাভ করে, তখন ঐশ্বরিক গুণসমূহে সে গুণান্বিত হইয়া উঠে। তখন জগতের যাবতীয় কঠোরতা ও কোমলতার একটা সামঞ্জস্য সমাধান তাহার নিকট সহজ হইয়া আসে। সে সর্ব্বত্রই বিধাতার মঙ্গলময় হস্তের করুণ ইঙ্গিত অনুভব করিয়া সেই প্রেমময়ের প্রেমে আরও বিগলিত হইয়া পড়ে। জগতের পরিবর্ত্তনের কোন তরঙ্গ তাহার হৃদয়কে আর অভিভূত করিতে পারে না। প্রিয় ভগিনি, আমরা দুর্ব্বল-চরিত্র, তাই অনেক সময় কর্ত্তব্য করিতে পশ্চাৎপদ হই। দয়া-মমতা আমাদিগকে কঠোর কর্ত্তব্য সম্পাদনে বাধা দেয়। জানিবেন, যে দয়া-মায়া কর্ত্তব্যের অন্তরায়, তাহা দুর্ব্বলতা। কর্ত্তব্যময় হইয়া থাকাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। বিশেষতঃ বাদশাগণ খোদা-তালার ছায়াস্বরূপ। (১) তাঁহাদিগকে সর্ব্ব প্রকার দুর্ব্বলতা ও সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করিতে হইবে। কোটি কোটি লোকের ধর্ম্মাধর্ম্ম,—শুভাশুভ,—ভবিষ্যৎ যাঁহার উপর নির্ভর করে, তাঁহাকে কতখানি কঠোর হওয়া উচিত একবার ভাবিয়া দেখুন। নিশ্চয় জানিবেন, তাঁহার এক বিন্দু পদ-স্খলনে কোটি কোটি ব্যক্তির পতন—ধ্বংস অনিবার্য্য হইয়া উঠিতে পারে। তাঁহার অন্য কোন দিকে লক্ষ্য করা উচিত নহে। এক সেই খোদা-তালার দিকে চাহিয়া পবিত্র বিবেকের পরামর্শ মত তাঁহার সমস্ত কার্য্য করা উচিত।

(১) হাদিস্ শরীফ।

বিশ্বের কল-কোলাহলে—প্রশংসা-নিন্দার তরঙ্গাঘাতে তাঁহাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলে চলিবে না।

আমি জানি, জগতে কেহই বিশ্বাস করিবে না সহোদর দারার প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞায় আমার মন কত খানি বিষাদের আঘাতে দমিয়া পড়িয়াছে—এ হৃদয়ে কি দাব-দাহন জ্বলিয়াছে! আমি কি মানুষ নই! এ হৃদয় কি রক্ত-মাংসে গঠিত নহে? বাবা সিফির, তাহার কথা আমি ভুলিব না—সে যেমন তাহার পিতার ক্রোড়ে স্থান পাইত, সেইরূপ আমারই এই ক্রোড়ে স্থান পাইবে। (১) জগত! আজ আমার দিকে চাহিয়া দেখ,—আজ আমি অক্ষম হইতে অক্ষম—দুর্ভাগ্য হইতে দুর্ভাগ্য! যাহার প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, তাহার দণ্ডাজ্ঞা-পত্রে আমাকেই স্বাক্ষর করিতে হইয়াছে—রাজকীয় কর্ত্তব্যে বাধ্য হইয়া করিতে হইয়াছে!

একটু স্তব্ধ হইয়া আওরঙ্গজীব আবার বলিলেন,—"পিতা আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন তাহা জানি; খোদা-তালার দিকে চাহিয়া আমি এ অসন্তোষ আপাততঃ গ্রাহ্য করিতে পারিতেছি না। কিন্তু জানিবেন, এ দাস তাঁহারই চরণের ধূলি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। তাঁহার প্রতি আমার কর্ত্তব্য আমি কখনই ভুলিব না। শোকের আঘাতে তিনি এখন মুহ্যমান; কিন্তু খোদার মর্জ্জি হয় ত এমন একদিন আসিবে দেখিবেন, যে দিন তিনি আমার প্রকৃত মনের উদ্দেশ্য ও আচরণ বুঝিতে

(১) Two daughters of Aurangzib were given in marriage to the prisoners. One was allotted to the younger son of Dara (Siphir Shakoh) and a similar consolation was awarded to the son of Murad Bakhsh. It seemed that old sores did not rankle with these complaisant birdegrooms.

—Aurangzib by S. L. Pool—Page 59.

পারিবেন। সে দিন তিনি নিশ্চয়ই আমার উপর সন্তুষ্ট হইবেন; আমার যাবতীয় অপরাধ ও বেয়াদবী ক্ষমা করিবেন—আমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। (১)

বেগম জাহানারা। তুমি ত অনেক গুরুতর গুরুতর অপরাধে অপরাধিগণকে ক্ষমা করিয়া থাক। স্বয়ং খোদা-তালাও ক্ষমাময়; মানবের এত পাপ করিবার সাধ্য নাই, যাহা তিনি ক্ষমা করিতে পারেন না। এ ক্ষেত্রে ইঁহার অপরাধ তুমি কি একবার ক্ষমা করিতে পার না?

আওরঙ্গজীব। না, তাহা হয় না ভগিনি;—তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। খোদা-তালা ইচ্ছা করিলে জগতের সমস্ত পাপীদিগকেই ক্ষমা করিতে পারেন, কিন্তু মানুষ তাহা পারে না। তাহা হইলে পবিত্র আইনের সম্মান থাকে না—জন-সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে—জগতের শান্তি নষ্ট হয়। আসামী ক্ষমা চাহিলেই যদি দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইত, সুপারিশ দ্বারা যদি আইনসঙ্গত দণ্ড রদ হইতে পারিত, তাহা হইলে জগতে বিচার-আচারের আবশ্যকতা থাকিত না। আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন যে, দারা যে সমস্ত অপরাধ করিয়াছেন, সেই সেই অপরাধে

(১) Shah Jahan became gradually more reconciled to his captivity, and Aurangzib did all that was possible to mitigate his distress. He was allowed every enjoyment that his sensuous nature demanded; loaded with presents, and supplied with such amusements as most entertained him. Bernier, who disliked Aurangzib, says that the indulgence and respect he showed to his captive father were exemplary. He consulted him like an oracle, and there was nothing he would not give him, except liberty......The father bestowed his blessings and forgiveness on the son.

—Aurangzib by S. L. Pool.—Page 53.

প্রাণদণ্ডই একমাত্র দণ্ড। 'শরিয়তে'র বিধানানুসারে নির্দ্ধারিত শাস্তি যদি কঠোরভাবে না দেওয়া হয়, তাহা হইলে ইস্লাম একান্ত দুর্ব্বল ও মৃতকল্প হইয়া পড়িবে। আজও নামাজ না পড়িলে, মদ খাইলে, ব্যভিচার করিলে, কাফেরী কোন কথা বলিলে বা কার্য্য করিলে যথোপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হয়, তাই দীন ইস্লাম এখনো ঠিক আছে। খোদা না করুন, যদি ভারতে কখন এমন দিন আসে যে, এইসমস্ত কল্যাণপ্রদ প্রথা উঠিয়া যায়, তখন দেখিবেন, ইস্লাম নামে-মাত্র থাকিবে।

আমিও ক্ষমা করিয়া থাকি, কিন্তু সে অবস্থা বুঝিয়া—ক্ষেত্র বুঝিয়া। এই দেখুন, যশোবন্ত সিংহ আমার সহিত কিরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিল, তথাপি তাহাকে ক্ষমা করিয়াছি; এমন কি গুজরাটের সুবাদারী দিয়াছি। কিন্তু জানিবেন, সাধারণ লোকের অপরাধ আর শাহী বংশের কাহারও অপরাধ সমান নহে। শাহী বংশের কাহারও চরিত্রের দুর্ব্বলতায় সমগ্র দেশব্যাপী অশান্তি, সমাজেরও জন-সাধারণের সর্ব্বনাশ সাধিত হইতে পারে, সহস্র সহস্র ব্যক্তি প্রাণ হারাইতে পারে। সুতরাং তাঁহার শাস্তিও কঠোরতম হওয়া আবশ্যক। এমন কি আমার প্রিয়তম পুত্র মোহম্মদ সুলতানও যদি তাদৃশ কোন অপরাধ করে, সে আমার নিকটে কখনই ক্ষমা লাভ করিতে পারিবে না।" (১)

একটু নিস্তব্ধ হইয়া আবার বলিলেন,—"আপনি কি মনে করেন,

(১) বঙ্গদেশে মোহম্মদ সুজার সহিত যুদ্ধ-কালে আওরঙ্গজীবের জ্যেষ্ঠ পুত্র মোহম্মদ সুলতান সম্রাট-পক্ষ ত্যাগ করিয়া গোপনে তাঁহার পিতৃব্যের সহিত মিলিত হন। তাঁহার পিতৃব্য-কন্যার সহিত মোহম্মদ সুলতানের বিবাহ-সম্বন্ধ বহুদিন পূর্ব্বে স্থির ছিল; বর্ত্তমানে এই সমস্ত যুদ্ধের কারণে সে আশা সুদূর-পরাহত হইয়া পড়ে। এক দিন সুজার কন্যা মোহম্মদ সুলতানের নিকট একখানি পত্র লিখেন; এই পত্রে সম্রাটের অত্যাচারে তাঁহাদের দুঃখ-দুর্দ্দশার কাহিনীর উল্লেখ করিয়া তিনি নিতান্ত মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় তাঁহাদের পুরাতন ভালবাসার প্রসঙ্গ তুলিয়া একান্ত কাতরভাবে

এ হৃদয় নিরেট পাষাণ—উষর মরুভূমি, দয়া-মায়ার লেশ মাত্র নাই! খোদা জানেন, কি কঠোর কর্ত্তব্যের বর্ম্মে এ হৃদয়কে অভেদ্য করিয়া তুলিতে হইয়াছে। রাজকার্য্য বড় কঠোর। বিবেচনা করুন, শাহী আদেশে কত লোককে কি হস্তীর পদতলে নিষ্পেষিত করিয়া হত্যা করা হয় না? অতীতের কথা স্মরণ করুন, প্রপিতামহ আকবর স্বর্গের অস্ফুটন্ত পারিজাত আনার কলিকে কি নির্ম্মম হৃদয়ে জীবন্ত প্রথিত করিয়াছিলেন! স্বীয় পুত্রের মর্ম্মান্তিক মনোকষ্টের দিকে ভ্রূক্ষেপও করেন নাই। করুণাসাগর মহানহৃদয় সম্রাট হুমায়ুন আপন ভ্রাতা কামরানকে অন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সুলতান মাহমুদ ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য অন্ধকারে স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র জানিয়াও অপরাধীর শিরে তরবারি আঘাত করিয়াছিলেন। হজরত ওমর এবং অন্য কোন কোন সম্রাট বা বিচারক এক মাত্র পুত্রকেও আবশ্যক ক্ষেত্রে 'শরা'র বিচারে হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ধর্ম্মগত-প্রাণ মহাত্মা অশোক কর্ত্তব্যবাধ্য হইয়া নিজ বংশীয় অধিকাংশ ব্যক্তি-কেই হত্যা করিয়াছিলেন। (১) রাজ্য-শাসনের সঙ্গে দয়া-মায়ার

প্রণয় নিবেদন করেন। মোহম্মদ সুলতান তখনও তাহাকে মর্ম্মে মর্ম্মে ভালবাসিতেন। প্রথম-যৌবনের উদ্দাম প্রেমোচ্ছাসের প্রবল আবেগ তিনি আর রোধ করিতে পারিলেন না। মুহূর্ত্তের জন্য উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া সমস্ত কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইলেন। নিশিথে গোপনে পিতৃব্যের পক্ষে যোগ দিলেন। এই অপরাধে তাঁহাকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় দিল্লীতে প্রেরিত হইতে এবং গোয়ালিয়রের কঠোর দুর্গে আজীবন অনুতপ্ত অবস্থায় অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল। তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ, চরিত্রবান ও রণদক্ষ ব্যক্তি যদি আওরঙ্গজীবের উত্তরাধিকারী হইতে পারিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাস অন্যরূপ হইতে পারিত।

(১) Upon his accession, he (Asoka) put most of the royal family to death. —A short History of the Indian people by A. C. Mukherjee.—Page 28.

আওরঙ্গজীবের সমসাময়িক নবাব মুর্শিদ কুলি খান দক্ষিণাপথে কার্য্য করি-

সামঞ্জস্য বিধান অনেক সময়ই অসম্ভব হইয়া পড়ে। যাহার হৃদয় মমতায় মাখান, যে কর্ত্তব্যে শিথিলহস্ত, তাহার রাজ-কার্য্য সাজে না—বিচার-কার্য্য সাজে না—জগতে বাস করা সাজে না! বিচারককে অনেক সময় প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতে হয়। জগতে বাস করিতে গেলেই অন্য প্রাণী হত্যা করিতে হয়। অলক্ষ্যে আমরা কোন রূপেই জীবহত্যা না করিয়া পারি না। হত্যা জগতের একটী অতি সাধারণ নিয়ম; ইহা যাহারা ভুলিয়া যায়, তাহারা পথভ্রান্তদিগের অন্তর্ভুক্ত। আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা খোদা-তালার বান্দা, খোদার হুকুম মত চলিব। তাঁহার আদেশ-ইঙ্গিত মত নরহত্যা করিলেও দোষ নাই, বরং তাহা কঠোর কর্ত্তব্য। কিন্তু বিনা কারণে একটী কীটাণুকে কষ্ট দিলে বা একটী বৃক্ষ-পত্র ছিন্ন করিলেও তাহা অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হইবে।

ভগিনি! অধীর হইবেন না। খোদা-তালার উপরে ও তাঁহার বিধানে আত্মসমর্পণ করুন। আর দোয়া করুন, যেন তিনি আমার বিবেককে তাঁহার পথে স্থির রাখেন।

বার সময়ে বিষম অপরাধের নিমিত্ত 'শরা'র নির্দ্দেশ মতে শাস্তি বিধান করিয়া স্বীয় একমাত্র পুত্রের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন।

—কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস—৬৮ পৃষ্ঠা।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

অনেক ক্ষণ হইল সন্ধ্যা হইয়াছে; প্রকৃতি বিষাদের কৃষ্ণ বসন পরিয়া যেন হতাশ-অবসন্ন হৃদয়ে পড়িয়া আছে। সমীরণ ভয়ে ভয়ে নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে এ দিকে ও দিকে উঁকি মারিতেছে। ঝিল্লীগুলি প্রাণের অব্যক্ত বেদনা করুণ স্বরে ঝিঁঝিট রাগিণীতে গাহিয়া গাহিয়া চারি দিকে যেন কি এক আকুল ক্রন্দন জাগাইয়া তুলিয়াছে—তরু-লতা যেন শোকে স্তব্ধ হইয়া আছে।

একটী ক্ষুদ্র কারা-কক্ষের এক প্রান্তে একটী প্রদীপ মিটি মিটি জ্বলিতেছে। তাহার দ্বারে সুদৃঢ় তালা আবদ্ধ। বাহিরে কঠোর পাহারা; কাহার সাধ্য সে দিকে তিলমাত্র অগ্রসর হয়? সেই বিষাদ-ময় কারাগারে আজ দারা শেকো তাঁহার প্রিয়তম পুত্র সিফির শেকোর সহিত মৃত্যু-দণ্ডের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। আজ দারা শেকোর সম্মুখ হইতে জগত যেন একখানি মনোমদ ছবির ন্যায় ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতেছিল। সহস্র সহস্র চিন্তা তাঁহার মনে উঠিতেছিল পড়িতেছিল।—হায়, এই কি জগতের নিয়ম! আমি যে এক দিন দিল্লীর বাদশা হইব এ সম্বন্ধে কে সন্দেহ করিতে পারিত? নিখিল ভারত এক দিন যাঁহার চরণে অবনত হইত, আজ তিনি নিজের জীবন রক্ষা করিতেও অসমর্থ। আজিও আমার স্নেহাধার পিতা নীরবে কারাগারে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি কি তাঁহার হতভাগ্য সন্তা-নের এই শোচনীয় পরিণামের বিষয় অবগত আছেন? অবগত থাকিলেও বা তিনি কি করিতে পারেন? তাঁহার কি ক্ষমতা আছে? তিনি এই হতভাগ্যের জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া অন্ধ হইবেন, তাহা ছাড়া

আর তাঁহার কি ক্ষমতা আছে ? হায়, একান্ত আক্ষেপ—সহস্র আক্ষেপ ! মৃত্যুকালে একবার তাঁহার চরণযুগল দর্শন করিবারও সৌভাগ্য হইল না। একবার যদি তাঁহাকে পাইতাম, চরণ ধরিয়া ক্ষমা চাহিতাম। বলিতাম, —পিতঃ ! আমি আপনার স্নেহ লাভের একান্ত অযোগ্য, আমি আপনার আদেশ অমান্য করিয়া জাহান্নামের পথে চলিয়াছি। আমাকে ক্ষমা করুন। আমার কল্যাণের জন্য দোয়া করুন।

হায় সোলেমান, তুমি আজ কোথায় ? তোমার হতভাগ্য পিতা আজ তোমাকে ছাড়িয়া অনন্ত পথে যাত্রা করিতেছে। খোদা-তালার হাতে তোমাকে সমর্পণ করিলাম, তিনি তোমাকে রক্ষা করুন।

বলিতে বলিতে দারা শেকো নয়ন-জলে আপ্লুত হইতে লাগিলেন—তাঁহার কণ্ঠ শোকাবেগে রুদ্ধ হইয়া আসিল। তিনি পশ্চিমাভিমুখে অবনতজানু হইয়া বসিয়া যুক্তকরে উর্দ্ধ দিকে চাহিয়া মনে মনে কাতরভাবে বলিলেন,—"দয়াময় খোদা-তালা, হে অন্তিমের সহায় রহিম রহমান। একবার এ দাসের প্রতি করুণা-কটাক্ষ পাত কর। সে জীবনে কখনও তোমাকে প্রাণ ভরিয়া ডাকে নাই—আজ তাহার এ অন্তিম নিবেদন শ্রবণ কর। আমি তোমাকে ভুলিয়া, তোমার পথ ছাড়িয়া, তোমার মনোনীত দীন ইস্‌লাম ছাড়িয়া, "খাতেমুন্নাবিয়িন, রহমতুল্লিল আলামিন" রসুলে মকবুলের (১) নির্দ্দেশিত সেরাতল মোস্তাকীম (২) ছাড়িয়া দিক্‌ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় অনন্ত ধ্বংসের দিকে

---

(১) খাতেমুন্নাবিয়িন—শেষ নবী। রহমতুল্লিল আলামিন—উভয় জগতে অনুগ্রহ স্বরূপ। রসুলে মকবুল—ঈশ্বরের মনোনীত প্রেরিত মহাপুরুষ। এ গুলি হজরত মোহম্মদের (দঃ) গুণ-ব্যঞ্জক শব্দ।

(২) সেরাতল মোস্তাকীম—সোজা পথ, খোদা-তালার নিকটে যাইবার সরল পথ।

চলিতেছিলাম। তোমার বজ্রকঠোর কশাঘাত আমাকে ফিরাইয়াছে। আমার সমস্ত সুখ-সৌভাগ্যের বিনিময়ে—আমার জীবনের বিনিময়ে আমি আবার ইমান পাইয়াছি। তুমি আমার সেই ইমান জীবন্ত ও জাগ্রত করিয়া তোল। অন্তরে ঐশী শক্তি বলবতী কর। আজ আমার সম্মুখে যে করাল অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে, তোমার জ্যোতিতে তাহা জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তোল! আমার অনন্ত পথে তুমি সহায় হও। স্নেহের সহিত এ দুর্ব্বল হস্ত ধারণ কর। এ হৃদয় হইতে মৃত্যু-বিভীষিকা দূর কর। আজ আমি জগতের চক্ষে কাফের হইয়া মরিতেছি—দয়াময়, হাশরের দিনে আমাকে মোমেন-রূপে উত্থিত করিও!”

সহসা নিষ্কোষিত তরবারি হস্তে কৃতান্তের অনুচর স্বরূপ ভীমমূর্ত্তি জল্লাদগণ কারাকক্ষে প্রবিষ্ট হইল। বালক সিফির উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে পিতাকে দুই হস্তে দৃঢ়রূপে জড়াইয়া ধরিল। দারাও তাহাকে দৃঢ়রূপে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন।

জল্লাদ সিফিরকে কক্ষ হইতে বাহির হইতে আদেশ করিল। সিফির অধীর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কেবল কাঁদিতে লাগিল—দারাও কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রার্থনা করিলেন,—ইহাকে আমার অন্তিম মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমার নিকটে থাকিতে দাও; অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার এই শেষ প্রার্থনাটী পূর্ণ কর। হায়, জল্লাদ কঠোরভাবে উত্তর করিল,—“আমরা তোমার কোন কথা শুনিতে প্রস্তুত নহি—আমরা সম্রাটের ভৃত্য, শুধু তাঁহারই কথা শুনিতে আমরা বাধ্য। সিফির দারার পদযুগল দৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়া ধরিয়া উচ্চৈঃ-স্বরে কাঁদিতে লাগিল। হায়, জল্লাদগণ জোর করিয়া তাহাকে ছিনাইয়া দূরে লইয়া গেল। বালকের ক্রন্দনে আকাশ মুখরিত হইতে লাগিল,—বুঝি খোদার ‘আরশ’ কাঁপিয়া উঠিল।

তার পর? তার পর আর কি? চক্ষের পলকে সব শেষ হইল। দারা শেকোর রক্তাক্ত দেহ শরিয়তের ব্যবস্থা অনুসারে গোসল, কাফন ও জানাজা ব্যতীত সমাহিত করা হইল। (১)

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

আজ সম্রাট মহীউদ্দীন মোহম্মদ আওরঙ্গজীবের রাজ্যাভিষেকের মহা সমারোহ। সমগ্র ভারত ব্যাপিয়া উৎসবের মহাধুম পড়িয়া গিয়াছে।

যাঁহারা আওরঙ্গজীবের প্রতিযোগী ছিলেন, একে একে তাঁহাদের সকলেরই পতন হইয়াছে। আজ দারার শক্তি বিধ্বস্ত, সুজা ক্রমাগত সমরাভিনয়ে শ্রান্ত-ক্লান্ত—অবসন্ন; তাঁহার রাজশক্তি লুপ্তপ্রায়। মুরাদ গোয়ালিয়রের কারাগারে আবদ্ধ। নিখিল ভারতে আর কে আছে যে, মহাপরাক্রান্ত আওরঙ্গজীবের সমক্ষে দাঁড়াইতে সাহস পায়?

মহানগরী দিল্লীতে অনেকবার রাজ্যাভিষেক-উৎসব হইয়াছে, কিন্তু

---

(১) গোসল—স্নান; কাফন—শব-বস্ত্র; জানাজা—মৃত ব্যক্তির আত্মার মুক্তির জন্য বিশেষ নামাজ।

ইস্‌লামের বিধান-শাস্ত্রকে 'শরিয়ত' বলে। দারা শরিয়তের বিচারে কাফের বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছিলেন, এই জন্য মুসলমানোচিত অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া তাঁহার হয় নাই।

অনেকে মনে করেন কাফের একটী গালিবিশেষ; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে। ইহা শরিয়তের একটী পারিভাষিক শব্দ। কোন কোন কার্য্য বা অনুষ্ঠান দ্বারা মানব কাফের বলিয়া বিবেচিত হয়। যদি কেহ এমন কোন কথা বলে বা কার্য্য করে, যাহা দ্বারা একেশ্বর-বাদিতার হানি হয়, বা খোদা-তালা সম্বন্ধীয় ধারণা বিকৃত হইয়া পড়ে, কিম্বা যাহা দ্বারা কোরান শরিফকে বা হজরত মোহম্মদকে (দঃ) উপেক্ষা করিবার ভাব প্রকাশ পায়, তাহা হইলে সে 'কাফের' বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য।

কাফের সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ "মোদাতল মসায়েল" দ্বিতীয় ভাগে দ্রষ্টব্য।

এমন কখনও হয় নাই। সম্রাট শাহ্‌জাহান সাজ-সজ্জায় ও আড়ম্বরে অদ্বিতীয় ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন মোগল-দরবারের শোভা-সৌন্দর্য্য এত অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় নাই। তখন জগত-রত্ন কোহিনূরের অতুলনীয় প্রভায় শাহী মুকুট সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে নাই। ভুবনবিখ্যাত ময়ুর-সিংহাসনের বিবিধ রত্নসম্ভারের বিচিত্র ঝলকে তখনও মোগলের মহান দরবার প্রতিভাত হইয়া উঠিত না। আওরঙ্গজীব যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন রাজকোষে জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিসম্পন্ন মোগল সাম্রাজ্যের অতুল বিভব ও মণি-মাণিক্য আসিয়া জমা হইয়াছিল। রাজকোষের সেরূপ সমৃদ্ধ অবস্থা পূর্ব্বে কখনও হয় নাই।

৫ই জুন, প্রাতঃকাল। বিবিধ জাঁক-জমকে সুসজ্জিত বিরাট বাদ-শাহী শোভা-যাত্রা খিজিরাবাদ তোরণ-দ্বার হইতে বাহির হইল। সর্ব্ব প্রথমে উত্তুঙ্গ মাতঙ্গযুথের উপরে সংস্থাপিত জয়ঢাক, দুন্দুভি, বাঁশরী, নাকারা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র গম্ভীর নিনাদে আকাশ পাতাল মুখরিত করিয়া নবীন সম্রাটের মহান মহিমা চারিদিকে ঘোষণা করিতেছিল। তারপর বিরাট মাতঙ্গযূথ যেন ধরিত্রী প্রকম্পিত করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহাদের অঙ্গে কি বিচিত্র সজ্জা! বিবিধ মণি মাণিক্য-ঝলকে চারিদিক যেন সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। প্রত্যেকের গলে সুদৃশ্য সুবর্ণ-ঘণ্টা; সূক্ষ্ম কারুকার্য্যখচিত সুবর্ণ শৃঙ্খল তাহাদের অঙ্গে দুলিতেছিল। বিচিত্র কৌষেয় বসনে তাহাদের দেহ আবৃত। প্রত্যেকের পৃষ্ঠে অর্দ্ধচন্দ্রখচিত মোস্‌লেমের উন্নত পতাকা সগর্ব্বে হেলিয়া দুলিয়া নাচিতেছিল। সে কি বিচিত্র গম্ভীর দৃশ্য! তার পর আরব ও পারস্যের মহা তেজস্বী বিরাটবপু তুরঙ্গমযূথ। তাহাদের রশ্মি স্বর্ণ-মণ্ডিত, সর্ব্বাঙ্গে বিচিত্র আভরণ। তার পর পদাতিক সৈন্যদল সুদৃশ্য

বর্ম্মে মনোহর শিরস্ত্রাণে সুসজ্জিত। প্রত্যেকের স্কন্ধে বন্দুক কি বিচিত্র ভঙ্গীতে শোভা পাইতেছে! সাগরের গম্ভীর তরঙ্গ-ভঙ্গীর ন্যায় সেই বিপুল অনীকিনীর গর্ব্বান্বিত দোলায়মান অগ্রগমন কত মনোহর! কত গম্ভীর ভাব-ব্যঞ্জক—চিত্ত-উন্মাদক! তাহার পশ্চাতে একটী সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ সিংহলের বিখ্যাত হস্তী; তাহার উচ্চতা সেই বিরাট মিছিলের মধ্যস্থলে পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। সেই মাতঙ্গ-রাজ সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্র অভিনব বেশে সজ্জিত; সে দিকে চাহিলেই মণি-মাণিক্যের ঝলকে চক্ষু ঝলসাইয়া যায়। তাহার উপর মহান গৌরব-মণ্ডিত "তখ্‌তে রওয়ার" উপর নবোদিত সূর্য্যের ন্যায়, অবনীতলে ন্যায়-ধর্ম্মের অবতার খোদা-তালার ছায়াস্বরূপ মহাপরাক্রান্ত সম্রাট আবুল মজফ্‌ফর মহীউদ্দীন মোহম্মদ আওরঙ্গজীব বাহাদুর আলমগীর বাদশা গাজী মহোদয় গম্ভীরভাবে উপবিষ্ট। এই বিরাট জনসঙ্ঘের সকলেরই চক্ষু ও মন তাঁহার দিকে; তাঁহার মন কোন্ দিকে, কে জানে? বাদশাহের চারিদিকে সাম্রাজ্যের স্তম্ভ স্বরূপ আমীর-ওমরাগণ হস্তী-পৃষ্ঠে পদোচিত বিচিত্র বিচিত্র খেলাত পরিহিত হইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন। সকলেরই মস্তকে কি গাম্ভীর্য্যময় আসুমা! বদনে কি মহান মহিমা প্রতিভাত হইতেছিল! যাঁহাদের বিচক্ষণতায়, যাঁহাদের জ্ঞান-গরিমায় এক দিন ভারতের বিরাট সাম্রাজ্য পরিচালিত হইত, যাঁহাদের আদব-কায়দা এক দিন জগতের চক্ষে চমক লাগাইয়া দিত, যাঁহাদের অতুলনীয় বিভব-গৌরব অন্য দেশীয় ভূপতিগণেরও পরম লোভনীয় ছিল, মোগলের বিশাল সাম্রাজ্যের যাঁহারা গৌরব-স্তম্ভ, যাঁহাদের মানসিক-বলে, শৌর্য্য-প্রতাপে এক দিন জগত শ্রদ্ধা-ভক্তিতে মাথা নত করিত, আজ তাহারাই এই বিপুল শোভাযাত্রায় সম্রাটের পার্শ্বচর।

তাহার পশ্চাতে বিরাট অশ্বারোহী সৈন্যদলের সুদৃঢ় বর্ম্ম ও শিরস্ত্রাণ উজ্জ্বল সৌরকিরণ প্রপাতে ঝক্‌মক্‌ করিতেছিল। আজ দিল্লীর রাজ-পথের পার্শ্বে লোকে লোকারণ্য। কতদিনের পথ হইতে লোকে এই মহান দৃশ্য দেখিতে আসিয়াছে। যাহারা একান্ত ভাগ্যবান, তাহারাই জগতে এই অতুলনীয় দৃশ্য দেখিবার সুযোগ পাইয়াছে। আজ এ কাহার অভিষেকোৎসব? যাঁহার তরবারির প্রবল প্রতাপে বিপুল বিজয়পুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্য বিধ্বস্ত, দারা ও সুজার মহাপরাক্রান্ত সৈন্যদল উৎসন্ন, যিনি চক্ষের পলকে দিল্লী-আগ্রার ন্যায় অজেয় নগরীদ্বয় অধিকার করিয়াছেন, সম্রাট শাহ্‌জাহানের স্বাধীনতা বিলুপ্ত করিয়াছেন, নগরবাসিগণ নয়ন ভরিয়া আজ তাঁহাকে দেখিয়া জীবন সার্থক করিতেছে।

মিছিলের অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গে হস্তী-পৃষ্ঠ হইতে মুষ্টি মুষ্টি সুবর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা অজস্রভাবে দর্শকবৃন্দের মধ্যে ছড়াইয়া ফেলা হইতে লাগিল। দরিদ্রগণ তাহা আগ্রহভরে কুড়াইয়া লইয়া সম্রাটকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। চারিদিকে আনন্দের হল্লা, খুশীর মহা তুফান! থাকিয়া থাকিয়া লক্ষ লক্ষ কণ্ঠ হইতে সমবেতভাবে অবনী-অম্বর কম্পিত করিয়া ধ্বনিতে হইতে লাগিল,—"আল্লাহো আকবর" "জয় বাদশা-নামদার আলমগীর!" দূরে দূরে বিরাট বিচিত্র অর্দ্ধচন্দ্রখচিত পতাকারাজি কাঁপিয়া কাঁপিয়া নবীন ভূপতির জয় ঘোষণা করিতে লাগিল।

ধীরে ধীরে সেই বিরাট মিছিল লাহোর-তোরণ-দ্বারের মধ্য দিয়া দিল্লী-দুর্গের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। তার পর বিরাট দরবার। দেওয়ানে আমের আজ যে বিচিত্র সজ্জা, তাহা কাহার সাধ্য বর্ণনা করে? জগতীতলে একমাত্র যে স্থান বেহেশ্‌তের সহিত উপমিত, আজ

এই মহান্ উৎসবের দিনে তাহার যে কি শোভা ও সৌন্দর্য্য সাধিত হইয়াছিল,—তাহা বর্ণনা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। যথাসময় কৌষের পর্দ্দা উন্মোচিত করিয়া বাদশা যথাবিধি ময়ূর সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। অমনি "মার্হাবা—মার্হাবা" রবের উচ্চ ধ্বনিতে সেই বিরাট অতুল প্রাসাদ কম্পিত হইতে লাগিল। চারিদিকে আনন্দের উচ্চ তুফান যেন মেদিনী প্লাবিত করিতে ধাবমান হইল।

অমনি যথাবিধি "খোৎবা" পাঠ আরম্ভ হইল। এমাম সাহেব সুমিষ্ট আরবী ভাষায় গম্ভীরভাবে "খোৎবা" পাঠ করিতে লাগিলেন। প্রথমে কোরান শরিফের আয়ত পড়িয়া খোদা-তালার স্তুতিবাদ ও হজরত রসুলের (দঃ) গুণগান করিলেন। তার পর সিংহাসনের পূর্ব্ববর্ত্তী বাদশাহ্গণের নাম উল্লেখ করিয়া তাহাদের প্রত্যেকের পর-লোক-গত আত্মার উদ্দেশে দোয়া করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন বহুমূল্য খেলাত তাঁহাকে উপহার প্রদত্ত হইতে লাগিল। তার পর যখন খতিব বাদশা আলমগীরের নাম উচ্চারণ করিলেন, তখন সুবর্ণ-মণ্ডিত, মণি-মাণিক্য-খচিত, মহামূল্য খেলাত ও বহুমূল্য উপহারসমূহ তাঁহার উপর বর্ষিত হইয়া স্তূপাকার হইয়া উঠিল। সমাগত দর্শকদিগের মধ্যে অজস্রভাবে মুক্তা ও রত্নসমূহ ছড়াইয়া দেওয়া হইতে লাগিল। তৎসমুদয় মঙ্গলসূচক বলিয়া সকলে সযত্নে রক্ষা করিতেন।

সভাসদগণ শাহী কায়দায় আদবের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া বাদশাহ্কে কুর্ণিশ করিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে মোবারক-বাদসহ ঘন ঘন বাদশাহের জয়ধ্বনি হইতে লাগিল। বাদশাহ্ সভাসদগণকে পদোচিত খেলাত ও উপহার দান করিতে লাগিলেন। চারিদিকে অজস্রভাবে শাহী আতর ও অন্য বিবিধ সুগন্ধী দ্রব্য ছড়ান হইতে লাগিল। কস্তুরী

ও আম্বরের সুগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত ও বায়ুমণ্ডল ভরপূর হইয়া উঠিল।

ঐ দিন হইতেই সম্রাটের নামে নূতন মুদ্রা অঙ্কিত হইল এবং সাম্রাজ্যের প্রত্যেক প্রদেশে তাঁহার নামে খোত্‌বা পঠিত হইতে লাগিল।

বাদশাহ্‌-নামদার সম্রাট আবুল্‌ মোজাফ্‌ফর মহীউদ্দীন মোহম্মদ আওরঙ্গজীব বাহাদুর আলমগীর পাদশা গাজীর সিংহাসনারোহণের শুভ সংবাদ অবিলম্বে সমীরণ দেশে দেশে বহিয়া লইয়া গেল। জলে, স্থলে, নভোমণ্ডলে তাঁহার জয়ধ্বনি উঠিতে লাগিল। পারস্য, বুখারা, সমরকন্দ, আরব, তুরস্ক এমন কি সুদূর আবিসিনিয়ার সম্রাটগণও মহামূল্য উপহার ও নজরসহ সম্রাট আওরঙ্গজীবের দরবারে দূত প্রেরণ করিয়া তাঁহার সিংহাসনারোহণে আনন্দ জ্ঞাপন করিলেন। সমগ্র জগত মোগল সাম্রাজ্যের অতুলনীয় বিভব-গৌরবের জয়ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল! খোদা-তালার ছায়া-স্বরূপ বাদশাহ্‌ আলমগীরের গৌরবময় রাজত্বের উপরে ফেরেশ্‌তাগণের মঙ্গল আশীর্ব্বাদ অমিয়-ধারার ন্যায় ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

সমাপ্ত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব বাঙ্গলা ভাষার পরীক্ষক—

কবিবর মৌলভী শেখ হবিবর রহ্‌মান

সাহিত্য-রত্ন এল, টি, প্রণীত

কোহিনূর গ্রন্থাবলী

১। কোহিনুর কাব্য

"কোহিনূর" বঙ্গ-সাহিত্যে বাস্তবিকই কোহিনূর। সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতে আদম (আঃ)এর তওবা কবুল হওয়া পর্য্যন্ত ঘটনা বিবিধ ভাব-কল্পনা অলঙ্কারাদিতে বিশোভিত হইয়া এই পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার ভাবের অনন্ত গভীরতা, কল্পনার বিমানস্পর্শী উচ্চতা, ভাষার বিশ্ব-বিমোহন পবিত্রতা ও মধুরতা বঙ্গসাহিত্যে অতুলনীয়। পুস্তকখানি মহা-কবি মিল্টনের প্যারাডাইজ লষ্টের সহিত উপমিত। মূল্য ১৷৵০ আনা।

২। পারিজাত

পারিজাত বাস্তবিকই কবিতা-কাননের পারিজাত ; ইহার ভাব স্বর্গীয়, সুর স্বর্গীয়, লক্ষ্য স্বর্গীয়। সুললিত ছন্দে, উচ্ছ্বসিত ভাবে পারিজাত মোস্‌লেম কাব্যজগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। প্রধান প্রধান হিন্দু-মুসলমান সংবাদ-পত্র এবং পণ্ডিতমণ্ডলী কর্ত্তৃক মুক্তকণ্ঠে প্রশংসিত। অভিনব বেশে দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য ॥৵০ দশ আনা।

৩। আবেহায়াত

বাঙ্গালাভাষায় পারস্য গজলের অপূর্ব্ব মাধুরী ও স্বর্গীয় প্রেমের মধুর ঝঙ্কার। ইহা বাঙ্গালা সাহিত্যে নূতন সামগ্রী। পুস্তকখানি পাঠ করিলে ধর্ম্মভাবের উচ্ছ্বাসে ও স্বর্গীয় প্রেমের অপূর্ব্ব বিকাশে আত্মহারা হইতে হইবে। বর্দ্ধিত আকারে দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য ॥০ আনা।

৪। পরীর কাহিনী

বিংশ শতাব্দীর আরব্য উপন্যাস। স্বপ্নাতীত অপূর্ব্ব ঘটনা। পরীজাদী গোলবাহারের সহিত দুরাত্মা দৈত্য আৰ্দ্দাহাশের ক্রমাগত সংঘর্ষের বিস্ময়কর—অদ্ভুত লোমহর্ষণ কাহিনী, দানবগণের ভীষণ প্রতিহিংসা, তাহার ফলে মায়াজালে পরিবেষ্টিত মনোয়রের আত্মহত্যা ইত্যাদি ঘটনা পড়িয়া বিস্ময়ে অবাক হউন। এমন কৌতূহলোদ্দীপক সত্যঘটনা-মূলক গ্রন্থ বঙ্গ ভাষায় আর নাই। সুন্দর বাঁধাই প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে তৃতীয় সংস্করণ—মূল্য ৸০ বার আনা।

৫। চেতনা

চেতনা পাঠে হৃদয়ে নবজীবনের সাড়া অনুভব করিবেন। বিষয়ের গুরুত্ব হিসাবে ইহার মূল্য লক্ষ কোহিনূর সদৃশ।—মূল্য।০ আনা।

৬। নিয়ামত

নিয়ামত প্রকৃতই বেহেশ্‌তের নিয়ামত। মোল্লা বাকাউল্লা, ভদ্র লোক, নূরল হোসেন প্রভৃতি যে সমস্ত অমূল্য গল্প পাঠে একদিন "মোহাম্মদীর" সহস্র সহস্র পাঠক হর্ষ-পুলকিত ও বিস্ময়-বিহ্বল হইয়া ছিলেন, সেইরূপ বারটী গল্প ইহাতে স্থান পাইয়াছে। পাঠে কখনও

হাসিয়া অধীর হইতে হইবে, আবার কথনও অশ্রু সংবরণ কঠিন হইয়া পড়িবে। একাধারে বিবিধ ইস্‌লামিক শিক্ষাসম্বলিত, জাতীয়তার আদর্শ বিচিত্র রসে মধুর এমন অমূল্য গ্রন্থ আর নাই। মূল্য ১৲ টাকা।

৭। বাঁশরী

বাঁশরীর অপূর্ব্ব সুরে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই বিমুগ্ধ এবং স্বর্গীয় ভাবে বিভোর হইয়া যাইবেন। হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে আনন্দের ঝঙ্কার উঠিবে। মূল্য ১৲ এক টাকা।

৮। হাসির গল্প

ক্ষুদ্র-বৃহৎ শতাধিক হাসির গল্প। প্রত্যেক গল্প পাঠে হাসিয়া হাসিয়া অধীর হইতে হইবে; সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট উপদেশও লাভ হইবে। শিশু-পাঠ্য নির্দ্দোষ আমোদের বহি। সচিত্র দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য ॥০ আট আনা।

৯। ভারত-সম্রাট বাবর

ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, অধ্যবসায়ের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি মহামতি সম্রাট বাবরের সংক্ষিপ্ত জীবনী। পুস্তকখানি পুরস্কার প্রদানের সম্পূর্ণ উপযুক্ত এবং ছাত্রগণের উপযোগী সহজ ও সরল ভাষায় লিখিত। মূল্য ।৵০ ছয় আনা।

১০। সা'দীর কালাম

শেখ সা'দীর বাছা বাছা শতাধিক বয়াত এবং সুললিত কবিতায় তৎসমুদয়ের বঙ্গানুবাদ। বক্তার বক্তৃতা শক্তি শতগুণ বৃদ্ধি করিতে, ওয়াজ

নসিহতে ইসলামী তেজ জাগাইয়া তুলিতে, বৈঠকী মজলিস গুল্‌জার করিতে সাদীর কালামের তুলনা নাই। দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেক সমস্যায় সাদীর কালাম অমূল্য উপদেশ প্রদান করিবে। সমগ্র জগতে এমন সুনীতিপূর্ণ সরল কবিতা আর নাই। বাঙ্গলা অক্ষরে বিশুদ্ধ ভাবে পারসী মূল বয়াত লিখিয়া নিম্নে সুললিত কবিতায় তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। মাদ্রাসা মক্তবের ছাত্রগণের মুখস্ত করিবার একান্ত উপযোগী। মূল কেতাবের সহিত মিলাইয়া পড়িলে পারস্য ভাষা শিক্ষার্থিগণও বিশেষ উপকৃত হইবেন। মূল্য ।৵০ ছয় আনা।

☞ কোহিনূর কাব্য, পারিজাত, আবেহায়াত, পরীর কাহিনী, নিয়ামত, বাঁশরী, বাবর, চেতনা এবং হাসির গল্প গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য মনোনীত হইয়াছে।

কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে ও নিম্ন ঠিকানায় প্রাপ্তব্য